শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়!॥ ১

ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্রঃ (ধৃতং রাষ্ট্রং যেন সঃ রাজা) উবাচ (কথয়ামাস) হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে (ধর্ম্মস্য বৃদ্ধের্নিমিত্তং শস্যস্যেব ক্ষেত্রং বৃদ্ধিকরণং তস্মিন্ ধর্ম্মভূমৌ) কুরুক্ষেত্রে (কৌরবাণামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা রাজা বভূব তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে, বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং "যদনুকুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং" ইতি জাবালশ্রুতেঃ) যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ) মামকাঃ (মৎপুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডুপুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) চ এব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিং অকুর্ব্বত (কৃতবন্তঃ, স্থানমাহাত্ম্যেন সত্ত্বগুণাবির্ভাবাৎ যুদ্ধাদ্বিনিবৃত্তং বা যোদ্ধুং ব্যবসিতমিত্যর্থঃ)। ১

আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্রঃ (ধৃতং রাষ্ট্রং বিশ্বরাজ্যং যেন স মন ইত্যর্থঃ)। সঞ্জয়ঃ (সম্যক্ প্রকারেণ জয়তীতি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজ্ঞা বা) ধর্ম্মক্ষেত্রে (যৎ ক্ষেত্রং ধৃত্বা জীবস্তিষ্ঠতি তস্মিন্) কুরুক্ষেত্রে (অনুষ্ঠানভূমৌ, অস্মিন্ শরীরে) যুযুৎসবঃ (পরস্পরোৎকর্ষং লিপ্সবঃ) মামকাঃ (মনোবৃত্তয়ঃ অভিমানাদয়ঃ) পাণ্ডবাঃ (ক্ষিত্যাদিপঞ্চতত্ত্বানি)। ১

ভাবার্থ।

দেবনদী সরস্বতী দৃষদ্বতী যথা।
বিরাজে ভারতে পুণ্য কুরুক্ষেত্র তথা॥
কুরুকুল-আদি কুরুরাজ প্রতিষ্ঠিত।
পুণ্যভূমি আজি রণভূমে পরিণত॥
রাজ্য-পিপাসায় রত কৌরব পাণ্ডবে।
নরকুলক্ষয়কারী ভীষণ আহবে॥
বিশাল বাহিনী দুই সাজে পুরোভাগে।
গরজে জলধি যেন প্রলয়ের আগে॥
হেন কালে অন্ধরাজ বসি নিরজনে।
সুধান সঞ্জয়ে ডাকি মধুর বচনে॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

বল হে সঞ্জয়! মোরে বল দেখি শুনি।
সমরের সমাচার অদ্ভুত কাহিনী॥
কি করিল, বল আসি সমর কারণ।
আমার কুমার আর পাণ্ডুর নন্দন॥
স্থানের মাহাত্ম্যে নাহি গেল শত্রুভাব।
কা'র মনে না হইল সত্ত্ব আবির্ভাব? ১

আধ্যাত্মিক ভাবার্থ—রাজা ধৃতরাষ্ট্র (এই দেহরাজ্যের অধীশ্বর মন; মন বাহ্যদৃষ্টিহীন সুতরাং অন্ধ) সঞ্জয়কে (দিব্য দৃষ্টিকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানভূমি শরীরে আমার পুত্রগণ (অভিমান, দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, রাগ দ্বেষ, পারুষ্য, বল, অত্যাচার, অভিনিবেশ, কাম, লোভাদি মনের শত প্রবৃত্তি) ও পাণ্ডুপুত্রগণ (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্-পঞ্চ তত্ত্ব) যুদ্ধার্থ (পরস্পর উৎকর্ষ নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাবে) সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? তাৎপর্য্য এই যে এই দেহে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর পরস্পারকে সংযত করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপন জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে কোন্ পথ অবলম্বন করিলে জীব মোহ-বিমুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারে উপদেশ ব্যপদেশে অর্জ্জুনকে ভগবান নিজমুখে তাহাই গীতা রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ—রাজা (রাজতে শোভতে ইতি) দুর্য্যোধনঃ (দুর্দুষ্টং যোধনং ক্রিয়া যস্য সঃ) তদা পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং) ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং) দৃষ্ট্বা তু (তু শব্দেন পাণ্ডবানাং ভয়প্রসঙ্গো নাস্তীত্যেতদ্দ্যোততে) আচার্য্যং (উপদেষ্টারং দ্রোণং) উপসঙ্গম্য (সমীপং গত্বা) বচনং (বহুগুণবিশিষ্টং বাক্যং, সংক্ষিপ্ত-বহ্বর্থকত্বাদিগুণবত্বং) অব্রবীৎ। ২

আঃ ব্যাখ্যা। রাজা (মনোবৃত্তিষু প্রধানতয়া বিদ্যমানঃ) দুর্য্যোধনঃ (মন্দক্রিয়াবানভিমানঃ) পাণ্ডবানীকং (পঞ্চতত্বানাং বলং) ব্যূঢ়ং (ষট্‌চক্রে যথাস্থানমবস্থিতং) আচার্য্যং (সর্ব্ববৃত্তীনা মুপদেষ্টারং সংস্কারং)। ২

ভাবার্থ।

সঞ্জয় কহিলেন।

লভি দিব্য দরশন ব্যাসদেব বরে।
দেখিতেছি আমি সব আঁখির উপরে॥
যথাযথ বিবরণ তাই অকপটে।
বলি শুন মহীপতে! তোমার নিকটে॥
অসংখ্য পাণ্ডব সেনা ব্যূহে অধিষ্ঠিত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন ব্যাকুলিত চিত॥
যথা গুরু দ্রোণাচার্য্য, গিয়া সেই স্থানে।
বলিলেন যুক্তিযুক্ত বিনয় বচনে॥ ২

আঃ ভাবার্থ—রাজা (মনোবৃত্তির মধ্যে প্রধান) দুর্য্যোধন (অভিমান) পাণ্ডব সৈন্যকে (পঞ্চতত্বের বলকে) ব্যূঢ় (ষট্‌চক্রের যথাস্থানে অবস্থিত) দেখিয়া আচার্য্যকে (সর্ব্ব মনোবৃত্তির উপদেষ্টা সংস্কারকে) বলিলেন। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য! মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

ব্যাখ্যা। হে আচার্য্য! তব শিষ্যেণ ধীমতা (বুদ্ধিমতা) দ্রুপদ-পুত্রেণ (দ্রু দ্রুতং পদং গতির্যস্য স দ্রুপদস্তৎপুত্রেণ) ব্যূঢ়াং পাণ্ডু-পুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং পশ্য, (অথবা) হে পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য! (নতু মমাচার্য্য, মদন্নৈঃ পালিতোঽপি সদৈব পাণ্ডুপুত্রাণাং মঙ্গলকামনাং করোষি ইত্যেতদ্বচনেন দ্রোণাচার্য্যস্য ক্রোধোৎপাদনায় এবমুক্তং) তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং এতাং মহতীং চমূং পশ্য। ৩

আঃ ব্যাখ্যা। দ্রুপদপুত্রেণ (দ্রুপদস্তীব্রবেগস্তজ্জাতক্রিয়য়া, চাঞ্চল্য-ধর্ষণেন যদ্দ্যুঃ জ্যোতিস্তৎ বিদ্যতে যস্য স তেন জ্যোতিষা)। ৩

—※—

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

ভাবার্থ—

পুরোভাগে গুরুদেব! কর দরশন।
শিষ্য তব বুদ্ধিমান্ দ্রুপদনন্দন ॥
লয়ে সুবিপুল যত পাণ্ডুসুতসেনা।
করিয়াছে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহের রচনা ॥ ৩

আঃ ভাবার্থ হে আচার্য্য! (সংস্কার!) দ্রুপদপুত্র (দ্রুপদ অর্থাৎ তীব্রবেগ তাহা হইতে জাত জ্যোতিঃ) দ্বারা সুসজ্জিত পঞ্চতত্ত্বের শক্তি অবলোকন করুন। ৩

ব্যাখ্যা। অত্র যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীমার্জ্জুনসমানাঃ প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ) মহেম্বাসাঃ (ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইম্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইম্বাসা যেষাং তে মহম্বোসাঃ) শূরাঃ (শস্ত্রাস্ত্রকুশলাঃ) যুযুধানঃ বিরাটঃ চ মহারথঃ দ্রুপদঃ চ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ সর্ব্ব (সর্ব্বে) এব মহারথাঃ। ৪—৬

আঃ ব্যাখ্যা। ভীমার্জ্জুনসমাঃ (বায়ু-বহ্নি-তত্ত্বাভ্যাং সদৃশাঃ) মহেম্বাসাঃ (দৃঢ়বিশ্বাসাঃ) শূরাঃ (বীর্য্যবন্তঃ, স্বস্বস্থানাদবিচলিতাঃ) যুযুধানঃ (পুনঃপুনরতিশয়েন বা যুধ্যতি, চৈতন্যপ্রকাশবিঘ্নকারিণোঽভিমানপক্ষীয়ান্ হন্তীতি শ্রদ্ধা) বিরাটঃ (বিশেষেণ আত্মনি রাজতে ইতি সমাধিঃ) দ্রুপদঃ (দ্রু দ্রুতং পদং গতির্যস্য স তীব্রবেগঃ) ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টাঃ কেতব ইব আপদঃ যেন স যমঃ) চেকিতানঃ (কিত্ যঙ্লুক্ চানশ্ স্মৃতিঃ) কাশীরাজঃ (কাশতে ইতি কাশী, রাজতে ইতি রাজঃ, যঃ পদার্থান্ প্রকাশয়ন্ বিরাজতে সঃ, প্রজ্ঞেতি যাবৎ) পুরুজিৎ (পুরূঃ প্রচুরা ইন্দ্রিয়বৃত্তীঃ জয়তীতি প্রত্যাহারঃ) কুন্তিভোজঃ (কুনয়তি আমন্ত্রয়তে দৈববিভূতিমিতি কুন্তিঃ, দৈববিভূতিকর্ষিকাশক্তিস্তাং ভুনক্তি পালয়তীতি আসনং) শৈব্যঃ (শিবং মঙ্গলং দদাতীতি নিয়মঃ) যুধামন্যুঃ (যুধায়াং রোগাদিজয়ে মন্যুরহঙ্কারঃ যস্য স প্রাণায়ামঃ) সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ অভি সর্ব্বতঃ মন্যুর্যস্য সঃ দমঃ) দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদ্যাং কুণ্ডলিনীশক্তৌ পঞ্চতত্ত্বেভ্যো জাতাঃ প্রতিবিন্দাদয়ঃ বিন্দবঃ পরমাণবঃ)। ৪—৬

—*—

ভাবার্থ—

দ্রুপদ তনয় নয় একমাত্র রথী।
আছে তথা মহাবল বহু মহারথী

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম !।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ব্যাখ্যা। হে দ্বিজোত্তম! (দ্বিজেষু উত্তম দ্রোণাচার্য্য!) অস্মাকং তু (তু শব্দেনান্তরুৎপন্নমপি স্বকীয়ং ভয়ং তিরোদধানঃ ধৃষ্টতামাত্মনো-দ্যোতয়তি) যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানতয়াবস্থিতাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ (বুধ্যস্ব) সংজ্ঞার্থং তান্ তে ব্রবীমি। ৭

আঃ ব্যাঃ। দ্বিজোত্তম! (সংস্কার!)। ৭

—*—

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮

ভীমার্জ্জুন সমতুল অতুল-বিক্রম।
মহাধনুর্দ্ধর সবে রণে অনুপম ॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু যুযুধান।
পুরুজিৎ কাশীরাজ মহাবীর্য্যবান্ ॥
চেকিতান কুন্তিভোজ বিশাল-বিক্রম।
যুধামন্যু উত্তমৌজা শৈব্য নরোত্তম ॥
বিরাজে দ্রুপদ-রাজ-নন্দিনী-নন্দন।
ভদ্রাগর্ব্ভসিন্ধুজাতরোহিণীরমণ ॥
প্রত্যেকেই মহারথ শুন অরিন্দম।
অযুত অরির সনে যুঝিতে সক্ষম ॥ ৪—৬

আঃ ভাবার্থ। পঞ্চ-তত্ত্ব-শক্তিমধ্যে বায়ু-বহ্নি-তত্ত্ব-সদৃশ বীর্য্যবান্ যুযুধান (শ্রদ্ধা) বিরাট (সমাধি) দ্রুপদ (তীব্রবেগ) ধৃষ্টকেতু (যম) চেকিতান (স্মৃতি) কাশীরাজ (প্রজ্ঞা) পুরুজিৎ (প্রত্যাহার) কুন্তিভোজ (আসন) শৈব্য (নিয়ম) যুধামন্যু (প্রাণায়াম) সৌভদ্র (দম) দ্রৌপদেয়গণ (পরমাণু প্রভৃতি) বর্ত্তমান। ৪—৬

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। ভবান্ ভীষ্মঃ চ কর্ণঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ অশ্বত্থামা বিকর্ণঃ চ সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তপুত্রঃ ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ; মদর্থে (মন্নিমিত্তং) ত্যক্তজীবিতাঃ (আত্মসমর্পণং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ) নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ (বহুবিধায়ুধসম্পন্নাঃ; যেন করধৃতেন হন্যতে তৎ শস্ত্রং খড়্গাদি; যেন ক্ষিপ্তেন হন্যতে তদস্ত্রং কাণ্ডাদি) সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ অন্যে (এতদতিরিক্তাঃ) চ বহবঃ শূরাঃ [সন্তি]। ৮—৯

আঃ ব্যাখ্যা। ভীষ্মঃ (ভীষ+মক্ ভাষয়তীতি, যস্মাৎ পঞ্চতত্ত্বানি বিভান্তি সঃ ভীষ্মঃ চিদাভাসঃ, জীবানামন্তর্জ্যোতিঃ) কর্ণঃ (কৃ+নন্ ক্রিয়তেঽনেনেতি রাগঃ) কৃপঃ (কৃপ্ কল্পনে, কল্পয়তি বস্তূনি অবস্থা-রোপং করোতীতি কৃপঃ অবিদ্যা) অশ্বত্থামা (অশ্+ব=অশ্ব, অশ্ব+স্থা+মন্ ১।১ অশ্বত্থামা অশ্নুবন্ ব্যাপ্নুবন্ তিষ্ঠতীতি বাসনা, অয়মেব সংস্কারাৎ জায়তে অতঃ দ্রোণপুত্রত্বমস্য যুজ্যতে) বিকর্ণঃ (বিকরোতীতি দ্বেষঃ) সৌমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবাঃ ভূরি প্রভূতং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ কর্ম্ম) জয়দ্রথঃ (জয়ন্ জয়শীলঃ রথঃ শরীরং যস্য সঃ জয়দ্রথঃ অভিনিবেশঃ, অতি কষ্টেন মুনিভির্জেয়ত্বাদস্য তথাত্বম্; অয়-মেব সিন্ধুরাজঃ অর্থাৎ সংসারবন্ধনে প্রধানঃ) মদর্থে (প্রবৃত্তিপক্ষে ঽভিমানস্য রক্ষার্থং) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (নানা অনেকানি শস্ত্রপ্রহরণানি পঞ্চতত্ত্বানি হস্তং কৌশল-সাধনানি যেষাং তে)। ৮—৯

—*—

ভাবার্থ—

আমাদের খ্যাতনামা বহুবীরগণ।
সেনানায়কের ভার করেছে গ্রহণ ॥
বর্ণিতে বিস্তর মাত্র প্রধান প্রধান।
নাম নির্ব্বাচন করি কর অবধান ॥ ৭

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০

ব্যাখ্যা। ভীষ্মাভিরক্ষিতং (প্রথিতমহিম্না সূক্ষ্মবুদ্ধিনা ভীষ্মেণ অভিতঃ-সর্ব্বতো রক্ষিতং) অস্মাকং তৎ বলং অপর্য্যাপ্তং (ন পর্য্যাপ্তং, পরেষাং পরিভবে অসমর্থমিতি অথবা অপরিমিতং অসংখ্যং) ভীমাভিরক্ষিতং (স্থূলবুদ্ধিনা ভীমেন সর্ব্বতো রক্ষিতং) এতেষাং ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তং পরেষাং পরিভবে সমর্থঃ, অথবা পরিমিতং অল্পসংখ্যকমিতি)। ১০

আঃ ব্যাখ্যা। ভীষ্মাভিরক্ষিতং (আভাসচৈতন্যেন পালিতং) অপর্য্যাপ্তং (পঞ্চতত্ত্বৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং) ভীমাভিরক্ষিতং (ভীমেন বায়ুতত্ত্বেন প্রাণায়ামাদিসাধনভূতেন পালিতং) পর্য্যাপ্তং (প্রবৃত্তিপক্ষীয়ান্ বিনাশয়িতুং সমর্থমিব ভাতি)। ১০

—※—

আপনি আছেন গুরো! সহায় আমার।
ভীষ্ম কর্ণ কৃপ নাহি পরাজয় যাঁর ॥
বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা সুত আপনার।
সৌমদত্তি ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ আর ॥
আর কত শত বীর আমার কারণ।
উদ্যত জীবন ধন দিতে বিসর্জ্জন ॥
মহাশূর তারা নানা শস্ত্র প্রহরণ।
প্রয়োগে পণ্ডিত সবে রণে বিচক্ষণ ॥ ৮—৯

আঃ ভাবার্থ—হে গুরো! আমাদের পক্ষীয় বিশিষ্ট বীরগণের নাম আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি ভীষ্ম (চিদাভাস, জীবগণের অন্তর্জ্যোতিঃ) কর্ণ (রাগ) কৃপ (অবিদ্যা) অশ্বত্থামা (বাসনা) বিকর্ণ (দ্বেষ) সৌমদত্তি (কর্ম্ম) জয়দ্রথ (অভিনিবেশ) প্রভৃতি সাধনদ্বেষী বহুবীর আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ৭—৯

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

ব্যাখ্যা। ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশ-দ্বারেষু) যথাভাগং অবস্থিতাঃ (স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যজ্যাবস্থিতাঃ) [সন্তঃ] ভীষ্মং এব অভিরক্ষন্তু। ১১

আঃ ব্যাখ্যা। অয়নেষু (ব্যূহদ্বারস্বরূপেন্দ্রিয়দ্বারেষু) যথাভাগ-মবস্থিতাঃ (স্বাং স্বাং বলপ্রকাশভূমিং অপরিত্যজ্য বর্ত্তমানাঃ সন্তঃ) ভবন্তঃ সর্ব্ব এব (সংস্কারাদিবৃত্তয়ঃ) ভীষ্মং (চিদাভাসং) অভিরক্ষন্তু। (যতঃ আভাসচৈতন্যবলেনৈব অস্মাকমস্তিত্বং)। ১১

ভাবার্থ—

আমাদের বল গুরো! সুবিপুল অতি।
আছেন রক্ষক তার ভীষ্ম সূক্ষ্মমতি॥
শত্রুবল স্থূলবুদ্ধি ভীমের অধীন।
গণনায় অল্প, নয় সমরে প্রবীণ॥
অথবা প্রচুর নহে মম সেনা সবে।
অরাতি বিজয়ে তারা সমর্থ না হ'বে॥
বীরকুলরবি বটে ভীষ্ম সেনাপতি।
কিন্তু গুরুদেব! তিনি পার্থ-পক্ষপাতী॥
অন্যদিকে প্রতিপক্ষ যোধকুল যত।
গণনায় মিত কিন্তু বিক্রমে অমিত॥
স্থূলবুদ্ধি ভীম বটে সেনাপতি তার।
চিরবৈরী ভীম তাই সন্দেহ আমার॥ ১০

আঃ ভাবার্থ। চিদাভাসের দ্বারা অভিমানের অস্তিত্ব রক্ষিত, এবং রাগ, অবিদ্যা, বাসনা, দ্বেষ, কর্ম্ম ও অভিনিবেশ ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেও উহা পঞ্চতত্ত্ববলের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে বোধ হয় না। ১০

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্। ১২

ব্যাখ্যা। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সঞ্জনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ (বাদিতবান্)। ১২

আঃ ব্যাখ্যা। আভাসচৈতন্যং অভিমানস্য হর্ষং জনয়ৎ স্বপরাক্রমং দর্শয়িতুং আরব্ধবৎ। ১২

—*—

ভাবার্থ—

আপনারা সবে মিলি হে বীরপ্রধান!
আপন বিভাগ মত করি অবস্থান॥
নিজ নিজ ব্যূহ পথে থাকি সযতনে।
হ'ন্ ব্রতী মহামতি ভীষ্মের রক্ষণে॥
সমর সাগরে ভীষ্ম মাতিবেন যবে।
পুরোভাগে বিনা তাঁর দৃষ্টি নাহি রবে॥
শত্রুর সংহার তাঁর হবে ব্যবসায়।
না রহিবে লক্ষ্য কভু আপন রক্ষায়॥
এ রণসাগরে আজি তিনি কর্ণধার।
দেখ কেহ নাহি করে কোন হানি তাঁর॥
কি আর করিব দেব! ধৃষ্টতা প্রকাশ!
যা' হয় উচিত কর ভাবি নিজ দাস॥ ১১
দুর্য্যোধন মুখে শুনি এ সব ভারতী।
ভাবিলেন নিজমনে ভীষ্ম মহামতি॥
যদিও বিশেষ কিছু থাকা না সম্ভবে।
সমান সম্বন্ধ মম কৌরব পাণ্ডবে॥
যদিও পাণ্ডবগণ হেরি অবিরত।
সহিতেছে কৌরবের অত্যাচার কত॥
তথাপি কি করি বল আমি পরাধীন।
পালিত কৌরব অন্নে আছি চিরদিন॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবাঃ (মার্দ্দলাঃ) আনকাঃ (পটহাঃ) গোমুখাঃ (বাদ্যবিশেষাঃ) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (বাদিতাঃ) স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। ১৩

আঃ ব্যাখ্যা। অনন্তরং মনোবৃত্তীনাং ইন্দ্রিয়াদীনাং স্ব স্ব পরাক্রম-সূচকশব্দাঃ সমুত্থায় শরীরং পরিপূর্ণমকুর্ব্বন্। ১৩

—*—

যা'র অধীনতা আমি করেছি স্বীকার।
আজি সেনাপতিপদে ব্রতী আছি যা'র॥
করিব তাহার তরে সকলি অর্পণ।
ধন, জন, দেহ, আর প্রাণ মম পণ॥
অভিমানী স্বার্থপর প্রভু সদা যা'র।
কোথা ন্যায়-নিষ্ঠা তার কর্ত্তব্য-বিচার॥
বিবেক! হৃদয়ে মম বাস কর বৃথা।
পরপিণ্ডজীবী কোথা পায় স্বাধীনতা॥
এত ভাবি বীর্য্যবান্ শান্তনুনন্দন।
করিবারে কৌরবের আনন্দ বর্দ্ধন॥
গভীর কেশরিরবে উচ্চ শঙ্খধ্বনি।
করিলেন ভীষ্মদেব হরষে তখনি॥ ১২
বাজিল সহসা তথা শঙ্খ তূরী ভেরী।
বাজিল মাদল মহা ভীম রোল করি॥
বাজিল আনক অতি ভীষণ রাজন্।
তুমুল গোমুখনাদে পূরিল ভুবন॥ ১৩

আঃ ভাবার্থ। চিদাভাসের বলে আমাদিগের অস্তিত্ব। সুতরাং আপনারা সকলে ব্যূহদ্বারে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে অবস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করুন। তখন চিদাভাস অভিমানের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক নিজ পরাক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব পরাক্রমসূচক শব্দ উত্থিত হইয়া শরীর পূর্ণ করিল। ১১—১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ বাদয়ামাসতুঃ। ১৪

আঃ ব্যাখ্যা। স্যন্দনে (শরীরে, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ") প্রদধ্মতুঃ (শরীরাভ্যন্তরে শুক্লপথবিশিষ্টে মহতি স্থানে স্থিতৌ কূটস্থচৈতন্যস্তদন্তর্গতং বহ্নিতত্ত্বঞ্চ দিব্যৌ শঙ্খৌ বাদিতবন্তৌ, অস্মিন্নেব ক্ষণে যোগিনঃ প্রণবশব্দানুভবো ভবতীত্যর্থঃ)। ১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে!
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

ভাবার্থ—

পাণ্ডব শিবিরে তার হ'ল প্রতিধ্বনি।
গর্জ্জিল ভীষণ নাদে অর্জ্জুন বাহিনী ॥
আপনি ফাল্গুন শ্বেত অশ্ব সংযোজিত।
রথে করি আরোহণ হয়ে হরষিত ॥
দিব্য দুটি শঙ্খ লয়ে সহ যদুপতি।
করিলেন ধ্বনি তদা সুমহান্ অতি ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। হৃষীকেশঃ (হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশঃ, ইন্দ্রিয়াণি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমেশ্বরঃ) পাঞ্চজন্যং (পঞ্চজনো নাম দৈত্যঃ তস্যাস্থ্না নির্ম্মিতমিতি) ধনঞ্জয়ঃ (ধনানি জিতানি অনেনেতি ধনঞ্জয়ঃ—"অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনো-জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ। বীভৎসু বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ"॥) দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা—(ভীমং হিড়িম্বাদিবধরূপং কর্ম্ম যস্য তাদৃশঃ) বৃকোদরঃ ("যস্য তীক্ষ্ণো বৃকো নাম জঠরে হব্যবাহনঃ। ময়া দত্তঃ স ধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ" ॥) পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ। কুন্তী-পুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (যুধি যুদ্ধে স্থিরঃ) অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ; পরমেষ্বাসঃ (পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, চ বিরাটঃ অপরাজিতঃ (কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ অপরাজিতঃ অথবা চাপরাজিতঃ চাপেন ধনুষা রাজিতঃ দীপ্তঃ ইতি বিশ্বনাথঃ বলদেবশ্চ) সাত্যকিশ্চ, হে পৃথিবীপতে! দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ। ১৫—১৮

আঃ ব্যাখ্যা। সহদেবঃ মণিপুষ্পকশঙ্খং দধ্মৌ (পুষ্পস্য মণিরিব মণিপুষ্পো ভ্রমরস্তদ্বৎ কায়তি শব্দায়তে ইতি মণিপুষ্পকঃ; অর্থাৎ অস্মিন্নেব ক্ষণে পৃথ্বীতত্ত্বেন সমাহিতাত্মনাং মূলাধারোত্থিতঃ মত্তভৃঙ্গ-শব্দবৎ প্রণবপ্রকাশকঃ প্রথমশব্দ উৎপদ্যতে। অস্যামবস্থায়াং সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিমনোবর্ত্তমানত্বাৎ এষ প্রণবধ্বনির্নবেতি বিতর্কঃ সঞ্জায়তে, তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সবিতর্কঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যুচ্যতে) নকুলঃ সুঘোষং দধ্মৌ (সু সুন্দরঃ বেণুশব্দবৎ মধুরঃ ঘোষো যস্য সঃ; অর্থাৎ অস্মিন্নেব ক্ষণে জলতত্ত্বেন স্বাধিষ্ঠানোত্থিতবেণুশব্দবৎ সুমধুরঃ উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ প্রথমপ্রণবশব্দ উৎপদ্যতে। অস্যামবস্থায়াং সংশয়াত্মকমনোঽপায়াৎ নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি র্বা বুদ্ধিসমুদ্ভবাচ্চ এষ প্রণবশব্দঃ ইতি নিশ্চীয়তে, পরন্তু "কিংপদার্থোঽয়ং প্রণবঃ" ইতি বিচারোদ্গমো ভবতি, তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সবিচারঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যুচ্যতে) ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তশঙ্খং দধ্মৌ (দেবেন অদৃষ্ট-দেবতয়া দত্তং, সুপ্রসন্নভাগ্যেন লভ্যত্বাৎ তথাত্বম্; অর্থাৎ অস্মিন্নেব

ক্ষণে বহ্নিতত্ত্বেন মণিপুরোত্থিতবীণাশব্দবৎ প্রণবশব্দ উৎপদ্যতে। অস্যামবস্থায়াং সংশয়নিশ্চয়োভয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিসমুদ্ভবেন প্রণবার্থ-নিশ্চয়াৎ অনির্ব্বচনীয়ানন্দোঽনুভূতো ভবতি তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবা-বস্থা সানন্দসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যুচ্যতে) ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ পৌণ্ড্রং দধ্মৌ (পুণ্ড্যন্তে খণ্ড্যন্তে ঽন্তঃকরণবৃত্তয়ো ঽনেনেতি, পুণ্ড্ খণ্ডনে+রক্, তদেব পৌণ্ড্রম্, অর্থাৎ অস্মিন্নেব ক্ষণে ঘোরকর্ম্মণা বায়ুতত্ত্বেন অনাহতপদ্মোত্থিতঃ দীর্ঘঘণ্টাবৎ প্রণবশব্দ উৎপদ্যতে; অতো জীবঃ অস্যামবস্থায়াং "ঈশ্বরবাচকপ্রণবোঽহম্" ইত্যস্মিতয়া অনুভবতি। তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা সাস্মিতসসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যুচ্যতে।) অনন্তরং যুধিষ্ঠিরঃ (স্থিরতরং ব্যোমতত্ত্বং) অনন্তবিজয়নামকং শঙ্খং দধ্মৌ (অনন্তমখিলং বিজয়তে ইতি। অর্থাৎ অস্মিন্নেবক্ষণে সর্ব্বপ্রধান-ব্যোমতত্ত্বেন বিশুদ্ধাখ্যপদ্মোত্থিতমেঘগর্জ্জনবৎ প্রণবশব্দ উৎপদ্যতে। অস্যামবস্থায়ামস্মিতা বিলীনা ভবতি পরন্তু পরমপুরুষাদন্যৎ কিঞ্চিদপি ন বিজ্ঞায়তে। তস্মাৎ ইয়ং শব্দানুভবাবস্থা অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি-রিত্যুচ্যতে) এবঞ্চ হৃষীকেশঃ (ইন্দ্রিয়মনঃপ্রভৃতীনামধিষ্ঠাতা কূটস্থ-চৈতন্যস্বরূপঃ) পাঞ্চজন্যং দধ্মৌ (পঞ্চজনায় ব্যোমতত্ত্বাদয়ে হিতম্। অর্থাৎ এতদবস্থায়াং কূটস্থচৈতন্যাৎ মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাদীর্ঘঘণ্টামেঘ-গর্জ্জনবৎ প্রণবাত্মকাঃ পঞ্চশব্দাঃ মিলিত্বা অনির্ব্বচনীয়ং সুন্দরং শব্দং সমুৎপাদয়ন্তি)। ১৫—১৬

পৃথক্ পৃথক্ নাড্যাধিষ্ঠাতৃভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ শব্দঃ সমুৎপদ্যতে। ইত্যতঃ আহ কাশ্যশ্চেতি। এতে শব্দাঃ সমাধেঃ প্রাগেব ভবন্তীতি বোধ্যম্। ১৭—১৮

ভাবার্থ—

পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ দেব হৃষীকেশ।
দেবদত্ত দিব্যশঙ্খ লয়ে গুড়াকেশ॥
মহাশঙ্খ পৌণ্ড্র ভীমকর্ম্মা ভীম বীর।
অনন্তবিজয় কুন্তীসুত যুধিষ্ঠির॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

ব্যাখ্যা। সঃ তুমুলঃ (মহান্) ঘোষঃ (শব্দঃ) নভশ্চ পৃথিবীং চ এব অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (দুর্য্যোধনাদীনাং) হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ১৯

আঃ ব্যাখ্যা। স তুমুলঃ ঘোষঃ পৃথিবীং নভশ্চ (অর্থাৎ মূলাধারতঃ বিশুদ্ধাখ্যং যাবৎ) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (মনোজবৃত্ত্যাদীনাং) সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। ১৯

সুঘোষ নকুল, সহদেব, নৃপমণি!
মণিপুষ্পক লইয়া করিলেন ধ্বনি॥
মহাবীর কাশীরাজ শিখণ্ডী সুরথী।
অজেয় সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারথী॥
দ্রুপদ দ্রৌপদীসুত বিরাট রাজন্!
মহাবাহু অভিমন্যু আদি বীরগণ॥
নিজ নিজ মহাশঙ্খ নিনাদিল যবে।
ভেদিল গগন তার গভীর আরবে॥
পূরিল সহসা রসা প্রতিধ্বনি তার।
বিদারিল কৌরবের অন্তর সবার॥ ১৫—১৮

আঃ ভাবার্থ। তখন শুক্লপক্ষ বিশিষ্ট মহারথ রূপ শরীরাভ্যন্তরস্থিত কূটস্থ চৈতন্য এবং তদন্তর্গত বহ্নিতত্ত্ব ও দিব্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন অর্থাৎ এই সময়ে সাধকের প্রণব শব্দানুভব হইয়া থাকে। ১৪

এই সময়ে সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন অর্থাৎ এই সময়ে সাধক পৃথ্বীতত্ত্ব কর্তৃক মূলাধারোত্থাপিত মত্তভৃঙ্গশব্দবৎ প্রণবশব্দ শুনিতে পান। এই শব্দ প্রণবশব্দ কি না এই বিতর্ক উৎপন্ন হওয়ায় সাধকের এই অবস্থাকে "সবিতর্ক-সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি" কহে। পরে নকুল সুঘোষ শঙ্খ বাজাইলেন। অর্থাৎ এই সময়ে সাধক জলতত্ত্ব কর্তৃক স্বাধিষ্ঠানোত্থাপিত বেণুশব্দবৎ মধুর প্রণবশব্দ শুনিতে পান এবং এই অবস্থায় সংশয় দূরীভূত হইয়া নিশ্চয়াত্মঃকরণ

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে! ॥২০

ব্যাখ্যা। হে মহীপতে! অথ কপিধ্বজঃ (হনুমতা যস্য ধ্বজরূপত্বং গৃহীতং) পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগেনাবস্থিতান্) দৃষ্ট্বা

বৃত্তি বা বুদ্ধি সমুদ্ভুত হওয়ায় ইহাই প্রণবশব্দ বলিয়া স্থির বুঝিতে পারেন। পরন্তু এই প্রণব কি পদার্থ ইত্যাকার বিচারোদ্গাম হয়। তজ্জন্য সাধকের এই অবস্থাকে "সবিচার-সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি" বলে। অনন্তর ধনঞ্জয় দেবদত্তশঙ্খ বাজাইলেন। অর্থাৎ এই সময়ে সাধক বাহ্নতত্ত্ব কর্ত্তৃক মণিপুরোত্থাপিত বীণা শব্দবৎ প্রণবশব্দ শুনিতে পান। তখন সংশয়-নিশ্চয়োভয়াস্তঃকরণবৃত্তির সমুদ্ভব দ্বারা প্রণবার্থ নিশ্চয় হওয়ায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়। তজ্জন্য সাধকের এই অবস্থা "সানন্দ-সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি" নামে উক্ত হয়। তদনন্তর ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাজাইলেন অর্থাৎ এই সময় ঘোরকর্ম্মা বায়ুতত্ত্ব কর্ত্তৃক অনাহত পদ্ম হইতে দীর্ঘঘণ্টাবৎ প্রণবশব্দ উৎপন্ন হয় এবং সাধক এই অবস্থায় "আমি ঈশ্বরবাচক প্রণব" এই অস্মিতানুভব করেন, সেই হেতু এই অবস্থাকে "সাস্মিত-সসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি" কহে। অনন্তর যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাদন করিলেন অর্থাৎ তৎপরে স্থিরতর ব্যোমতত্ত্ব দ্বারা বিশুদ্ধ নামক পদ্ম হইতে মেঘগর্জ্জনবৎ অখিলব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী প্রণব-শব্দ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় সাধকের অস্মিতা অর্থাৎ আমি আছি ইত্যাকার অহং জ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। এবং সেই একমাত্র পরম পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। তজ্জন্য এই শব্দানুভবাবস্থাকে "অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি" কহে। অবশেষে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা সেই কূটস্থ চৈতন্য পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ বাজাইলেন। এই অবস্থায় কূটস্থ চৈতন্য হইতে মত্তভৃঙ্গ-বেণু-বীণা-দীর্ঘঘণ্টা-মেঘগর্জ্জনবৎ প্রণবাত্মক পঞ্চ শব্দ মিলিয়া এক অনির্ব্বচনীয় মনোহর শব্দ সমুৎপন্ন হয়। পৃথক্ পৃথক্ নাড়ীর অধিষ্ঠাতৃগণ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই সকল শব্দ সমাধির পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়া থাকে। ১৫—১৮

মনোবৃত্তি সকল এই সমস্ত প্রণবপ্রকাশক শব্দে ভয়োৎসাহ হইল। এবং আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ এই শব্দের প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৯

শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (প্রবর্ত্তমানে) [সতি] ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশং ইদং বাক্যং আহ। ২০

আঃ ব্যাখ্যা। অথ অনন্তরং কপিধ্বজঃ (বহ্নিতত্ত্বং) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (মানসিকবৃত্তীঃ) ব্যবস্থিতান্ (নিবৃত্তিপক্ষীয়ান্ হন্তুমুদ্যতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ (গাণ্ডীবং, মেরুদণ্ডমিত্যর্থঃ) উদ্যম্য শস্ত্রসম্পাতে (চৈতন্যক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তমানায়াং) প্রবৃত্তে সতি হৃষীকেশং (কূটস্থচৈতন্যং) ইদমাহ। ২০

-*—

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মে হচ্যুত ! ॥ ২১
যাবদেতান্নিরীক্ষে হহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণ-সমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষে হহং য এতে হত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হে অচ্যুত ! (ন কদাচিদপি প্রচ্যুতিং প্রাপ্নোতীত্যচ্যুত) উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়। ২১

যাবদহং এতান্ যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে (দ্রক্ষ্যামি). অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং। ২২

অত্র যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ (প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ) য এতে সমাগতাঃ [তান্] যোৎস্যমানান্ (সংগ্রাম-সমুৎসুকান্) অহং অবেক্ষে (দ্রক্ষ্যামি)। ২৩

ভাবার্থ—

প্রস্তুত কৌরবসেনা সমরে নেহারি।
বানরকেতন রথে আরোহণ করি ॥
তৃতীয় পাণ্ডব শরসন্ধান কারণ।
নিজ করে করি ভীম ধনুক ধারণ ॥
আপন রথসারথি হৃষীকেশ প্রতি।
বলিলেন এইমত রাজন্ ! ভারতী ॥ ২০

আঃ ব্যাখ্যা। হে অচ্যুত (নিত্য!) উভয়োঃ (প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-পক্ষয়োঃ) সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়। অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং যোদ্ধুকামান্ এতান্ (প্রতিপক্ষভাবেনাবস্থিতান্) অহং পশ্যামি। দুর্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (মানসিকাভিমানাদেঃ) প্রিয়-চিকীর্ষবঃ (প্রিয়কার্য্যং কর্ত্তুং অভীপ্সবঃ) যে অত্র সমাগতাস্তান্ অবেক্ষে)। ২১—২৩

—*—

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

কুরুপতি দুষ্টমতি অতি দুর্য্যোধন।
প্রিয় আচরণ তার করিতে সাধন ॥
সমাগত যাহারা এ কুরুক্ষেত্ররণে।
যাহাদের সনে আজি সমর প্রাঙ্গণে ॥
বলের পরীক্ষা মম হইবে এখন।
যতক্ষণ তাহাদের করি দরশন ॥
ততক্ষণ এই দুই সেনার ভিতরে।
রাখহে, অচ্যুত! রথ কৃপাদান করে ॥ ২১—২৩

আঃ ভাবার্থ। অনন্তর সাধক মনোবৃত্তিগণকে অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণকে নিবৃত্তিপক্ষীয়গণের বিনাশ সাধনে উদ্যত দেখিয়া ধনু অর্থাৎ মেরুদণ্ড সরলভাবে উত্তোলন পূর্ব্বক যোগে কুণ্ডলিনী-চৈতন্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কূটস্থচৈতন্যকে কহিলেন। ২০

হে নিত্য পুরুষ! আপনি আমার রথ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে সংস্থাপন করুন্। এই যোগসাধনসংগ্রামে আমার পরিপন্থিরূপে সমুপস্থিত, যাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহাদিগকে আমি ভাল করিয়া দেখিয়া লই। অর্থাৎ যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বৃত্তি স্বপক্ষে কার্য্য করিতেছে এবং কোন্ কোন্ বৃত্তি বিপক্ষে কার্য্য করিতেছে ইহা সাধক যতক্ষণ না জানিতে পারেন ততক্ষণ অচ্যুতকে অগ্রে করিয়া দূরে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। ২১—২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত!
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। হে ভারত! (ভরতবংশজ ধৃতরাষ্ট্র!) গুড়াকেশেন (গুড়াকা নিদ্রা তস্যাঃ ঈশঃ, জিতনিদ্রস্তেন, অথবা গুড়াঃ কুঞ্চিতাঃ কেশা যস্য সঃ কুঞ্চিতকেশস্তেন; অথবা গুড়া মাধুর্য্যমাত্রপ্রকাশকাঃ স্বায় স্নেহরসাস্বাদপ্রকাশকাঃ অকেশাঃ বিষ্ণুব্রহ্মশিবাঃ যস্য তেন, অকারো বিষ্ণুঃ কো ব্রহ্মা ঈশো মহেশ্বরঃ, যত্র পূর্ণাবতারঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রেমাধীনঃ তত্র তদংশাঃ বিষ্ণুব্রহ্মরুদ্রাঃ কথমৈশ্বর্য্যং প্রকাশয়ন্তি কিন্তু স্বকর্ত্তৃকং স্নেহরসং প্রকাশ্যৈব স্বং কৃতার্থং মন্যন্তে ইতি বিশ্বনাথঃ) এবং উক্তঃ [সন্] হৃষীকেশঃ (সর্ব্বেষাং নিগূঢ়াভিপ্রায়জ্ঞঃ) উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ (প্রমুখে সম্মুখে) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি উবাচ। ২৪—২৫

আঃ ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ (প্রজ্ঞয়া অনুভূয়তে) হে ভারত! (মনঃ!) সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ (প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপক্ষীয়াণা- মিত্যর্থঃ)। ২৪—২৫

ভাবার্থ—

সঞ্জয় কহিলেন—

অতঃপর নরনাথ! ভাব দেখি মনে।
জ্ঞানের অগম্য যিনি, অদৃশ্য দর্শনে॥
যোগিগণ যোগে যাঁরে না পারে চিনিতে।
সাংখ্যে গুণসংখ্যা যাঁর না পারে করিতে॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োরপি স্থিতান্ পিতৃন্ অথ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ (সমানং খ্যায়তে জনৈরিতি সখা তান্; সমপ্রকৃতিবিশিষ্টান্, বয়স্যান্) শ্বশুরান্ চ সুহৃদঃ (সু শুভং উত্তমং হৃৎ হৃদয়ং যস্য স তান্ শুভানুধ্যায়িনঃ, কৃতোপকারান্ বা) এব অপশ্যৎ। ২৬

আঃ ব্যাখ্যা। মনঃপ্রভৃতিপিতৄন্, চিদাভাসাদি-পিতামহান্ সংস্কারাদিগুরূন্ ইত্যাদীন্ অপশ্যৎ। ২৬

—ঃ—

আত্মরূপী রথী যিনি জীবদেহরথে।
সে রথী সারথি আজ, অর্জ্জুনের রথে! ॥
ধন্যরে ভকতি! তোর শকতি অপার।
করাইস্ নির্গুণেরে সগুণ স্বীকার ॥
ভক্তকুল চূড়ামণি ধন্যরে পাণ্ডব!।
ভক্তি গুণে ভগবান আজ্ঞাকারী তব ॥
পাণ্ডবের কেনা হরি ভবে কে না জানে?।
বিজয় রহিবে কোথা বিজয় বিহনে?
বাড়াইতে ভক্তমান বাঞ্ছাকল্পতরু।
হে ভারত! দাস আজি জগতের গুরু ॥
জিতনিদ্র পার্থবাণী শুনি হৃষীকেশ!
করিলেন সেনা মধ্যে রথ সমাবেশ ॥
কহিলেন এই দেখ সখে! সমবেত।
কুরুবীর ভীষ্ম দ্রোণ আদি নৃপ যত ॥
নির্ভয়ে সকলি ভ্রাতঃ! কর দরশন।
আমি বিদ্যমানে নাহি বিপদ কখন ॥ ২৪—২৫

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। স কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পরয়া (মহত্যা) কৃপয়া (কর্ত্র্যা ইত্যুক্তেঃ স্বভাবসিদ্ধা কৃপেতি দ্যোততে ইতি বলদেবমধুসূদনৌ) আবিষ্টঃ (পরবশঃ, গৃহীতঃ) বিষীদন্ ইদং অব্রবীৎ। ২৭

আঃ ব্যাখ্যা। পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (সংস্কারাদ্যনুসারতঃ স্নেহ-রূপং প্রাপ্যেত্যর্থঃ)। ২৭

ভাবার্থ—

দেখিলেন পার্থ দুই সেনা মধ্যস্থলে।
আছে পুত্র পৌত্র সখা সুহৃৎ সকলে ॥
পিতামহ ভীষ্মদেব পিতৃব্য মাতুল।
আচার্য্য শ্বশুরগণ আর ভ্রাতৃকুল ॥ ২৬
হেরিয়া অদূরে এই আত্মবন্ধুগণ।
বিষণ্ণ-হৃদয় এবে কুন্তীর নন্দন ॥
অরাতির আর্ত্তনাদে যে বীরপরাণ।
অটল অচল ছিল সুমেরু সমান ॥

আঃ ভাবার্থ। সঞ্জয় কহিলেন—গুড়াকেশ অর্থাৎ যোগী যোগমার্গবিঘ্নকারী নিদ্রা জয় করিয়া ভগবান্‌কে অচ্যুত অর্থাৎ তিনি দেহরথ হইতে কখন চ্যুত হন না এবং হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক জানিয়া তাঁহারই অধীনে ইন্দ্রিয়গণকে স্থাপন করিলে তবে ভগবান কৃপা করিয়া তাহাকে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-পক্ষীয়গণের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিবার অবসর দেন। প্রজ্ঞা দ্বারা ইহা অনুভূত হয়। ২৪—২৫

তখন সাধক, মনঃ প্রভৃতি পিতৃগণ, চিদাভাসাদি পিতামহগণ এবং সংস্কার প্রভৃতি গুরুগণের কার্য্য সকল দর্শন করেন। ২৬

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। হে কৃষ্ণ! (কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। অথবা কৃষ্ সংসারঃ ন মুক্তিঃ সংসারবন্ধনাৎ মুক্তিদাতা। অথবা যঃ কালরূপেণ সর্ব্বং জগৎ

সমরে মাতিতে যার উল্লাস সতত।
পরের জীবন লয়ে খেলা যার ব্রত ॥
আজি একি মোহ তার হইল উদয়।
হরি! হরি! যেন নারী কোমল-হৃদয় ॥
হইল মোহিত মন করুণার বশে।
গলিল বালির বাঁধ বারির পরশে ॥
অথবা বুঝেছি মর্ম্ম ভুবন-মোহন!
তোমারি মায়ায় মুগ্ধ অর্জ্জুনের মন ॥
ভ্রান্ত জীবে গীতা তত্ত্ব উপদেশ দিতে।
হেন অবসর কবে পাইবে শ্রীপতে! ॥
পৃথাপুত্র সম পাত্র কে আছে ধরায়?
তাই এ মায়ার খেলা তব মায়াময়!
এস রে নিদাঘ-তপ্ত পান্থ! নিরবধি।
ভ্রমি ভ্রম-পথ থাক পিপাসিত যদি ॥
অর্জ্জুনের রথরূপ পশ্চিম গগনে।
দেখ নবজলধর নীরদবরণে ॥
ভেবনা তাপিত জীব! ত্রিতাপবারণ।
এখনি হইবে তত্ত্ব-সুধা বরষণ ॥
কারণ বিহনে কোন কার্য্য নাহি হয়।
মায়াতে মোহিত তাই অর্জ্জুনহৃদয় ॥
পরমকরুণাদরবিগলিতচিতে।
পার্থ ভগবানে পুনঃ লাগিল বলিতে ॥ ২৮

কর্ষতি সঃ কৃষ্ণঃ। অথবা কৃষিশ্চপরমানন্দঃ নশ্চ তদ্দাস্যকর্ম্মণি, অর্থাৎ দাস্যকর্ম্মণি পরমানন্দো যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি (নিশ্চেষ্টানি ভবন্তি) মুখং চ পরিশুষ্যতি। ২৮

আঃ ব্যাখ্যা। স্পষ্টা। ২৮

—ঃ—

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব!॥ ৩০

ব্যাখ্যা। মে শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) চ রোমহর্ষঃ জায়তে হস্তাৎ গাণ্ডীবং (খাণ্ডবদহনাৎ প্রাগেব বরুণেন অর্জ্জুনায় দত্তং মহাধনুঃ) চ স্রংসতে (নিপততি) ত্বক্ এব পরিদহ্যতে (ত্বক্‌পরিদহনেন অন্তঃ-সন্তাপো দর্শিতঃ)। ২৯

হে কেশব! অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব (দৌর্ব্বল্যমূর্চ্ছয়োরুদয়ঃ ভবতি) বিপরীতানি নিমিত্তানি (অনিষ্টসূচক-লক্ষণানি শকুনাদীনি) চ পশ্যামি। ৩০

আঃ ব্যাখ্যা। গাণ্ডীবং স্রংসতে (মেরুদণ্ডঃ অনায়ত্তো ভবতি) অবস্থাতুং (প্রবৃত্তিপক্ষীয়ান্ নিহন্তুমিত্যর্থঃ) ন শক্নোমি। ২৯—৩০

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

করি দরশন এই আত্মীয় স্বজন।
সমাগত সখে! যত সমর কারণ॥
হইছে বিষাদে অবসন্ন কলেবর।
শুকাইছে মুখ মম ওহে যদুবর!॥ ২৮

ন চ শ্রেয়ো ঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১

ব্যাখ্যা। হে কৃষ্ণ! আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ (ফলং "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ"॥ ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিশেষাভিধানাৎ হন্তুস্তু ন কিঞ্চিৎ সুকৃতমিতি বলদেবঃ বিশ্বনাথঃ মধুসূদনশ্চ) চ ন অনুপশ্যামি বিজয়ং চ রাজ্যং সুখানি চ ন কাঙ্ক্ষে। ৩১

আঃ ব্যাখ্যা। স্বজনং (অভিমানাদীন্)। ৩১

—*—

ভাবার্থ—

ভীষণ অশনিনাদে অটল যে ছিল।
কেন সখে! সে দেহের হেন দশা হ'ল॥
নিরন্তর থরথর হতেছে কম্পিত।
কদম্বকুসুম সম হ'ল কণ্টকিত॥
দৈববলে মহাবলী আমি না ছিলাম।
সব্যসাচী নামের কি এই পরিণাম॥

আঃ ভাবার্থ। মন, কর্ম্ম, সংস্কারাদি যাহারা এতদিন সাধকের বন্ধু ছিল অর্থাৎ যাহারা তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায় ছিল তাহারা কেন এক্ষণে যোগমার্গের অন্তরায় হইল এই ভাবিয়া সাধক বিষাদে ও কৃপায় চঞ্চল হন। ২৭

তখন সাধক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া বলেন হে কৃষ্ণ! আমি আমার আত্মীয়বর্গের উপরিউক্ত রূপ আচরণ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছি। আমার মুখ শুষ্ক হইতেছে। তোমার নাম জপ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছি না। দেহ প্রকম্পিত, রোমাঞ্চিত এবং দগ্ধ হইতেছে। গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে অর্থাৎ মেরুদণ্ড সরল রেখায় রাখিয়া যোগাসনে বসিয়াছিলাম এক্ষণে কৃপায় বিষাদে মন চঞ্চল হওয়ায় স্থৈর্য্যহারা হইতেছি এবং মেরুদণ্ডও বক্র ও অনায়ত্ত হইতেছে। অশুভ লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণের হননে আমি পারগ হইব না; অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি ঘোর সংসার-সঙ্কটে মুক্তিদাতা, আমায় এই বিষম সঙ্কটে পরিত্রাণ কর। ২৮—৩০

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ ! কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমে ঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতো ঽপি মধুসূদন ! ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ! ॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। হে গোবিন্দ ! (গাং ভাষাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ প্রাপ্তকামধেন্বৈশ্বর্য্যঃ ইতি বা। গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যো ঽব-লীলয়া জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥) নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং, যেষাং অর্থে নো রাজ্যং

বিবিধ আয়ুধ যার শিশুর খেলানা।
সাধের গাণ্ডীব আর সে কর তোলে না ॥
সহসা আসিল এত তাপ কোথা হ'তে।
দহে তনু, বহে প্রতি লোমকূপপথে ॥
অশিব লক্ষণ কেন হেরি চারিদিকে।
উড়িছে শকুনি, শিবা ঊর্দ্ধমুখে ডাকে ॥
বাম আঁখি কেন দেখি করিছে স্পন্দন।
বহিতে পারি না দেহ অবসন্ন মন ॥
স্বভাবে অভাব বোধ করে ধনঞ্জয়।
হে কেশব ! একি সব ভাব বিপর্য্যয় ॥ ২৯—৩০
স্বজননিধনে নাহি শুভফল আশা।
রাজ্যসুখে ধনে আর করি না প্রত্যাশা ॥
করিব না কৃষ্ণ ! এত স্বজন সংহার।
পাষাণে বাঁধিতে বুক পারিব না আর ॥ ৩১

ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং ত (তে) ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ চ তথা এব পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্ (প্রাণাশাং) ধনানি (ধনাশাং) চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে হবস্থিতাঃ হে মধুসূদন। 'সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ! ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্॥ মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনো মধুসূদনঃ॥ পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধুঃ। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্) মহাকৃতে (মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে) কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ হপি [মাং] ঘ্নতো হপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি হে জনার্দ্দন! ("সমুদ্রান্তর্বাসিনো জননাম্নো হসুরান্ অর্দ্দিতবান্ ইতি জনার্দ্দনঃ। জনৈঃ লোকৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে পুরুষার্থায় অসৌ জনার্দ্দনঃ। জনয়তি উৎপাদয়তি লোকান্ ব্রহ্মরূপেণ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ। জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি হররূপেণ সংহারকর্ত্তৃত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ। জনশ্চাসৌ অর্দ্দনশ্চেতি জনার্দ্দনঃ।" ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ। ৩২—৩৫

আঃ ব্যাখ্যা। রাজ্যং (প্রবৃত্তিপক্ষীয়েষু আধিপত্যং)। ৩২—৩৫

ভাবার্থ—

পরাৎপর! স্বার্থপর অর্জ্জুন কি এত!
নিজ সুখ ভোগ আশে করিবে নিহত।
আচার্য্য পিতৃব্য পুত্র পৌত্র পিতামহ।
মাতুল শ্বশুর শ্যালা সম্বন্ধিসমূহ!
নহে নহে অর্জ্জুনের এত নীচ মন॥
তা হ'লে কি পায় হরি! তব দরশন॥
বাসুদেব সখা যার, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির।
দেব অংশে জন্ম যার তনয় কুন্তীর॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব! ॥ ৩৬

ব্যাখ্যা। হে মাধব! ("মা ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলা প্রকৃতিরীশ্বরী। নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥ মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী। রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ"॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। "ওমিত্যেকাক্ষরে মন্ত্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ। মাধবায়েতি বৈ নাম ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্"॥ ইতি বহ্নিপুরাণম্।) এতান্ আততায়িনঃ (অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে চাততায়িনঃ" ইতি স্মৃতিঃ) হত্বা [স্থিতান্] অস্মান্ পাপং এব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ (যোগ্যাঃ) হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম। ৩৬

আঃ ব্যাখ্যা। স্পষ্টা। ৩৬

—ঃ—

সামান্য সাম্রাজ্য-সুখ তারে কি দেখাও।
ত্রিলোকের আধিপত্য যদি আনি দাও॥
তথাপি না লবে অস্ত্র কুরুক্ষেত্র রণে।
পারিবে না মারিবারে আত্মীয় স্বজনে॥
স্বার্থহীন ভালবাসা কিম্বা জনার্দ্দন!
পর-উপকার-ব্রত করিতে পালন॥
প্রস্তুত যাহারা আজ দিতে বলিদান।
তৃণ সম ভাবি নিজ ধন জন প্রাণ॥
কোন্ প্রাণে হেন জনে করিব সংহার।
ভাবিলেও মনে হয় পাপের সঞ্চার॥
ইহাদের বধ যদি হয় তব লক্ষ্য।
কর'না করুণাময়! মোরে উপলক্ষ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন! ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। যদ্যপি এতে লোভোপহতচেতসঃ (লোভেন উপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলনাশজনিত-পাপং) মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি [তথাপি] হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং)। ৩৭—৩৮।

আঃ ব্যাখ্যা। কুলক্ষয়কৃতং (বাহ্যানুভবধ্বংসরূপং দোষং অর্থাৎ অভিমানাদিস্বজনবিনাশরূপং)। ৩৭—৩৮

—*—

প্রলয়ে সংহার যাঁর হয় ব্যবসায়।
সামান্যে বিরাগ তাঁর শুনি হাসি পায় ॥
এ বিপদে আর কার লইব শরণ।
সুপথ দেখাও মোরে শ্রীমধুসূদন! ॥ ৩২—৩৫
বেদের বিধান মতে শুন হে মাধব!
হেন আততায়ী বধে পাপভাগী হব ॥
তাই বলি কাজ নাই করিয়া নিধন।
ধৃতরাষ্ট্র সুতসহ বন্ধু অগণন ॥
স্বজন শোণিত পাতে যে সুখ উদয়।
অসুখের খনি সে যে! সে ত সুখ নয় ॥ ৩৬

আঃ ভাবার্থ—

তখন সাধক ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন হে কেশব! যোগ-দ্বারা যদি অভিমান, রাগ, বাসনা, চিদাভাসাদি আত্মীয়গণকে নষ্ট করিলাম তবে ভোগ কে করিবে। আমি লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া যে সংস্কার, যে ভোগ-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি তাহা কেমন করিয়া ত্যাগ করিব।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মো ঽভিভবত্যুত॥ ৩৯

ব্যাখ্যা। কুলক্ষয়ে সনতনাঃ (চিরন্তনাঃ) কুলধর্ম্মাঃ (পরম্পরা-প্রাপ্তাঃ ধর্ম্মাস্তত্তদগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াসাধ্যাঃ) প্রণশ্যন্তি (নাশমাপ্নুবন্তি কর্ত্তৃরভাবাদিতার্থঃ) উত অপি ধর্ম্মে (ধৃ+ম=ধর্ম্মস্তস্মিন্, "ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে। দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমাশৌচেন

ধন-মান-রাজ্য-সুখ-সম্ভোগ-কারণ।
অজ্ঞানে হয়েছে মত্ত দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
বিবেক সে মন হ'তে লয়েছে বিদায়।
কুল-মিত্র-নাশ-দোষ দেখিতে না পায়॥
আমরা ত জনার্দ্দন! কৌরব সমান।
মোহের মাদক নাহি করিয়াছি পান॥
কুলনাশ দোষ তথা স্বজন নিধন-।
পাপ যত আমরা ত জানি জনার্দ্দন!॥
স্বার্থপর কর্ম্ম যার বিষ পরিণাম।
বুধগণ করে তার বিরতি বিধান॥ ৩৭—৩৮

ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য বিনিময়েও আমি তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে পারিব না। অর্থাৎ সাধক তখনও নিত্যানন্দ নিত্যসুখ ভোগের আস্বাদন না পাওয়ায় ক্ষণভঙ্গুর সুখ ভোগের বিচ্ছেদ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন। তাই কাতর ভাবে বলিতেছেন হে জনার্দ্দন! আমার আর যোগমার্গে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। আমার অধোগতি হয় হউক। আমি নির্ব্বৃতি চাহি না। এরূপ আত্মীয়কে হনন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে আমার কিছুই সুখ হইবে না। বরং ইহাদের বধে আমার পাপ হইবে। সাধক তখন এই ভয়ে ভীত হইতেছেন। ৩০—৩৬

বাসনা, সংস্কার, অভিমানাদিদ্বারা আমার নির্ব্বৃতি পথ রোধ হউক তথাপি আমি অভিমানাদি স্বজন বিনাশ দ্বারা বাহ্যানুভব ধ্বংসরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে পারিব না। ৩৭—৩৮

বল্লভ ! ॥ অহিংসয়া স শান্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে। এতৈর্দশভি-রঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ” ॥ ইতি পদ্মপুরাণম্। তথাচ “অদ্রোহ-শ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্য মনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্”। ইতি মৎস্য-পুরাণম্) নষ্টে [সতি] কৃৎস্নং (সমস্তং অখিলং) কুলং অধর্ম্মো ঽভি-ভবতি (প্রাপ্নোতি)। ৩৯

আঃ ব্যাখ্যা। কুলধর্ম্মাঃ (অনুভবধর্ম্মাঃ)। ৩৯

—*—

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০

ব্যাখ্যা। হে কৃষ্ণ ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি (নষ্টা ভবন্তি) হে বার্ষ্ণেয় ! বৃষ্ণিবংশোদ্ভব !) স্ত্রীষু দুষ্টাষু [সতীষু] বর্ণসঙ্করঃ (প্রতিলোমানুলোমজঃ, যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ “বক্ষ্যে সঙ্করজাত্যাদি গৃহস্থাদি-বিধিং পরম্। বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ॥ জাতো ঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্যতো ঽপি বা। মাহিষ্যোগ্রৌ প্রজায়েতে বিট্শূদ্রাঙ্গনয়োর্নৃপাৎ ॥ শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাৎ বিদ্বান্ এষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্বৈদেহকস্তথা। শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ক্ষত্রিয়াং মাগধং বৈশ্যাৎ শূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেবচ। শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যাজ্জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥

ভাবার্থ—

চিরাগত-কুলধর্ম্ম-নিপুণ-জীবন।
এ হেন কাল-সমরে হইলে নিধন ॥
অপোগণ্ড শিশু তার শিক্ষার অভাবে
জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে ॥
কুল তার কর্ণধার-হীন-তরি মত।
অধর্ম্ম জলধি তলে হবে অধোগত ॥

মাহিষ্যেণ করণ্যান্তু রথকারঃ প্রজায়তে। অসংস্তুতাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।" ইতি গারুড়ে ৯৬ অঃ) জায়তে। ৪০

আঃ ব্যাখ্যা। কুলস্ত্রিয়ং (অনুভবশক্ত্যঃ) বর্ণসঙ্করঃ (অজ্ঞানেন সহ মিশ্রিতঃ সন্ ভ্রমঃ জায়তে ইতি)। ৪০

—*—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

ব্যাখ্যা। সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং (কুলঘাতিনাং) কুলস্যচ নরকায় এব এষাং পিতরঃ হি লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাপিণ্ডস্যোকদস্য চ ক্রিয়া

সনাতন জাতি-কুল-ধর্ম্ম ব্যভিচারে।
কুলবালাকুল যাবে অকূল পাথারে॥
পুত্র কামনায় পতিনিদেশবর্ত্তিনী।
সেবে অন্য পতি বটে কুলের কামিনী॥
কিন্তু সে যে অনুলোম জনমে তাহায়।
সুসন্তান স্বামিকুল সমুজ্জ্বল যায়।
নাহি তাহে ব্যভিচার কামের প্রসঙ্গ।
চিরাগত ধর্ম্ম তাহে নহে কুল ভঙ্গ॥
কিন্তু কুলত্যাগিনীর নীচ সহবাসে।
প্রতিলোম সন্ততি কি জন্মিবে না শেষে?
ক্রমেতে জারজ জাতি হবে যদুপতে!
সঙ্কর জনিত কুল যাবে অধঃপাতে॥
সুবিপুল বৃষ্ণিকুলে তোমার সম্ভব।
নাহি কিছু কুল-ধর্ম্ম অবিদিত তব॥
যাঁহার স্মরণে পায় অকূলেতে কূল।
তাঁর সখা হ'তে হবে কুলের নির্ম্মূল॥ ৩৯—৪০

যেষাং তে তথা) [সন্তঃ] পতন্তি (পাপিনাং মরণোত্তরকালে যাতনা-সঙ্কুলং নিবাসস্থানং নরকং যান্তি)। ৪১

আঃ ব্যাখ্যা। নরকায় (অনিষ্টপাতায়)। ৪১

—*—

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণ-সঙ্কর-কারকৈঃ
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

ব্যাখ্যা। কুলঘ্নানাং এতৈর্বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ জাতিধর্ম্মাঃ ("অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষু প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া"॥ ইতি মনুসংহিতা) কুলধর্ম্মাঃ (ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ অসাধারণাঃ বংশগত-ধর্ম্মাঃ) চ উৎসাদ্যন্তে। ৪২

আঃ ব্যাখ্যা। স্পষ্টা। ৪২

ভাবার্থ—

সঙ্কর হইতে যায় সে কুল নরকে।
সঙ্কর নরকে দেয় কুলের নাশকে॥
ইহাদের পিতা আর পিতামহচয়।
জল পিণ্ড নাশ দোষে যায় হে নিরয়॥ ৪১
বর্ণ-সঙ্কর-কারক মহাদোষ হ'তে।
কুলঘাতী মহাপাপী যাহারা জগতে॥
তাহাদের জাতিগত কুলগত আর।
সনাতন ধর্ম্ম হয় সমূলে সংহার॥ ৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন!।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩

ব্যাখ্যা। হে জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসো ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়ম্; প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্" ॥ ইতি শ্রীধরঃ বলদেবশ্চ। ততশ্চ "প্রেতত্বপরাবৃত্তিকারণাভাবান্নরক এব কেবলং নিরন্তরং বাসো ভবতীতি" ধ্রুবমিতি মধুসূদনঃ। "কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরং। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" ইতি রঘুনন্দনধৃতবচনং)। ৪৩

আঃ ব্যাখ্যা। স্পষ্টা। ৪৩

—ঃ—

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪

ভাবার্থ—

শুনেছি আচার্য্য-মুখে শাস্ত্রের বিধান।
নষ্ট হল্লে কুলধর্ম্ম মানব সন্তান॥
নরকে নিয়ত থাকে গতি নাহি তার।
পিণ্ড বিনা নাহি যায় প্রেতত্ব তাহার॥ ৪৩

আঃ ভাবার্থ—অভিমানাদি মনোবৃত্তির নাশ হইলে বাহ্যানুভব ধর্ম্মও বিলুপ্ত হয় এবং অনুভব ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধোগতি হয়। ৩৯

অনুভব ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অনুভব শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়, তখন অজ্ঞান আসিয়া মিলিত হয় এবং ভ্রম উৎপাদন করে। ভ্রম হইতে নানা অনিষ্টসম্পাত ঘটে। কর্ম্মকাণ্ডাদি বিলুপ্ত হয়। পিতৃপিতামহাদির বিরাগভাজন হইয়া তাঁহাদের অধোগতির কারণ হইতে হয়। ৪০—৪৩

ব্যাখ্যা। অহোবত (বহুকষ্টমিত্যর্থঃ, অথবা অহোবত ইতি সন্দেহে) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ (অধ্যবসায়ংকৃতবন্তঃ) যৎ রাজ্য-সুখ-লোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ। ৪৪

আ° ব্যাখ্যা। স্পষ্টা। ৪৪

—ঃ—

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

ব্যাখ্যা। যদি অপ্রতীকারং (অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং) অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং (অত্যন্ত-হিতকরং) ভবেৎ। ৪৫

আঃ ব্যাখ্যা। স্পষ্টা। ৪৫

—*—

ভাবার্থ—

হায়! হায়! একি কষ্ট সামান্য কারণে।
রত আমি আজি ঘোর পাপ আচরণে॥
ধিক্ রে দুরাশামত্ত হৃদয় আমার।
এই কি বিজ্ঞের মত ব্যবসা তোমার॥
কিনিতে প্রস্তুত ছার রাজ্য-সুখ-ধনে।
এ হেন স্বজনতপ্তশোণিতের পণে॥
মৃন্ময় কলসে দিতে প্রলেপ লেপন।
দুর্লভ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের ঘর্ষণ!!॥
স্বার্থেতে হয়েছে এত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।
নাহি বুঝ লাভালাভ নাহি পাপপুণ্য॥
এখন বিবেক মম রয়েছে 'জাগিয়া।
দিতেছে এখন শান্তিপথ দেখাইয়া॥
বাসনা! আর না তোমা দিব রে প্রশ্রয়।
এতই দুর্ব্বল নয় অর্জ্জুন-হৃদয়॥ ৪৪

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬

ব্যাখ্যা। শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা) অর্জ্জুন এবমুক্ত্বা সংখ্যে (সংগ্রামে) সশরং (শরসহিতং) চাপং বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) রথোপস্থে (রথস্যোপরি) উপাবিশৎ (উপবিবেশ)। ৪৬

ভাবার্থ—

এই আমি শরাসন পরিহার করি।
কাজ নাই অপহৃত রাজ্য সমুদ্ধারি॥
করুক্ কৌরব পারে যত অপকার।
করিব না আর তার কোন প্রতিকার॥
আত্মরক্ষা না করিব রহিব নিরস্ত্র।
উদাসীন সমাসীন দেখিয়া সশস্ত্র॥
ধৃতরাষ্ট্রসুতগণ মোরে যদি মারে।
এ হতে কুশল সখে! গণিব তাহারে॥ ৪৫

সঞ্জয় কহিলেন—

এত বলি বাসুদেবে, শোকেতে অধীর
বসিলেন রথোপরে পার্থ মহাবীর॥

আঃ ভাবার্থ—ভ্রমে পড়িয়া তখন সাধক বলিতে থাকেন হায় আমি নির্ব্বৃত্তির কামনায় বাসনাদি স্বজনগণকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি কি কষ্ট! প্রবৃত্তি-পক্ষীয়গণ যোগপথভ্রষ্ট দেখিয়া আমাকে অধোগত করে করুক্, সেও ভাল তথাপি আমি তাহাদের হনন করিতে পারিব না। ৪৪—৪৫

আঃ ব্যাখ্যা। শোকসংবিগ্নমানসঃ (মলিনীকৃতভাবঃ) সশরং চাপং বিসৃজ্য (মেরুদণ্ডং শিথিলীকৃত্য) রথোপস্থে (শরীরে) উপাবিশৎ (নিশ্চেষ্টো বভূব, যোগকার্য্যাৎ বিররাম ইত্যর্থঃ)। ৪৬

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুন-
বিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ফেলিলেন দূরে শর সহ শরাসন।
অন্তর কাতর অতি বিষণ্ন বদন॥
স্থানের মাহাত্ম্য জাত সত্ত্বগুণোদয়ে।
মিটিল সমর সাধ অর্জ্জুন-হৃদয়ে॥ ৪৬

আঃ ব্যাখ্যা—তখন দিব্য দৃষ্টি কহিতেছেন। অনন্তর সাধক এই কথা বলিয়া মেরুদণ্ড শিথিল করিয়া যোগ-সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া মলিন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৬

ইতি প্রথম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ—তথা (স্বজনমরণপ্রসঙ্গদর্শনেন) কৃপয়াবিষ্টং (মমৈতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তস্নেহবিশেষঃ কৃপা; কৃপয়া স্নেহেন ন তু দয়য়া আবিষ্টং ব্যাপ্তমিতি নীলকণ্ঠঃ) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য স তং) বিষীদন্তং (বিষাদং প্রাপ্নুবন্তং) তং (প্রাকৃতং পার্থং) মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ।১

আঃ ব্যাখ্যা। মধুসূদনঃ (শুভাশুভধর্ম্মনাশকঃ, কূটস্থচৈতন্যং) কৃপয়াবিষ্টং (শোচন্তং) ১

-※-

ভাবার্থ—

সঞ্জয় কহিলেন—

কাতর অর্জ্জুন তথা বিষাদে মগন।
করুণ নয়নে ধারা বহে অনুক্ষণ॥
স্নেহবিগলিতচিত দরশন করি।
বলিলেন মধুভাষে মধুদানবারি॥ ১

আঃ ভাবার্থ। দিব্যদৃষ্টি কহিলেন।

সাধককে এইরূপে মোহাভিভূত হইয়া শোককরতঃ যোগমার্গ হইতে বিচলিত দেখিয়া মধুসূদন অর্থাৎ শুভাশুভধর্ম্মনাশক কূটস্থচৈতন্য তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন!॥ ২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান্ (ভগং ষড়ৈশ্বর্য্যং বিদ্যতে ঽস্যেতি ভগবান্, "সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারো ঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। তেনাগময়িতা স্রষ্টা-গকারার্থস্তথা মুনে॥ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥" উবাচ (কথয়ামাস)। হে ঽর্জ্জুন! ত্বা (ত্বাং সর্ব্বক্ষত্রিয়প্রবরং) বিষমে (সঙ্কটসময়ে) কুতঃ (কস্মাৎ হেতোঃ) অনার্য্যজুষ্টং (আর্য্যৈর্মুমুক্ষুভির্ন জুষ্টং সেবিতং) অস্বর্গ্যং (ন স্বর্গেচ্ছয়া সেব্যং) অকীর্ত্তিকরং (ন কীর্ত্তীচ্ছয়া সেব্যং; তথাচ মোক্ষ-কামৈঃ স্বর্গকামৈঃ কীর্ত্তিকামৈশ্চ বর্জ্জনীয়ং) ইদং কশ্মলং (মালিন্যং, মোহঃ) সমুপস্থিতং। ২

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

কেন হে অর্জ্জুন! এই বিষম সময়।
মোহ এত অভিভূত করিল তোমায়?
সুবিপুল ক্ষত্রকুলে তুমি শিরোমণি।
কোন ধর্ম্মবিধি ইহা বল দেখি শুনি?
আর্য্যগণ অনুক্ষণ নিন্দা করে যার।
যে বিধিতে হয় বন্ধ স্বরগের দ্বার॥
যে ক্রিয়াতে অপকীর্ত্তি হয় হে সঞ্চয়।
ইহপরলোকে যাহে অধোগতি হয়॥
হেন হেয় অনুষ্ঠান করে মূঢ় জনে।
অসাধুসেবিত কার্য্য সাজে কি অর্জ্জুনে?॥ ২

হে সাধক! অযোগিজনসেবিত, অনুন্নতিকর এই মোহ এমন অসময় কোথা হইতে সমুপস্থিত হইল? অর্থাৎ যোগমার্গানুসারী যোগিগণের পক্ষে এতাদৃশ মোহপ্রাপ্তি উচিত নহে। ২

আঃ ব্যাখ্যা। অনার্য্যৈঃ (অযোগিভিঃ) অস্বর্গ্যং (অনুন্নতিকরং) কশ্মলং (মোহঃ) বিষমে (অসময়ে, অর্থাৎ যোগমার্গানুসারিণঃ এতাদৃশ মোহপ্রাপ্ত্যানৌচিত্যাৎ) ত্বাং সমুপস্থিতম্। ২

—*—

† মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!॥ ৩

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! ক্লৈব্যং (ক্লীবস্য ভাবমধৈর্য্যং) মা গচ্ছ (প্রাপ্নুহি) এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ভবতি) হে পরন্তপ! (পরং শত্রুং তপতি তাপয়তীতি অরিন্দম!) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। ৩

আঃ ব্যাখ্যা। ক্লৈব্যং (তেজোবিহীনত্বং) পরন্তপ! (রোগাদি-সমুচ্ছেদক!) ক্ষুদ্রং (অসজ্জনহিতং) উত্তিষ্ঠ (চৈতন্যপ্রকাশক্রিয়াসম্পা-দনার্থং সযত্নোভব)। ৩

—*—

ভাবার্থ—

ক্লীবধর্ম্ম কাতরতা বিদিত নিশ্চয়।
পৌরুষ বিধেয় তার পুরুষ যে হয়॥
অরিদল হানবল প্রতাপে তোমার।
উঠ পার্থ! পরিহর চিত্তের বিকার॥
ত্যজ অবসাদ কর উৎসাহ আশ্রয়।
জগৎজেতার এত মোহ ভাল নয়॥ ৩

আঃ ভাবার্থ। অতএব তুমি ধৈর্য্য এবং তেজঃ অবলম্বন কর। তুমি পরন্তপ, রাগাদি শত্রুদমনে সক্ষম এক্ষণে অসজ্জনোচিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার পূর্ব্বক চৈতন্যপ্রকাশক্রিয়া-সম্পাদন-নিমিত্ত যত্নবান্ হও। ৩

† পাঠান্তরং—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন!
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন! ॥ ৪

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—হে অরিসূদন! মধুসূদন! "অহং কথং সংখ্যে (সংগ্রামে)" পূজার্হৌ (পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ তৌ, যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ) ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি ইষুভিঃ (বাণৈঃ) যোৎস্যামি (যুদ্ধং করিষ্যামি)। ৪

আঃ ব্যাখ্যা। হে মধুসূদন! (কর্ম্মবাচককূটস্থচৈতন্য! সংখ্যে (অস্যাং যোগক্রিয়ায়াং) পূজার্হৌ (উৎপাদকতয়া অনুভবশক্তিপ্রদাতৃতয়াচ পূজনীয়ৌ) ইষুভিঃ (যোগকৌশলৈঃ) যোৎস্যামি (নাশয়িষ্যামি)। ৪

-*—

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

বল হে অরিসূদন! দুষ্টের দলন!
শিষ্টজনে কবে তুমি করেছ দমন॥
শত্রুর সংহার তুমি কর চিরদিন।
মিত্রপ্রতি কবে তুমি হয়েছ কঠিন?
আমি ত তোমারি সখা, সাজে কি আমার।
গুরুমিত্রজনগণে পরুষ আচার॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য মোর পূজনীয় অতি।
কেমনে মূঢ়ের মত তাঁহাদের প্রতি॥
হে অরিসূদন! এই সমরপ্রাঙ্গণে।
প্রতিযুদ্ধ দান করি বাণ বরষণে॥
সাজে না যা'দের বাদে প্রতিবাদ করা।
সাজে কি তাদের সহ প্রতিযুদ্ধ করা? ॥ ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫

ব্যাখ্যা? মহানুভাবান্ (শ্রুতাধ্যায়সম্পন্নান্) গুরূন্ ("উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহ-পিতামহৌ॥ বন্ধুর্জ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥" তান্) অহত্বা হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষাণাং সমূহং ভিক্ষাশনং) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ, তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্, লোহিতলিপ্তান্ বা অত্যন্তগর্হিতান) কামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়। ৫

আঃ ব্যাখ্যা। ভোক্তুং (মোক্ষং প্রাপ্তুং)। ৫

ভাবার্থ—

অহঙ্কারী কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিহীন।
হেয়-পথ-গামী-গুরু ত্যাজ্য চিরদিন॥
এ বিধি শাস্ত্রেতে বটে আছে হে বিধান।
এ ক্ষেত্রে সে বিধি সখে! নহে ত প্রমাণ॥
শ্রুতি-বেদ-অধ্যয়ন-সম্পন্ন সতত।
মরণ আপন বশে স্বভাব সংযত॥
পতিত-পাবনী-গঙ্গাগর্ভ-সমুদ্ভব।
পিতামহ ভীষ্মবধে মহাপাপী হব॥
পাপময় এ ধরায় নাহি প্রয়োজন।
ভিক্ষা করি হয় না কি উদর ভরণ?॥ ৫

আঃ ভাবার্থ—তখন সাধক বলিতেছেন।

হে শুভাশুভ-কর্ম্ম-নাশক-কূটস্থ-চৈতন্য! সংস্কার চিদাভাস প্রভৃতি উৎপাদক এবং অনুভবশক্তিদাতাদিগকে আমি কিরূপে এই সাধন-ক্রিয়ায় যোগ-কৌশল দ্বারা বিনাশ করিব। ৪

**নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তে ঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬**

ব্যাখ্যা। চ নঃ (অস্মাকং) কতরৎ গরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) এতৎ ন বিদ্মঃ (জানীমঃ) যদ্ বা [বয়ং এতান্] জয়েম যদি বা [এতে] নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ; যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ (জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে ঽবস্থিতাঃ। ৬

আঃ ব্যাখ্যা। ক্রিয়ায়ামস্যাং সিদ্ধায়ামসিদ্ধায়াং বা অস্মাকং কতরৎ গুরুতরং তন্ন জানীমঃ। যতঃ যান্ মানসিকবৃত্তিস্বরূপান্ আত্মীয়ান্ হত্বা সমূলং উৎপাট্য ন জিজীবিষামস্তে এব সম্মুখে ঽবস্থিতাঃ। ৬

—ঃ—

ভাবার্থ—

পারি না বুঝিতে রণে জয় পরাজয়।
কাহার গৌরব সখে! সমধিক হয়॥
যাহাদের নিধনেতে বাঁচিতে বাসনা।
তিলেকের তরে মম মানস করে না॥
সেই গুরু ধৃতরাষ্ট্র-তনয় নিকরে।
নিরখিয়া সমাসীন সম্মুখ সমরে॥
মমতাজনিত মোহে আজি অভিভূত।
স্বভাব-সম্ভূত মম শৌর্য্য আদি যত॥
ধর্ম্মে মূঢ়মতি আমি সকাতর অতি।
তাই যদুপতে! তোমা সুধাই সম্প্রতি॥
নিশ্চয় আমার যাহে শ্রেয়োলাভ হয়।
কৃপা করি কহ তাহা দীনদয়াময়!॥

আঃ ভাবার্থ। ইহাদের বিনাশ করিয়া সেই অতি গর্হিত মহাপাপময় মুক্তিলাভাপেক্ষা ইহলোকে অতিকষ্টে জীবন যাপনও আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। ৫

এই যোগক্রিয়ার সিদ্ধি বা অসিদ্ধি কাহার গৌরব অধিক তাহা আমি

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং
প্রপন্নম্‌ ॥ ৭

ব্যাখ্যা। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (দৈন্যদোষদূষিতস্বভাবঃ; যো হল্লাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ। কৃপণস্য ভাবঃ কার্পণ্যং, দৈন্যমিতি আনন্দগিরিঃ। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা-স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সঃ কৃপণঃ ইতি শ্রুতেঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মে ধর্ম্মবিষয়ে নির্ণায়কপ্রমাণাদর্শনাৎ সংমূঢ়ং সংশয়ৈর্ব্যাপ্তং চেতো যস্য সঃ) [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি; যৎ শ্রেয়ঃ (তাপত্রয়াণাং বিনিবৃত্তিং, নিবৃত্ত-দুঃখানাং অনুৎপত্তিরূপং মঙ্গলঞ্চ) স্যাৎ তৎ মে নিশ্চিতং ব্রূহি অহং তে শিষ্যঃ (শাসনার্হঃ) ত্বাং প্রপন্নম্‌ (শরণংগতং) মাং শাধি (শিক্ষয়)। ৭

আঃ ব্যাখ্যা। বহুলাভে স্বল্পমপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে যঃ স এব কৃপণস্তস্য ভাবঃ কার্পণ্যং মুখ্য-প্রয়োজন-মুক্তিলাভে সত্যপি স্বল্পমপি অভিমানাদিরূপং আত্মীয়নাশং দ্রষ্টুং ন সহে ঽহমিত্যর্থঃ। ৭

ত্রিতাপজনিত দুঃখ চির-নিবারণ।
করিতে সমর্থ তুমি বিপদবারণ! ॥
গুরুপদে আজি তোমা বরিতেছি তাই।
গুরু বিনা অন্য গতি এ জগতে নাই ॥
জ্ঞানহীন শিষ্য বোধে কর হে গ্রহণ।
দাও হে আমারে তব মঙ্গল শাসন ॥

বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ মনোবৃত্তিরূপ যে সকল আত্মীয়গণকে নিহত করিলে অর্থাৎ সমূলে উৎপাটিত করিলে আমার অস্তিত্ব থাকে না তাহারাই এই যোগক্রিয়ার বিঘ্ন স্বরূপে সম্মুখে বর্ত্তমান, আমি কিরূপে তাহাদের উচ্ছেদ করিব। ৬

সাধক এক্ষণে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন হে ভগবন্‌! হে জগদ্‌গুরো! আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম আমাকে এই

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

ব্যাখ্যা। ভূমৌ (পৃথিব্যাং) অসপত্নং (নিষ্কণ্টকং) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং সুরাণামপি আধিপত্যং অবাপ্য (প্রাপ্য) চ যৎ [কর্ম্ম] মম ইন্দ্রিয়াণাং উচ্ছোষণং (অতিশোষকরং) শোকং অপনুদ্যাৎ (অপনয়েৎ) [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি। ৮

আঃ ব্যাখ্যা। সুরাণামপি চাধিপত্যং (মুক্তিমিত্যর্থঃ)। ৮

—*—

ভ্রমবশে সখিভাবে ভেবেছি তোমায়।
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবে কি আমায়?॥
জনন-মরণ-দুঃখ-নাশন-কারণ।
নিত্য নিরঞ্জন তুমি অধমতারণ॥
আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন মোহে মুগ্ধচিত।
হইয়াছি হিতাহিত-বোধ-বিরহিত॥
কৃপা করি হরি! যদি এ অধম জনে।
তার হে তারকব্রহ্ম! দীনহীন জ্ঞানে॥
আপন প্রকৃতি-গত উদারতা বলে।
শিষ্য বলি স্থান দাও শ্রীচরণ তলে॥
কৃপা করি দেখাইয়া দাও মুক্তিপথ।
এ অধম অর্জ্জুনের পূরে মনোরথ॥ ৬—৭
স্বজন-নিধনরূপ বিষম সমরে।
ফলিবে যে বিষময় কুফল অচিরে॥
দিব্য চক্ষে করিতেছি দরশন সব।
অসহ্য হ'য়েছে তাই বেদনা কেশব!॥
আর কারে মনোব্যথা বলদেখি বলি।
অন্তর্যামী তুমি দেব! জানিছ সকলি॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯

বিনাশিতে এ বিষম হৃদয়ের ভার।
যুদ্ধ বিনা অন্য গতি নাহি কি হে আর ?॥
স্বজন-শোণিত-নদী মেদের কর্দ্দম।
কঙ্কাল-বিশাল-স্তূপে অতীব দুর্গম॥
রাজ-সিংহাসন-পথ ঐ দেখা যায়।
প্রাণান্তেও আমি দেব! যাব না তথায়॥
না হয় যাইব ফিরে পুনঃ বনবাসে।
মিষ্ট ফল জল যথা ক্ষুধা তৃষা নাশে॥
শান্তিময়ী প্রকৃতির পাদপ-ছায়ায়।
করিব শয়ন সুখে ভূতল-শয্যায়॥
কলকণ্ঠ কোকিলের বৈতালিক গীতে।
জাগাইবে প্রতিদিন সুনিদ্রা হইতে॥
সহচর পাব শান্ত কুরঙ্গ-সন্তানে।
শান্তিপ্রিয় তারা শান্তি বিনা নাহি জানে॥
অথবা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে শেষে ল'ব।
করিব করঙ্ক করে কৌপীন পরিব॥
গাব গিয়া গৃহস্থের প্রতি ঘরে ঘরে।
সুধামাখা হরিনাম শোক তাপ হরে॥
তথাপি এ প্রাণসম সুহৃৎ নিকরে।
করিব না অস্ত্রাঘাত কঠিন অন্তরে॥
এ জগতে যদি পাই কণ্টক-বিহীন।
ধন-জন-পরিপূর্ণ রাজ্য কোন দিন॥
অথবা স্ববশে যদি আসে ত্রিভুবন।
লাভ করি অমরার রাজ-সিংহাসন॥

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ—পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং এবং উক্ত্বা ন যোৎস্য (যোৎস্যে সম্প্রহরিষ্যে) ইতি গোবিন্দং উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ (স্বভাবতো জিতালস্যে সর্ব্বশক্রুতাপনে চ তস্মিন্নাগন্তুকমালস্যমতাপকত্বঞ্চ নাস্পদমাদধাতীতি দ্যোতয়িতুং হ শব্দঃ ইতি মধুসূদনঃ)। ৯

আঃ ব্যাখ্যা। তূষ্ণীং বভূব (যোগাৎ বিররাম)। ৯

—*—

তথাপি আমার দেব ! চিত অনিবার।
শোকে তাপে অভিভূত হইবে অপার ॥
দারুণ এ বিষময় শোকাপনোদন।
করিবারে পারে গুরো ! না হেরি এমন ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন—

নিবেদন হে রাজন্ ! করিয়া এরূপে।
মনোগত ভাব যত গোবিন্দ সমীপে ॥
অরিগণ-নিসূদন বীর গুড়াকেশ।
কহিলেন, করিব না রণ, হৃষীকেশ ! ॥
বসিলেন মৌনভাবে রথোপরি হায় !।
ত্রিলোকবিজয়ী হ'য়ে বিজিত মায়ায় ॥ ৯

বিষম সঙ্কটে ত্রাণ কর। আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃপণ যেমন বহু লাভেও স্বল্পক্ষতি সহ্য করিতে অক্ষম, আমিও সেইরূপ মুখ্য প্রয়োজন মুক্তিলাভ জন্য অভিমানাদি আত্মীয় নাশ রূপ অল্প মাত্র ক্ষতি ও সহ্য করিতে পারিতেছিনা। আমার বোধ হইতেছে ত্রৈলোক্যাধিপত্য-রূপমুক্তি লাভ ও আমার ইন্দ্রিয়গণের অতিশোষকর শোক অপনোদন করিতে পারিবেনা। ৭—৮

দিব্যদৃষ্টি কহিতেছেন।

সাধক, ইন্দ্রিয়াদির, অধিষ্ঠাতৃদেবতা কূটস্থ-চৈতন্যকে আরও বলিলেন হে গোবিন্দ ! আমি আর যোগ করিব না। এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত!।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

ব্যাখ্যা। হে ভারত! (ভরতবংশাবতংস! ধৃতরাষ্ট্র!) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং (বিষাদং কুর্ব্বন্তং) তং হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব (উপহাসং কুর্ব্বন্নিব, তদাশ্বাসার্থমিতি আনন্দগিরিঃ, প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ইতি শ্রীধরঃ, অনুচিতাচরণপ্রকাশনেন লজ্জাম্বুধৌ মজ্জয়ন্নিব ইতি মধুসূদন-বিশ্বনাথৌ, মূঢ়ো হ্যয়মমূঢ়বদ্বদতীতি প্রহসন্নিব ইতি নীলকণ্ঠঃ, পরিহাস-বাক্যং বদন্নিব ইতি রামানুজঃ, অনৌচিত্য-ভাষিত্বেন ত্রপাসিন্ধৌ নিমজ্জয়ন্নিত্যর্থঃ ইতি বলদেবহনূমন্তৌ) ইদং বচঃ উবাচ। ১০

আঃ ব্যাখ্যা। সাধকং ব্যুত্থানাৎ পুনর্যোগস্থং কর্ত্তুং কূটস্থ-চৈতন্যেনেদমুক্তং। ১০

ভাবার্থ—

হে ভারত! সমাগত বাহিনী ভিতরে।
বিষাদে বিষণ্ণ-চিত হেরি ফাল্গুনেরে ॥
সর্ব্বজীব অন্তর্যামী শ্রীমধুসূদন।
করিবারে অর্জ্জুনের সংশয় মোচন ॥
যে গীতা তত্ত্বের আদি জ্ঞানের ভাণ্ডার।
এই হ'তে শুভ-সূত্র পাতিলেন তার ॥
বলিছেন ভগবান্ শুনো পার্থ সুখে।
গলিছে যেন রে গঙ্গা গোমুখীর মুখে ॥ ১০

আঃ ভাবার্থ। তখন ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা সেই কূটস্থচৈতন্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-মধ্যস্থিত-কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়-যোগ-বিচলিত সাধকের মোহ দূর করতঃ তাহাকে লজ্জিত করিয়া পুনরায় যোগস্থ করিবার অভিপ্রায়ে পরিহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যান্ (শোচিতুমযোগ্যান্, শোকস্যাবিষয়ীভূতান্) অন্বশোচঃ (অনুশোচিতবান্) [পুনশ্চ] প্রজ্ঞাবাদান্ (পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্) চ ভাষসে (কথয়সি নম্নু পাণ্ডিতো হসি) [যতঃ] পণ্ডিতাঃ (বিবেকিনঃ) গতাসূন্ (গতপ্রাণান্ বন্ধূন্) অগতাসূন্ (জীবতো হপি, বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি) চ নানুশোচন্তি (শোকং ন কুর্ব্বন্তি, অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাত্মজ্ঞানাৎ নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থমর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ অশোচ্যান্ ইত্যাদি ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ। ১১

আঃ ব্যাঃ। অতঃপরং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যস্য গীতাভাষ্যং দ্রষ্টব্যং। ১১

—*—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

অশোচ্য যাহারা ভবে তাদের কারণ।
ছি! ছি! সখে! কেন শোকে হইছ মগন॥
প্রবোধ দিলাম আমি কত বার বার।
তথাপি বিষম ভ্রম গেল না তোমার॥
পণ্ডিত বলিয়া তুমি বিদিত জগতে।
এই তার নিদর্শন অর্জ্জুন সুমতে!॥
আত্মীয় বিয়োগ কিম্বা ভাবি মৃত্যু-শোকে।
ব্যাকুল কি হয় কভু জ্ঞানবান্ লোকে?॥
এ বিপুল বিশ্বে নহে কোন্ জড়-কণ।
প্রবর্ত্তনশীল বা পরিণতিপ্রবণ?॥

নিত্য সেই পরমাত্মা অবিনাশী স্থির।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে জেন অর্জ্জুন সুধীর! ॥
যে আত্মার মৃত্যু ভাবি হইছ কাতর।
জড় দেহ পরিণতি, সে, অবস্থান্তর ॥
দেহ অতিরিক্ত কিন্তু দেহে অধিষ্ঠিত।
সম্বন্ধ উপাধি মাত্র দেহের সহিত ॥
যিনি এ দেহ-চৈতন্য-বিধান-সাধন।
পরমাত্মা নাম তাঁর নিত্য নিরঞ্জন ॥
জন্ম নাই ধ্বংস নাই নাহি রূপান্তর।
মৃত্যুর শকতি নাই তাঁহার উপর ॥
দেহরূপান্তর দেখি অবিবেকিগণ।
আত্মার বিনাশ ভাবি শোকে নিমগন ॥
বিজ্ঞ যারা কিন্তু তারা মরণে কেবল।
দেহ রূপান্তর দেখি না হয় বিকল ॥
স্বজন-মরণ হেতু ভীতি বিজড়িত।
অতি তুচ্ছ লজ্জাকর মূর্খজনোচিত ॥
করি সখে! অনর্থ এ ভ্রান্তি পরিহার।
ভাব দেখি একবার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার ॥
কে তুমি? কে ভীষ্ম? কেবা দ্রোণ দুর্য্যোধন?
কে আমি? কাহারা তব আত্মীয় স্বজন?
অন্তরের অন্ধকার করি অপগত।
জ্ঞানালোকে কর দেখি চিত আলোকিত ॥
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল বারিধি।
নরবীর যুধিষ্ঠির ভীষ্ম দ্রোণ আদি ॥
বক্ষে তার অনিবার আছে ভাসমান।
নহে কি সকল জল-বুদ্বুদ সমান?
ফুৎকারে বিচ্ছিন্ন যদি নাহি কর তুমি।
অচিরে বিলীন তারা হইবে আপনি ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরং॥ ১২

ব্যাখ্যা। অহং জাতু (কদাচিৎ) ন আসং এব ন তু (অপিতু আসমেব, অনাদিত্বাৎ) ত্বং ন [আসীঃ এব ন তু] (ন চ ত্বং ন আসীঃ, আসীঃ এব তু) ইমে জনাধিপাঃ ন [আসন্ এব ন তু] (অপিত্বাসন্নেব, মদংশত্বাৎ) অতঃপরং বয়ং সর্ব্বে ন ভবিষ্যামঃ এব ন চ (অপিতু স্থাস্যাম এবেতি জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ)। ১২

—*—

জন্মেছে যে জলবায়ু হ'তে, বেদাভাস।
জলে জল মিশাইবে বাতাসে বাতাস॥
জলজাত-বিম্বমত মানব শরীর।
ক্ষণধ্বংসী জড়মাত্র জেন কুরুবীর!॥
তাহাকে আত্মায় ভাবি স্থায়িত্ব কামনা।
তোমা সম সুপণ্ডিতে কখন সাজে না॥ ১১
কর্ম্মফলে আত্মা কত আকার ধরিয়া।
অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া॥
কখন উন্নতি পথে করিছে গমন।
অবনতি অভিমুখে পড়িছে কখন॥
সুকৃতি দুষ্কৃতি হেতু ঘটে বার বার।
বিভিন্ন মুরতি কিন্তু নাশ নাহি তার॥
পশ্চাতে ফিরিয়া যদি নেহার অতীতে।
জ্ঞানবলে পার্থ! তথা পাইবে দেখিতে॥
এই আমি এই তুমি এই ধীরগণ।
ভিন্ন দেহ ভিন্ন নাম লইয়া তখন॥

আঃ ভাবার্থ—অতঃপর সকলই আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ সুতরাং স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার আবশ্যকতা নাই।

কতই করিত খেলা কালের কোলেতে।
অসদ্ভাব কাহারও ছিল না অতীতে॥
অজ্ঞান তিমির নাশি জ্ঞান দীপ জ্বালি।
সুদূর ভবিষ্যে পুনঃ দেখ আঁখি মেলি॥
তুমি আমি কিম্বা এই আত্মীয় স্বজন।
যাদের নিধন ভাবি শোকে নিমগন॥
পরিহরি তারা সব এ দেহের ভার।
অভিনব কলেবর করিয়া স্বীকার॥
দুরন্ত-কাল-সাগর-অনন্ত-বেলায়।
আবার হয়েছে মত্ত নূতন খেলায়॥
কার তরে তবে সখে! শোক-সিন্ধু-নীরে
ভাসিতেছ অনিবার বল দেখি মোরে॥
এতদিন কত দুঃখে করি প্রাণপণ।
যে বিমল যশোরাশি করেছ অর্জ্জন॥
এ হেন দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা।
লেপিতে তাহাতে যদি এতই বাসনা॥
তবে কেন সুরপুরে সুর-সুন্দরীর।
প্রেমেতে প্রমত্ত নাহি হ'লে কুরুবীর!॥
কৌরব-সভাতে পাশা-খেলাতে যখন।
বনিতার অপমান করিলে দর্শন॥
কাতর অন্তরে যবে কৃষ্ণা কেঁদেছিল।
তখন করুণাময়! কৃপা কোথা ছিল?॥
তুমি না বীরাগ্রগণ্য! সমর প্রাঙ্গণ।
তোমার না লীলাভূমি প্রীতি-নিকেতন?॥
তুমিই না একদিন ভীষণ আহবে।
তুষ্ট করেছিলে ব্যাধরূপী মহাদেবে?॥
তুমিই না একদিন নিজ ভুজবলে।
খাণ্ডব-দাহন-কার্য্যে ব্রতী হয়েছিলে॥

দেহিনো ঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। যথা দেহিনঃ (জীবস্য) অস্মিন্ দেহে (স্থূলদেহে) কৌমারং যৌবনং জরা (বার্দ্ধক্যাবস্থা) তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (লিঙ্গদেহ-প্রাপ্তিঃ) ধীরঃ (ধীমান্ জনঃ) তত্র (দেহনাশোৎপত্ত্যোঃ) ন মুহ্যতি (মোহমাপ্নোতি, শোকমাপ্নোতি বা)। ১৩

—※—

কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে বীরকেশরী।
বনবাসী হয়েছিল রাজ্য পরিহরি ॥
সে বীর বিমুখ আজি কর্ত্তব্য-পালনে।
স্মরিলে এ কথা বড় ব্যথা পাই মনে ! ॥
মরণধরমশীল নশ্বর শরীর।
ভাবিয়া বিনাশ তার এতই অধীর ॥ ১২
জননী জঠর হ'তে লভিয়া জনন।
ক্রমে ক্রমে শিশু পায় কৌমার যৌবন ॥
কন্দর্প জিনিয়া কান্তি কমনীয়া অতি।
সতত প্রফুল্ল ফুল্ল কুসুম যেমতি ॥
যৌবন জোয়ার-জলে মনসুখে খেলে;
গর্ব্বিত মরাল যথা সরসী-সলিলে ॥
ক্রমে যবে জরা আসি অধিকার করে।
আর নাহি থাকে হাসি মধুর-অধরে ॥
মানবের দেহে যথা এই রূপান্তর।
পরমাত্মা সেইরূপ লভে দেহান্তর ॥
স্বভাব-সুধীর তুমি বীর ধনঞ্জয় !।
পরিহর মোহ, কর স্বধর্ম্ম-আশ্রয় ॥
তর্কশাস্ত্রে সাঙ্খ্যমতে তথা মীমাংসায়।
ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপন্ন করেছে আত্মায় ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত!॥ ১৪

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাঃ (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভি-রিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শাঃ স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ) তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শৈত্যোত্তাপাদিজনিতানন্দ-ক্লেশপ্রদায়কাঃ) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশবন্তঃ) অনিত্যাঃ (বিন-শ্বরাঃ) হে ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব (সহস্ব উপেক্ষস্ব বা)। ১৪

সগুণ আত্মাকে প্রতি-জড়-দেহে তারা।
সুখ-দুঃখ-ভোগী ভাবি হয় দিশাহারা॥
বলে তারা এক আত্মা ভিন্ন যদি নয়।
সম দুঃখে দুঃখী সবে হইবে নিশ্চয়॥
সে মতে ভাবিতে পার ভীষ্মাদি মরণে।
অবশ্য হইবে দুঃখ তোমাদের মনে॥
বিদূর করহ সখে! বিষম সে ভ্রম।
সূক্ষ্ম শরীরের কথা শুন অরিন্দম!॥
যে সুখ-দুঃখের কথা ভাবি নিরন্তর।
মোহে অভিভূত তব হতেছে অন্তর॥
নহে নহে কদাচিৎ, জে'ন পার্থ! মর্ম্ম।
সে নির্গুণ নির্ব্বিকার আত্মার স্বধর্ম্ম॥
বিষয়ের সহ হ'লে ইন্দ্রিয়-সংযোগ।
শীতোষ্ণাদি নানা সুখ-দুঃখ হয় ভোগ॥
সময়ের গুণে সখে একই বিষয়।
সুখের নিদান কভু কভু দুঃখময়॥
শকট-চক্রের মত অবিরত ঘুরে।
সুখ দুঃখ কভু স্থায়ী নহে এ সংসারে॥

যে আত্মা বিশুদ্ধ-নিত্যস্বরূপ-স্বভাব।
আবির্ভাব নাহি যার, নাহি তিরোভাব॥
ভাব দেখি সে কভু কি হয় ধনঞ্জয়!।
অসার অনিত্য সুখ দুঃখাদি আশ্রয়?॥
সদানন্দময় আত্মা প্রকাশক তার।
আশ্রয় অন্তঃকরণ সুখাদি ব্যাপার॥
আত্মাও অন্তঃকরণ এতদুভয়ের।
সান্নিধ্য বশতঃ এই জনম ভ্রমের॥
নিত্য সত্য নির্ব্বিকার আত্মার সহিত।
ক্ষণধ্বংসী অন্তরের অন্তর যে কত॥
একবার ধীরভাবে ভাব দেখি মনে।
কূল পাবে, না ডুবিবে, সংশয় তুফানে॥
তুমি যারে সুখ বোধে করিছ কল্পনা।
অন্যে তারে দুঃখ বোধে করিছে ভাবনা॥
তাই বলি জগতের সুখ দুঃখ, মিত্র!।
মনোবৃত্তি, কিম্বা তার রূপান্তর মাত্র॥
আত্মার সহিত তার নাহিক সংযোগ।
নাহি করে আত্মা কভু সুখ দুঃখ ভোগ॥
যে শোকতরঙ্গ তব উঠেছে অন্তরে।
আবার বিলীন তাহে হইবে অচিরে॥
ব্যাকুলতা বায়ু আর কর না ব্যজন।
সহ্য কর, হবে তব কল্যাণসাধন॥
ভাদ্র মাসে নদী যবে ভরে বরষার।
মলিন পঙ্কিল জলে, অন্তরে তাহার।
কি আছে যায় কি জানা বল দেখি বীর!।
না হলে তাহার নীর শরতে সুস্থির॥
সেমতি তোমার দশা হয়েছে এখন।
মোহ মেঘে ঢাকিয়াছে জ্ঞানের তপন॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫

ব্যাখ্যা। হে পুরুষর্ষভ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ!) যং হি সমদুঃখ-সুখং ধীরং পুরুষং (পূর্ণত্বেন, পুরি শয়ানং ইতি পুরুষং, পূর্ষু অষ্টাসু বসতীতি পুরুষস্তম্, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথা পরাণি, জ্ঞানে-ন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ঞ্চ। প্রাণাদিপঞ্চকমথো বিয়দাদিকঞ্চ, কামশ্চ কর্ম্ম চ তমঃ পুনরষ্টমী পূরিতি প্রসিদ্ধা"॥ ইতি নীলকণ্ঠঃ) এতে ন ব্যথয়ন্তি (চালয়ন্তি) সঃ অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)। ১৫

তাই বলি নিত্য নহে জানি এ সকল।
পুরুষের করণীয় কর্ম্মপথে চল॥ ১৩—১৪
নিদাঘ-তপন-তপ্ত প্রচণ্ড পবন।
বরষার বারিধারা করকা বর্ষণ॥
দারুণ হিমানী-পাত হেমন্ত ঋতুতে।
না পারে যাহারে কভু ব্যথিত করিতে॥
সুখের বসন্তে সখে! মলয় পবন।
পারেনা করিতে যার চিত্ত-বিনোদন॥
হিমাচল সম সদা অচল সুস্থির।
সুখদুঃখে সমভাব অতীব সুধীর॥
ইহ কালে সুখ পায় পরে মোক্ষ ধন।
নিশ্চয় হে নরোত্তম! শাস্ত্রের বচন॥
জগতে মানব যত কর্ত্তব্যের দাস।
প্রতিকূল চেষ্টা তার বিফল প্রয়াস॥
বারেক জিজ্ঞাস যদি বিবেক বিজ্ঞানে।
কোন্ পথে গেলে তুমি যাবে শান্তিধামে॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টো হন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

ব্যাখ্যা।—অসতঃ (অসৎস্বভাবস্য, অবিদ্যমানস্য) ভাবঃ (সত্তা) নবিদ্যতে, সতঃ (বিদ্যমানস্য, সৎস্বভাবস্য) অভাবঃ (নাশঃ) ন বিদ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ (তদিতি সর্ব্বনামপদং, সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্ম তস্য নাম তদিতি, তদ্ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথার্থ্যং তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনস্তৈঃ ব্রহ্মণো যাথার্থ্যবেদিভিরিতি শঙ্করাচার্য্যঃ) অনয়োঃ উভয়োঃ অপিতু অন্তঃ দৃষ্টঃ। ১৬

—*—

নিশ্চয় বলিতে পারি নিশ্চয় সে তবে।
কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিবে ॥
তাই বলি সুখদুঃখে করিয়া সমান।
নির্লিপ্ত ভাবেতে কর্ম্ম কর মতিমান্ ॥
যতদিন রবে ভবে যশোলাভ হবে।
পরলোকে পরিশেষে মোক্ষপদ পাবে ॥ ১৫
শীত-উষ্ণ হতে জাত সুখদুঃখ যত।
ভোক্তা তরে জড় দেহ নশ্বর নিয়ত ॥
অনিত্য বলিয়া যারে বলে বুধগণ।
স্থায়িত্ব কামনা তার ক'রনা কখন ॥
ভ্রমবলে সর্প ব'লে ভাবিছ রজ্জুরে।
ভ্রম গেলে যাবে চলে সর্পভাব দূরে ॥
অসত্য সর্পের ভাব হ'লে তিরোধান।
সত্য সেই রজ্জু মাত্র রবে বিদ্যমান ॥
বিনাশ বিহীন আত্মা সুখদুঃখাতীত।
অভাব তাহার ভাবা সাধু-বিগর্হিত ॥
জ্ঞান্ রাজ্যে অগ্রগামী হয়েছে যাহারা।
বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব বিদিত তাহারা ॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। যেন (আত্মস্বরূপেণ) ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) তৎ অবিনাশি (ন বিনষ্টুং শীলং যস্য তৎ) বিদ্ধি (জানীহি) কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য (নাশোৎপত্তিরহিতস্য) বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি (শক্নোতি)। ১৭

—*—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনো ২প্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত! ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। নিত্যস্য (সর্ব্বদৈকরূপস্য) অনাশিনঃ (নাশরহিতস্য)

তর্কের বালুকা স্তূপে মন্দির গঠন।
উন্মাদের কাজ, নহে স্থায়ী কদাচন ॥
অটল বিশ্বাস রূপ দৃঢ় ভূমিপ'রে।
সুবিজ্ঞ স্থপতি যথা ভিত্তি রক্ষা করে।
তুমি সখে! সেই মত তত্ত্বদর্শী জন।
পদানুসরণ কর করি বিবেচন ॥ ১৬
সৎরূপে সর্ব্ব দেহে অস্তিত্ব যাঁহার।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্ত অনিবার ॥
নিরবধি যে আত্মার পবিত্র সত্তায়।
অসৎ জগৎ এই নিত্য স্ফূর্ত্তি পায় ॥
অবিনাশী বলি যাঁরে জানে জ্ঞানিজন।
নাহি ক্ষয়, অপচয়, বিকার, বর্দ্ধন ॥
উৎপত্তি নাহিক যাঁর নাহিক বিনাশ।
মূঢ় জনে পায় তাঁর বিনাশে আয়াস ॥
কেন ভ্রাতঃ! আত্মানাত্মজ্ঞানহীন মত
স্বধর্ম্ম পালনে আজি হইলে বিরত ॥ ১৭

অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছেদ্যস্য) শরীরিণঃ (শরীরবতঃ) ইমে দেহাঃ (সুখ-দুঃখাদিধর্ম্মকাঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপা দেহাঃ) অন্তবন্তঃ (অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে নাশশীলাঃ) উক্তাঃ (নিত্যস্যানাশিনঃ ইতি ন পুনরুক্তং নিত্যস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে নাশস্য যথা দেহো ভস্মীভূতো ঽদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে, বিদ্যমানোঽপি তথা অন্যথা পরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্টো উচ্যতে, তত্রানাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ) হে ভারত ! তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব। ১৮

—:—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

ব্যাখ্যা। য এনং (প্রকৃতদেহিনম্ আত্মানম্) হন্তারং (হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং) বেত্তি যশ্চ এনম্ হতম্ (দেহহননেন হতো ঽয়মিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং) মন্যতে তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ (জ্ঞানবন্তৌ) ন অয়ং হন্তি ন হন্যতে। ১৯

—*—

ভাবার্থ—

বিষম এ মোহ দূর করিতে তোমার।
করিলাম কত যুক্তি দৃষ্টান্ত বিস্তার॥
হইল কি সখে! তব শোকাপনোদন।
অথবা হইল মম অরণ্যে রোদন?॥
সদা সমভাবাপন্ন বিনাশবিহীন।
প্রত্যক্ষ প্রমাণাতীত আত্মা চিরদিন॥
কেবল তাহার স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ।
এই যে দেখিছ দেহ, বিনাশপ্রবণ॥
তাই বারবার বলি প্রভূত যতনে।
করিয়াছ আয়োজন সমর কারণে॥

†ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে
শরীরে॥ ২০

ব্যাখ্যা। অয়ং (আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (উৎপদ্যতে) বা ন ম্রিয়তে (বিনশ্যতি) ভূত্বা (উৎপদ্য) বা ভূয়ঃ (পুনরপি) ন ভবিতা

ভীষণ সমরাঙ্গণে পাণ্ডববাহিনী।
অকূল পাথারে যেন ভাসিছে তরণী॥
কর্ণধার তুমি তার তোমারি ভরসা।
অধীর হইলে তার কি হইবে দশা॥
ঐ দেখ যুধিষ্ঠির আদি শূরগণে।
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে সবে তব মুখপানে॥
ছিল যদি মনে মনে না করিবে রণ।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
ব্রতী যবে হইয়াছ এ ভীষণ ব্রতে।
বিধি তার উদ্‌যাপন করা বিধিমতে॥
যারা এই বিনশ্বর দেহকে আপন।
"আমি" নামে অভিহিত করে অনুক্ষণ॥
আমিই অন্যের হন্তা আমি হই হত।
এই মতঃস্থূল ভাবি ব্যাকুল নিয়ত॥
আত্মার উপরে তারা এই মত কত।
কর্ত্তা কর্ম্ম কারকের আরোপেতে রত॥
কিন্তু যদি সূক্ষ্মভাবে ভাবে একবার।
আত্মা বা প্রকৃত আমি দেহী কি প্রকার॥

† তথাচোক্তং। "স বা এষ মহানাত্মা ঽজরো ঽমরো ঽমৃতো ঽভয়ঃ" ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।২২। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ", "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" ইতি কঠোপনিষৎ ২।১৯, ২।১৮। "ন জীবো ম্রিয়তে" ইতি ছান্দোগ্য ৬।১১।৩।

(জায়তে) অজঃ (জন্মশূন্যঃ) নিত্যঃ (সর্ব্বদৈকরূপঃ) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়-বিহীনঃ) পুরাণঃ (পুরাপি নব এবেতি, ন বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ) শরীরে হন্যমানে (বিপরিণম্যমানে) অয়ং ন হন্যতে। (তদেবং জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতীত্যেবং সাংখ্যাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাব-বিকারাঃ নিরস্তাঃ)। ২০

—ঃ—

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

ব্যাখ্যা। য এনং নিত্যং (বৃদ্ধিশূন্যং) অজং (অপক্ষয়শূন্যং) অবিনাশিনং (ধ্বংসবিহীনং) বেদ (বেত্তি) হে পার্থ! স পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি (বধং কারয়তি) কং [বা] হন্তি? (ন কমপীত্যর্থঃ)। ২১

শুক্তিতে রজত ভ্রম হবে তিরোধান।
স্থূল দেহ সম আত্মা নহে দৃশ্যমান॥
নাহিক বিনাশ তার নাহিক বিকার।
আত্মাকে হনন করে হেন সাধ্য কার॥
আত্মাও কাহাকে কভু বিনাশ না করে।
পাপস্পর্শ শূন্য বলি জানিও আত্মারে॥ ১৮-১৯
দৃশ্যমান দেহ সম না হয় কখন।
আত্মার জনম সখে! অথবা মরণ॥
উৎপন্ন হইয়া কভু পায় না বিনাশ।
বিনষ্ট হইয়া নহে উৎপত্তির দাস॥
জন্ম নাই শাস্ত্রে তাই অজ নাম তার।
নিত্য ভাষে, যেহেতু সে সদা একাকার॥
ক্ষয় নাই বলি তাই আখ্যান শাশ্বত।
বৃদ্ধি তার নাই তাই পুরাণ বিদিত॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরো হপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি
দেহী ॥ ২২

ব্যাখ্যা। নরঃ যথা জীর্ণানি (দুর্ব্বলতাং গতানি) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) বিহায় (পরিত্যজ্য) অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি সংযাতি (প্রাপ্নোতি)। ২২

—*—

এ দেহ বিনষ্ট হ'লে না হয় কখন।
দেহাতীত সে আত্মার বিনাশ সাধন ॥ ২০
অজর অমর আত্মা অবিনাশী নিত্য।
এ গূঢ় তত্ত্বের কথা বিদিত যে সত্য।
হন্তা কি মন্ত্রণা দাতা কাহাকে সে জন।
পাতকি সমাজ মাঝে করে কি গণন ? ॥
আয়ুধ নিকর ধরি আপনার করে।
অথবা মন্ত্রণা দিয়া যেই জন করে।
স্বধর্ম্ম সঙ্গত রণে শত্রুর নিধন।
পাপ তারে নাহি করে পরশ কখন।
ঐ কথা সে জন সখে! আছে সুবিদিত
সতত প্রমাণ শাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ মত ॥
তাই কুরুক্ষেত্র মাঝে রথে তুমি রথী।
তোমার সারথ্যে আমি হইয়াছি ব্রতী ॥
হেরি অবসন্ন তোমা বিবিধ প্রকারে।
উৎসাহিত করিতেছি ধর্ম্ম যুদ্ধ তরে ॥
তুমি মুখ্য আমি গৌণ কারণ ইহার।
মম উপদেশে নাশ ভ্রম অন্ধকার ॥
হও সখে! অগ্রসর জ্ঞানালোক বলে।
নির্ভয়ে নিধন কর অরাতি সকলে ॥ ২১

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। শস্ত্রাণি এনং (আত্মানং) ন ছিন্দন্তি (নিরবয়বত্বান্নাবয়ব-বিভাগং কুর্ব্বন্তি) পাবকঃ এনং ন দহতি এনং আপঃ ন ক্লেদয়ন্তি (বিশ্লেষয়ন্তি অবয়বান্ মৃদুকরণেন শিথিলং কুর্ব্বন্তি) মারুতঃ ন শোষয়তি। ২৩

ভাবার্থ—

পুরাতন শোভাহীন গলিত বসন।
যতনে মানব যথা করিয়া বর্জ্জন॥
আনন্দেতে যথোচিত জনমনোহর।
শোভন নূতন বাস গ্রহণে তৎপর॥
তথা এই বিগলিত জীর্ণ দেহ ভার।
পরমাত্মা মনস্সুখে করি পরিহার।
আবার করমক্ষম কান্তিনিকেতন।
অভিনব কলেবর করেন গ্রহণ॥
তবে এত শোক মোহ এত কাতরতা।
বল দেখি সখে! সব নহে কি হে! বৃথা॥ ২২
অস্ত্রের শকতি নাহি ছেদিতে আত্মারে।
অচ্ছেদ্য বলিয়া তাই বিদিত সংসারে॥
দহিতে তাঁহারে নাহি পারে পাবকেতে।
অদাহ্য তাইত আত্মা কথিত শাস্ত্রেতে॥
সলিলের সাধ্য নাই করে বিগলিত।
অক্লেদ্য বলিয়া আত্মা তাই সুবিদিত॥
শোষণ করিতে তাঁরে না পারে পবন।
অশোষ্য আত্মার তাই হয় বিশেষণ॥

অচ্ছেদ্যো ঽয়মদাহ্যো ঽয়মক্লেদ্যো ঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলো ঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তো ঽয়মচিন্ত্যো ঽয়মবিকার্য্যো ঽয়মুচ্যতে॥ ২৪

ব্যাখ্যা। অয়ং অচ্ছেদ্যঃ (নিরবয়বত্বাদস্ত্রেণ শস্ত্রেণ বা অখাণ্ডতব্যঃ) অয়ং অদাহ্যঃ (বহ্নিনা দগ্ধুমযোগ্যঃ) অক্লেদ্যঃ (জলেন মৃদুকর্ত্তুমযোগ্যঃ) অশোষ্যঃ চ অয়ং এব নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্রব্যাপ্তঃ) স্থাণুঃ (স্থির-স্বভাবঃ) অচলঃ (পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী নিষ্ক্রিয়ঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ) অয়ং অচিন্ত্যঃ (মনসোঽপ্যবিষয়ঃ) অয়ং অবিকার্য্যঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম-গোচরঃ, বিকারাযোগ্যঃ) উচ্যতে (তত্ত্বজ্ঞৈঃ কথ্যতে)। ২৪

—ঃ—

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ এনং (আত্মানং) এবং (এবম্প্রকারং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) অনুশোচিতং (শোকং কর্ত্তুং) ন অর্হসি (যোগ্যোভবসি)। ২৫

সর্ব্বকালে সমভাবে আত্মা বিদ্যমান।
বুধগণ দেয় তাই নিত্য অভিধান॥
সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট নাম তাই সর্ব্বগত।
সুস্থির স্বভাব বলি স্থাণু নামে খ্যাত॥
রূপান্তর নাহি তাঁর নাহি কোন ক্রিয়া।
তাই তত্ত্ববিদে বলে অচল বলিয়া॥
অনাদি বলিয়া ইন সনাতন উক্ত।
ইন্দ্রিয়গোচর নন্ তাইত অব্যক্ত॥
চিত্ত নাহি পারে তাঁরে করিতে ধারণ।
চিন্তার অতীত তাই অচিন্ত্য কারণ॥
অবিকার্য্য বলি স্থির করে তাঁরে যোগী।
তিনিমাত্র সর্ব্ববিধ বিকারবিয়োগী॥ ২৩—২৪

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে হৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬

ব্যাখ্যা। অথ চ এনং নিত্যজাতং (শরীরেণ সহ উৎপন্নং) বা নিত্যং হতং মন্যসে হে মহাবাহো! তথাপি ত্বং এনং শোচিতুং ন অর্হসি। ২৬

—ঃ—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

ব্যাখ্যা। হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং তস্মাৎ ত্বং অপরিহার্য্যে অর্থে (অবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে, অপ্রতিবিধেয়বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি। ২৭

ভাবার্থ—

আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব এইত তোমারে।
কহিলাম নানা মত যুক্তি সহকারে॥
মাখি তত্ত্ব উপদেশ পবিত্র অঞ্জন।
হয়ে থাকে যদি জ্ঞান-নেত্র-উন্মীলন॥
আর না হইও তবে মোহে অভিভূত।
আর না বলিও কথা অজ্ঞানের মত॥
আর না করিও শোক আত্মীয় নিধনে।
আর না করিও ত্যাগ শর শরাসনে॥
যে যজ্ঞে দীক্ষিত আজি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পূর্ণাহুতি দিতে তাহে হও হে তৎপর॥
হে সখে! বিপুল-বাহুবল-বলীয়ান্।
অপর যুক্তির কথা কর অবধান॥
দেহসহজাত আত্মা মৃত দেহসহ।
সাধারণ জনে যাহা ভাবে অহরহঃ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। হে ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি (অদর্শনং অনুপলব্ধিরাদির্যেষাং তানি) ব্যক্তমধ্যানি (পরিদৃশ্যমানো মধ্যকালো যেষাং তানি, উৎপন্নানি চ প্রাক্ মরণাৎ) অব্যক্তনিধনানি (অব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তানি; অজ্ঞাতো মরণোত্তরকালো যেষাং তানি) এব তত্র কা পরিদেবনা (প্রলাপঃ, দুঃখোচ্ছ্বাসঃ)। ২৮

—*—

তুমি যদি সেই চক্ষে দেখহ আত্মারে।
তথাপি উচিত নহে শোক করিবারে ॥ ২৫—২৬
বিলাস-শিখরে সুখে আছে যেই জন।
ভোগের কোমল কোলে করিয়া শয়ন ॥
প্রহরী বেষ্টিত সেই সৌধোপরি তার।
ভাবে বুঝি নাহি আছে কাল অধিকার ॥
অথবা কুটীর বাসী দীনহীন জন।
কঠোর জঠর জ্বালা সহিতে অক্ষম ॥
অভাবের আধিপত্য সহিতে না পারি।
ভাবে কোথা এস মৃত্যু শোকতাপহারী ॥
কুটীরে সৌধের শিরে সবে সমভাবে।
কাল আসি কাল-বশে দরশন দিবে॥
যে জন লয়েছে জন্ম জননী জঠরে।
একদিন যাইবে সে কালের উদরে ॥
আবার আসিবে কত অন্যমত সাজে।
করিবে হে রঙ্গ ভবরঙ্গালয় মাঝে ॥
আজি কিম্বা কালি হবে নহে ব্যতিক্রম।
জন্মিলে মরণ আছে মরিলে জনম ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈন মন্যঃশৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব
কশ্চিৎ॥ ২৯

ব্যাখ্যা। কশ্চিৎ এনং (আত্মানং) আশ্চর্য্যবৎ (অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুত মকস্মাদ্দৃশ্যমানং তেন তুল্যং) পশ্যতি তথা এব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবদ্বদতি অন্যঃ চ এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি কশ্চিৎ চ শ্রুত্বা হপি এব এনং ন বেদ (জানাতি)। ২৯

এই মত বারে বারে আপন পর্য্যায়।
কতবার আসে জীব কতবার যায়॥
প্রতিকার নাহি তার নাহিক বারণ।
তবে তার তরে কর শোক কি কারণ॥
নাহি যদি অন্য গতি নাহি পরিহার।
মূঢ়চেতা-জনোচিত ছাড় ব্যবহার॥ ২৭
পিতামহ ভীষ্ম আদি শূরবীর যত।
যাদের বিয়োগ ভাবি বিচলিত এত॥
বারেক সুধাও দেখি মনেরে আপন।
পূর্ব্বজন্মে কে তাহারা ছিল কোন্ জন॥
অতীতের যবনিকা করিয়া উদ্ধার।
পারে কি আনিয়া দিতে কোন সমাচার॥
অথবা নশ্বর এই দেহের নিধনে।
কোন্ দেশে চ'লে যাবে মন কি তা জানে॥
এই যে সাজিয়া সৈন্য রথী সেনাপতি।
ক্ষেত্রময় অভিনয় করিছে সম্প্রতি॥
এ দেহের অন্তে পুনঃ কি সাজ সাজিবে।
আত্মীয় স্বজন বলি আর কি ভাবিবে?॥

দেহী নিত্যমবধ্যো২য়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত!।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

ব্যাখ্যা।• হে ভারত! অয়ং দেহী (আত্মা) সর্ব্বস্য দেহে নিত্যং (নিয়তং) অবধ্যঃ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূতান্যুদ্দিশ্য) শোচিতুং ন অর্হসি। ৩০

ভবিষ্যৎ-গিরিবর-গভীর-গহ্বরে।
কি বিধি নিহিত আছে ইহাদের তরে॥
নির্ণয় করিতে তাহা বল দেখি পার্থ?
দুর্ব্বল মনের তব আছে কি সামর্থ্য॥
কেবল সম্মুখে যাহা দেখ বর্ত্তমান।
তাহারি উপরে কর কর্ত্তৃত্ব বিধান॥
সম্বন্ধ তাহার সনে কিছু দিন মাত্র।
জনক জননী জায়া পুত্র কিম্বা মিত্র॥
জাননা যাহার আদি কিম্বা অবসান।
ব্যাকুল, বিয়োগে তার, এ কোন্ বিধান?॥
ক্ষণিক সম্বন্ধ এই আমার আমার।
ইহা লাগি ধর্ম্মত্যাগী একি চমৎকার॥ ২৮
আত্মতত্ত্ব এত গূঢ় রহস্যেতে ভরা
যথার্থ স্বরূপ তার প্রণিধান করা॥
এজগতে পার্থ! অতি কঠিন বিষয়।
যোগীর অগম্য, মাত্র তোমা বলে নয়॥
সৎগুরু উপদেশে অন্তরে যাহার।
অপগত হইয়াছে মোহ অন্ধকার॥
সেজন সক্ষম হয় আত্ম দরশনে।
পড়ে কি হে প্রতিবিম্ব মলিন দর্পণে?

তত্ত্ব আলোচনা রূপ রসকূপে তার।
যে ডুবেছে দেখিয়াছে আশ্চর্য্য ব্যাপার ॥
অদ্ভুতের একশেষ বলিয়া বাখানে।
বর্ণিতে তত্ত্বের কথা বর্ণ হারি মানে ॥
শুনিয়া কেহবা ভাসে বিস্ময় সাগরে।
কেহ বা ধারণা, শুনি, করিতে না পারে ॥
প্রতি অণু যাঁর সত্ত্বা গাইছে সতত।
স্থাবর জঙ্গম আদি যাঁহাতে গ্রথিত ॥
অন্তরে বাহিরে যিনি স্থিত অনিবার।
যাঁ'হ'তে নির্ব্বাহ এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার ॥
আত্মরূপী নিত্যসত্য মঙ্গল-নিদানে।
দেখিয়া না দেখে জীব শুনিয়া না শুনে ॥
ধারণা করিতে নারে সেই সারাৎসারে।
এ হ'তে কি প্রহেলিকা আর হতে পারে ॥
সামান্য ধনের আশে বণিক নিকর।
অবিরত যায় কত দেশ দেশান্তর ॥
বিশাল বসুধাবক্ষ করি বিদারণ।
খনি হ'তে করে কত রত্ন উত্তোলন ॥
মুক্তা লোভে শুক্তিরাজি সঞ্চয়ের তরে।
কতনা যতনে ঝাঁপ দেয় রত্নাকরে ॥
কিন্তু যে অমূল্য নিধি সংসারের সার।
অবিরত বিরাজিত অন্তরে তাহার ॥
সে ধন লভিতে হায় উদাসীন সবে।
আশ্চর্য্য রে মোহ তোর! মোহিনী এ ভবে ॥ ২৯
যেরূপে দেখনা সখে! বিচার করিয়া!
সর্ব্বঘটে আছে আত্মা অবধ্য হইয়া ॥
হে পার্থ! তোমারে তাই বলি বারবার।
ভূতের নিধনে শোক করিওনা আর ॥ ৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১

ব্যাখ্যা। অপি স্বধর্ম্মং চ অবেক্ষ্য (পর্য্যালোচ্য) [ত্বং] বিকম্পিতুং (বিচলিতুং) ন অর্হসি হি (যতঃ, যস্মাৎ) ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্ম্যাৎ (ন্যায়াৎ) যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ (মঙ্গলসাধনং) ন বিদ্যতে। ৩১

ভাবার্থ—

ত্যজি যদি পরমার্থ তত্ত্বের বিচার।
দৃষ্টি কর ধনঞ্জয়! ধর্ম্মে আপনার॥
নিশ্চয় বুঝিতে তুমি পারিবে এখনি।
এ মোহ তোমারে নাহি সাজে বীরমণি!॥
ক্ষত্রিয় ধরম যুদ্ধ, নাহি তাহা হ'তে।
শুভকর কোন কর্ম্ম তব অবনীতে॥
কুরুক্ষেত্র-রণ-রূপী মহাযজ্ঞ, তার।
হোতৃ-রূপী পার্থ! তুমি, আমি তন্ত্রধার॥
পশু-রূপী এ যজ্ঞের শূর সমুদয়।
জীবন আহুতি তাহে দেহ ধনঞ্জয়!॥
আত্মীয় স্বজনগণ করিতে সংহার।
আপাততঃ বাজে বটে চিতে আপনার॥
অনন্ত সুখের খনি কিন্তু ভাব মনে।
পাইবে ইহারা সবে তোমারি কারণে॥
রোগিজন ব্যথা পাবে বলিয়া কি সখে!।
অস্ত্র-চিকিৎসায় হয় বিমুখ ভিষকে?॥
তবে ইহাদের ভাবি নিধন ভাবিয়া।
কেন এত বিচলিত, না পাই ভাবিয়া॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতমিব প্রযত্নব্যতিরেকেণ) উপপন্নং (সমাগতং) অপাবৃতং (উদ্ঘাটিতং) স্বর্গদ্বারং (স্বর্গগমনপথং) ঈদৃশং যুদ্ধং লভন্তে। ৩২

—o—

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। অথ (অনন্তরং পক্ষান্তরে বা) চেৎ (যদি) ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং) সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ (যুদ্ধাকরণাৎ) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পাপং অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ৩৩

সমরে যে বীরবৃন্দ করিছে বিহার।
মূর্ত্তিমান অভিমান দম্ভ অবতার॥
আনিয়াছে তাহাদের বল কে এখানে।
এ'সেছে কি তা'রা তব প্ররোচনা শুনে?॥
নিয়তি প্রেরিত তা'রা, কি দোষ তোমার!।
কালের কুটিল চক্র বুঝে উঠা ভার॥
নহে এ আহব তব উত্তেজনা ফল।
ভোগিতে এসেছে জীব নিজ কর্ম্মফল॥
ভাগ্যবান্ ধনঞ্জয়! তুমি শতবার।
তাই এ আয়াসলব্ধ স্বরগের দ্বার।
অনায়াসে উন্মোচিত তোমার সম্মুখে।
ক্ষত্রিয়-সুখ-নিদান রণ রূপে সখে!॥ ৩২
শাস্ত্রেতে নিষেধ যত আছে কুরুবর!
এ নয় সে পাপময়-অন্যায় সমর॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে হব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। ভূতানি (সর্ব্বে লোকাঃ) চ তে হব্যয়াং (নিত্যাং) অকীর্ত্তিং (যশঃশূন্যতাং নিন্দামিত্যর্থঃ) অপি কথয়িষ্যন্তি চ সম্ভাবিতস্য (সম্মানিতস্য) [জনস্য] অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে (অতিরিক্তা ভবতি)। ৩৪.

সম্মুখ-সমরে শত্রু করিছে আহ্বান।
সমকক্ষ শস্ত্রধারী বীর বলবান্॥
ক্ষত্রিয় রুধির তব বহে ধমনীতে।
বিহিত কি হয় তব বিরতি রণেতে॥
যে ধর্ম্মের ভয়ে কর রণ পরিহার।
সেই ধর্ম্মত্যাগ পাপ ঘটিবে তোমার॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কত সুকৃতির ফলে।
রোপে'ছ যে কীর্ত্তিতরু পার্থ! কুরুকুলে।
হৃদয় শোণিত দানে যারে এত দিন।
পরিপুষ্ট করি সখে! করেছ প্রবীণ॥
কলঙ্ক-কুঠারে তারে করিতে ছেদন।
বাজেনা কি ধনঞ্জয়! হৃদয়ে বেদন॥
অপযশঃ অচলের অন্তরালে ভ্রাতঃ!
যশোরবি হবে তব চির অস্তমিত॥
জিষ্ণুর জীবন হবে চির অন্ধকার।
এ হ'তে কি বিড়ম্বনা হ'তে পারে আর॥
ত্রিলোকেতে আজি হ'তে গাবে তব গুণ।
কাপুরুষ মহাভীরু দুর্ব্বল অর্জ্জুন॥
জগতে অজেয় বলি যার এত মান্।
অকীর্ত্তি নহে কি তার মরণ সমান?

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং (বিনিবৃত্তং) মংস্যন্তে (চিন্তয়িষ্যন্তি) চ ত্বং যেষাং বহুমতঃ (বহুধা সম্মানিতঃ) ভূত্বা [স ত্বং ইদানীং] লাঘবং (লঘুতাং) যাস্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ৩৫

—ঃ—

মরণ কি! তা'হতেও হেয় সমধিক।
ধিক্ তব বাহুবলে পার্থ! শতধিক্॥ ৩৩—৩৪
সমরে ত্রিদিববাসী অমর-নিকর।
জয় করি তুমিই না জিষ্ণু নাম ধর?
আহবে অরাতি সবে না করি বিজয়।
হওনা নিবৃত্ত, নাম তাই না বিজয়?
ধন হেতু জগতের জনপদ গ্রাম॥
জয় হেতু তোমারি না ধনঞ্জয় নাম?
হেন বীরত্বের এই হেয় পরিণতি।
মধ্যাহ্নে গৌরব রবি হ'ল হীনভাতি॥
মনে কি হে ভাবিবেনা মহাবীর যত।
প্রাণভয়ে ধনঞ্জয় সমরে বিরত॥
এতদিন ছিলে তুমি বীর-চূড়ামণি।
কাঁপিত যে বীরহিয়া পার্থ নাম শুনি॥
অপদার্থ ভাবি তারা তোমারে এখন।
আর না করিবে বীর সমাজে গণন॥ ৩৫
পৃষ্ঠ প্রদর্শন পার্থ করিয়াছে রণে।
শুনিবে এ কথা যবে তব অরিগণে॥
কতই ধিক্কার তারা দিবে হে তোমায়।
কুযশঃ ঘোষিবে কত কুৎসিত ভাষায়॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

ব্যাখ্যা। তব অহিতাঃ (অশুভাকাঙ্ক্ষিনঃ) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ [সন্তঃ] বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (বচনান্যনর্হাণি) চ বদিষ্যন্তি নু (ভোঃ) ততঃ দুঃখতরং (অধিকং দুঃখং) কিং। ৩৬

—:—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা বা মহীং (সাম্রাজ্যং) ভোক্ষ্যসে (ভোগং করিষ্যসি) হে কৌন্তেয়! তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ। ৩৭

—:—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। ততঃ সুখদুঃখে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ সমে কৃত্বা (সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা তুল্যে কৃত্বা) যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (কেবলং স্বধর্ম্মধিয়া যোদ্ধুমুদ্যুক্তো ভব) এবং কুর্ব্বন্ পাপং ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ৩৮

ভীরু কাপুরুষ আদি বলিবে তোমারে।
এ হ'তে দুঃখের কথা আর কি সংসারে॥ ৩৬
রণে যদি হত হও, কি ভয় তোমার।
মুক্ত আছে তব তরে স্বরগের দ্বার॥
অথবা বিজয়লক্ষ্মী করেন আশ্রয়।
সসাগরা ধরা তোমা বরিবে নিশ্চয়॥

এষা তে হভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

ব্যাখ্যা। সাঙ্খ্যে (পরমার্থতত্ত্ববিবেকবিষয়ে) তে (তুভ্যং) এষা বুদ্ধিঃ (জ্ঞানং সাক্ষাৎশোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণং) অভিহিতা তু যোগে (বুদ্ধিপ্রাপ্ত্যুপায়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধে, কর্ম্মযোগে, কর্ম্মানুষ্ঠানে বা) ইমাং [বুদ্ধিং] শৃণু। হে পার্থ! যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ) [সন্] কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মাত্মকং বন্ধং, কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো 'বন্ধঃ তং) প্রহাস্যসি। ৩৯

—*—

যে দিকে নেহার পার্থ! হবে শুভ গতি।
কাটে শঙ্খবণিকের করাত যেমতি॥
অতএব উঠ, হও বদ্ধ পরিকর।
মার কিম্বা মর, কর নিশ্চয় সমর॥
অন্তর হ'তে অন্তর করি কর্ম্মফল।
করণীয় বোধে সদা কর্ম্মপথে চল॥
সুখদুঃখ লাভালাভ জয়পরাজয়।
আহবে যা হয় হবে ক্ষতি নাহি তায়॥
স্বধর্ম্ম পালন হেতু শুন কুরুবর।
করণীয় বোধে যদি করহ সমর॥
পাপ নাহি পরশিবে তোমারে কখন।
নলিনীদলেতে গত সলিল যেমন॥ ৩৭—৩৮
করিতে জীবের আত্মতত্ত্ব নিরূপণ।
যে পথ দেখায়ে দেয় সাঙ্খ্য দরশন॥
শোক মোহ বিদূরিত করিতে তোমার।
এই ত করিনু সখে! কীর্ত্তন তাহার॥
কিন্তু পার্থ! তব চিত্ত দুর্ব্বল সর্ব্বথা।
করিতে ধারণ হেন আত্মতত্ত্ব-কথা॥

নেহাভিক্রমনাশো ঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

ব্যাখ্যা। ইহ (নিষ্কামকর্ম্মযোগে, মোক্ষমার্গে বা) অভিক্রমনাশঃ (প্রারম্ভস্য নাশঃ, আরব্ধকর্ম্মণো নিষ্ফলত্বং) ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ (পাতকং) ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পং অপি (যৎসামান্যমপি) মহতঃ ভয়াৎ (জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ সংসারভয়াৎ) ত্রায়তে। ৪০

—:—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো ঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

ব্যাখ্যা। হে কুরুনন্দন! ইহ (ঈশ্বরারাধনালক্ষণে কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়স্বভাবা, পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ একা (একনিষ্ঠা, একবিষয়িণী) [ভবতি] চ কিন্তু অব্যবসায়িনাং (প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানাং, ঈশ্বরারাধনা-বহির্মুখানাং বা) বুদ্ধয়ো হি অনন্তাঃ (সীমাশূন্যাঃ) বহুশাখাঃ (বহুভেদাঃ)। ৪১

—:—

তাই জ্ঞান-বহিরঙ্গ সাধন-স্বরূপ।
বলি কর্ম্মযোগ কথা শুন অপরূপ ॥
এই কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান হ'লে সমুদিত।
হবে তব ধর্ম্মাধর্ম্ম ভ্রান্তি তিরোহিত ॥ ৩৯
বাণিজ্যে অথবা সখে! কৃষির করমে।
কার্য্যগুণে লাভালাভ হয় পরিণামে ॥
নিষ্কাম করম কিন্তু অনুষ্ঠান কালে।
অঙ্গহানি কিম্বা কোন ব্যতিক্রম হ'লে ॥
নাহি প্রত্যবায় তায়, না হবে নিষ্ফল।
অবশ্য ফলিবে তাহে সুফল কেবল ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! [যে] অবিপশ্চিতঃ (অল্পমেধসঃ, অবিবেকিনঃ মূর্খা বা) যাং ইমাং পুষ্পিতাং (পুষ্পিতবৃক্ষবৎ শোভমানাং, শ্রুতিমধুরাং, আপাততো রমণীয়াং বা) বাচং প্রবদন্তি বেদবাদরতাঃ (বহ্বর্থবাদফল-সাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ) অন্যৎ (স্বর্গাদিফলাৎ অন্যৎ অপবর্গাখ্যং মুক্তিরূপং সুখং) ন অস্তি ইতি বাদিনঃ (কথনশীলাঃ) কামাত্মানঃ (কামে আত্মা যেষাং তে কামপরাঃ) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপ্রধানাঃ) [যে] জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদাম্ (জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং তৎ প্রদদাতীতি তাং স্বর্গাদি ভোগাবসানে

নিষ্কাম ধরম মাত্র অল্প অনুষ্ঠান।
জনম মরণ দুঃখে করে পরিত্রাণ॥ ৪০
নাবিক যেমন ধ্রুবতারা লক্ষ্য ক'রে।
কূল পায়, ত'রে যায় অকূল পাথারে॥
তথা এই ভগবৎ আরাধনারূপ।
নিষ্কাম করম যোগে জানিও স্বরূপ॥
এক বিষয়িণী ভক্তি মুক্তির কারণ।
শ্রেয়োধন লাভে হয় পরম সাধন॥
কিন্তু ঈশ্বরারাধনা-বহির্ম্মুখ যারা।
অপার বাসনা-স্রোতে ভাসিতেছে তারা॥
কর্ম্মগুণফল ভেদে বুদ্ধি শত শত।
বহুশাখা বৃক্ষ সম বিভক্ত সতত॥ ৪১

পুনর্জ্জন্মরূপকর্ম্মফলপ্রদাত্রীং) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং (ভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভোগৈশ্বর্য্যে তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তিঃ তাং) প্রতি (সাধনভূতাং) ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং (ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলা যস্যাং বাচি তাং ক্রিয়াপ্রাচুর্য্যময়ীং) [বাচং প্রবদন্তি] ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ অভিনিবিষ্টানাং) তয়া (পুষ্পিতয়া বাচা) অপহৃতচেতসাং (আচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং, আকৃষ্টচিত্তানাং) [তেষাং] ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে (পরমেশ্বরাভিমুখী ন ভবতীত্যর্থঃ)। ৪২—৪৪

-*-

ভাবার্থ—

জাননা কি প্রায় লোকে এ জগত মাঝে।
আপাতৃতঃ সুখকর বিষয়েতে মজে॥
বেদের কর্ম্মের কাণ্ডে আছে সখে! বিধি।
নানাবিধ যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপাদি॥
যার অনুষ্ঠানে জীব করে উপার্জ্জন।
বিনশ্বর জাগতিক রাজ্য ধন জন॥
চরমে যাহার ফলে মরণের পরে।
বাস হয় ভোগময় অমর নগরে॥
বেদেতে বিহিত আছে যে সব বিধান।
অসাধ্য তাদের, তার মর্ম্ম প্রণিধান॥
কিংশুক কুসুম মত বিহীন-সৌরভ।
বাহ্য-শোভা-বিমোহিত অজ্ঞান মানব॥
ভ্রান্ত জীব ভ্রমে পড়ি শান্তি হারা হয়।
বারেক বিবেক তারে দেখা নাহি দেয়॥
ঈশ্বর কি মোক্ষ তারা কিছুই না জানে।
নাস্তিক তাহারা সখে! প্রকৃত বিধানে॥
মুক্তিপ্রদ জ্ঞানকাণ্ড বিষয়েতে তারা।
চিরদিন উদাসীন কাণ্ডজ্ঞান হারা॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যং কামমূলঃ সংসারঃ তদেব প্রকাশ্যত্বেন বিষয়ো যেষাং তাদৃশা বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকাঃ যো যৎফলকামস্তস্যৈব তৎ ফলং বোধয়ন্তীত্যর্থঃ) ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কামঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-বিরহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্যং অচঞ্চলং যৎ সত্ত্বং ধৈর্য্যং তস্মিংস্তিষ্ঠ-তীতি চিরধৈর্য্যপরায়ণঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (অলব্ধলাভো যোগঃ, লব্ধস্য

কাম উপভোগ করি স্বর্গেতে গমন।
পরম পৌরুষ ভাবে চরম সাধন॥
কালবশে পুনঃ আসে ভোগ অবসানে।
ঘুরিছে সংসার-চক্র-ঘোর-আবর্ত্তনে॥
এই সব কামশীল মূঢ়জন-মন।
ঈশ্বরে একাগ্র নাহি হয় কদাচন॥
ফল কামনায় করে মানস মলিন।
অজ্ঞান আঁধারে ঘেরা তারা চিরদিন॥
তাই আত্মতত্ত্বজ্ঞান-সমাধি-নিষ্ঠায়।
কখন তাদের মন একাগ্র না হয়॥ ৪২-৪৪
মধু লোভে মত্ত হয়ে যথা মধুকর।
কেতকী-কণ্টকাঘাতে ক্ষত-কলেবর॥
কোমল-কুসুম-রেণু করি পরশন।
অন্ধ হয়, শেষে হায়! হারায় জীবন॥
তেমতি মানব যত কামনার দাস।
করি নানা ক্ষণস্থায়ী সুখ অভিলাষ॥
সদা সত্ত্ব রজঃ তম ত্রিগুণ মিশ্রিত।
সংসারের কর্ম্মকাণ্ডে হয় বিজড়িত॥

পরিরক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, চিত্তবিক্ষেপকারিপরিগ্রহরহিতঃ) আত্মবান্ (আত্মা পরমেশ্বরঃ ধ্যেয়ত্বেন যোগক্ষেমাদিনির্ব্বাহকত্বেন চ বর্ত্ততে যস্য সঃ, পরমেশ্বরারাধনানিষ্ঠঃ, অপ্রমত্তো বা) ভব। ৪৫

—ঃ—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

ব্যাখ্যা। উদপানে (উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপ-তড়াগাদি তস্মিন্ পরিচ্ছিন্নোদকে বা) যাবান্ (যাবৎপরিমাণঃ) অর্থঃ (ফলং, প্রয়োজনং) [ভবতি] তাবান্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে একত্রেতি যাবৎ) [তথা] সর্ব্বেষু বেদেষু (বেদোক্তেষু কর্ম্মসু) [যৎ কর্ম্মফলং তৎসর্ব্বং] বিজানতঃ (পরমার্থতত্ত্বাভিজ্ঞস্য, ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি-যুক্তস্য) ব্রাহ্মণস্য (সংন্যাসিনঃ, ব্রহ্মার্পিতহৃদয়স্য) [ভবতি] (ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ)। ৪৬

অবশেষে বুদ্ধি দোষে আপনা পাসরে।
একাগ্র তাদের চিত্ত হইতে কি পারে?
অতএব অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণ।
নিষ্কাম করম সদা কর হে অর্জ্জুন!
শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব বিরহিত।
হও ধৈর্য্য-পরায়ণ সত্ত্ব গুণাশ্রিত॥
অপ্রাপ্ত পদার্থ তরে ক'র না প্রয়াস।
প্রাপ্তধন রক্ষা হেতু ক'রনা আয়াস॥
পাইতে সে একমাত্র পরম রতন।
একাগ্র মনেতে পার্থ! করহ যতন॥ ৪৫
বাপী কূপ তড়াগাদি সরোবর কত।
জলাশয় ধরা মাঝে আছে বিরাজিত॥
স্নানপান করি তাহে মানব সকল।
পৃথক্ উদ্দেশ্য কত করিছে সফল॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গো হস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭

ব্যাখ্যা। তে কর্ম্মণি এব অধিকারঃ (নতু জ্ঞাননিষ্ঠায়াং) ফলেষু কদাচন মা অস্তু, কর্ম্মফলহেতুঃ (ফলকামনয়া প্রবৃত্তকর্ম্মফলপ্রাপ্তে-র্হেতুঃ) মা ভূঃ (স্যাৎ) তে হকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু। ৪৭

পুরাইতে এ সকল কামনা হে পার্থ!
একমাত্র মহাহ্রদ নহে কি সমর্থ?
সেইরূপ এই সব সকাম কর্ম্মেতে।
যে সকল ফলশ্রুতি আছে হে বেদেতে।
পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্ম পরায়ণ।
সে সকলি উপভোগ করেন ব্রাহ্মণ ॥
ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মণের আনন্দ সাগর।
ক্ষুদ্রানন্দ তাহে কত মিশে নিরন্তর ॥
সুবিশাল বারিধিতে আসিয়া যেমতি।
শৈল-সানু-বিহারিণী মিলে স্রোতস্বতী ॥ ৪৬
এখন তোমার মন মলিন সর্ব্বথা।
তুমি কি বুঝিবে পার্থ! আত্মজ্ঞান কথা ॥
কর্ম্মেতেই আছে মাত্র তব অধিকার।
তুমি কি করিতে পার বেদান্ত বিচার!
তাই পার্থ! হও কর্ম্ম-অনুষ্ঠানপর।
অনিবার ফলে তার আশা নাহি কর ॥
কর্ম্মতরু কোন ফল ধরে কদাচন।
এ কথা ভ্রমেও মনে না ক'র কখন ॥
ফল কামী হয়ে কর্ম্ম কভু করিওনা।
কিম্বা করিওনা কর্ম্ম বর্জ্জনে বাসনা ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা যোগস্থঃ [সন্] কর্ম্মাণি কুরু [যতঃ] সমত্বং (সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ তুল্যজ্ঞানং) যোগ উচ্যতে। ৪৮

—*—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়!।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ অন্যৎ কর্ম্ম দূরেণ (অত্যন্তমেব) হ্যবরং (অপকৃষ্টং জন্মমরণহেতুত্বাৎ নিকৃষ্টং) হি বুদ্ধৌ (জ্ঞানে) শরণং (আশ্রয়ং) অন্বিচ্ছ (অনুতিষ্ঠ, প্রার্থয়স্ব) [যতঃ] ফলহেতবঃ (সকামাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ) [সন্তি]। ৪৯

ভাবার্থ—

কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান বহুল আয়াসে।
লক্ষ্য করি নিরন্তর সেই পরমেশে॥
তাঁহারি উদ্দেশ করি কর অনুক্ষণ।
"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলি কর্ম্ম সমর্পণ॥
পরিহরি ফল আশা অনাসক্ত-চিতে।
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দুই সম ভাব চিতে॥
সফল বিফলে এই সমভাবজ্ঞান।
শুন সার পার্থ! তার যোগ অভিধান॥
শুভাশুভ-ফলাফলে ক্ষতি নাহি তায়।
অবশ্য কর্ত্তব্য তব কর্ম্ম ধনঞ্জয়!॥ ৪৮
সংশয় রহিত শুদ্ধ-বুদ্ধি-যোগ হ'তে।
কাম্য-কর্ম্ম পার্থ! অতি হেয় অবনীতে॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিযুক্তঃ (সমত্ববিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, সমত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ইত্যর্থঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্যপাপে) জহাতি (ত্যজতি) তস্মাৎ যোগায় (কর্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (ঘটস্ব, প্রবর্ত্তস্ব) যোগঃ কর্ম্মসু (নিষ্কামকর্ম্মসু) কৌশলং (মোক্ষপরত্বসম্পাদকচাতুর্য্যং, মোক্ষবিধায়কোপায়ো বা) ৫০

কামনায় বার বার যাতায়াত সার।
কূপের কলসী যথা নাহিক নিস্তার ॥
দান আদি সাধু কর্ম্ম সাধন জনিত।
আত্মানন্দে ধন ব্যয় না করি নিয়ত।
তুচ্ছ ফল-প্রত্যাশায় কর্ম্ম করে যারা।
কৃপণের একশেষ অতি দীন তারা ॥
ভাগ্যবশে পরমেশে রসে যদি মন।
কর'না সে নিন্দনীয় পদবী গ্রহণ ॥
অনর্থের নিবর্ত্তক শান্তি-নিকেতন।
পরিহরি, হরি! হরি! অশান্তি অর্জ্জন? ॥
পীযূষ-পূরিত কুম্ভ, কিজন্য তাহাতে।
বিন্দুমাত্র ধেনুমূত্র যাবে সমর্পিতে? ॥ ৪৯
এ জনমে যে জনের ঈশ্বর কৃপায়।
শুভ কর্ম্মযোগবুদ্ধি সমাগত হয় ॥
শীত-উষ্ণ ভাল-মন্দ না থাকে বিচার।
সুকৃতি-দুষ্কৃতি আর থাকে কি তাহার? ॥
ধন্য সে কামনাজয়ী এ মানবকুলে।
পাপ-পুণ্য সমতীত হয় অবহেলে ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিসম্পন্নাঃ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) কর্ম্মজং (কর্ম্মভ্যো জাতং) হি ফলং (দেহপ্রাপ্তিরূপং) ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মৈব বন্ধস্তেন বিনির্ম্মুক্তাঃ, জীবন্মুক্তাঃ) [সন্তঃ] অনাময়ম্ (সর্ব্বোপদ্রবরহিতং) পদং (মোক্ষাখ্যং বিষ্ণুপদং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ৫১

অতএব বলি কর্ম্মযোগের সাধন।
করিতে সত্বর পার্থ! হও সযতন॥
একমাত্র ভগবানে একাগ্র-অন্তরে।
ফলাফল-সমভাব-বুদ্ধি সহকারে,
আচরিত হয় যাহা জে'ন ধনঞ্জয়!।
কর্ম্মের কৌশল তাহা যোগ তারে কয়॥
এ ভবে যে ভাবে কর্ম্ম হ'লে আচরিত।
চরমে পরম ফল মোক্ষে পরিণত।
সংসার বন্ধন হ'তে মুক্তির কারণ।
কৌশলের একশেষ নহে কি অর্জ্জুন?॥ ৫০
যারা এই কর্ম্ম-ফল ত্যজি অরিন্দম!।
সমত্ববুদ্ধিসম্পন্নকর্ম্মেতে সক্ষম।
মনীষী তাহারা ভবে জ্ঞানের আধার।
তত্ত্বোদয়ে অপগত অজ্ঞান আঁধার॥
জনন-মরণরূপ সংসার-বন্ধন।
আর কি তাদের পারে করিতে বন্ধন?॥
না আছে ব্যাধি-যন্ত্রণা নাহি আছে রোগ।
ভবরোগে তাহারা না করে কর্ম্মভোগ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

ব্যাখ্যা। যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং (মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যং, ভ্রান্তিরূপং গহনং কালুষ্যং বা) ব্যতিতরিষ্যতি (বিশেষরূপেণ অতিক্রমং করিষ্যতি) তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য (অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্ত-শ্রবণযোগ্যস্য তথা শ্রুতবিষয়স্য) চ নির্ব্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তাসি (প্রাপ্স্যসি)। ৫২

শোকের শকতি নাই দিতে তথা তাপ।
না আছে বিপদ বাধা নাহি পরিতাপ॥
একবার সে অনল হলে বলবান্।
ইন্ধন বিহনে আর না হয় নির্ব্বাণ॥
সে অনলে দীপ্তি আছে না আছে দাহিকা।
কামনা-সলিলে তার নাহি মিলে দেখা॥
জ্ঞানালোকে যার চিত আলোকিত হয়।
এ জীবনে মুক্তিধন সেই জন পায়॥
সর্ব্ব-উপদ্রবহীন পরম পদার্থ।
পূর্ণানন্দ মোক্ষপদ সেই পায় পার্থ!॥ ৫১
কত দিনে চিত্ত শুদ্ধি হইবে নিশ্চয়।
নিয়মিত কাল তার নাহিক নির্ণয়॥
বরষার রবি যবে জলদে আবরে।
পুনঃ কবে দেখা দিবে কে বলিতে পারে?
যতক্ষণ না বহিবে দক্ষিণ-পবন।
যতক্ষণ না সরিবে ঘন-আবরণ॥
ততক্ষণ দেখা নাহি দিবে দিনমণি।
হবেনা তপন-তাপে প্রফুল্ল মেদিনী॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

ব্যাখ্যা। যদা তে শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভির্নানালৌকিক-বৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী) বুদ্ধিঃ সমাধৌ নিশ্চলা (অন্যাসক্তিবিরহিতা, [অতঃ] অচলা (চিরস্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগং (যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানং) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ৫৩

—*—

সেইমত সখে! তব জ্ঞান-দিনকর।
মোহ-মেঘে আবরিত আছে নিরন্তর ॥
নিষ্কাম করমরূপ দক্ষিণ-পবন।
সমভাবে প্রবাহিত কর অনুক্ষণ ॥
এ দেহে আমিত্ব-বোধ-মোহ-জলধর।
দূর হবে দেখা দিবে জ্ঞান-দিনকর ॥
তখন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-অতিরিক্ত যত।
জ্ঞাতব্য ও পরিজ্ঞাত শাস্ত্রের সম্মত।
কর্ম্মফলে হবে তব বৈরাগ্য সঞ্চার।
কামনা-কামিনী-প্রেমে মজিবে না আর ॥
পরমার্থ তত্ত্বকথা যে শাস্ত্র বলেনা।
যে বিদ্যায় আত্মবিদ্যা নাহি আলোচনা।
বিফল কর্ম্মের ফল কীর্ত্তনে নিপুণ।
যখন তাহাতে প্রীতি পাবেনা অর্জ্জুন।
তখন জানিবে সেই হ'য়েছে সময়।
বৈরাগ্য দিয়াছে দেখা আর নাহি ভয় ॥ ৫২
লৌকিক বৈদিক আদি কর্ম্মকাণ্ড যত।
নানামত আলোচনা করি অবিরত।
বিষম সংশয়ে তুমি পড়েছ এখন।
না পারিছ সত্যপথ করিতে দর্শন ॥

বহুপথ-সন্ধিস্থলে আসিলে যেমতি।
পথহারা পথিকের হয় পার্থ! গতি॥
এ পথে বিবেক নামে আছে একজন।
সুপথ দেখায় জীবে করিয়া যতন॥
আর যত দেখ সব মহাদস্যু তারা।
মুখে মধু অন্তরেতে কালকূট ভরা॥
পথিকে তাহারা নানা প্রলোভন দানে।
ভুলাইয়া ল'য়ে যায় নিজ নিকেতনে॥
পলাতে তখন আর উপায় না দেখে।
দস্যুতে হরিয়া লয় সম্বল যা থাকে॥
অতএব এইবেলা থাকিতে সময়।
কর্ম্ম আচরণে করি চিত্ত শুদ্ধিময়।
যাও বিবেকের কাছে সাদরে সুধাও।
আপন গন্তব্য পথ বিচারিয়া লও॥
বিষম বিষয়াসক্ত আপন মনেরে।
ঈশ্বরে পারিবে যবে স্থির করিবারে।
পরমার্থতত্ত্বরূপ পদার্থে কেবল।
অবিচ্ছিন্নভাবে যবে হইবে নিশ্চল॥
না র'বে জাগ্রত নাহি স্বপ্ন-দরশন।
বিক্ষেপাদি বিরহিত র'বে যবে মন।
বিন্দুমাত্র বিচলিত কখন না হবে।
নির্ব্বাত দেশের দীপশিখা সম রবে।
সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও স্তব্ধীভাব আদি সম।
বিবিধ অবস্থা শূন্য করিতে সক্ষম।
অনন্ত আত্মার সহ অখণ্ড সাক্ষাতে।
সানন্দে মিশিবে সদানন্দ-জলধিতে।
তখনি সমাধি তব হইবে সফল।
করতলে পাবে তুমি সর্ব্বযোগফল॥ ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব!।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ।—হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য স তস্য) সমাধিস্থস্য (ঈশ্বরচিন্তননিরতস্য, স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য) কা ভাষা (ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা, কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে) স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত (স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত) কিং আসীত (কথং আসনং ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং কুর্যাৎ) কিং ব্রজেত (কথং বিষয়ান্ অবাপ্নুয়াৎ)। ৫৪

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি যার সমাধি অচল।
জগতে ত স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকেই বল॥
একাবস্থা সমাধিস্থ, কি লক্ষণে কৃষ্ণ!।
পর নিকটে তখন হন্ পরিদৃষ্ট॥
দ্বিতীয় ব্যুত্থিত চিত্ত তাহে কি প্রকারে।
নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন অপরে॥
বহিরিন্দ্রিয়গ্রাম করিয়া নিগ্রহ।
তখন আসন কি করেন পরিগ্রহ?॥
অথবা বিরত যবে ইন্দ্রিয়দমনে।
কেমনে নিরত তবে বিষয় সেবনে॥
তুমি জগতের গুরু আমি তব শিষ্য।
সুধাই তোমারে তাই এ হেন রহস্য॥ ৫৪

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ।—হে পার্থ! যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ (অন্তরস্থিতান্) কামান্ (বাসনাসমূহান্) প্রজহাতি (প্রকর্ষেণ জহাতি ত্যজতি) তদা আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ (স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপাত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্) স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে। ৫৫

—*—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

ব্যাখ্যা। দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদিষু তাপত্রয়েষু) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (ন উদ্বিগ্নং প্রক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ) সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য সঃ) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (বীতা বিগতা রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ তে যস্মাৎ সঃ বিগতানুরাগভীতিকোপঃ) মুনিঃ স্থিতধীঃ (স্থিতা নিশ্চলা ধীর্বুদ্ধির্যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ) উচ্যতে। ৫৬

—*—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

ত্যজি সমুদয় যে বা মনোগত কাম!
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা হয় আত্মারাম॥
আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যার।
চরাচর ব্রহ্ম যার অখিল সংসার॥
ব্রহ্মানন্দে মিশে যার ক্ষুদ্রানন্দচয়।
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকেই কয়॥ ৫৫
দুঃখে যারে নাহি পারে করিতে উদ্বিগ্ন।
সুখ উপভোগ আশে সদা স্পৃহাশূন্য॥
হৃৎ-সরোবর যার প্রশান্ত সতত।
ডুবেছে অতল জলে মনোবৃত্তি যত॥
বিগত যাহার ক্রোধ অনুরাগ ভয়।
স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সখে! তাহাকেই কয়॥ ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

ব্যাখ্যা। যঃ সর্ব্বত্র (পুত্রমিত্রাদিষ্বপি) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্যঃ) তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি (অনুকূলং প্রাপ্য ন প্রশংসতি প্রতিকূলং প্রাপ্য নাভিশপতি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৭

—ঃ—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মো হঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

ব্যাখ্যা। যদা চ অয়ং (জ্ঞাননিষ্ঠযোগী) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়াণি কূর্ম্মোহঙ্গানীব (কূর্ম্মো যথা অঙ্গানি করচরণাদীনি স্বভাবেনাকর্ষতি তদ্বৎ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতঃ) সংহরতে (প্রত্যাহরতি) তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮

—*—

ভাবার্থ—

তনয় তনয়া জায়া মিত্রগণ প্রতি।
স্নেহ নামে প্রেমাত্মিকা তামসিক বৃত্তি।
করি প্রত্যাহার সখে! যে আপন মন।
পরম প্রেমের পাত্রে করেছে অর্পণ।
অনুকূল সমাগমে নাহি যার প্রীতি।
প্রতিকূল সংঘটনে নাহিক অপ্রীতি।
সুখে দুঃখে বুদ্ধি যার বিচলিত নয়।
স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সখে! তাহাকেই কয়॥ ৫৭
ইচ্ছাবশে অনায়াশে কমঠ যেমন।
আপন কর চরণ করে সঙ্কোচন।
সেই রূপ যেই যোগী আপন ইচ্ছাতে।
ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত ভোগসুখ হতে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসো হ্প্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

ব্যাখ্যা। নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণরূপাহাররহিতস্য) দেহিনঃ (দেহাভিমানবতো মূঢ়স্য, কষ্টতপস্বিনঃ) বিষয়াঃ (শব্দাদয়ঃ) বিনিবর্ত্তন্তে (তদনুভবো নিবর্ত্ততে) [কিন্তু] রসবর্জ্জং (রসোরাগোঽভিলাষস্তদ্‌বর্জ্জং, অভিলষিতং বর্জ্জয়িত্বা অভিলাষঃ ন নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ) অস্য (স্থিত-প্রজ্ঞস্য) পরং (পরমাত্মানং ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা রসঃ (রাগঃ, তৃষ্ণা) অপি নিবর্ত্ততে। ৫৯

বিষয়ে বিক্ষিপ্ত নিজ ইন্দ্রিয় ও মন।
করিবারে প্রত্যাহার সতত সক্ষম।
ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধি যে জন নিশ্চয়।
স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সখে! তাহাকেই কয়॥ ৫৮
জড় আতুরাদি কত উপবাসী জনে।
সতত বঞ্চিত আছে বিষয় সেবনে॥
ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নয় ধরিয়াছে জরা।
হয়ে আছে যেন তারা জীবনেতে মরা।
কিম্বা দারা-সুত-শোকে ত্যজিয়া বিষয়।
করিয়াছে ভীরু যারা তপস্যা আশ্রয়।
সে সকল মূঢ়জন নহে কদাচিত।
স্থিতপ্রজ্ঞ যোগিজন বলিয়া বিদিত॥
সাধ্য নাই তাই তারা বিষয়ে বিরত।
জাগে ভোগ-আনুরাগ হৃদয়ে সতত॥
স্থিতপ্রজ্ঞজন কিন্তু করি দরশন।
আপনাতে রসময় পরমেশ ধন।
চিদানন্দে ভজে সে যে সদানন্দে মজে।
আর কি তাহার মন বিষয়েতে ব্রজে॥ ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় ! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয় ! হি যততঃ (প্রযত্নং কুর্ব্বতঃ মোক্ষার্থমিত্যর্থঃ) অপি বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ মেধাবিনো বা) পুরুষস্য প্রমাথীনি (প্রমথনশীলানি, প্রজ্ঞামর্দ্দনক্ষমাণি বা) ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং (বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং) মনঃ হরন্তি (প্রসভং বলপূর্ব্বকং হরন্তি বা) । ৬০

—ঃ—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

ব্যাখ্যা। তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য (সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) [সন্] মৎপরঃ (অহং সর্ব্বাত্মা বাসুদেব এব

ভাবার্থ—

ব্রহ্মেতে বুদ্ধির স্থিতি করিতে সাধন।
মনের নিগ্রহ করা অতি প্রয়োজন ॥
বশীভূত না হইলে ইন্দ্রিয় নিচয়।
জ্ঞান মার্গে বহু বিঘ্ন সংঘটিত হয় ॥
এ পথে পথিক হতে বাসনা যাহার।
ইন্দ্রিয়াদি বশ করা অগ্রে কার্য্য তার ॥
থাক্ অবিবেকী কথা বিবেকী যে জন।
মুক্তিপদ লাভ আশে সদা সযতন।
প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ এত বল ধরে।
সূত্র পেলে তার মন অধিকার করে ॥ ৬০
কিন্তু সখে ! এক মনে আমার শরণ।
লইলে ইন্দ্রিয় ভয় না থাকে কখন ॥
সামান্য নৃপতি কাছে শরণ লইলে।
যায় যদি মানবের দস্যু ভয় চলে ॥

পরঃ উৎকৃষ্ট উপাদেয়ো যস্য স একান্তভক্ত ইত্যর্থঃ) আসীত (তিষ্ঠেৎ) হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে [বর্ত্তন্তে] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো ঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

ব্যাখ্যা। বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) পুংসঃ (পুরুষস্য) তেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে সঙ্গাৎ (প্রীতেঃ) কামঃ (তৃষ্ণা) সঞ্জায়তে (সমুৎপদ্যতে) কামাৎ [কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ] ক্রোধঃ

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পতি আমি ধনঞ্জয়!।
আমার ভক্তের তবে কেন হবে ভয়?॥
কি ছার ইন্দ্রিয়গণ শুন পার্থ! সার।
যে লয় একাগ্রমনে শরণ আমার।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত তারে করে ভয়।
শমন-বিজয়ী সেই সতত অভয়॥
বিপদসঙ্কুল ভব জলধি অপার।
গোস্পদ সমান সে ত সুখে হয় পার॥
অতএব বলি বলী ইন্দ্রিয়নিচয়।
বশীভূত করি যে বা মৎপর হয়।
এ সংসারে ধনঞ্জয়! সেই জন ধন্য।
স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনি মধ্যে সেই অগ্রগণ্য॥ ৬১
বাহ্যেন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে যাহার।
সে যদি বিষয় ধ্যান করে অনিবার॥
বিষময় বিষয়ের আলোচনা হ'তে।
জনমে আসক্তি তার বিষয় ভোগেতে॥

অভিজায়তে। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (অবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমঃ) সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমঃ) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ, কার্য্যাকার্য্যনির্ব্বাচনযোগ্যতানাশো বা) ভবতি বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (মৃততুল্যো ভবতি, পুরুষার্থাযোগ্যো ভবতি)। ৬২—৬৩

—:—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

ব্যাখ্যা। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগদ্বেষরহিতৈঃ) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (ভুঞ্জানঃ)

আসক্তি হইতে ক্রমে জনমে পিপাসা।
বিষয়-পিপাসা পার্থ! পরমার্থ-নাশা॥
হয় অতি বলবতী পিপাসা যখন।
হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান থাকে কি তখন?॥
বাসনার বস্তু তরে জীব অকাতরে।
ধর্ম্ম অর্থ পুরুষার্থ জলাঞ্জলি করে॥
পূরাতে বাসনা-নদী বাধা যদি হয়।
মূর্ত্তিমান ক্রোধ আসি দরশন দেয়॥
প্রচণ্ড ক্রোধের বায়ু প্রবাহিত হ'লে।
নির্ব্বাণ বিবেক-দীপ হয় অবহেলে॥
মোহ অন্ধকারে ঘেরে মানস তখন।
সুখময়ী স্মৃতি তদা হয় অদর্শন॥
শাস্ত্র আলোচনা কিম্বা গুরুমুখশ্রুত।
জ্ঞানের প্রসঙ্গ ভঙ্গ চিরদিন মত॥
স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ মৃতপ্রায় বহে।
পুরুষ-পদবী বাচ্য জীব নাহি রহে॥ ৬২—৬৩

[অপি] বিধেয়াত্মা (বিধেয়ঃ বশীভূতঃ আত্মা মনঃ যস্য সঃ) প্রসাদং (প্রসন্নতাং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ৬৪

—*—

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

ব্যাখ্যা। প্রসাদে (প্রসন্নতায়াং সত্যাং) [সতি] অস্য সর্ব্বদুঃখানাং (দুঃখত্রয়াণাং) হানিঃ (নাশঃ) উপজায়তে (প্রজায়তে) প্রসন্নচেতসঃ বুদ্ধির্হি আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে (পরি সমন্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ)। ৬৫

ভাবার্থ—

পূর্ণভাবে বশে তবে রহে যদি মন।
বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহে নাহি প্রয়োজন ॥
অনুরাগ কিম্বা দ্বেষ যার নিরন্তর।
অন্তর হইতে সখে! হয়েছে অন্তর ॥
থাকুক্ তাহার অন্য ইন্দ্রিয় নিচয়।
রত ভোগ-সুখে সদা লইয়া বিষয় ॥
প্রভু যদি নিরবধি থাকে অনুকূল।
কি করিবে প্রতিকূল সেবকের কুল ॥
হে কুন্তীনন্দন! নিজ মন যার বশে।
লভে সদা শান্তিরূপ আত্মপ্রসাদ সে ॥ ৬৪
প্রভাত-গগনে যথা অরুণ উদিলে।
নিশীথিনী তমোজাল দূরে যায় চলে।
তথা স্থিতপ্রজ্ঞযোগি-হৃদয়-মন্দিরে।
চিত্তপ্রসন্নতারূপ দিনকর-করে।
তমোরূপ সংসারের ত্রিতাপ নিচয়।
সমূলে নির্ম্মূল হয়ে দূরেতে পলায় ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌ ॥ ৬৬

ব্যাখ্যা। অযুক্তস্য (অসমাহিতান্তঃকরণস্য) বুদ্ধিঃ নাস্তি অযুক্তস্য ভাবনা (আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ) চ ন, অভাবয়তঃ শান্তিঃ (উপশমঃ) চ ন, অশান্তস্য সুখং (মোক্ষঃ) কুতঃ। ৬৬

কিম্বা মহাপুরুষের হৃৎসরোবর।
থাকে যবে সুবিমল নিস্তব্ধ নিথর।
সংসারের বিপরীত ভাবনা-প্রবাহ।
বিচলিত নাহি করে যবে অহরহঃ।
বুদ্ধিরূপ তার সেই নিরমল নীরে।
লীন হয় তাপ-রূপ ঊর্ম্মি চিরতরে ॥
চিত্তপ্রসন্নতারূপ হে পার্থ! তখন।
দিনমণি প্রতিবিম্ব দেয় দরশন ॥ ৬৫
আত্মবশে নাহি আসে ইন্দ্রিয় যাহার।
কোথা শাস্ত্র-অধ্যয়ন-লব্ধ-জ্ঞান তার ?
কোথা তার সদ্‌গুরু-উপদেশ-জাত।
শ্রবণ-মনন-বেদ-বিচার-জনিত-।
আত্মবিষয়িণী-বুদ্ধি ? অথবা কোথায়।
নিদিধ্যাসন† স্বরূপ ভাবনা উদয় ? ॥
আত্ম-ভাবনায় চিত রত না করিলে।
এ জগতে কোথা বল শান্তি-সুধা মিলে ? ॥
শান্তি বিনা কখন না হে কুন্তী-তনয়!।
মোক্ষানন্দরূপ চিরসুখ লাভ হয় ॥ ৬৬

† নিদিধ্যাসন—শ্রবণ ও মনন দ্বারা আচার্য্যোপদিষ্ট-বিষয়-গত সংশয়রাশি বিদূরিত হইলে উক্ত বিষয়ে ধারণা বিশিষ্ট চিত্তের যে একতানতা তাহার নাম নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। যখন নানা বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্ত একত্র হইয়া একতানে শ্রবণ মননাদিদ্বারা সংশয়-পরিহীন ব্রহ্মবিষয়ে আকৃষ্ট হয় সেই অবস্থা নিদিধ্যাসন।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনো হনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭

ব্যাখ্যা। হি চরতাং (বিষয়েষু বর্ত্তমানানাং) ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে (অনুপ্রবর্ত্ততে) তৎ (মনঃ) অস্য (সাধকস্য) বায়ুঃ অম্ভসি (জলে) নাবং (নৌকাং) ইব প্রজ্ঞাং হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি)। ৬৭

—:—

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ!
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) নিগৃহীতানি (সংহৃতানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬৮

ভাবার্থ—

বিশাল সাগরে, মত্ত কর্ণধার হলে।
ঘূর্ণিত তরণী যথা বায়ুর হিল্লোলে।
তথা অসংযতেন্দ্রিয় বিচালিত মন।
করে অনুক্ষণ কত বিষয়ে ভ্রমণ॥
বিবেকজনিত তার আত্মানাত্ম-বোধ।
হয় অপহৃত পার্থ! জনমের শোধ॥
মনের চাঞ্চল্য-রূপ অগাধ সলিলে।
বায়ুরূপ ইন্দ্রিয়ের আছে অবহেলে।
প্রজ্ঞা-নামা তরণীর বিনাশ-ক্ষমতা।
কিন্তু মনস্থৈর্য্য রূপ তটোপরে কোথা।
ভীমপ্রভঞ্জন সম ইন্দ্রিয় নিচয়।
সে তরণী বিনাশিতে সুসমর্থ হয়॥ ৬৭
অতএব মহাবাহো! ইন্দ্রিয় নিকর।
হইতে বিষয়-ভোগ যার নিরন্তর।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

ব্যাখ্যা। সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বেষাং অজ্ঞানতমসাবৃতমতীনাং) যা নিশা (রাত্রিঃ, সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবাৎ) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ) তস্যাং (আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে)। যস্যাং (বিষয়নিষ্ঠায়াং) ভূতানি জাগ্রতি সা [পরমার্থতত্ত্বং] পশ্যতো মুনেঃ নিশা (তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ)। ৬৯

নিগৃহীত হইয়াছে সকল প্রকারে।
প্রতিষ্ঠিত-প্রজ্ঞ বলি জানিও তাহারে॥
প্রমত্ত তুরঙ্গ যথা করিয়া যতন।
রশ্মি দিয়া রাখে বশে আরোহী যে জন।
সিদ্ধ কি সাধক মত্ত ইন্দ্রিয়কে তথা।
সংযম-বল্গাতে বদ্ধ রাখিবে সর্ব্বথা॥ ৬৮
ধীর ভাবে ভাব দেখি পুনঃ ধনঞ্জয়!
তব বাহ্য আন্তরিক ইন্দ্রিয়†-বিষয়॥
চক্ষুকর্ণ আদি বহিরিন্দ্রিয় নিয়ত।
রূপরস আদি বাহ্য বিষয়ে বিব্রত॥
পরাক্-প্রবৃত্তি-গত তারা নিরন্তর।
অবিরত রূপরস গ্রহণে তৎপর॥
অন্তর-ইন্দ্রিয় কিন্তু মন আদি যারা।
প্রত্যক্-প্রবৃত্তি-গত নিরন্তর তারা॥

† ইন্দ্রিয়—বেদান্তমতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় এই ১০টী বহিরিন্দ্রিয়। এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই ৪টী অন্তরিন্দ্রিয়। ইহাদের মধ্যে নিয়ন্তা মন।

প্রতি পদার্থেতে স্থিত নিগূঢ়-বিষয়-।
আত্ম-প্রবৃত্তিতে তারা তৎপর হয়॥
পরাক্ দর্শন হয় কার্য্য অবিদ্যার।
আবরণ শক্তি রূপা, অনাদি আত্মার॥
কিন্তু তার বিপরীত প্রত্যক্ দর্শন।
বিদ্যাভূত, নাম তার আত্ম-দরশন॥
আত্মদরশন-জ্ঞান হলে সমুদিত।
অবিদ্যাজনিত কার্য্য হয় তিরোহিত॥
যদি আত্মদরশনে থাকে হে বাসনা!
বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণে যাইতে দিওনা॥
করিয়া ইন্দ্রিয়গণে বিষয়ে বিমুখ।
অন্তর্ম্মুখ কর দেখি পাবে পার্থ! সুখ॥
বিচারিয়া মনে সখে! দেখ যে সময়।
চারিদিক হয় ঘোর অন্ধকারময়।
চর্ম্ম চক্ষু অন্ধপ্রায় কিছুই না দেখে।
সেই ত সময় যারে নিশি বলে লোকে।
আর তার বিপরীত সময় যখন।
সে সময় দিবা বলি হয় ত গণন॥
দিবানিশি পুনঃ সখে! এ কি অপরূপ।
সকল জীবের পক্ষে নহে এক রূপ॥
চরাচর জীব যারে নিশি বলি মানে।
নিশাচর পেচকেরা তাকে দিবা গণে॥
পেচকের পক্ষে নিশা হয় যে সময়।
সাধারণ জীবগণ তারে দিবা কয়॥
ভাববিপর্য্যয় বাহ্য জগতে যেরূপ।
আধ্যাত্মিক জগতে ও ঘটে সেইরূপ॥
এ জগতে জীব যত জেন পার্থ! সার।
জ্ঞানী ও অজ্ঞান ভেদে আছে দ্বিপ্রকার॥

অজ্ঞজন-নিশি হয় জ্ঞানি-দিনমান।
অজ্ঞানের দিবাভাগে† জ্ঞানী নিদ্রা যান্॥
বুঝেছ কি পার্থ! মম লীলা চমৎকার।
লীলাময় আমি লীলা ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার॥
লীলার বৈচিত্র্য বুঝে সাধ্য কার আছে।
প্রতি অণু লীলা মম প্রচার করিছে॥
ভাবি দেখ জগতের সকলি আশ্চর্য্য।
নিজে যে আশ্চর্য্য তার আশ্চর্য্যও কার্য্য॥
একের যা হয় দুঃখ অপরে তা সুখ।
একে যারে অনুকূল অপরে বিমুখ॥
একে যাকে ভালবাসে অন্যে বলে মন্দ।
কার সনে কার কিছু না আছে সম্বন্ধ॥
তাই অধিকারি ভেদে একই বিষয়।
কার পক্ষে নিশিরূপ কার দিবা হয়॥
পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানি-দিনমান।
অজ্ঞান নিকট তাহা নিশির সমান॥
অবসান তমোময়ী হইলে রজনী।
শ্রবণরঞ্জন-পিককুল-গান শুনি।
সুষুপ্ত পুরুষ যথা প্রবুদ্ধ হইয়া।
উঠে শয্যা পরিহরি প্রভাত হেরিয়া।
সম্মুখে নেহারে সমুদিত-দিনমণি-।
কনক-কিরণ-জাল-মণ্ডিত-মেদিনী॥
ইন্দ্রিয় সংযম-রত জীব সেইরূপ।
শুনি "তত্ত্বমসি"‡ গান মহাবাক্যরূপ।

† অজ্ঞানের দিবাভাগ—অজ্ঞানের পক্ষে দিবা অসম্ভব, যেহেতু অজ্ঞান অবিদ্যা-নিদ্রায় নিয়ত নিদ্রিত তবে যে তাহার সম্বন্ধে দিবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা "অতৎ" পদার্থের স্বপ্ন দর্শন মাত্র। তৎ পদার্থ সম্বন্ধে সে সততই নিদ্রিত।

‡ তত্ত্বমসি ইহা সামবেদীয় মহাবাক্য, তৎ+ত্বম্+অসি। "তৎ" শব্দে

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তি মাপ্নোতি ন
কামকামী॥ ৭০

অজ্ঞান-সুষুপ্তি হতে প্রবুদ্ধ হইয়া।
উঠে অভিমান রূপ শয়ন ত্যজিয়া।
তখন সে এক মাত্র সদা স্বপ্রকাশ।
নেহারে মিহির রূপী সতের বিকাশ॥
বিপুল-চিন্ময়-বিশ্ব প্রকাশে তখন।
নিরখি জ্ঞান-নয়নে আনন্দে মগন॥
বল দেখি ধনঞ্জয়! এ হেন দিবায়।
জাগে জ্ঞানী জন ভিন্ন অজ্ঞান কোথায়?॥
অসৎ বিষয়ে ব্যস্ত অজ্ঞানের মন।
তত্ত্বজ্ঞান-অন্ধ সদা নিশিতে যেমন॥
তেমনি বিষয়-নিষ্ঠারূপ দিবাভাগে।
মত্ত হয়ে যা'তে যত অজ্ঞজীব জাগে॥
সে যে জ্ঞানি-নিশি তাহে জাগে কি কখন।
বিষয় ভোগেতে অন্ধ ব্রহ্মনিষ্ঠ মন?॥ ৬৯

ব্রহ্ম; শ্রুতি উক্ত সহস্রমস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্রপদ ভগবান্, মায়াকে অধিকার করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, কারণ উপাধি ইত্যাদি। ত্বম্ শব্দে জীব, অবিদ্যার অধীন কার্য্যোপাধি বিশ্বে শরীর সমূহে চৈতন্য উপহিত হইলে অভিমান জন্মে ও জীব বলিয়া উক্ত হয়। "অসি" শব্দে ঈশ্বর ও জীবের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হয়।

কার্য্যোপাধি জীব ত্বম্‌শব্দবাচ্য এবং কারণোপাধি চৈতন্য তৎপদ-বাচ্য, এই দুই উপাধিবিরহিত অবিদ্যার প্রবর্ত্তক ব্রহ্ম অসিপদবাচ্য। উপাধিদ্বয়ের নাশ হইলে তাঁহার নাশ হয় না। তিনি স্বপ্রকাশ জগৎ-প্রপঞ্চের আধার।

এইরূপ ঋগ্‌বেদীয় মহাবাক্য "প্রজ্ঞানামানন্দব্রহ্ম" যজুর্ব্বেদীয় "অহং ব্রহ্মাস্মি" অথর্ব্ববেদীয় "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত মহাবাক্য-বিবরণ।

ব্যাখ্যা। [নানানদনদীভিঃ] আপূর্য্যমাণং (পূরয়িতুং শক্যং) অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্তমর্য্যাদং) সমুদ্রং আপঃ যদ্বৎ প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্ব্বে কামা (বিষয়াঃ) যং প্রবিশন্তি স শান্তিং আপ্নোতি কামকামী (কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য সঃ) ন [আপ্নোতি]। ৭০

—ঃ—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

ব্যাখা। যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) বিহায় (পরিত্যজ্য) নিস্পৃহঃ নির্গতা স্পৃহা যস্য সঃ) [সন্] নির্ম্মমঃ (মমত্ববর্জ্জিতঃ) নিরহঙ্কারঃ (বিত্থাবত্তাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিতঃ ইত্যর্থঃ) চরতি স শান্তিং (নির্ব্বাণং) অধিগচ্ছতি। ৭১

ভাবার্থ—

আনি গিরিবর হ'তে সলিল-সম্ভার।
প্রাণপণে প্রাণনাথে দিতে উপহার।
শত শত স্রোতস্বতী পতি অন্বেষণে।
ঘুরি কত জনপদে বিজন-বিপিনে।
আসি শেষে ঝাঁপ দেয় অভিমান ভরে
নীলাম্বু-নিধির সেই নীল বক্ষোপরে ॥
বিশাল-জলধি-জলে জলধর আসি।
কতবার জলধারা ঢালে রাশি রাশি ॥
দিবাকর কর-জাল করি বিকিরণ।
করিছে নিয়ত কত সলিল শোষণ ॥
এইরূপ বারি কত নিত্য আসে যায়।
বারিধির নাহি ভাব বিপর্য্যয় তায় ॥
অচল অটল সদা অতীব সুধীর।
সেই অপ্রমত্ত ভাব সে গুরু-গম্ভীর ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালে ঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! এষা (যথোক্তা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মণি ভবা) স্থিতিঃ (সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানম্) এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি (মোহমাপ্নোতি) অন্তকালে ঽপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মনিবৃত্তিং, মোক্ষং, ব্রহ্মণি লয়ং বা) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ৭২

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্য-
যোগোনাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

সেই মত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সংসারে।
দৃষ্টিপাত নাহি করে বিষয় ব্যাপ্যারে॥
কামশীল-কমনীয় কামনা-নিচয়।
চালিত করিতে যারে সক্ষম না হয়।
প্রারব্ধ করম বশে বিষয়-বর্জ্জন।
অসম্ভব হইলেও জগতে অর্জ্জুন!॥
অনাসক্তচিত্তে সেই পুরুষ-প্রবর।
বিষয়ে ব্যাপৃত, নহে লিপ্ত নিরন্তর॥
জ্ঞান-বলে মহাবল, সাগর সমান।
অচল অটল ভাবে থাকে মতিমান্॥
শান্তি ধনে ধনী হ'লে যে সুখ ধরায়।
কামনাশীলের সখে! সে সুখ কোথায়?॥
তৃণতুল্য জ্ঞান করি কামিনী-কাঞ্চন।
বিষম বিষয় ভোগে নির্লিপ্ত যে জন॥
অহঙ্কার যে জনার নিকটে না যায়।
মমতাবিহীন, নহে মোহিত মায়ায়॥

থাকুক্ ইন্দ্রিয় তার, ভোগেতে নিরত।
শান্তি-সুখ সদা সেই পুরুষানুগত ॥ ৭০—৭১
এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা শুন ধনঞ্জয় !
লভিলে এ ব্রহ্মজ্ঞান জানিও নিশ্চয় ॥
ছার সংসারের যত মোহ ছলনাতে।
আর কি তাহারে কভু পারে ভুলাইতে ॥
দেহ হ'তে প্রাণ যবে করিবে প্রয়াণ।
তখনও জীব যদি লভে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
নিমেষের তরে, সখে ! তথাপি নিশ্চয়।
নির্ব্বাণ পাইবে সেই নাহিক সংশয় ॥ ৭২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন !।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ! ॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—হে জনার্দ্দন ! চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী (অধিকতরা শ্রেষ্ঠা) তে মতা (সম্মতা, অনুমোদিতা) হে কেশব ! তৎ (তদা) কিং ঘোরে (হিংসাত্মকে) কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি (প্রবর্ত্তয়সি)। ১

—ঃ—

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

ব্যাখ্যা। ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন (ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন) এব মে বুদ্ধিং (জ্ঞানং) মোহয়সি (ভ্রমাচ্ছন্নাং করোষি, দোলায়িতাং

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

মায়াময় ! একি মায়া করিছ বিস্তার।
মায়াতে মোহিত তব নিখিল সংসার ॥
বিধি আদি সুর যাঁর মহিমা না জানে।
কেমনে তাঁহার মায়া বুঝিবে অজ্ঞানে ॥

করোষি) ইব (পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি) তৎ একং নিশ্চিত্য (অবধার্য্য) বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ (প্রাপ্স্যামি)। ২

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকে ঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ!।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

গুরু তুমি শিষ্য আমি, সখা নহি আর।
এ নয় সময় তব মনঃ বুঝিবার॥
অথবা পরীক্ষা কি হে! করিছ আমাকে।
না পারি বুঝিতে দেব! পড়ি কি বিপাকে॥
কখন বলিছ ধর্ম্ম রক্ষার কারণ।
হনন করিতে রণে আত্মীয় স্বজন॥
ইন্দ্রিয় আয়ত্ত করি বলিছ আবার।
জ্ঞানের বশ্যতা গুরো! করিতে স্বীকার॥
জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ হয় কর্ম্মকাণ্ড হ'তে।
নিয়োগ আমারে কেন করিছ কর্ম্মেতে॥
বিমিশ্র বাক্যেতে আর কেন জনার্দ্দন!
বিমোহিত করিছ এ মূঢ়-জন-মন॥
পথহারা পথিকের ঘোর অন্ধকার।
বিজলি-চমকে কেন গাঢ় কর আর॥
ভ্রমেতে ভ্রমিব আমি কত ভ্রমপথ।
মনোরথ পূর্ণ কর দেখাও সুপথ॥
ওহে যদুপতে! রাখ এ মম মিনতি।
ক'রনা বঞ্চনা আর অর্জ্জুনের প্রতি॥
যে পথে যাইলে মন শ্রেয়ঃ লাভ হয়।
সে পথ নিশ্চয় করি বল দয়াময়! ১।২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। হে হনঘ! (নিষ্পাপ!) অস্মিন্ লোকে (ইহ জগতি) দ্বিবিধা (দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা) নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) ময়া পুরা (পূর্ব্বাধ্যায়ে) প্রোক্তা (স্পষ্টমেবোক্তা) জ্ঞান-যোগেন (ধ্যানাদিনা) সাংখ্যানাং (শুদ্ধান্তঃকরণানাং) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মৈব যোগস্তেন) যোগিনাং (কর্ম্মযোগাধিকারিণাং)। ৩

—ঃ—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান কহিলেন।

না পার্থ! যথার্থ আমি বলেছি তোমারে।
বুঝ নাই তুমি তাই দোষিছ আমারে॥
প্রাণ সম তুমি মম প্রিয় মহীমাঝে।
বঞ্চনা তোমারে করা আমার কি সাজে॥
পরীক্ষার পার্থ! আর না আছে অপেক্ষা।
গুরুত্বে বরেছ মোরে আবার পরীক্ষা॥
জ্ঞান কর্ম্মযোগ যাহা করেছি কীর্ত্তন।
পুনরায় শুন তার সার বিবরণ॥
জ্ঞান কর্ম্ম দুই পথ নহে সখে! ভিন্ন।
অধিকারি-ভেদে হয় ভিন্ন প্রতিপন্ন॥
অশুদ্ধ-অন্তর হয় যেই যোগী জন।
জ্ঞান-ভূমি-সমারূঢ় নহে যার মন॥
সন্ধ্যা উপাসনা আদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তাহার নিমিত্ত এই যোগের বিধান॥
কিন্তু যেই ভাগ্যবান পুরুষ-প্রবর।
ইহজন্ম, কিম্বা বহু-জন্ম-জন্মান্তর-।
সাধ্য অভিলাষ-শূন্য কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে।
সমর্থ হয়েছে চিত্ত-শুদ্ধি-সম্পাদনে।
সেই জন সখে! পায় আমার কৃপায়।
বিবেক বৈরাগ্য শম দমাদি সহায়॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষো হশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

ব্যাখ্যা। পুরুষঃ কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যঃ (নিষ্কর্ম্মণো ভাবং, সর্ব্বকর্ম্মশূন্যত্বং) ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) চ সন্ন্যসনাৎ এব (চিত্তশুদ্ধিং বিনা কেবলং সন্ন্যাসগ্রহণাৎ) সিদ্ধিং (মোক্ষং) ন সমধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ৪

—o—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ॥ ৫

ব্যাখ্যা। হি (যস্মাৎ) জাতু (কদাচিৎ) কশ্চিৎ (জিতেন্দ্রিয়োজনো হপি) ক্ষণং অপি ন অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মাণি ন করোতি যঃ সঃ) তিষ্ঠতি

গুরু প্রদর্শিত পথে করে বিচরণ।
নাহি থাকে আর তার কর্ম্মে প্রযোজন॥
তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণে নিয়ত।
জ্ঞানমার্গে তখন সে হয় অধিষ্ঠিত॥
বুঝেছ এখন? জ্ঞান-মঞ্চে উঠিবার।
কর্ম্মযোগ হয় মাত্র সোপান তাহার॥ ৩
কারণ বিহনে কোন কার্য্য নাহি হয়।
এই বিধি ত নিরবধি জান ধনঞ্জয়!॥
তবে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান-কারণ বিহনে।
চিত্ত-শুদ্ধি কার্য্য তার হইবে কেমনে॥
না করিয়া আগে তার গাছের রোপণ।
ফল আশা করে মাত্র বাতুল যে জন॥
অতএব আগে কর্ম্ম আচরণ চাই।
চিত্তশুদ্ধি হ'লে কর্ম্মে প্রয়োজন নাই॥
এ জগতে চিত্তশুদ্ধি নাহি হয় যার।
সন্ন্যাস কেবল মাত্র বিড়ম্বনা তার॥ ৪

প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (স্বভাবসম্ভূতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈ রাগদ্বেষাদিভির্বা) সর্ব্বঃ হি অবশঃ (অস্বতন্ত্রঃ) [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে। ৫

—*—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

ব্যাখ্যা। যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (বাক্‌পাণ্যাদীনি) সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা (অন্তরিন্দ্রিয়েণ) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (শব্দাদীন্ বিষয়ান্) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) আস্তে সঃ বিমূঢ়াত্মা (মূর্খঃ) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারঃ) উচ্যতে। ৬

ভাবার্থ—

কর্ম্ম পরিহার করি বল কে কোথায়।
ক্ষণকাল তরে তিষ্ঠে এই বসুধায় ?॥
স্বভাব-সম্ভূত সত্ত্বরজস্তমোগুণ।
কার্য্য তার রাগ দ্বেষ শুন হে অর্জ্জুন !॥
যার গুণে ত্রিভুবনে প্রাণিগণ যত।
নিয়ত কর্ম্ম ব্যাপারে আছে হে ব্যাপৃত॥
ইচ্ছা নাই তথাপিও করিতেছে কর্ম্ম।
পরবশে মরি ! মরি ! প্রকৃতির ধর্ম্ম॥
কর্ম্মযোগে হয় যার সংযত হৃদয়।
কর্ম্ম করে বটে কিন্তু লিপ্ত তাহে নয়॥
পদ্মপত্র দিবারাত্র ভাসে যথা নীরে।
বিন্দুবারি কভু তার লাগেনা শরীরে॥
অন্তর তোমার কিন্তু নহে তত শুদ্ধ।
তাই বলি কর্ম্ম তরে হও হে প্রবুদ্ধ॥ ৫
কপট সন্ন্যাসী কত আছে নানা দেশে।
মহাধ্যানে মগ্ন যেন, বসে নগ্ন বেশে॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) মনসা নিয়ম্য (বশীকৃত্য) অসক্তঃ [সন্] কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (বাক্-পাণ্যাদিভিঃ) কর্ম্মযোগং আরভতে (করোতি) স বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠঃ ভবতি)। ৭

বাক্ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় করিয়া দমন।
বিষয়ে ব্যাপৃত সদা বিচলিত মন॥
রূপবতী যুবতীর রূপ-সরোবরে।
হয় ত ডুবিয়া আছে অন্তরে অন্তরে॥
পরম সন্ন্যাসী আমি অথবা ভাবিয়া।
অহঙ্কারে ভরা মনঃ উঠিছে মাতিয়া॥
বৃথা পার্থ তার কর্ম্ম ইন্দ্রিয় দমন।
মিথ্যাচার, বৃথা তার সন্ন্যাস গ্রহণ॥
ভণ্ডযোগী বলি কে না ঘৃণা করে তারে।
দুই কূল ভাসে তার অকূল পাথারে॥ ৬
আবার অপর দিকে যে জন যতনে।
বিবেক সহায়ে আনি মনের অধীনে।
চক্ষুকর্ণনাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাম।
কর্ম্মেন্দ্রিয় সহ রত কর্ম্মে অবিরাম॥
ফলের কামনা কভু না করে যে জন।
বিবেকী সন্ন্যাসী সাধু মহাত্মা সে জন॥
ভাসুক তাহার নিত্য কর্ম্মেন্দ্রিয় চয়।
ভোগসুখ-সরোবরে লইয়া বিষয়॥
মন কিন্তু আছে তার নির্লিপ্ত সতত।
অচল অটল মহাসাগরের মত॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮

ব্যাখ্যা। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু হি অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মণো হকরণাৎ) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (অধিকতরং) অপি চ অকর্ম্মণঃ তে শরীরযাত্রা (শরীর-স্থিতিঃ) ন প্রসিধ্যেৎ (প্রকৃষ্টরূপেণ সিদ্ধা ভবেৎ)। ৮

উভয় সন্ন্যাসী মাঝে কত যে অন্তর।
এখন ত বুঝিয়াছ ওহে কুরুবর! ॥
ভোগ করি বিধিমতে কেহ হয় ত্যাগী।
ত্যাগ করি কেহ হয় ভোগ-ফল-ভাগী ॥
কর্ম্ম যোগ এই মত ভেদের কারণ।
কর্ম্ম বিনা শ্রেয়ঃ লাভ না হয় কখন ॥ ৭
কর্ম্ম হয় পূর্ব্ব জন্ম-সংস্কার-জনিত।
প্রকৃতি-প্রেরণা ইহা জেন সুনিশ্চিত ॥
কর্ম্ম-পরিত্যাগ হ'তে অনুষ্ঠান শ্রেয়।
তাহে ঔদাসীন্য ত্যাগ করাই বিধেয় ॥
ক্ষুধাতুর-জীবপ্রায় ইন্দ্রিয়নিচয়।
পাছে পাছে ফিরিতেছে তব ধনঞ্জয়! ॥
দাও কিছু ইহাদের অশনের তরে।
আর নাহি দিবে বাধা ইহারা তোমারে ॥
না করি ফল কামনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণে।
নিগৃহীত করি আনি মনের অধীনে ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর পার্থ! অনুক্ষণ তাহারি বিধান ॥
হতে পারে চিত্ত তব শুদ্ধ কুরুবর!।
তথাপিও কর্ম্ম তব কার্য্য নিরন্তর ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণো হন্যত্র লোকো হয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং† কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

ব্যাখ্যা। যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতেঃ সোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তৎ যজ্ঞার্থং বিষ্ণোরারাধনার্থং তস্মাৎ বিষ্ণ্বারাধনার্থাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (তদতিরিক্তস্থলে) অয়ং লোকঃ (কর্ম্মাধিকারী মানবঃ) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্ম এব বন্ধনং যস্য সঃ) হে কৌন্তেয়! তদর্থং (যজ্ঞার্থং, শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থং ইতি শ্রীধরঃ) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কামঃ) [সন্] কর্ম্ম সমাচর। ৯

-*—

বিনা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে হবে না কখন।
ন্যায় পথে পার্থ! তব জীবন যাপন ॥
তুমি যে বলিতেছিলে ভিখারি সাজিবে।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে সুখে বেড়াইবে ॥
কোন্ ধর্ম্মে হেন বিধি দিয়াছে তোমায়?।
ক্ষত্রিয় হইয়া ল'বে ভিক্ষার আশ্রয় ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে তব নাহি অধিকার।
জ্ঞানী হয়ে করিবে এ ধর্ম্ম-ব্যভিচার ॥
রাজকুলে জন্ম তব নাহি কি স্মরণ।
ক্ষত্রিয়-ধরম রণ ধরণী-পালন ॥
স্বধর্ম্ম বিহিত বৃত্তি করিয়া আশ্রয়।
কর্ম্ম করা শ্রেয়স্কর তোমার নিশ্চয় ॥ ৮
যজ্ঞই ঈশ্বর স্থির জেন মহামতে!
শ্রুতিতেও এই কথা পাইবে শুনিতে ॥
ঈশ্বরারাধনা হেতু কর্ম্ম যেবা করে।
সে কর্ম্ম না হয় তার বন্ধনের তরে ॥

† তদর্থং শব্দে শ্রীধরস্বামী মহোদয় "শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থং" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ইহাকেও কাম্য বলিয়াছেন তাঁহার মতে "ঈশ্বরের প্রেরণা আছে অতএব করি".

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বো হস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

ব্যাখ্যা। পুরা (কল্পাদৌ) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ (ব্রাহ্মণাদিবর্ণান্) সৃষ্ট্বা উবাচ অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বং (প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তি স্তাং কুরুধ্বং) এষ বঃ ইষ্টকামধুক্ (ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্ অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অস্তু। ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

যাঁর নামে হয় ভব-বন্ধন-মোচন।
তাঁহার প্রীতির কর্ম্ম মুক্তির কারণ ॥
ইহা ভিন্ন আচরিত ফল কামনায়।
আর যত কর্ম্মে জীব অধোগত হয় ॥
অতএব ভগবদ্ আরাধনা তরে।
অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর এ সংসারে ॥ ৯
কল্পারম্ভে† প্রজাপতি যজ্ঞ সহকারে।
করিয়া বর্ণের সৃষ্টি ব্রাহ্মণাদি ক'রে।
বলিলেন প্রজাগণে যাও বৎসগণ!।
আশ্রম-উচিত-ধর্ম্ম কর আচরণ ॥
যজ্ঞের সহিত সবে হইবে বর্দ্ধিত।
আমার শাসন মনে রাখিও সতত ॥
কামধেনু করে যথা অভীষ্ট প্রদান।
যজ্ঞ তথা সর্ব্বাভীষ্ট করিবেন দান ॥ ১০

† কল্প—মানবীয় পরিমাণে ৪০০০ যুগে ব্রহ্মার ১দিন বা কল্প। ইহাতে চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হন।

ব্যাখ্যা। অনেন (যজ্ঞেন) দেবান্ ভাবয়ত তে দেবাঃ বঃ (যুষ্মান্) ভাবয়ন্তু (সংবর্দ্ধয়ন্তু) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ)। ১১

—*—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

ব্যাখ্যা। দেবা যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞৈর্বর্দ্ধিতাঃ) ইষ্টান্ (অভিলষিতান্) ভোগান্ (ভোগ্যপদার্থান্) বঃ (যুষ্মভ্যং) দাস্যন্তে হি তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (অন্নাদীন্ ভোগান্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (অদত্ত্বা) যঃ (পুরুষঃ) ভুঙ্‌ক্তে (অশ্নাতি) সঃ এব স্তেনঃ (তস্করঃ)। ১২

ভাবার্থ—

বেদাদি-বিহিত যজ্ঞ হলে আচরিত।
সোম পানে তুষ্ট হন দেবগণ যত ॥
অনুকূল দেবকুল হলে ধনঞ্জয়।
সুজলেতে ফলবতী বসুমতী হয় ॥
এইরূপে পরস্পরে করি চরিতার্থ।
আপন অভীষ্ট লাভে হইবে সমর্থ ॥ ১১
যজ্ঞ অনুষ্ঠান গুণে হইয়া বর্দ্ধিত।
দেবগণ অনুক্ষণ দিবেন প্রার্থিত।
দারা সুত ধন জন বিষয় বিভব।
বিবিধ ভোগের বস্তু পশু পক্ষী সব ॥
সেই সব দেবদত্ত ভোগের বিষয়।
পঞ্চ মহাযজ্ঞে নিত্য দেবে পুনরায়।
না করি আহুতি-দান নিজে ভোগ করে।
তস্কর সমান পাপী সে জন সংসারে ॥
রাজদণ্ডে তস্করের শাস্তি হয় যথা।
তাহারাও যমদণ্ডে ভোগিবে সর্ব্বথা ॥ ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাদীন্ নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশন মমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে দেবযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সন্তঃ (শিষ্টাঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ) মুচ্যন্তে, যেতু আত্মকারণাৎ (আত্মোদরপোষণার্থং) পচন্তি (পাকং কুর্ব্বন্তি) তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) অঘং (পাপং) ভুঞ্জতে (ভোগং কুর্ব্বতে)। ১৩

—*—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। ভূতানি অন্নাৎ (ভুক্তপদার্থাৎ শোণিতশুক্ররূপেণ) ভবন্তি পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ (অন্নস্যোৎপত্তিঃ) যজ্ঞাৎ

ভাবার্থ—

পঞ্চযজ্ঞে† পঞ্চপাপ‡ করি বিমোচন।
প্রতিদিন যজ্ঞ শেষ যে করে ভোজন।
সেই জন পাপমুক্ত সাধু নিরন্তর।
প্রীত সেই ভক্ত প্রতি সদা যজ্ঞেশ্বর ॥
কিন্তু অন্ন পাক করে কেবল যে জন।
আপনার দগ্ধোদর পোষণ কারণ।
দেব দত্ত বস্তু বিনা দেবোদ্দেশে দান।
ভোজন করে সে জন পাতকী প্রধান ॥ ১৩
প্রজাপতি তথা স্মৃতি-অভিমত ক্রমে।
কেবল, কর্ত্তব্য নহে কর্ম্ম ধরাধামে ॥

† পঞ্চযজ্ঞ—যথা ব্রহ্মযজ্ঞ (অধ্যয়ন) দেবযজ্ঞ (হোম) পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ) ভূতযজ্ঞ (বলি) ও নৃযজ্ঞ (অতিথি-সৎকার)।

‡ পঞ্চপাপ—(কণ্ডনং পেষণং চুল্লী উদকুম্ভশ্চ মার্জ্জনম্ ইতি পঞ্চসূনা) উদূখল মুষল চুল্লী জলকুম্ভ ও সম্মার্জ্জনী এই পঞ্চজনিত পাপ।

(অগ্নিহোত্রাদেঃ) পর্জ্জন্যো ভবতি যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্মপরিণাম-ভূতঃ)। ১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদাৎ প্রবৃত্তং) বিদ্ধি (বিজানীহি) ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষরসমুদ্ভবং (অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা তস্মাৎ সমুদ্ভবো

এই যে জগৎচক্র চলিছে নিয়ত।
কর্ম্ম মাত্র রাখে তার গতি অব্যাহত॥
কর্ম্ম বিনা জীব স্রোতঃ অসীম প্রবাহ।
নিমেষে হইবে বন্ধ নাহিক সন্দেহ॥
যে অন্ন জীবের দেহে করিয়া প্রবেশ।
পরিণত হয় রক্ত-শুক্ররূপে শেষ॥
অদ্ভুত উপায়ে যাহে হয় কুরুবীর।
সংগঠিত পঞ্চভূতময় এ শরীর॥
সেই অন্ন সমুৎপন্ন বৃষ্টিপাত হ'তে।
এ সত্য কে অবগত নহে অবনীতে॥
অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞ আহুতির ফলে।
বৃষ্টিধারা নিপতিত হয় মহীতলে॥
কর্ম্ম বিনা নাহি হয় যজ্ঞের উদ্ভব।
কর্ম্ম সূত্রে জীব তাই গাঁথা আছে সব॥ ১৪
ঋত্বিক্ যজমানাদিসাধ্য কর্ম্ম-কাণ্ড।
প্রবর্ত্তিত বেদ হ'তে দলিতে পাষণ্ড†॥

† পাষণ্ড—যাহারা বেদাচারাদিবিরোধী তাহারা পাষণ্ড, ক্ষপণক, নগ্নাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে সদাচারভ্রষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই পাষণ্ড কহে। যথা সদাশিব উবাচ "যে ত্বন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যাৎ তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা"॥

যস্য তৎ পরমাত্মনো জাতমিত্যর্থঃ) তস্মাৎ সর্ব্বগতং (সর্ব্বপ্রকাশকং) ব্রহ্ম নিত্যং (সদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং। ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি॥ ১৬

ব্যাখ্যা। এবং প্রবর্ত্তিতং (ব্রহ্মণা প্রতিষ্ঠিতং) চক্রং (জগচ্চক্রং) যঃ ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুতিষ্ঠতি) হে পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ (অঘং পাপরূপং আয়ুর্যস্য সঃ) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রৈর্বিষয়েষ্বেবারমতি যঃ সঃ বিষয়োপভোগপরায়ণঃ) মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি। ১৬

অক্ষর-পরম-ব্রহ্ম-নিশ্বাস হইতে।
ঋক্ যজুঃ সাম বেদ জনমে জগতে॥
পরমাত্মসমুদ্ভূত সর্ব্বপ্রকাশক।
অবিনাশী বেদরূপী ভ্রমনিবর্ত্তক।
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-পুরুষ আছেন নিয়ত।
যজ্ঞ রূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মে পার্থ! প্রতিষ্ঠিত॥
অতএব অপধর্ম্ম* পরিহার কর।
বেদানু-মোদিত কর্ম্মে হও হে তৎপর॥ ১৫
এই যে কর্ম্মের চক্র আছে প্রতিষ্ঠিত।
যে জীব ইহাতে নিত্য নহে প্রবর্ত্তিত।
পাপময় আয়ু তার জীবনে কি ফল?
দংশ মশকাদি সম মরণ মঙ্গল॥
মরিলে হয়ত পুনঃ ইহ জন্মান্তরে।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে মতি হ'লে হতে পারে॥ ১৬

* অপধর্ম্ম—পাষণ্ডপ্রতিপাদিত ধর্ম্মকে অপধর্ম্ম কহে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

ব্যাখ্যা। যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ) এবং আত্মতৃপ্তঃ (আত্মনি এব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্ব্বৃতঃ) চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ (ভোগাপেক্ষারহিতঃ) চ স্যাৎ তস্য কার্য্যং (কর্ত্তব্যং কর্ম্ম) ন বিদ্যতে। ১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। ইহ কৃতেন (কর্ম্মণা) তস্য (পরমাত্মরতেঃ জনস্য) অর্থঃ (নিঃশ্রেয়সলক্ষণং প্রয়োজনং) ন এব অকৃতেন (অকরণেন) কশ্চন

কিন্তু যে পুরুষবর এ মর-ভবনে।
কৃতকৃত্য হইয়াছে আত্মদরশনে॥
জগচ্চক্র-হেতুভূত এ কার্য্য ব্যাপারে।
থাকিলেও ব্যস্ত তারে লিপ্ত নাহি করে॥
হইলেও ধনী, শত বনিতার পতি।
রতি তার এক মাত্র আত্মধন প্রতি॥
তৃপ্ত তারে নাহি করে চর্ব্ব্য চোষ্য পানে।
তৃপ্তি তার একমাত্র আছে আত্মধনে॥
স্বর্গ পশু পুত্রে তারে সন্তুষ্ট না করে।
ভাসে সে নিয়ত আত্ম-সন্তোষ-সাগরে॥
সে যথায় নাহি তথা কর্ম্ম অধিকার।
সলিলে কি প্রয়োজন তৃষ্ণা নাহি যার॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলি বিচার না আছে।
যে মানব যোগ্য হয় যায় তাঁর কাছে॥ ১৭

(কো হপি প্রত্যবায়ঃ) ন চ অস্য সর্ব্বভূতেষু (বৃক্ষাদিস্থাবরান্তেষু) কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়ঃ প্রয়োজনসম্বন্ধঃ বা) ন। ১৮

—ঃ—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ অসক্তঃ (ফলসঙ্গরহিতঃ) [সন্] সততং কার্য্যং (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং, নিত্যনৈমিত্তিকং) কর্ম্ম সমাচর (সম্যগাচর) হি অসক্তঃ কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরং আপ্নোতি (পুরুষঃ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষং প্রাপ্নোতি)। ১৯

ভাবার্থ—

পুণ্যের সঞ্চয় তরে কর্ম্মের আশ্রয়।
এ জগতে আর তারে করিতে না হয়॥
কর্ম্ম-অকরণ-জাত প্রত্যবায় যত।
সীমা তার অতিক্রম করেন সতত॥
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতের শরণ।
মোক্ষ তরে আর তার নাহি প্রয়োজন॥ ১৮
কিন্তু তুমি এতাদৃশ নহ জ্ঞানি-পাত্র।
কর্ম্ম অধিকারী তুমি মুমুক্ষুই মাত্র॥
এখন তোমার ফল-কামনা-বিযুক্ত-প
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা সদা যুক্তিযুক্ত॥
নিষ্কাম করম নিত্য অনুষ্ঠান ফলে।
চিত্ত-শুদ্ধি আসি দেখা দিবে যথাকালে॥
ক্রমে যবে জ্ঞান-নেত্র হবে উন্মীলিত।
মোক্ষ তবে হবে তব করতল গত॥ ১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০

ব্যাখ্যা। জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব (কর্ম্মণৈব শুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ) হি সংসিদ্ধিং (সম্যগ্‌জ্ঞানং) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) লোকসংগ্রহং (লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং তং উন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবর্ত্তনং) এব অপি সংপশ্যন্ (আলোচয়ন্) কর্ত্তুং অর্হসি। ২০

ভাবার্থ—

জাননা কি জনকের কথা ধনঞ্জয়!।
রাজর্ষি বলিয়া যিনি বিদিত ধরায়॥
পরমা প্রকৃতি সেই বিষ্ণুমায়া সীতা।
মায়াতীত হেরি যারে বলিলেন পিতা॥
পূর্ণ-জ্ঞান অবতার এ জগতে যিনি।
সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্মবেত্তা ক্ষত্র-চূড়ামণি॥
অকার্য্য হইত যদি কার্য্য এ জগতে।
তিনি তবে পারিতেন নিষ্ক্রিয় হইতে।
অবশ্য কর্ত্তব্য আর লোক-শিক্ষা তরে।
কার্য্য সদা কার্য্য এই অবনী ভিতরে॥
অপর প্রমাণ তার শুন ধনঞ্জয়!।
শুনিলে হইবে তুমি রহিত-সংশয়॥
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেই অলক্ষিত সূত্রে।
গাঁথা আছে জীবগণ প্রতি ছত্রে ছত্রে॥
দিবা-রাত্র যেই সূত্র করিয়া আশ্রয়।
প্রতি ভূত-দেহ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়।
যে নিয়মে ধরাধামে হে পার্থ! নিয়ত।
এ দেহের পারম্পর্য্য হতেছে রক্ষিত।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

ব্যাখ্যা। শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) যৎ যৎ (কর্ম্ম) আচরতি ইতরঃ (প্রাকৃতস্তদনুগতঃ) জনঃ তৎ তৎ এব [আচরতি] স যৎ (কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং লৌকিকং বৈদিকং বা) প্রমাণং কুরুতে (মন্যতে) লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে (প্রমাণীকরোতি, অনুসরতি বা)। ২১

বার বার যাতায়াত করি যতদিন।
মুক্তিলাভ নাহি করে, ভবে ততদিন।
দেহধারী সহে সদা যাহার শাসন।
প্রারব্ধ তাহার নাম, বলে জ্ঞানিগণ ॥
প্রারব্ধের কর্ম্মবশে পাইয়াছ দেহ।
জান ত অর্জ্জুন! তাহে নাহিক সন্দেহ ॥
শুভ যদি হ'ত তব সন্ন্যাস ধর্ম্মেতে।
প্রারব্ধ জনম দিত ব্রাহ্মণ বংশেতে ॥
রাজকুলে জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয় সন্তান ;
কর মিত্র! ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
ভাব যদি আপনাকে জ্ঞানী বিধিমত।
লোকহিত তরে কর্ম্ম তথাপি উচিত ॥ ২০
শ্রেষ্ঠ জন আচরণ যে কর্ম্মের করে।
অনুগত লোক যত সেই পথ ধরে ॥
তুমি রাজা এ রাজ্যের তুমি যা করিবে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ তুমি যা ধরিবে ॥
তোমার প্রকৃতিপুঞ্জ নিত্য অবিরোধে।
হবে রত তাহে বিনা হিতাহিত-বোধে ॥ ২১

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ মে (মম) কর্ত্তব্যং (কার্য্যং) ন অস্তি ত্রিষু লোকেষু ("ভূর্লোকো ভুবঃ স্বর্লোক স্ত্রৈলোক্য মিদমুচ্যতে। মহর্জন-স্তপঃ সত্যঃ সপ্তলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ" ইতি দেবীপুরাণম্) অনবাপ্তং (অপ্রাপ্তং) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্যং) কিঞ্চন ন [অস্তি তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে (করোমি) এব চ। ২২

—ঃ—

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) [কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং] (কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং) [তদা] হি মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণং কুর্ব্বন্তি)। ২৩

ভাবার্থ—

আমি ও তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
যদিও জগতে আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ॥
যদিও কর্ত্তব্য কিছু নাহিক আমার।
কর্ম্মের অতীত আমি খ্যাত চরাচর ॥
যদিও ত্রিলোকে কিছু নাহি আছে হেন।
আমি যাহা পাই নাই রাজ্য ধন জন ॥
অথবা যদিও কিছু নাহি এ সংসারে।
যতন করিব যার পাইবার তরে ॥
তথাপি নিয়ত রত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
বল দেখি আছি আমি কিসের কারণে ॥ ২২

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

ব্যাখ্যা। চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং [তদা] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ) [অহং] চ সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাম্ (ভবেয়ং) ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাং (বিনাশয়েয়ং)। ২৪

ভাবার্থ—

আমার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়।
গুণাতীত আমিই ত সবার আশ্রয়॥
তথাপি সগুণ দেহ লয়েছি যখন।
মানব উচিত কার্য্য করিব তখন॥
ইচ্ছায় অথবা কভু যদি অনিচ্ছায়।
কর্ম্মে ঔদাসীন্য মম পরকাশ পায়॥
আমার দৃষ্টান্ত মতে বিশ্ববাসী জন।
সর্ব্বভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করিবে তখন॥ ২৩
মনু আদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রয়োজকগণ।
আর না কর্ম্মের গুণ করিবে কীর্ত্তন॥
লুপ্ত হবে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব আমা হতে।
মিশিবে ধর্ম্মের স্রোত ব্যভিচার স্রোতে॥
দুষ্টের দমন তথা শিষ্টের পালন।
করিতে ধর্ম্মের রক্ষা মম আগমন॥
সকল উদ্দেশ্য মম হবে স্থূলে ভুল।
ইষ্ট হয়ে হব আমি অনিষ্টের মূল॥
সমাজে বর্ণসঙ্কর হইবে উদ্ভব।
মলিন হইবে এই প্রজা পুঞ্জ সব॥ ২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত !
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। হে ভারত ! কর্ম্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ) বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্ববিৎ) তথা কুর্য্যাৎ। ২৫

—ঃ—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্তানাং) অজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিবিচালনং) ন জনয়েৎ [অপিতু] বিদ্বান্ যুক্তঃ (অবহিতঃ) [সন্] সর্ব্ব কর্ম্মাণি সমাচরন্ (স্বয়মাচরন্, স্বয়মনুতিষ্ঠন্) যোজয়েৎ (সেবয়েৎ, অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েৎ)। ২৬

ভাবার্থ—

ফলের কামনা কিম্বা কর্ত্তৃত্বাভিমান-।
হেতু, কর্ম্মে রত অজ্ঞ মানব সন্তান ॥
কিন্তু মোক্ষ অভিলাষী আত্মজ্ঞানী যারা।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে হে তাহারা ॥
আমি কর্ত্তা এ কর্ম্মের এই অভিমান।
সংসার-বন্ধন-মূল ভারত-প্রধান ! ॥
জ্ঞানী যারা তাই তারা লোকহিত তরে।
ফল আশা অভিমান ত্যজি কর্ম্ম করে ॥ ২৫
অবিবেকী জনগণ ফল কামনায়।
বেদাদি বিহিত কর্ম্ম কাণ্ডে রত হয় ॥
নিশ্চয় তাদের মনে আছে এ ধারণা।
আমি কর্ত্তা ফলভাগী নাহি আমা বিনা ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ (সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা তস্যাঃ মায়ায়াঃ) গুণৈঃ (বিকারৈঃ কার্য্যকারণ-রূপৈরিন্দ্রিয়ৈঃ ক্রিয়মাণানি (সেব্যমানানি) কর্ম্মাণি (লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারেণ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মপ্রত্যয়েন বিমূঢ়ঃ স্বরূপবিবেকাসমর্থঃ আত্মা অন্তঃ-করণং যস্য সঃ কার্য্যকারণাভিমানী) অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে। ২৭

—*—

লোকহিতে সদারত বিবেকী যে জন।
করিবে না হেন ধ্রুব বিশ্বাস খণ্ডন॥
বরং নিজে কর্ম্ম করি বিধান বিহিত।
তাঁদের আদর্শ রূপে হবে পরিণত॥
তত্ত্ব উপদেশে যদি করে কোন জন।
অজ্ঞান-অনধিকারি-বুদ্ধি বিচালন।
আর তার কর্ম্ম প্রতি রতি নাহি আসে।
জ্ঞানপথ হারা করে অজ্ঞানতামসে॥
এইরূপে অভাগার দুইদিক যায়।
সন্ন্যাসী হইতে গিয়া প্রবেশে নিরয়॥ ২৬
সমভাবে সত্ত্বরজস্তমোগুণ স্থিতি।
অভিহিত হয় পার্থ! বলিয়া প্রকৃতি॥
গুণময়ী প্রকৃতির গুণ সমুদয়।
ইন্দ্রিয় নামেতে উক্ত হয় ধনঞ্জয়! ॥
লৌকিক বৈদিক আদি ক্রিয়া কাণ্ড যত।
সকলি ইন্দ্রিয় হ'তে হয় সমুদ্ভূত॥
প্রকৃতির গুণ সব করিতেছে কার্য্য।
নাহি দেখে অবিবেকী সখে! কি আশ্চর্য্য!॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। তু (কিন্তু) হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ পার্থক্যং, কর্ম্মভ্যোঽপি আত্মনো বিভাগঃ পার্থক্যং তয়োঃ) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বং যাথার্থ্যং বেত্তীতি পরিজ্ঞাতা) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং করোতি)। ২৮

—ঃ—

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

অভিমানে অন্ধ হ'য়ে সে ক্রিয়া কলাপে।
নিয়ত ব্যাপৃত নিজ কর্ত্তৃত্ব আরোপে ॥
অহঙ্কারে অভিভূত পাসরে আপনা।
আত্ম শুদ্ধ মুক্ত ভাব বারেক ভাবেনা ॥ ২৭
আমি নহি গুণাত্মক এই যে ধারণা।
এ ক্রিয়া আমার নহে এই বিবেচনা।
গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ নামে অভিহিত।
এ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞ বিনা নহে অবগত ॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয় গণ বিচরণ করে।
আত্মার সম্বন্ধ নাই বিষয় ব্যাপারে ॥
চৈতন্য স্বরূপ আত্মা নিত্যনির্ব্বিকার।
বিষয় ভোক্তা ইন্দ্রিয় প্রকৃতিবিকার ॥
পরিণাম-ধর্ম্মশীল জড় দেহ সহ।
নিষ্ক্রিয় আত্মার ভেদ জানি অহরহঃ ॥
অভিমান পরিহরি তত্ত্বজ্ঞানিগণ।
আসক্তি অন্তর হ'তে দেন বিসর্জ্জন ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সমাচ্ছন্নচিত্তাঃ বা) [জনাঃ] গুণকর্ম্মসু (গুণানাং কর্ম্মসু ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ, গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ ইতি শ্রীধরঃ) সজ্জন্তে (আসক্তা ভবন্তি) কৃৎস্নবিৎ (কৃৎস্নং পরিপূর্ণাত্মানং বেত্তি যঃ সঃ পরিপূর্ণাত্মবিৎ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (ন কৃৎস্নবিদঃ অকৃৎস্নবিদঃ তান্ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো) মন্দান্ (মন্দমতীন্) ন বিচালয়েৎ। ২৯

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

ব্যাখ্যা। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি (বাসুদেবে পরমেশ্বরে) সন্ন্যস্য (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (অন্তর্যাম্যধীনো হহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্বা) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (বিগতসন্তাপঃ) [সন্] যুধ্যস্ব। ৩০

-*-

ভাবার্থ—

প্রকৃত জ্ঞানের আলো জ্বলেনাই যথা।
দেহে আত্ম-অভিমান নিরখিবে তথা॥
দেহাদির কর্ম্মভূত বিষয় ব্যাপারে।
তারা আত্ম-কর্ম্ম ভাবে অভিমান ভরে॥
এই কর্ম্ম বিষয়িণী শ্রদ্ধা হতে তারে।
সর্ব্বজ্ঞ হইয়া কভু আনিবেনা দূরে॥ ২৯
সর্ব্বজীব অন্তর্যামী যিনি এ সংসারে।
বিরাজিত সর্ব্বঘটে সবার অন্তরে॥
প্রেরণা তাঁহার আছে তাই করি কর্ম্ম।
তিনি হন প্রীত যাতে তাই মম ধর্ম্ম॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তো ঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তে ঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

ব্যাখ্যা। যে শ্রদ্ধাবন্তঃ (দৃঢ়বিশ্বস্তাঃ) অনসূয়ন্তঃ (দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তঃ) মানবা মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন্তে) তে ঽপি কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মবন্ধনৈঃ) মুচ্যন্তে। ৩১

এই বুদ্ধি হৃদয়েতে করিয়া পোষণ।
সর্ব্বকর্ম্ম ফল করি আমাতে অর্পণ॥
নিষ্কাম নির্ম্মম হৃদে শোক পরিহর।
মুমুক্ষু-ক্ষত্রিয় যুদ্ধকর্ম্ম সমাচর॥ ৩০
বেদের প্রতিপাদিত কর্ম্ম নিত্য হয়।
আসক্তি রহিত কর্ম্ম মম অভিপ্রায়॥
ফল আশা পরিহরি হরিতে অর্পণ।
যে করে কর্ম্মের ফল সেই সাধুজন॥
করি সত্ত্ব-সিদ্ধি লাভ শেষে মুক্তি পায়।
নিত্যপরম্পরাগত কর্ম্ম ত্যাজ্য নয়॥
না বুঝিয়া শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশ মর্ম্ম।
ভক্তি শ্রদ্ধা সহ নিত্য যে বা করে কর্ম্ম॥
নির্দ্দোষ গুণপ্রধান কর্ম্ম ধনঞ্জয়।
ছিদ্র অন্বেষণ করি বিকল না হয়॥
আপাততঃ ক্লেশ যত শেষে সুখ রাশি।
কর্ম্ম যেবা করে তারে বড় ভালবাসি॥
আমিই করেছি এই কর্ম্মের বিধান।
আমি রত করি তাতে মানব সন্তান॥
হেন কর্ম্মে নিন্দাবাদ যে মানব করে।
সে ত কর্ম্ম নিন্দা নয় সে নিন্দা আমারে॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২

ব্যাখ্যা। যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ (দোষদর্শনং নিন্দাং বা কুর্ব্বন্তঃ) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি তান্ অচেতসঃ (দুষ্টচিত্তান্) সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ (সকলবোধবিহীনান্) নষ্টান্ (সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্টান্) বিদ্ধি (জানীহি)। ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ (স্বকীয়ায়াঃ) প্রকৃতেঃ (পূর্ব্ব-জন্মধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ) সদৃশং (অনুরূপং) চেষ্টতে (চেষ্টাং করোতি) [যতঃ] ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্ত্তন্তে) [অতঃ] নিগ্রহঃ (নিষেধরূপঃ) কিং করিষ্যতি। ৩৩

অতএব কর্ম্ম যোগে বিশ্বাস যে রাখে।
অসূয়ার বশে তাহে দোষ নাহি দেখে॥
নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে বিধিমতে।
নিশ্চয় সে জন মুক্ত হয় কর্ম্ম হ'তে॥ ৩১
নাস্তিক যে জন কিন্তু নিজ বুদ্ধি দোষে।
কর্ম্ম করা দূরে থাক সদা তারে দোষে॥
স্বেচ্ছাচার অবতার কর্ম্মজ্ঞান শূন্য।
হতভাগ্য নাহি জানে কর্ম্মই যে ব্রহ্ম॥
তার মত অধোগত কে আছে সংসারে।
পুরুষার্থ পরিভ্রষ্ট জানিও তাহারে॥ ৩২
পূর্ব্বজন্ম অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জাত।
যে সংস্কার ইহ জন্মে হয়ে সংক্রামিত।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (বীপ্সয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তং) অর্থে (শব্দাদৌ স্বস্ববিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুকূলে হ্যনুরাগঃ

জাগিছে নিয়ত যত জীবের অন্তরে।
এখানে প্রকৃতি নামে জানিও তাহারে॥
জ্ঞানবলে ব্রহ্মবিৎ সাধু জনগণ।
নতশিরে বহে যবে প্রকৃতি-শাসন॥
অজ্ঞ ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন যাহারা ধরায়।
অধীন হইবে তার আশ্চর্য্য কি তায়!॥
প্রবল প্রবৃত্তি-স্রোতঃ বহে খরতর!
কত যায় ভেসে যায় জ্ঞানি-করিবর॥
প্রতিকূল মুখে তার করিবারে গতি।
অজ্ঞ-মক্ষিকার সখে! আছে কি শকতি?॥
প্রতি দেহ-ধারী যবে প্রকৃতির দাস।
নিবারণ চেষ্টা তরে বিফল প্রয়াস॥
দোর্দ্দণ্ড রাজ শাসনে ধর্ম্মের বিধানে।
সাধ্য কি যে স্বভাবেরে রাখিবে শাসনে॥
উন্নত-গিরি-সঙ্কট প্রকৃতি-প্রতিম।
জীব-দেহ-রথ তাহে শকটের সম॥
অশ্ব সম সংযোজিত ইন্দ্রিয় তাহাতে।
কশাঘাত করিলে কি যায় ঊর্দ্ধ পথে॥
সুসঙ্গ-খনিত্র তবে ধরি যদি করে।
দাও সে উন্নত পথ সমতল ক'রে॥
তখন ইন্দ্রিয় সবে যে দিকে ফিরাবে।
লয়ে দেহযান দ্রুত ধাবমান হবে॥

প্রতিকূলে দ্বেষঃ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবিনৌ) [অতএব]. তয়োঃ (রাগ-দ্বেষয়োঃ) বশং (বশবর্ত্তিতাং) ন আগচ্ছেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ (শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ)। ৩৪,

-*-

নতুবা ইন্দ্রিয়-দণ্ড নিষ্ফল সতত।
প্রকৃতির পথে গতি রবে অব্যাহত ॥ ৩৩
তা'বলি পুরুষকার কিম্বা শাস্ত্রবিধি।
নহে নিরর্থক সখে! শুন তার বিধি ॥
চক্ষুর রূপ দর্শনে, কর্ণের শ্রবণে।
জিহ্বারসে, ত্বক্স্পর্শে, নাসিকার ঘ্রাণে।
হস্তের গ্রহণে তথা গমনে পদের।
পায়ুর মলের ত্যাগে, বচনে বাক্যের।
উপস্থের আনন্দেতে, অনুরাগদ্বেষ।
স্বভাবতঃ হয়ে থাকে জানিও বিশেষ ॥
কামনার অনুকূল হইলে বিষয়।
ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ হয় ধনঞ্জয়! ॥
বিষয় যদ্যপি হয় বাসনা-বিরোধী।
ইন্দ্রিয়-বিদ্বেষ তাহে জন্মে নিরবধি ॥
বাসনার অনুকূল বিষয় ত্যজিতে।
কিম্বা তার প্রতিকূল বিষয় ভজিতে ॥
বেদ-শাস্ত্র-বিধি মতে থাকে যদি উক্তি।
অথবা পুরুষকার দেয় যদি যুক্তি ॥
বিষয়-ভোগ-নিরত ইন্দ্রিয় নিচয় ॥
প্রতিকূল সে শাসনে শাসিত কি হয়! ।
শাসিছে প্রকৃতি কিন্তু ইন্দ্রিয়কে সুখে।
রাগদ্বেষ দুই জনে রাখিয়া সম্মুখে

সাপুড়িয়া করি যথা ডমরুর ধ্বনি।
নাচায় নিরীহ-প্রায় মহকাল ফণী ॥
অনিষ্টের মূলীভূত রাগদ্বেষ যত।
কদাচিৎ না হইবে তার বশীভূত ॥
সহায় করিয়া যায় প্রকৃতি ধরায় ॥
বুদ্ধিকে বিপথে লয়ে বিপদ ঘটায় ॥
প্রকৃতির মহা-অস্ত্র সেই রাগ দ্বেষে।
দেখ সখে! পার যদি আনিতে স্ববশে ॥
এই অনুরাগে নর পশুরূপ ধ'রে।
ক্ষণিক সুখের তরে পরদার হরে ॥
এই অনুরাগেনর ঘোর দস্যু সম।
পরস্ব হরণে রত পাতকে বিষম ॥
এই অনুরাগে নর ভুঞ্জে নিজে সুখে।
বঞ্চি গৃহাগত যত নিরন্ন ভিক্ষুকে ॥
এই দ্বেষ বশে নর বেদবিধি মত।
সুসঙ্গত ধর্ম্ম-কর্ম্মে সতত বিরত ॥
এই দ্বেষ বশে নর নাস্তিক বিধানে।
নিত্য-নারায়ণ-রূপী আমারে না মানে ॥
এই দ্বেষ বশে নর সনাতন-ধর্ম্ম।
নিন্দা করি মরি মরি করিছে কুকর্ম্ম ॥
তরঙ্গ সঙ্কুল এই রাগদ্বেষ-নদী।
তরিবারে অকাতরে বাঞ্ছা থাকে যদি ॥
শাস্ত্র-অর্থ-জ্ঞানরূপ তরণী আশ্রয়।
করহ বিশ্বাস করি বীর ধনঞ্জয়!।
জ্ঞানের সাধনরূপ এই দীর্ঘ পথে।
রাগ দ্বেষ দস্যু যদি ফিরে সাথে সাথে ॥
হও তুমি বলবান পথিক সাধক।
ঘটাইবে পদে পদে সে প্রতিবন্ধক ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। স্বনুষ্ঠিতাৎ (সু সুন্দররূপেণ অনুষ্ঠিতাৎ আচরিতাৎ, সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্ত্যা কৃতাৎ বা) পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ (অঙ্গহীনঃ) স্বধর্ম্মঃ (স্বকীয়বর্ণাশ্রমগতো ধর্ম্মঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ (অধিকতরং প্রার্থনীয়ং) পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ (ভীতিজনকঃ)। ৩৫

—*—

বিনা শাস্ত্র-জ্ঞান-রূপ সঙ্গীর সহায়।
যাইতে এ পথে সখে! নাহিক উপায়॥
অতএব অবগত হয়ে শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
রাগ দ্বেষ জয় করি কর পার্থ! কর্ম্ম॥
প্রকৃতির অধীনতা থাকিবে না আর।
পুরুষকার সহায় হবেন তোমার॥
মোক্ষ পথে হবে তব অব্যাহত গতি।
জানিও আমোঘ এই আমার যুকতি॥
তাই বলি রাগ দ্বেষ নাশিতে অসুর।
পুরুষকার-কৃপাণ শাস্ত্র-জ্ঞান-ক্ষুর॥
সহায় করিয়া এই সাধন সমরে।
সাজ দেখি সখে! দেখি ইন্দ্রিয় কি করে॥ ৩৪
নিজ বর্ণাশ্রম-গত যাহার যে ধর্ম্ম।
তাহারি বিধান মতে আচরিবে কর্ম্ম॥
নিধন যত্তপি হয় তার অনুষ্ঠানে।
ফলিবে সুফল তাহে জেন পরিণামে॥
পরধর্ম্ম হয় যদি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
বিগুণ স্বধর্ম্ম তবু পূজ্য নিরন্তর॥
হতে পারে পর-ধর্ম্ম সুখ-অনুষ্ঠেয়।
পয়োমুখ বিষকুম্ভ সম কিন্তু হেয়॥

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তো হয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। অথ হে বার্ষ্ণেয়! অনিচ্ছন্নপি (অনভিলষন্ অপি) অয়ং পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) বলাৎ নিয়োজিত ইব পাপং চরতি। ৩৬

বাহির সৌন্দর্য্য হেরি রত হবে তায়।
পরিণামে পরিতাপ হইবে নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণ-আশ্রম-ধর্ম্ম ভিক্ষা চিরদিন।
তুমি কেন হবে সখে! তাহার অধীন?॥
ক্ষত্রিয়-আশ্রম-ধর্ম্ম সম্মুখ-সমর।
তার অনুষ্ঠানে তুমি হও হে! তৎপর॥ ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন—

বৃষ্ণি-কুল- রত্নাকর-অমূল্য-রতন!।
তুমি ত্রিভুবন জন সন্দেহ ভঞ্জন॥
দুলিছে আমার মন সন্দেহ-দোলায়।
বার বার তাই কৃষ্ণ! সুধাই তোমায়॥
কে না জানে কাম্য-কর্ম্ম-অনিষ্টের মূল।
কে না জানে অভিমান মুক্তি-প্রতিকূল॥
কে না জানে রাগ দ্বেষ অনর্থ ঘটায়।
কে না জানে পরহিংসা কুনাম রটায়॥
কে না জানে পরদারে পরমায়ু হানি।
কে না জানে পরধন নাহি হরে জ্ঞানী॥
কে না জানে অভক্ষ্য ভক্ষণে মহাপাপ।
কে না জানে পরপীড়া দেয় মনস্তাপ॥
কে না জানে পাপ তাপ সকলি কেবল।
শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘনের বিষময় ফল॥

শ্রীভগবানুবাচ –

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। রাজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ (মহৎ অশনং যস্য স দুষ্পূরঃ) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্রঃ) এষ কামঃ এষ ক্রোধঃ ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (কামং) বৈরিণং (শত্রুং) বিদ্ধি (জানীহি)। ৩৭

—ঃ—

জেনে শুনে তবে কেন অজ্ঞানের প্রায়
পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জীব রত হয় ॥
মন নাহি সরে তবু ইচ্ছা বিপরীতে।
বল করি কেহ যেন মজায় পাপেতে ॥
বাসনার স্বাধীনতা আসি যেন হরে।
এমন প্রবল শত্রু কে বল সংসারে ! ৩৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

সত্য সেই মহাশত্রু নাম তার কাম।
প্রতিহত হ'লে তার ক্রোধ হয় নাম ॥
রজোগুণে জন্ম তার ইন্দ্রিয়ে নিবাস।
ত্রিভুবন হারি মানে পূরাইতে আশ ॥
কি মোহিনী জানে কাম জগৎ ভুলায়।
ভুলাইয়া পুরুষার্থে অনর্থ ঘটায় ॥
এ জগতে মোক্ষ পথে আছে অরি যত।
কামনাম-মহামন্ত্রে সকলে দীক্ষিত ॥
সাম দান ভেদ দণ্ড শত্রু দমনার্থ।
চতুর্ব্বিধি বিধিবদ্ধ আছে বটে পার্থ ! ॥
কিন্তু এ মহাশত্রুর এমনি বিক্রম।
দণ্ড বিনা কিছুতে না মানে উপশম ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ব্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে (আচ্ছাদ্যতে) যথা আদর্শঃ (দর্পণঃ) মলেন (ধূলিপ্রভৃতিনা) চ যথা গর্ব্ভঃ উল্বেন (গর্ব্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা) আবৃতঃ তথা তেন (কামেন) ইদং (আত্মজ্ঞানং) আবৃতং। ৩৮

—*—

ঘৃতাহুতি যোগে যথা বাড়ে হুতাশন।
কামানল বাড়ে তথা লভি ভোগাশন ॥
কামের দমন যদি অভিপ্রায় হয়।
রজঃ তার জননীকে আগে কর ক্ষয় ॥
সত্ত্বগুণ বিনা তাহা অসম্ভব অতি।
যত্নে তাই সত্ত্বগুণে স্থির কর মতি ॥ ৩৭
প্রথমে জীবের যবে প্রারম্ভে দেহের।
অপূর্ণ অবস্থা থাকে অন্তঃকরণের।
সূক্ষ্মরূপে কাম তদা দেহাশ্রয় করে।
অপ্রকাশ ধূম যথা অনল আবরে ॥
ধূমমধ্যে অনলের প্রদাহিকা যথা।
সমভাবে অনুভূত হয় পার্থ! তথা।
মায়া সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত তখন।
থাকে বটে জ্ঞান কিন্তু স্বকার্য্যে সক্ষম ॥
দ্বিতীয়ে দেহের পুষ্টি সাধনের সহ।
কামের স্থূলতা বৃদ্ধি হয় অহরহ ॥
আবরণ ভেদ করি থাকে না তখন।
জ্ঞানের ক্ষমতা কার্য্য করিতে সাধন।
কেবল স্বরূপ তার উপলব্ধি থাকে।
দর্পণ স্বচ্ছতা যবে মলিনতা ঢাকে।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ এতেন নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রুণা) কামরূপেণ (কাম ইচ্ছা স এব রূপং যস্য তেন) দুষ্পূরেণ (দুর্দ্দুঃখেন পূরণং যস্য তেন অনলেন দুঃখতাপহেতুত্বাৎ অনলতুল্যেন) চ জ্ঞানং আবৃতং (আচ্ছাদিতং)। ৩৯

প্রতিবিম্ব গ্রহণের থাকে না ক্ষমতা।
কিন্তু তার স্বরূপের হয় না অন্যথা ॥
তৃতীয়ে দেহ অন্তর পূর্ণ যবে হয়।
বলবান্ হয় কাম ভোগ-বসনায় ॥
প্রকাশ-স্বরূপ-জ্ঞান করে আবরণ।
জরায়ু বেষ্টিত দশা ভ্রূণের যেমন ॥
নাহি হয় নিজ কার্য্য করিতে সক্ষম।
স্বরূপ ও উপলব্ধি করিতে অক্ষম ॥
সেই রূপ কাম-রাহু মহাবাহো! আসি।
গ্রাস করে জ্ঞানরূপ সুবিমল শশী ॥ ৩৮
ভোগ কালে জ্ঞানী বলে কাম-প্রলোভন।
বিষম বিষয়ে মোরে করেছে মগন ॥
ভোগ অবসানে পুনঃ করে অনুতাপ।
কামের মন্ত্রণা শুনি করেছি কি পাপ ॥
তাই পার্থ! জ্ঞানিজন চির অরি কাম।
সাধ্য কার কামনার পূরে মনস্কাম ॥
ইন্ধন সংযোগে যথা বাড়ে হুতাশন।
কাম তথা বাড়ে কাম্য করিলে সেবন ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন যথা রহে দিনকর।
কামেতে আবৃত তথা জ্ঞান-নিরন্তর ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য (কামস্য) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে এষ এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানং আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি (বিবিধং মোহং জনয়তি আত্মজ্ঞানবিমুখং করোতীতি ভাবঃ)। ৪০

—:—

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ!।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! (ভরতবংশোদ্ভবানাং ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ) তস্মাৎ ত্বং আদৌ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানেন কামেন দেহিনঃ মোহনাৎ পূর্ব্বং) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (বশীকৃত্য) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবস্তয়োর্জ্ঞান-বিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেতোর্নাশনং) পাপ্মানং (পাপরূপং) কামং এনং প্রজহি (পরিত্যজ)। ৪১

ভাবার্থ—

মন বুদ্ধি আর যত ইন্দ্রিয়নিচয়।
কামের আশ্রয় নামে অভিহিত হয় ॥
তাদের সহায়ে কাম হইয়া সমর্থ।
মানব-হৃদয়োপরে করে আধিপত্য ॥
যে হৃদয় জ্ঞানরূপ মহাবল ধরে।
কি সাধ্য তাহারে কাম অধিকার করে ॥
সুচতুর কাম তাই মোহিনী মায়ায়।
জ্ঞানকে আবৃত করি হৃৎ-রাজ্য লয় ॥ ৪০
হে ভরত-কুলরবি! ধরহ বচন।
না করিতে কাম তব হৃদয় গ্রহণ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ) পরাণি (শ্রেষ্ঠানি বাহ্যদেহমপেক্ষ্য সূক্ষ্মত্বাৎ) আহুঃ (কথয়ামাসুঃ পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং (ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বাৎ শ্রেষ্ঠং) মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা (নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ শ্রেষ্ঠা) যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিতঃ) সঃ (এষ আত্মা)। ৪২

আন তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় স্ববশে।
মনবুদ্ধি বশ তব হবে অবশেষে ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশক অনিষ্টের মূল।
তখন হইবে তব কামনা নির্ম্মূল ॥ ৪১
স্থূল জড় দেহ হ'তে ইন্দ্রিয় নিকরে।
শ্রেষ্ঠ বলি বিবেচনা বুধগণ করে ॥
ইন্দ্রিয়-প্রধান মন হয় প্রবর্ত্তক।
কার্য্য তার সঙ্কল্প ও বিকল্প-আত্মক ॥
সুনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মন হ'তে শ্রেষ্ঠ।
বুদ্ধি হতে আত্মা† হয় সবার গরিষ্ঠ ॥ ৪২

(†) আত্মা—পাঞ্চভৌতিক দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহারা দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার পরিচালক এবং তদ্বিনাশে বিনাশবিহীন। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনঃ শ্রেষ্ঠ, কারণ জাগরণকালে মন ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালন করে এবং নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলে ও মনঃ স্বপ্নদ্রষ্টা রূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার কার্য্যক্ষেত্র মন অপেক্ষা বিস্তৃত এবং সুষুপ্তি কালে মন নিষ্ক্রিয় ও নষ্টপ্রায় হইলে ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য বা বিনষ্ট হয় না। বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি জীবাত্মা, তিনি চিৎস্বরূপ এবং দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহিত নিতান্ত নির্লিপ্ত, সুতরাং জীবাত্মাই কাম জয়ে সমর্থ ইতি শ্রীবলদেব ও শ্রীবিশ্বনাথ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং (শ্রেষ্ঠং আত্মানং) বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) সংস্তভ্য (স্থিরীকৃত্য) কামরূপং দুরাসদং (দুঃখেনাসদ্যতে যঃ সঃ তং) শত্রুং জহি (মারয়)। ৪৩

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থ—

এইরূপ সর্ব্বময় জানি সর্ব্বেশ্বরে।
পরমাত্মরূপী তাঁরে উপলব্ধি করে।
ল'য়ে সুনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মহাবল।
আত্মাতেই মনঃ সদা করিয়া নিশ্চল।
ওহে মহাবাহো! সেই কামনাম-ধারী।
নাশ কর ভয়ঙ্কর মোক্ষ-পথ-অরি ॥ ৪৩

ইতি তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবে ঽব্রবীৎ॥ ১

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। অহং বিবস্বতে (আদিত্যায়) ইমং অব্যয়ং (অব্যয়বেদমূলত্বাৎ অব্যয়মোক্ষফলত্বাচ্চ ন ব্যেতি স্বফলাদিত্যব্যয়ং অব্যভিচারি ফলং) যোগং প্রোক্তবান্ (কথিতবান্) বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ। (যদ্যপি প্রতি মন্বন্তরং স্বায়ম্ভুবমন্বাদিসাধারণো ঽয়ং ভগবদুপদেশস্তথাপি সাম্প্রতিকবৈবস্বতমন্বন্তরাভিপ্রায়েণাদিত্যমারভ্য সম্প্রদায়ো গণিতঃ ইতি মধুসূদনঃ)। ১

—*—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান কহিলেন—

সাধ্য ও সাধনভূত সত্য সনাতন।
শুনিলে যে জ্ঞান কর্ম্ম যোগ বিবরণ॥
নহে মাত্র তব চিত্ত বিনোদন অর্থ।
কল্পিত অধুনা, অতি প্রাচীন এ পার্থ!॥
ক্ষত্র-কুলবীজরূপী দেব দিবাকরে।
প্রথমে এ যোগ কথা বলি আমি তাঁরে॥
'বৈবস্বত মনু পা'ন পিতা সূর্য্য হ'তে।
এই যোগ উপদেশ বিখ্যাত জগতে॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ! ॥ ২

ব্যাখ্যা। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং (পুত্রাদেঃ পুত্রেণ একস্মাৎ অপরেণ ইত্যাকারেণ লব্ধং) ইমং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ নিমিপ্রমুখাঃ) বিদুঃ (জানন্তিস্ম) [হে] পরন্তপ! ইহ স যোগঃ মহতা (দীর্ঘেণ) কালেন (কালাত্যয়েন) নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নঃ)। ২

স এবায়ং ময়া তে হদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তো হসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

ব্যাখ্যা। [ত্বং] মে ভক্তঃ সখা অসি ইতি অয়ং স পুরাতনঃ হি (সনাতনঃ) যোগঃ (জ্ঞানকর্ম্মরূপঃ) অদ্য ময়া তে (তুভ্যং) এব প্রোক্তঃ (যস্মাৎ) এতৎ উত্তমং রহস্যং (অতিগোপ্যং)। ৩

—*—

মনু† পুনঃ ইক্ষ্বাকুকে দেন উপদেশ।
এই মত প্রচারিত জানিও বিশেষ ॥
বেদমূল এ যোগের অব্যয় আকার।
মোক্ষ রূপ ফলে তার নাহি ব্যভিচার ॥ ১
এইরূপ পরে পরে রাজ- ঋষিগণ।
অবগত ছিল যত যোগ বিবরণ ॥
ক্রমে সর্ব্বনাশকারী কালের কৌশলে।
ডুবেছে এ যোগ কথা বিস্মৃতি-সলিলে ॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়চয় করিয়াছে জয়।
মহাজ্ঞানী যোগ্যপাত্র তুমি ধনঞ্জয়! ॥
বিপুল ভরতকুলে জনম তোমার।
মুমুক্ষু তোমার আছে যোগে অধিকার ॥

† মনু। প্রতি কল্পে ১৪ মনু আবির্ভূত হন। যথা, স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ প্রিয়ব্রত-সুতদ্বয়, রৈবত, চাক্ষুষ, শ্রাদ্ধদেব, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও চন্দ্রসাবর্ণি।

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং (অল্পকালীনং) বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) জন্ম পরং (বহুকালীনং) [তস্মাৎ] ত্বং আদৌ (সৃষ্টিপ্রারম্ভকালে) ইতি (ইমং যোগং) প্রোক্তবান্ এতৎ কথং বিজানীয়াম্ (জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্)। ৪

—*—

বাঁধিয়াছ প্রেম-ডোরে অতিশয় শক্ত।
সখা বলে ডাকি তাই তোমাতে আসক্ত॥
জড়িত রহস্যজালে এ তত্ত্ব সকলি।
বলিবার যোগ্য পাত্র আর কারে বলি॥
অবহিত করি চিত শুন বিবরণ।
বলিব এ গূঢ়তত্ত্ব অতি পুরাতন॥ ২—৩

অর্জ্জুন কহিলেন—

ওহে বাসুদেব! এ যে অতি অসম্ভব।
বহু দিন পূর্ব্বে তব সূর্য্যের উদ্ভব॥
সম্প্রতি তুমি ত দেহ করেছ গ্রহণ।
কেমনে হে তবে এই যোগ-বিবরণ।
সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হতে বর্ত্তমান।
আদিদেব সূর্য্যে তুমি করিলে প্রদান?॥
শুনিতে তোমার মুখে তোমার মহিমা।
তোমার অর্জ্জুন আজ করিছে বাসনা॥
বিশ্ববাসি-জনগণ কল্যাণ সাধিতে।
তৃষিতে শ্রীমুখ-সুধা বিতর শ্রীপতে!॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!।

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!॥ ৫

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ! হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি) অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ (জানামি) ত্বং ন বেত্থ (তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকাজ্ঞানাৎ ন জানাসি)। ৫

—ঃ—

অজো হপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরো হপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬

ব্যাখ্যা। অজঃ (জন্মশূন্যঃ) সন্ অপি অব্যয়াত্মা (অনশ্বরস্বভাবঃ) ভূতানাং ঈশ্বরঃ (কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতঃ, কর্ম্মাধীনতাবিরহিতঃ) অপি

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

দিনমণি প্রতিদিন পূরব-গগনে।
হইছে উদয়, পুনঃ কালের শাসনে॥
অস্তাচল শিরোদেশে নিত্য অস্তমিত।
সাধারণ-চক্ষে যাহা হয় অনুমিত॥
সেরূপ আমার এই মর্ত্ত্যধরাধামে।
আবির্ভাব কতবার হ'ল কালক্রমে॥
লৌকিক দর্শনে পুনঃ হ'ল কতবার।
তিরোভাব এই মত সংখ্যা নাহি তার॥
আপন প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে অবিরত।
তোমার হয়েছে সখে! যাতায়াত কত॥
সকলি সে মোহবশে ভুলিয়াছ তুমি।
সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সব অবগত আমি॥ ৫
জাতিস্মর জীব বলি ভেবনা আমারে।
মুখ্য-সর্ব্বজ্ঞত্ব জীবে সম্ভবিতে নারে॥

সন্ [অহং] স্বাং (স্বকীয়াং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং) প্রকৃতিং (বৈষ্ণবীং মায়াং) অধিষ্ঠায় (বশীকৃত্য) আত্মমায়য়া (স্বেচ্ছয়া) সম্ভবামি (অবতরামি)। ৬

ব্যষ্ট্যুপাধি জীব হয় সদা পরিচ্ছিন্ন।
সকলে সম্বন্ধ তার কভু নহে মান্য॥
বিরাটের নাহি আছে মুখ্য-সর্ব্বজ্ঞত্ব।
কারণ তাহার যাহা শুন বলি পার্থ!॥
সমষ্টি উপাধি বটে বিরাটের হয়।
স্থূল-ভূতোপাধি তাহা জানিও নিশ্চয়॥
স্থূলাতীত সূক্ষ্ম যত ভূত সমূহের।
পরিণাম-জ্ঞান নাহি আছে বিরাটের॥
সেই মত জেন সখে! মায়া-পরিণতি-।
জ্ঞানের বিজ্ঞানে নাহি বিরাট-শকতি॥
অধিক কি কব আর জেন ইহা সত্য।
হিরণ্যগর্ব্ভেরও নাহি মুখ্য-সর্ব্বজ্ঞত্ব॥
যদি ও হিরণ্যগর্ব্ভ সূক্ষ্ম-ভূতোপাধি।
(†)সূক্ষ্ম-ভূত-হেতু-মায়া-শেষ-আকাশাদি॥
তাহার জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে।
তদূর্দ্ধ তত্ত্বের জ্ঞান সম্ভবেনা তাঁরে॥
আকাশাদি সৃষ্টিজ্ঞান ক্রমাদি তাহার।
হিরণ্যগর্ব্ভের তাহে নাহি অধিকার॥
অতএব একমাত্র জানিও ঈশ্বর।
মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্ব ধনে ধনী নিরন্তর॥
কারণ স্বরূপা মায়া উপাধি তাঁহার।
সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ তাঁর॥

(†) সূক্ষ্ম ভূতের হেতু অর্থাৎ কারণস্বরূপা মায়ার শেষ অর্থাৎ পরিণাম যে আকাশ আদি।

অতীত ভবিষ্য কিম্বা এই বর্ত্তমান।
সকলি মায়ার লীলা জেন মতিমান্॥
মায়াতীত যিনি নিত্য সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাত।
অতীত তাঁহার পক্ষে কঠিন কি এত ?॥
ধর্ম্ম নাই কিম্বা নাই অধর্ম্ম যাঁহার।
জন্ম মাত্র নাই কোথা জন্মান্তর তাঁর ?॥
পূর্ব্বে যাহা নাহি ছিল দেহেন্দ্রিয়চয়।
তাহার গ্রহণ করা জন্ম নাম হয়।
এরূপে গৃহীত পূর্ব্ব-দেহন্দ্রিয়গ্রাম।
বিয়োগ করার পার্থ! হয় মৃত্যু নাম॥
তার্কিকে বাখানে যারে প্রেত্যভাব বলি।
বলেছি সে জন্ম মৃত্যু তোমাকে সকলি॥
দেহ-অভিমানী কর্ম্ম-অধিকারী যত।
অজ্ঞ-জীব সদা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বশীভূত॥
তাই তারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবের অধীন।
জন্ম-মৃত্যু-অনুগত জেন চিরদিন॥
কিন্তু সে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-কারণ ঈশ্বর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বশীভূত নহে কুরুবর!॥
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি অবশেষে লয়।
যাঁহার ইচ্ছায় সব সংঘটিত হয়॥
জন্ম তাঁর জীবরূপে অথবা মরণ।
এ জগতে নহে সখে! সম্ভব কখন॥
যদি তাঁর জন্ম মৃত্যু সম্ভব হইত।
স্থূল-ভূত-কার্য্য সব হইত নিশ্চিত॥
ব্যষ্টিরূপ হেতু তাঁর জাগ্রতের ভাব।
হইত জীবের মত, বিনা অসদ্ভাব।
অথবা বিরাট রূপ হইতেন যদি।
হতেন জীবের স্থূল সমষ্টি উপাধি॥

সূক্ষ্ম-ভূত-কার্য্য যদি হ'ত পরিচ্ছিন্ন।
হতেন তখন তিনি ব্যষ্টি-ভাবাপন্ন ॥
হইত তাঁহার ভাব তখন যেমন।
সাধারণ জীব-দশা স্বপ্ন দরশন ॥
সূক্ষ্ম ভূত কার্য্য হলে সমষ্টির রূপ।
হইত হিরণ্যগর্ভ জীবত্ব-স্বরূপ ॥
সপ্রমাণ অতএব ইহাই নিশ্চয়।
ঈশ্বরে ভৌতিক দেহ সম্ভব না হয় ॥
কিন্তু প্রাণ-যুক্ত এক ভৌতিক শরীরে।
ঈশ্বরের সমাবেশ হয় কি প্রকারে ?
সর্ব্ব অন্তর্যামী তিনি সর্ব্ব-দেহ-গত।
এক দেহে অবস্থিতি, বড় অসঙ্গত ॥
শরীর বিশেষে যদি প্রবিষ্ট ঈশ্বর।
সে ভৌতিক দেহগত জীব নিরন্তর।
সে দেহের শুভাশুভ কর্ম্ম-ফল যত।
ভোগেতে নিশ্চয় জীব নিয়ত নিরত ॥
ভোগ অবসান হ'লে সে জীব-শরীর।
অনুপপাদিত† হয় জেন ইহা স্থির ॥
ভৌতিক শরীর তাই কখন ঈশ্বরে।
জানিও নিশ্চয় পার্থ ! সম্ভবিতে নারে ॥
আমার সম্বন্ধে কিন্তু শুন বিবরণ।
অজ আমি নব দেহ না করি গ্রহণ ॥
অব্যয়াত্মা নিত্য আমি আমার স্বরূপ।
অক্ষয় সতত জেন সদা একরূপ ॥
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত এই চরাচর।
জীব যত বশীভূত মম কুরুবর ! ॥

† অনুপপাদিত—অপ্রমাণিত।

আমি নহি কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম-বশীভূত।
জন্মমৃত্যু ক্ষয়োদয় সবার অতীত ॥
এ জগতে শুন পার্থ! উপাধি আমার।
আছেন প্রকৃতি এক মায়া নাম তাঁর ॥
সম্পাদিতে বিশ্ব-কার্য্য তিনিই কারণ।
পটীয়সী অঘটন করিতে ঘটন ॥
চিদাভাসে বশীভূত করি নিজ মায়া।
স্বীকার করেছি আমি নানাবিধ কায়া ॥
যত দিন গত মম, আছি যত দিন।
কিম্বা দূর-ভবিষ্যতে রব যত দিন ॥
আমার উপাধি মায়া নিশ্চয় জানিবে।
ছিল, আছে সমভাবে, পরেও থাকিবে ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপা সে মম মূর্ত্তি নিত্য।
আমার ইচ্ছায় মায়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত ॥
অতএব এই মায়া-বিশিষ্ট আমাতে।
অজ-অব্যয়ত্ব আছে সম্পূর্ণ-রূপেতে ॥
তাই এই নিত্য দেহে আদিত্য দেবেরে।
দিয়াছি এ যোগশিক্ষা যেমন তোমারে ॥
তবে যে মনুষ্য-বুদ্ধি দেখিছ আমাতে।
এ মম মায়ার কার্য্য জেন মহামতে! ॥
নিখিল জীবের প্রতি অনুগ্রহ তরে।
এরূপে প্রতীত আমি হই এ সংসারে ॥
প্রমাণ তাহার মম দেবকী জননী।
পিতা বসুদেব আর শুন বীরমণি!
গর্ব্ভ হতে ধরাধামে প্রসব সময়।
দেখেছেন আমার সে রূপ জ্যোতির্ম্ময় ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মালিকা শোভিত।
দিব্য কলেবর মম চতুর্ভুজ যুত ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭

ব্যাখ্যা। হে ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য (বেদ-বিহিতস্য প্রাণিনামভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য) গ্লানিঃ (বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য হানিঃ) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং (সমুদ্ভবঃ) ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি (মায়য়া দেহবিশিষ্টমিব দর্শয়ামি)। ৭

—*—

সংহার করেছি সেই দিব্য কলেবর।
তাঁহাদের অনুরোধে জেন কুরুবর! ॥
দৃশ্যমান নর রূপ করেছি ধারণ।
তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষার কারণ॥
চর্ম্ম চক্ষু সেই রূপ কভু নাহি দেখে।
জ্ঞান-আঁখি-গম্য তাহা জেন প্রিয় সখে! ॥
ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবশে যথা যাদুকর।
দেখায় দর্শকগণে কত রূপান্তর।
নিজে কিন্তু স্থির আছে অবিকৃতভাবে।
তেমতি জানিও এই সুবিপুল ভবে।
আমারি মায়ার লীলা দেখিতেছ পার্থ!।
অনন্ত এ রূপ মম অনন্ত অস্তিত্ব॥ ৬
জগতে যখন হয় বেদাদি-বিহিত-।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উপস্থিত॥
যখন মানবগণ হয় পরিদৃষ্ট।
নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-সদাচার-ভ্রষ্ট॥
হতাদর কিম্বা তার অপরিপালনে।
ক্ষীণকায় ধর্ম্ম হয় যখন ভুবনে॥
অধর্ম্ম কর্ম্মের যবে হয় অভ্যুদয়।
নিন্দিত ঘৃণিত কর্ম্মে জীব রত হয়॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮

ব্যাখ্যা। সাধূনাং (স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং, বেদমার্গস্থিতানাং) পরিত্রাণায় (পরিরক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (দুর্দ্দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং স্বধর্ম্ম ভ্রষ্টানাং, বেদমার্গবিরোধিনাং) বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (সাধু-রক্ষণেন দুষ্ট-বধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং, বেদবিহিত-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন-রূপ-ধর্ম্ম-স্থাপনং কর্ত্তুং) চ যুগে যুগে (প্রতিযুগং) সম্ভবামি (স্বসঙ্কল্পেন উৎপদ্যে)। ৮

—০—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন!॥ ৯

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! যঃ মে এবং (স্বেচ্ছয়া গৃহীতং) জন্ম দিব্যং (ধর্ম্মস্থাপনেন জগৎপালনরূপং অলৌকিকং) কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (ভ্রমাভাবেন

তখন অর্জ্জুন মম মায়ার প্রভাবে।
আত্ম-সৃষ্টি করি হই অবতীর্ণ ভবে॥ ৭
পুণ্যবান্ ধর্ম্মশীল সাধু মহাত্মার।
দারুণ দুর্দ্দৈব হ'তে করিতে উদ্ধার॥
তথা ধর্ম্মপথভ্রষ্ট দুরাচারগণে।
উচ্ছেদ করিতে যথাবিহিত বিধানে॥
শিষ্টের পালন করি দুষ্টের দলন।
সম্যক্ প্রকারে ধর্ম্ম করিতে স্থাপন॥
যুগে যুগে এই আমি করি আগমন।
অনুগত-ভক্তগণ-রক্ষণ-কারণ॥ ৮
লীলাময় আমি তাই লীলা প্রকাশিতে।
ইচ্ছা করি অবতীর্ণ হই অবনীতে॥
প্রারব্ধের বশে আমি নহি বশীভূত।
ভুবন পালন করা হয় মম ব্রত॥

যথাবৎ) বেত্তি সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি (প্রাপ্নোতি) মাম্ [এব] এতি (মৎসকাশং গচ্ছতি)। ৯

—ঃ—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০

ব্যাখ্যা। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধাঃ যেভ্যস্তে) মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) মাং উপাশ্রিতাঃ (মচ্ছরণংগতাঃ)

আমি যদি নাহি করি ধর্ম্ম সংস্থাপন।
লইবেন ধর্ম্ম কার বিপ্লবে শরণ ?॥
আমা ভিন্ন আর কার আছয়ে শকতি।
পাষণ্ড হইতে দেয় সাধু অব্যাহতি॥
তৃষিত চাতক প্রায় মম ভক্তগণ।
শ্রীমধুসূদন বলি করিলে রোদন॥
শেল হেন বাজে যেন অন্তরে আমার।
ব্যস্ত হই পার্থ! তার করিতে নিস্তার॥
ক্ষীণ স্বরে শিশু যবে করে হে রোদন।
জননীই বুঝে তার মরম-বেদন॥
ভাষাতে না পারে তার বর্ণিতে সে ভাব।
অন্তর্যামী আমি তাই বুঝি মনোভাব॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার তরে।
ভক্তাধীন বলি তাই আসি বারে বারে॥
কর্ম্মসূত্র নাহি মাত্র, আমি জ্ঞান করি।
প্রেমের কঠিন বাঁধা ছিঁড়িতে না পারি॥
যে জানে আমার জন্ম কর্ম্ম সমুদয়।
আর তারে ভবরোগে ভুগিতে না হয়॥
মুক্তিধন তার তরে আছে হে সঞ্চিত।
দেহ শেষে আমাতে সে না হবে বঞ্চিত॥ ৯

[সন্তঃ] জ্ঞানতপসা (জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপস্তেন) পূতা বহবো [জনাঃ] মদ্ভাবং আগতাঃ (মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ)। ১০

—:—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥ ১১

ভাবার্থ—

বিষয় সম্ভোগ হেতু বিষম তৃষ্ণারে।
যে করেছে পরিহার মুক্তি লাভ তরে ॥
সাধের সুখ বিলাস বাসনা যে এত।
পরিহরি কেমনে বা থাকিব জীবিত।
এই যে বিষম ভয়, সরল অন্তরে।
যে করেছে পরিহার, চির দিন তরে ॥
ভোগ-সুখ-সিদ্ধি-পথে কণ্টক সমান।
বিষয়ি-দ্বেষের বস্তু আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান।
তাহাতে দ্বেষ-সূচক ক্রোধ, যেবা করে।
অনায়াসে পরিহার, মুক্তি লাভ তরে ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞান রূপ তপের প্রভাবে।
বিদূরিত যার মন-মলিনতা ভবে।
নিত্য আমাগত-চিত্ত প্রেম ভক্তি সনে।
সতত শরণাগত আমার চরণে।
এমন পবিত্র কত জ্ঞান-তপোযুক্ত।
আমার সাযুজ্য † লভি হইয়াছে মুক্ত ॥ ১০

† সাযুজ্য। মুক্তি ৫ প্রকার যথা (১) সার্ষ্টি অর্থাৎ ভগবানের সমানৈশ্বর্য্য লাভ (২) সালোক্য অর্থাৎ ভগবানের সহিত একলোকে বাস (৩) সারূপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপতাপ্রাপ্তি (৪) সামীপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমীপে বাস (৫) সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ ভগবানের সহিত একত্বলাভ বা মোক্ষ।

ব্যাখ্যা। যে (মনুষ্যাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ সকামতয়া তথা নিষ্কামতয়া বা) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) অহং তান্ তথা এব (তদাকাঙ্ক্ষিত-ফলদানেন) ভজামি (অনুগৃহ্লামি ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্) হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম বর্ত্ম (ভজনমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেব সেবন্তে)। ১১

—:—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২

ভাবার্থ—

শৈব শাক্ত গাণপত্য সৌর কি বৈষ্ণব।
উপাসনা প্রচলিত অর্জ্জুন! যে সব॥
বিভিন্ন বিশ্বাস বশে করিছে মানবে।
আমা ভিন্ন কে তাহার কর্ম্ম-ফল দিবে॥
সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর আমি সর্ব্বক্ষম।
কার সাধ্য মম পন্থা করে অতিক্রম॥
যে জন যে ভাবে করে ভজনা আমারে।
অনুগ্রহ করি আমি তারে সে প্রকারে॥
কে কবে আমার দ্বারে আতিথ্য লইয়া।
রিক্ত হস্তে ফিরিয়াছে বিমুখ হইয়া?॥
অতিথি সেবার তরে প্রত্যেক আশ্রমে।
কর্ম্মচারী আছে মম দেবদেবী নামে॥
পাত্র ভেদে পন্থা ভিন্ন তাই নানা গতি।
নতুবা সকলি এক আশ্রম-পদ্ধতি॥
অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ফল লাভে আস্থা।
শাস্ত্রে তাই নানা দেব পূজার ব্যবস্থা॥ ১১

ব্যাখ্যা। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং (ফলনিষ্পত্তিং) কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলষন্তঃ) ইহ মানুষে লোকে (নরলোকে) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্ নতু সাক্ষাম্মামেব) যজন্তে (পূজয়ন্তি) হি কর্ম্মজা (কর্ম্মণো জাতা) সিদ্ধিঃ (কর্ম্মজন্যং ফলং) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ভবতি। ১২

ভাবার্থ—

ইহলোকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকর্ম্ম-জাত।
কাম্য ফলে লভে লোকে সাফল্য ত্বরিত ॥
ধন জন আশে নানা দেবতা অর্চ্চন।
বৃষ করে যথা কৃষি-লাঙ্গল বহন ॥
সারা দিন স্কন্ধে হল বহনের ফলে।
মুষ্টিমেয় তৃণ যথা মিলে যথাকালে ॥
অজ্ঞ নর যজ্ঞে তথা দেবার্চ্চনা করে।
ভিক্ষা সম অতি তুচ্ছ ফল লয়ে ফিরে ॥
অথবা ভিখারি আসি রাজার সদনে।
সম্মুখে প্রহরিরূপী হেরি দ্বারবানে।
রাজার নিকটে যেতে আর নাহি চায়।
যথালাভ ভাবি শেষে মুষ্টিভিক্ষা লয় ॥
অবোধ! আসিলে যদি কষ্টে রাজদ্বারে।
কেন না যাইলে তবে রাজার গোচরে ॥
করুণা-কটাক্ষ যদি হইত রাজার।
ভিক্ষা করা চির তরে ঘুচিত তোমার ॥
সেইরূপ সুখলভ্য আশু ফল আশে।
না পূজিয়া দ্বারী সম দেবতা বিশেষে।
কষ্ট ক'রে যদি মোরে দেখিবারে যায়।
মুক্তিফল কৃপা করি বিতরি তাহায় ॥
সখে! সে কৈবল্য রূপ নিত্য সুখ-ফল।
নহে সুখ-প্রাপ্য সে যে জ্ঞানবৃক্ষ ফল ॥ ১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণানাং সত্বরজস্তমসাং কর্ম্মণাং শমদমশৌর্য্যতেজঃকৃষিশুশ্রূষাণাং বিভাগৈঃ) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয়ং) সৃষ্টং তস্য কর্ত্তারং (স্রষ্টারং) অপি (ফলতঃ) অকর্ত্তারং (আসক্তিরাহিত্যেন কর্ত্তৃত্ববিহীনং) অব্যয়ং (আসক্তিরাহিত্যেন ভ্রমরহিতং) মাং বিদ্ধি (জানীহি)। ১৩

ভাবার্থ—

ইহলোকে জ্ঞান কর্ম্ম তারতম্য মতে।
চারিবর্ণ সৃষ্টি আমি করেছি জগতে ॥
সত্বগুণ আতিশয্যে জনমে ব্রাহ্মণ।
শম দম তপ তার কর্ম্ম নিরূপণ ॥
সত্ব সহ রজোগুণ প্রাধান্যে ক্ষত্রিয়।
শৌর্য্য তেজ কার্য্য যত তাহাদের প্রিয় ॥
তম সহ রজোগুণ-আধিক্য হইলে।
জন্মলাভ করে যত জীব বৈশ্যকুলে ॥
গবাদি পশু-পালন তথা কৃষিকার্য্য।
বৈশ্যকর্ম্ম নিরূপিত ব্যবসা বাণিজ্য ॥
তেমতি আধিক্য যদি লভে তমোগুণ।
শূদ্র-বংশে জন্ম তবে হইবে অর্জ্জুন! ॥
দ্বিজগণ পরিচর্য্যা হয় তার কর্ম্ম।
কর্ম্ম ভেদে এই মত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ॥
সকলি আমারি কার্য্য কিন্তু কর্ত্তা নহি।
কর্ত্তা হলে গুণ তার অভিমান চাহি ॥
নাহি কর্ত্তৃত্বাভিমান, যে জন অসক্ত।
নাহিক বিকার যার নিয়ত নির্লিপ্ত।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। কর্ম্মাণি মাং (নিরহঙ্কারত্বেন কর্ত্তৃত্বাভিমানহীনং ভগবন্তং) ন লিম্পন্তি (দেহারম্ভকত্বেন ন বধ্নন্তি) কর্ম্মফলে মে স্পৃহা (তৃষ্ণা) ন ইতি যঃ মাং অভিজানাতি স কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)। ১৪

—*—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। এবং জ্ঞাত্বা (যতো নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ইতি জ্ঞানাৎ কর্ম্মভির্ন বধ্যতে অতএব আত্মনো ঽকর্ত্তুঃ কর্ম্মালেপং জ্ঞাত্বা ইতি শ্রীমধুসূদনঃ) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বকালীনৈঃ) মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষার্থিভিঃ জনকাদিভিঃ) অপি কর্ম্ম কৃতং তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বতরং (যুগান্তরেঽপি) কৃতং কর্ম্ম এব কুরু (ন তূষ্ণীম্ভাবঃ নাপি সন্ন্যাসোঽবলম্বনীয়ঃ)। ১৫

—*—

হলেও সে কর্ম্মকর্ত্তা অকর্ত্তাই গণ্য।
হলেও সবার মূল সম্বন্ধই শূন্য ॥ ১৩
কর্ম্ম আমি করি কিন্তু নির্লিপ্ত তাহাতে।
করিনা কামনা কর্ম্ম-ফলের ভোগেতে ॥
তৈল জল একত্রেতে রাখ একপাত্রে।
মিশেনা কল্পান্তে যথা কেহ কার গাত্রে ॥
সম্বন্ধ ও তথা মম কর্ম্মের সহিতে।
কদাচ না হয় মম আসক্তি তাহাতে ॥
এ ভাব সম্যক্ ভাবে যে বা অবগত।
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে সে জন বিমুক্ত ॥ ১৪
অজ্ঞ জন আপনার চিত্ত-শুদ্ধি তরে।
জ্ঞানী তথা জগতের হিত সাধিবারে ॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়ো হপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে হশুভাৎ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। কিং কর্ম্ম (কর্ত্তব্যং) কিং অকর্ম্ম (অকর্ত্তব্যং) ইতি অত্র (অস্মিন্ অর্থে কর্ম্মাদিবিষয়ে) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ মেধাবিনঃ) অপি মোহিতাঃ (কষ্টেনাবগন্তুং শক্যত্বাৎ মোহং নির্ণয়াসামর্থ্যং প্রাপ্তাঃ) তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি (প্রকর্ষেণ সন্দেহোচ্ছেদেন বক্ষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে। ১৬

—*—

কর্ম্ম-অনুষ্ঠান-যোগ করে আচরণ।
যুগে যুগে এ প্রথার আছে প্রচলন॥
দ্বাপরে যযাতি যদু, জনক ত্রেতায়।
ছিল কর্ম্ম-পথগামী মুক্তি পিপাসায়॥
মুক্তি-কামী জিতেন্দ্রিয় মহাজ্ঞানবান্।
যুগ-যুগান্তরে যার করে অনুষ্ঠান॥
তুমি সেই কর্ম্মযোগে না করিও হেলা।
তরিতে জ্ঞান সাগরে ধর কর্ম্ম ভেলা॥ ১৫
গমন ভোজন রূপ দেহাদি চেষ্টাকে।
সাধারণ জনগণ কর্ম্ম ব'লে থাকে॥
তদভাবে তূষ্ণীম্ভাবে হ'লে অবস্থিত।
অকর্ম্ম বলিয়া লোকে করে অভিহিত॥
কর্ম্মাকর্ম্ম বিনির্ণয়ে এই যে ধারণা।
ভ্রমাত্মক বলি গণ্য করে জ্ঞানী জনা॥
বিবেকের বলে বলী মেধাবী যাহারা।
নিরূপিতে কর্ম্ম-তত্ত্ব মোহিত তাহারা॥
অতএব হে অর্জ্জুন! আমিই তোমারে।
কর্ম্ম-তত্ত্ব উপদেশ দিব যত্ন ক'রে॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। হি (যস্মাৎ) কর্ম্মণঃ (শাস্ত্রবিহিতব্যাপারস্য) অপি বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যং) বিকর্ম্মণঃ (শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধব্যাপারস্য) চ বোদ্ধব্যং অকর্ম্মণঃ (তূষ্ণীম্ভাবরূপাবিহিতব্যাপারস্য) চ বোদ্ধব্যং কর্ম্মণো গতিঃ (স্বরূপতত্ত্বং) গহনা (বিষমা, দুর্জ্ঞেয়া)। ১৭

—ঃ—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। যঃ কর্ম্মণি (পরমেশ্বরারাধনালক্ষণে কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়-ব্যাপারে বা) অকর্ম্ম (কর্ম্মাভাবং) অকর্ম্মণি (কর্ম্মসন্ন্যাসে) কর্ম্ম

বুঝিলে জটিল কর্ম্ম তত্ত্ব উপদেশ।
এ সংসারে আসা যাওয়া এই তব শেষ॥ ১৬
শাস্ত্রে যার বিধি আছে সেই হয় কর্ম্ম।
শাস্ত্রের বিধি-বিরোধী ব্যাপার বিকর্ম্ম॥
না আছে নিষেধ যার না আছে বিধান।
তূষ্ণীম্ভাব, কর্ম্ম ত্যাগ অকর্ম্মাভিধান॥
প্রথমোক্ত কর্ম্ম হয় মোক্ষ-পথ-সেতু।
দ্বিতীয় বিকর্ম্ম হয় দুর্গতির হেতু॥
তৃতীয় অকর্ম্ম হয় মোক্ষ-প্রতিকূল।
এই মত কর্ম্ম-তত্ত্ব শুন পার্থ! স্থূল॥
কর্ম্মের কুটিল গতি অতি সূক্ষ্মতম।
অবিবেকী বুঝিবে কি বিবেকী অক্ষম॥ ১৭
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম আর অকর্ম্মেতে কর্ম্ম।
যে দেখে অর্জ্জুন! সেই অবগত মর্ম্ম॥
সেই জন বুদ্ধিমান মনুজ মাঝারে।
সেই জন যোগী সেই সর্ব্ব কর্ম্ম করে॥

(কর্ম্মবৎ) চ পশ্যেৎ স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিতঃ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছে্রষ্ঠঃ) স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠাতা, সর্ব্বেষাং কর্ম্মফলানামাত্মজ্ঞানসুখান্তর্ভূতত্বাৎ)। ১৮

—*—

আপাততঃ প্রহেলিকা মত বোধ হয়।
কর্ম্মেতে অকর্ম্মভাব সম্ভাবিত নয়॥
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম যথা শ্বেতবর্ণে কাল।
সম্ভব কি হয় কভু আঁধারেতে আলো?॥
অযথা আমার কথা নহে কিছু পার্থ!।
অন্তরে নিহিত আছে বহু গূঢ় অর্থ॥
বাহিরের আবরণ দূরে পরিহরি।
ভিতরের ভাব এস আলোচনা করি॥
বেগবতী তরণীতে করি আরোহণ।
হেরিলে কূলের পানে হেন লয় মন॥
তীর-জাত তরু যত বিপরীত পথে।
ছুটিতেছে যেন মাটী লয়ে নিজ সাথে॥
ছুটিছে অচলরাজি ছুটিতেছে তীর।
তরিস্থিত দ্রষ্টা ভাবে সেই আছে স্থির॥
ভ্রমবলে যথা এই বিরুদ্ধ কল্পনা।
নিষ্ক্রিয় আত্মায় তথা জ্ঞানহীন জনা॥
অবিদ্যা প্রভাবে সবে করে অবিরত।
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মাদি সদা আরোপিত॥
ত্রিগুণ মিলনে বস্তু জন্মে যে সকল।
জেন পার্থ! সে সকলি স্বভাবচঞ্চল॥
দেহেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন ত্রিগুণ সংযোগে।
তিলেক না রহে তারা কর্ম্মের বিয়োগে॥
আত্মার শরীর নাই নাহিক ইন্দ্রিয়।
তাই আত্মা সদা স্থির সতত নিষ্ক্রিয়॥

অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিগুণ সম্বন্ধ।
আছে যা'তে, আছে তাতে অবিদ্যা সম্বন্ধ ॥
তাই এ ত্রিগুণ কর্ম্ম অবিদ্যা-রোপিত।
ত্রিগুণ অতীত আত্মা সম্বন্ধ রহিত ॥
গুণাতীত আত্মা কোন ক্রিয়া নাহি করে।
অবিদ্যা † তাহাতে ক্রিয়া আরোপিত করে ॥
আত্মাকে কেহবা দেখে আধারের ভাবে।
উদাসীন আত্মাতে না কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে ॥
কর্ত্তৃত্ব আরোপ এই আত্মার উপরে।
ভ্রমবশে অবিবেকি-জনগণ করে ॥

† অবিদ্যা। পঞ্চদশীর মতে—"চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা ॥ সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে" ॥ অর্থাৎ চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিত সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা রূপ প্রকৃতি, সত্ত্ব-তারতম্যে মায়া এবং অবিদ্যা এই দুই অবস্থা প্রাপ্ত হন। সত্ত্বগুণ যখন রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত না হয় তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের শুদ্ধি বা শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান বলে। এবং যখন সত্ত্বগুণ রজঃও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত হয় তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের অবিশুদ্ধি বা মলিন-সত্ত্ব-প্রধান বলে। সুতরাং অবিদ্যা প্রকৃতির অবস্থাভেদ মাত্র।

বেদান্ত সারের মতে—ব্যষ্টিভূত অর্থাৎ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ অজ্ঞানকে মায়া বলে এবং সমষ্টিভূত অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। সাধারণতঃ অবিদ্যা বলিতে অজ্ঞানকেই বুঝায়। "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিৎ ইতি" অর্থাৎ অজ্ঞান, সৎ এবং অসৎ হইতে ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় সত্ত্ব রজঃও তম এই ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপ যাহা কিছু বলিয়া অভিহিত হয়। অশ্বডিম্ববৎ অজ্ঞানের নাম প্রচলিত থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব কখন উপলব্ধি হয় না। অতএব তাহাকে "অসৎ" নাই বলিতে হয়। অসৎ পদার্থ কখন কারণ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে না; অথচ এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানই জগতের-আদি কারণ অতএব তাহাকে "সৎ" আছে বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। সুতরাং অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না। উহা এই দুই হইতে ভিন্ন এক অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ। অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক

প্রকৃতি সম্ভূত কর্ম্ম আধেয় ভাবিয়া।
আত্মাতে আরোপ করে মোহান্ধ হইয়া ॥
জবার লৌহিত্য যথা স্ফটীকে আরোপ।
প্রকৃতির কর্ম্ম তথা আত্মাতে আরোপ ॥
কেহ বা দেখে আত্মাকে উপাদান ভাবে।
ব্রহ্ম হতে সমুৎপন্ন প্রপঞ্চকে ভাবে।
উপাদেয়, বলে তারা কর্ম্মই যে ব্রহ্ম।
ব্রহ্ম কর্ম্ম সাধনাদি আমি তথা ব্রহ্ম ॥
স্বর্ণ হ'তে সংগঠিত বলয়াদি যথা।
আত্মোপাদানে প্রপঞ্চ উপাদেয় তথা ॥
বেদান্তের কথা কিন্তু করহ শ্রবণ।
রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্প অধ্যস্ত যেমন ॥
ভ্রম দূর হ'লে সর্প-ভাব দূরে যায়।
রজ্জুও প্রকৃত রজ্জু ভাব প্রাপ্ত হয় ॥
সেই মত অন্তর্ব্বহিঃ প্রপঞ্চ সমস্ত।
কুটস্থাত্মা অধিষ্ঠানে হয়েছে অধ্যস্ত ॥

এবং ভাবরূপ (অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান নহে) "আমি অজ্ঞ" ইত্যাদি রূপ অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে অতএব অজ্ঞান অভাবরূপ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্যষ্টিভূত মলিন-সত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানই অবিদ্যা, সমষ্টিভূত শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানই মায়া। অর্থাৎ যেমন বন বৃক্ষের সমষ্টি মাত্র সেইরূপ ব্যষ্টি-ভূত অজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া বলা যায়। এবং মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে কোন রূপ ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে। প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান সাধারণতঃ একার্থ প্রতিপাদক। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" ইতি পঞ্চদশী।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের আশ্রয় জীব এবং বিষয় ব্রহ্ম। জীব ব্রহ্ম বিষয়ে অজ্ঞান সুতরাং অজ্ঞান ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া এবং জীবকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। চতুঃ-শ্লোকী ভাগবতে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন "ঋতে ঽর্থং যৎ প্রতীয়তে ন প্রতীয়তে চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাবো যথা তমঃ" ॥ শ্রীমদ্ভা-গবত ২।৯।৩৩ তাৎপর্য্য—পরমার্থ যে আমি, সেই আমা বিনা যাহার প্রতীতি হয়

কর্ম্মদ্বৈতজাতবস্তু সকলি অনিত্য।
একমাত্র আত্মবস্তু অকর্ম্মও নিত্য॥
নানা মতে এইরূপ নানা মত কয়।
কর্ম্ম অবিদ্যার, আত্মা নিষ্ক্রিয় নিশ্চয়॥
আত্মার নাহিক আদি নাহি তার অন্ত।
অবিদ্যার আদি নাই কিন্তু আছে ¶অন্ত॥
যে জীব অবিদ্যাবশে আছে বশীভূত।
সে জীব আত্মাতে কর্ম্ম আরোপে বিব্রত॥
কিন্তু জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে।
অবিদ্যার স্বরূপত্ব অবগত হলে।
আমি করি আমি যাই এই অভিমান।
অবিদ্যার আরোপিত হয় সপ্রমাণ॥

(অর্থাৎ আমার প্রতীতি বা স্ফুরণ হইলে যাহার প্রতীতি হয় না) এবং যাহা আপনা আপনি প্রতীতি-বিষয়ীভূত হয় না (অর্থাৎ আমার আশ্রয় বিনা যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই) এরূপ লক্ষণযুক্ত বস্তুকে আমার মায়া-শক্তি বলিয়া জানিও। এই মায়া দুই প্রকার (১) জীব-মায়া বা অবিদ্যা এবং (২) গুণ-মায়া বা প্রকৃতি। জীবমায়া বা অবিদ্যা আভাসের মত। যেমন দর্পণ প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিম্ব পদার্থের জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবিম্ব-বিশেষ বা আভাস, ঐ জ্যোতির্ব্বিম্ব পদার্থ হইতে দূরে প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্যোতির্ব্বিম্বের প্রতিচ্ছায়া বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্বের বাহিরে প্রকাশিত হইলেও সেই জ্যোতির্ব্বিম্ব ছাড়া নিজে নিজে তাহার (প্রতিচ্ছায়ার) কোন রূপ স্ফুরণ হয় না সেই মত জীবমায়ার ও আমার আভাসরূপে আমার বাহিরে স্ফুরণ হয় বটে কিন্তু আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃ স্ফুরণ নাই। আবার যখন কোন সুবৃহৎ দর্পণে প্রখর দিনকর-কর পতিত হয় তখন তাহার তেজোময় প্রতিবিম্ব-ছটা সন্নিহিত জনগণের নয়ন আবৃত ও ব্যাকুলিত করে এবং তদনন্তর নিজ সমীপে বহুবিধ মিশ্রিত বর্ণের প্রকাশ করে ও কখন কখন সেই মিশ্রিত বর্ণকে আবার এক একটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুবিধ আকারে পরিণত করে, সেইরূপ এই জীবমায়াও নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-শক্তি-প্রভাবে জীবগণের জ্ঞানকে আবৃত করে এবং সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা-স্বরূপা.

¶ ব্যষ্টিভাবে। নতুবা জীবের মুক্তি অসম্ভব।

যত দিন প্রতারণা নাহি বুঝে লোকে।
ততদিন প্রতারিত করে প্রতারকে ॥
চিনিতে পারিলে কিন্তু বারেক তাহায়।
প্রতারক আর তার নিকটে না যায় ॥
তেমনি অবিদ্যা ছাড়ে যে চিনেছে তারে।
তার সম বুদ্ধিমান কে আছে সংসারে ॥
অবিদ্যা-বিমুক্ত জীবে আত্মাতে অভিন্ন।
তাহাতে তখন ক্রিয়া নাহি হয় গণ্য ॥
বুঝিতে তাহার আর বাকি নাহি থাকে।
এতদিন ঘুরায়েছে অবিদ্যা তাহাকে ॥
আত্মা বা তাহাতে কোন ক্রিয়া আর নাই।
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম বোধ জেন পার্থ! তাই ॥
অজ্ঞানের বুদ্ধি যাহা কর্ম্ম বোধ করে।
জ্ঞানি-বুদ্ধি তাহাকে না কর্ম্ম মধ্যে ধরে ॥
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম বোধ কিরূপ প্রকার।
নভস্থলে যথা গ্রহ তারকা সঞ্চার।
গ্রহ তারা গতি যারা নহে অবগত।
ভাবে তারা গ্রহ তারা সমভাবে স্থিত।
জ্যোতির্ব্বিদ্‌জন তাহে প্রত্যয় না করে।
জানে তারা গ্রহ তারা অবিরত ঘুরে ॥

"গুণমায়া" নাম্নী জড়া প্রকৃতিকে প্রকাশিত করে এবং কখন কখন সেই সত্ত্বাদি গুণগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বহুবিধ আকারে পরিণত করে। গুণমায়া তমঃস্বরূপা অর্থাৎ উক্ত জ্যোতির্ব্বিম্ব: পদার্থের তেজোময় আভাসে চক্ষু ঝলসিত হইলে যে অন্ধকারের ন্যায় বর্ণ-শাবল্য (পীত লোহিতাদি বর্ণের একত্র মিশ্রণ) দেখা যায় সেই অন্ধকার যেমন তাহার মূল যে জ্যোতিঃ (তেজঃপুঞ্জ) তাহাতে অবর্ত্তমান থাকিয়াও তাহার আশ্রয় উক্ত জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে প্রকাশিত হইতে পারে না সেইরূপ গুণমায়া আমার (ভগবানের) আভাসরূপে বাহিরে স্ফূর্ত্তি পাইলেও আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃ-স্ফূরণ নাই। বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি জীবমায়া নিমিত্ত-কারণ এবং গুণমায়া উপাদান-কারণ-স্বরূপ। ইতি পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

সেইমত অনুমান করে মূঢ়চিত।
তূষ্ণীম্ভাব বুঝি কর্ম্ম-শ্রেণী-বহির্ভূত॥
ভ্রান্তজন ভাবে আমি স্থির ভাবে আছি।
অকর্ম্মা এখন কই কর্ম্ম করিতেছি॥
'আমি স্থির ভাবে আছি' কয়টি কথায়।
নাহি কি হে অহঙ্কার সম্পূর্ণ মাত্রায়?॥
নরকের অহঙ্কার কেমনে সে তবে।
অকর্ম্ম অমর-রাজ্যে পরিণত হবে॥
যতক্ষণ অহঙ্কার কর্ম্ম ততক্ষণ।
অহঙ্কার গেলে তবে কর্ম্মের নিধন॥
তাই বলি অকর্ম্মেও কর্ম্ম বিদ্যমান।
যে জন নিরখে সখে! সেই বুদ্ধিমান্॥
এখন ত বুঝিয়াছ তূষ্ণীম্ভাব আর।
কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তিন একই প্রকার।
অবিদ্যার আরোপিত নিষ্ক্রিয় আত্মাতে।
নাহিক সংশয় আর তাহে কুরুপতে!॥
অবিদ্যার লীলাখেলা প্রকাশ হইলে।
আর তথা নাহি দেখা কোথা যায় চলে॥
এইরূপে অবগত হ'লে কর্ম্ম-তত্ত্ব।
বুদ্ধিমান হয় জীব সংসার-বিমুক্ত॥
চতুর্ব্বিধ চেতনের মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ।
বুদ্ধিমান জন হয় তাহাতে গরিষ্ঠ॥
নিষ্ক্রিয় আত্মায় কর্ম্ম আরোপ ব্যাপার।
অনাত্ম-বস্তুতে তথা এই অব্যাপার॥
অবিদ্যার আরোপিত মায়াজাল যত।
ছেদ করি হন তিনি যোগী অভিহিত॥
কর্ম্ম-যোগ-ফল লভি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান।
সর্ব্বকর্ম্ম-বেত্তা বলি পান অভিধান॥

মতান্তরে কর্ম্ম অর্থে নিষ্কাম স্বরূপ।
অকর্ম্ম তাহার ফল আত্মজ্ঞান রূপ ॥
অতএব ক্রিয়মাণ কর্ম্মেতে যে জন!
আত্মজ্ঞান পূর্ণ ভাবে করে দরশন।
তথা আত্মজ্ঞান-রূপ অকর্ম্ম ভিতরে।
কামনা বিহীন কর্ম্ম দরশন করে।
সেই জন শুদ্ধচিত্ত সেই সুপণ্ডিত।
কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সেই সুবিদিত ॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে হয় জ্ঞান উপজাত।
জ্ঞান তাই অনুক্ষণ কর্ম্ম অনুগত ॥
জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ের আছয় অবশ্য।
আত্মজ্ঞান উপলব্ধি একই উদ্দেশ্য ॥
সেই হেতু বুদ্ধিমান এ ভব সংসারে।
কর্ম্ম জ্ঞানাকারে দেখে জ্ঞান কর্ম্মাকারে ॥
তাই কর্ম্ম অনুষ্ঠান সহিত যে জন।
আপন স্বরূপ তত্ত্ব করে অন্বেষণ।
শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ সেই সেই বুদ্ধিমান।
সিদ্ধ তার সর্ব্ব শাস্ত্র-কর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
আর এক যুক্তি কথা শুন ধনঞ্জয়!।
যজ্ঞ দান ক্রিয়া আদি কর্ম্ম গণ্য হয় ॥
কিন্তু যে বা দম্ভ ভরে করে অনুষ্ঠান।
বৃথা তার দান যজ্ঞ অকৃত সমান ॥
নির্ব্বোধ তাহারে করে কর্ম্মেতে গণন।
সুবোধ সে কর্ম্মে করে অকর্ম্ম দর্শন।
অকর্ম্মেতে শুন পুনঃ কর্ম্ম দরশন।
ভগবৎধ্যানে মগ্ন আছে কোন জন।
এমন সময় হয় সূর্য্য অস্তমিত।
সায়ংসন্ধ্যার কাল হইল আগত।

সপি মনঃ সুখে হরিপদ-অরবিন্দে।
করিছে সে সুধা পান মনের আনন্দে॥
সায়ং-সন্ধ্যা অকরণে হ'ল প্রত্যবায়।
সাধারণ চক্ষে বটে অনুমিত হয়॥
অকর্ম্ম ভাবিয়া তারা হয় বিচলিত।
জ্ঞানী কিন্তু দেখে তায় কর্ম্মই প্রকৃত॥
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম বোধ হয় কি না হয়।
দেখ দেখি মনে মনে ভাবি ধনঞ্জয়!॥
অপর দৃষ্টান্ত সখে! দেখ বিচারিয়া।
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম আর অকর্ম্মেতে ক্রিয়া॥
শাস্ত্রে শত্রু মধ্যে গণ্য কুপণ্ডিত পুত্র।
একথার মর্ম্ম তুমি অবগত মিত্র!॥
যে সকল গুণ যোগে পুত্র পুত্র হয়।
সে সকল গুণ তাহে নাহিক নিশ্চয়॥
বরং বিপরীত গুণ করে সে ধারণ।
তাই পুত্র পুত্র নয় শত্রুত্বে গণন॥
সেই রূপ কর্ম্ম গুণে বাঁধে এ সংসারে।
সে কর্ম্ম অকর্ম্ম হয় যে না বন্ধ করে॥
ভগবৎ আরাধনা-লক্ষণ-কর্ম্মেতে।
কেবল ব্যাপার মাত্র পারে না বাঁধিতে॥
মুখেতে বচন যাহা কর উচ্চারণ।
ভাব তাহা ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন॥
মুখেতে অশন তরে কর কিছু দান।
ভাবনা আহুতি তাঁরে করিছ প্রদান॥
শ্রবণেতে শুনিছ যে শব্দ সমুদায়।
ভাব সে মধুর শব্দ হরি গুণ গায়॥
করেতে গ্রহণ কিছু করিলে অথবা।
ভাব সেই পাদ-পদ্ম করিতেছ সেবা॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। যস্য সর্ব্বে (বৈদিকা লৌকিকা যাবন্তঃ) সমারম্ভাঃ

নয়নে যখন কিছু নিরখিবে ভ্রাতঃ।
হের সেই বিশ্বব্যাপী তাহে বিরাজিত ॥
এরূপে জনক-নেত্রে করিলে দর্শন।
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম-বোধ বুঝিবে তখন ॥
সেইমত বিপরীত কর্ম্মেতে অকর্ম্ম।
ভাবনা কপট সেই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥
ঊর্ণনাভ তন্তুজাল করিয়া বিস্তার।
থাকে যথা একদেশে স্থির ভাবে তার ॥
সেরূপ অবোধ-মন ভুলাবার তরে।
বসে যেন মহাযোগী নগ্ন কলেবরে ॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ অস্থি মাত্র সার।
প্রকাশে ধবল কেশে জরা অধিকার ॥
মনে মনে কিন্তু সদা করিছে মনন।
রাজার ভাণ্ডার কিম্বা যুবতী-যৌবন ॥
ভুলে সে বাঁশীর গানে অজ্ঞান-কুরঙ্গ।
জ্ঞানিগণ ঘৃণা-চক্ষে দেখে তার রঙ্গ ॥
সাক্ষাৎ স্বর্গের মত অকর্ম্ম-সন্ন্যাসে।
আঁকে ভণ্ড কর্ম্মময় নিরয় নিবাসে ॥
তাই সখে! বলিতেছি বুদ্ধিমান্ জন।
অকর্ম্মেতে কর্ম্মভাব করে দরশন ॥
প্রকৃত শাস্ত্রের মর্ম্ম করি প্রণিধান।
কর্ম্ম করে সেই যোগী সেই বুদ্ধিমান ॥
নির্লিপ্ত হইয়া সেই বিচরে ধরায়।
সর্ব্বকর্ম্ম অনুষ্ঠান তারি করা হয় ॥ ১৮

(কর্ম্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (কামঃ ফলতৃষ্ণা সঙ্কল্পো হ্হংকরোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ, লোকসংগ্রহার্থং বা জীবনযাত্রার্থং বা প্রারব্ধকর্ম্মবেগাৎ বৃথা চেষ্টা রূপাঃ সম্ভবন্তি ইতি শ্রীমধুসূদনঃ) বুধাঃ (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেব অগ্নিস্তেন দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য) তং পণ্ডিতং (সম্যগ্‌দর্শিনং) আহুঃ। ১৯

—:—

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তো হ্পি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

ব্যাখ্যা। সঃ, কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মণি ফলে চাসঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিমানং ভোগাভিলাষঞ্চ, কর্ম্মফলতৃষ্ণাং) ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ (পরমানন্দস্বরূপ-লাভেন সর্ব্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষঃ) নিরাশ্রয়ঃ (আশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়াদেরদ্বৈত-দর্শনেন নির্গতো যস্মাৎ সঃ দেহেন্দ্রিয়াদ্যভিমানশূন্যঃ) [সন্] কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ (সমুদ্যুক্তঃ) অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি। ২০

ভাবার্থ—

অভিমান ফল-আশা দিয়া বিসর্জ্জন।
কেবল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কারণ॥
অথবা লোকের হিত সাধিবার তরে।
লৌকিক বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি করে।
প্রারব্ধের বশে এই কর্ম্মের ব্যাপার।
শুভাশুভ সমভাব তুলাদণ্ডে যার॥
অকর্ম্মেত কর্ম্ম, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনে।
কর্ম্ম যার দগ্ধ যথা তৃণ হুতাশনে॥
ভ্রান্তি হ'তে মুক্ত সেই চিরদিন জন্য।
পণ্ডিত বলিয়া সেই বুধগণ-গণ্য॥ ১৯
ফলের কামনা দূরে করি পরিহার।
নিত্যানন্দ সুখভোগে তৃপ্ত মন যার॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১

ব্যাখ্যা। নিরাশীঃ (নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা (যতং নিয়তং চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (যাবতীয়ভোগোপকরণ-বিবর্জ্জিতঃ) কেবলং (অভিমানবর্জ্জিতং) শারীরং (শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনম্) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং (অনিষ্টং পাপং) ন আপ্নোতি। ২১

—ঃ—

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

ব্যাখ্যা। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ এবম্ভূতো জনঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদীন্যতীতো

যোগ† ক্ষেম‡ আদি কোন বিষয়ের তরে।
কাহারও আশ্রয় যেবা অপেক্ষা না করে ॥
থাকুক্ সে জন সদা কর্ম্ম লয়ে রত।
নিষ্কর্ম্মা বলিয়া তারে জানিও সতত ॥ ২০
কামনায় মন নয় যার কলুষিত।
দেহ ও অন্তর সদা যার বশীভূত ॥
ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ-সাধন-বিষয়।
পরিহরি দূরে যার অবস্থিতি হয় ॥
কেবল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ কারণ।
অভিমান শূন্য যার কর্ম্ম আচরণ ॥
সে কর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে গণনা না করে।
করে না তাহাতে তারে নিবদ্ধ সংসারে ॥ ২১

† যোগ—অলব্ধ বস্তুর লাভ।
‡ ক্ষেম—লব্ধ বস্তুর রক্ষা।

হৃতিক্রান্তস্তৎসহনশীলঃ) বিমৎসরঃ (পরোৎকর্ষাসহনপূর্ব্বিকা স্বোৎকর্ষবাঞ্ছা মৎসর স্তদ্রহিতঃ, নির্বৈরবুদ্ধিঃ) সিদ্ধাবসিদ্ধৌ (অভীষ্টফললাভঃ সিদ্ধিঃ তদ্বিপরীতাসিদ্ধিঃ তয়োঃ) চ সমঃ [জনঃ] কৃত্বা (শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বা) অপি ন নিবধ্যতে। ২২

—*—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

ব্যাখ্যা। গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) মুক্তস্য (কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যধ্যাসশূন্যস্য) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে হবস্থিতং

ভাবার্থ—

যতন-ব্যতীত-লব্ধ-অশন-বসন।
সতত করে যাহার প্রীতি সম্পাদন॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব আদি যত।
সমভাবে সহিবারে সক্ষম সতত॥
আপন অলাভ আর অপরের লাভ।
উদ্রেক না করে যার মনে ক্ষুব্ধ ভাব॥
এ বিশ্বব্যাপারে আত্মা সদা সমভাবে।
বিরাজিত ভাবি যিনি সমদর্শী সবে॥
পাইলে অভীষ্ট ফল না হন প্রসন্ন।
অনিষ্ট হইলে কিম্বা না হন বিষণ্ণ॥
ভিক্ষাটন কর্ম্ম দেহ রক্ষার কারণ।
করেনা কখন তারে সাংসারে বন্ধন॥ ২২
ফলের কামনা মনে যে জন না করে।
কর্তৃত্বাদি অভিমান যে জন না ধরে॥
আত্মা ব্রহ্মে অভিন্নতা-দর্শন-জনিত।
ব্রহ্মজ্ঞানে চিত্ত যার সদা অবস্থিত॥

প্রতিষ্ঠিতং চিত্তং যস্য স তস্য) যজ্ঞায় (যজ্ঞার্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং) আচরতঃ (নির্ব্বর্ত্তয়তঃ) সমগ্রং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে (অকর্ম্মতামাপদ্যতে, বিনশ্যতীত্যর্থঃ)। ২৩

—ঃ—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪

ব্যাখ্যা। অর্পণং (অর্প্যতে হনেনেতি অর্পণং জুহ্বাদি যজ্ঞিয়পাত্রং) ব্রহ্ম, হবিঃ (ঘৃতাদিকং ত্যজ্যমানং দ্রব্যং) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা (কর্ত্রা) হুতম্ তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (এবং ব্রহ্মরূপে কর্ম্মণি চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন) ব্রহ্ম এব গন্তব্যং (প্রাপ্তব্যং)। ২৪

—ঃ—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। অপরে (অন্যে) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) দৈবং এব

বিষ্ণু-প্রীতি জন্য তার যজ্ঞ পূজা দান।
নিত্য সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥
সকলি ফলের সহ হয় এ জগতে।
প্রতিদিন প্রবিলীন অকর্ম্ম ভাবেতে ॥
দৃশ্যপট অনলেতে দহিলে যেমতি।
পূর্ব্বমত রহে, নাহি কর্ম্মেতে শকতি ॥ ২৩
যজ্ঞীয় আহুতি দান-পাত্র সব ব্রহ্ম।
হবনীয় ঘৃত যত তা'ও যার ব্রহ্ম ॥
হুতাশন ব্রহ্ম যার ব্রহ্মরূপী হোতা।
ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে যার চিত্ত একাগ্রতা ॥
আত্মা ব্রহ্মে অভিন্নতা যে করে দর্শন।
ব্রহ্মপ্রাপ্তি পার্থ! তার কে করে বারণ ॥ ২৪

যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (সর্ব্বদানুতিষ্ঠন্তি) অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি (তৎস্বরূপং পশ্যন্তি)। ২৫

ভাবার্থ—

ইন্দ্রাদি যজন, দৈবযজ্ঞ আচরণ।
করি, কর্ম্ম-যোগ-রত যত যোগিগণ॥
কর্ম্ম-যোগে চিত্ত-শুদ্ধি লভিয়া বিশেষ।
ফলরূপে জ্ঞান মুক্তি পান অবশেষ॥
জগতের প্রতি বস্তু করি তন্ন তন্ন।
বিহিত বিচার কার্য্য করিলে সম্পন্ন॥
বিচার যেখানে গিয়া শেষে হয় স্তব্ধ।
অবশেষ "তৎ" সেই হয় উপলব্ধ॥
সেই যে তৎ পদার্থ ব্রহ্ম নাম তার।
শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপী সেই নিত্য নির্ব্বিকার॥
তৎ ব্রহ্মানলে ত্বম্ পদার্থ স্বরূপ।
এই যে প্রত্যগাত্মার সমর্পণ রূপ।
আহুতি প্রদান, যজ্ঞ, জেন ধনঞ্জয়!।
বুধ গণ এ যজ্ঞকে জ্ঞান-যজ্ঞ কয়॥
কিম্বা তৎ পদার্থ রূপ ব্রহ্ম-হুতাশনে।
ওঁকার প্রণব-রূপী মন্ত্র উচ্চারণে।
এই ত্বম্পদার্থ রূপ জীব-হবির্দান।
জ্ঞান-যজ্ঞ বলি তার হয় অভিধান॥
ব্রহ্মানলে সোপাধিক আত্মার আহুতি।
আত্ম-যজ্ঞ, যাকে বলে জ্ঞান-যজ্ঞ যতি॥
কিম্বা সহ নিরুপাধি পরম আত্মার।
সম্মিলন সোপাধিক এই জীবাত্মার।
আত্মদরশন-নিষ্ঠা সরল ভাষায়।
জ্ঞান-যজ্ঞ নাম তার বুধগণ কয়॥ ২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬

ব্যাখ্যা! অন্যে (নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়-সংযমা এবাগ্নয়ঃ তেষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি (ইন্দ্রিয়সংযমং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ) অন্যে (গৃহস্থা ইতি শ্রীধরঃ বলদেবশ্চ, ব্যুত্থিতাবস্থাঃ যোগিনঃ ইতি শ্রীমধুসূদনহনুমন্তৌ) শব্দাদীন্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়া

ভাবার্থ—

সাধারণ জনগণ লৌকিকের ভাবে।
যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে ভবে ॥
কিন্তু ভাগ্য বলে যারা জ্ঞানে অগ্রসর।
আধ্যাত্মিক ভাব তারা গ্রহণে তৎপর ॥
তাই যজ্ঞ কর্ম্ম রূপ প্রত্যেক ব্যাপারে!
আত্মরূপ ব্রহ্ম তারা দরশন করে ॥
সে যজ্ঞেতে নাহি আছে চরু প্রয়োজন।
নাহি প্রয়োজন তথা দেব হুতাশন ॥
যজ্ঞ পাত্র শ্রুব কিবা করিবে সেখানে ॥
নাহি তথা প্রয়োজন ঋত্বিক্ আহ্বানে ॥
নাহি কোন আয়োজন তবু কুরুবর!।
অঙ্গহীন নহে যজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
আধ্যাত্মিক যজ্ঞ তারে জ্ঞানযজ্ঞ কয়।
যজ্ঞেশ্বর পূর্ণ প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ॥
†প্রত্যাহারী নিষ্ঠাবান্ যোগী হয় যারা।
‡সংযম অনল জ্বালি চিত্ত-ক্ষেত্রে তারা।

† প্রত্যাহারী যোগী—যাঁহারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকে শব্দাদি বিষয় পঞ্চ হইতে প্রত্যাহার করেন তাঁহারা প্রত্যাহারী যোগী।

‡ সংযম—ধ্যান ধারণা ও সমাধিকে এক বিষয়ে সংলগ্ন করার নাম সংযম।

এবাগ্নয়স্তেষু) জুহ্বতি (স্পৃহাশূন্যত্বাৎ শব্দাদিবিষয়গ্রহণং ন কুর্ব্বন্তী-
তি ভাবঃ)। ২৬

—ঃ—

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

ব্যাখ্যা। অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি, (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি চ) প্রাণকর্ম্মাণি (প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোগমনং, ব্যানস্য ব্যায়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্যোর্দ্ধনয়নং; "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো. দেবদত্তো বিজৃম্ভনে নজহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ"॥ চ জুহ্বতি॥ ২৭

আপন বিষয় হ'তে প্রত্যাহার করি।
ইন্দ্রিয় আহুতি দান করে তদুপরি॥
ইন্দ্রিয় নিরোধ করি সমাধি দশায়।
অবস্থান, যজ্ঞ নাম শুন ধনঞ্জয়!॥
§ব্যুত্থান দশায় তথা আসক্তি রহিত।
ইন্দ্রিয় নিচয় ভাবি অনলের মত,।
বিষয় আহুতি তাহে করেন প্রদান।
ইহার জানিও পার্থ! যজ্ঞ অভিধান॥ ২৬
অথবা কেহ বা সখে! বেদান্তানুসারে!
অভেদ ভাবেতে ভাবি ব্রহ্ম ও আত্মারে।
অবিদ্যার অন্ধকার করি বিমোচন।
জ্বালি নিজ চিত্ত-ক্ষেত্রে জ্ঞান-হুতাশন॥

§ ব্যুত্থান—সমাধি ভঙ্গ অবস্থার নাম ব্যুত্থান।

লয় ও বাধ পূর্ব্বক ¶ সমাধি আশ্রয়ে।
সমষ্টির লিঙ্গ-দেহ আহুতি করয়ে॥
ব্রহ্মবাদি-মতাভাস ইহা ধনঞ্জয়!।
ব্যুত্থান রহিত এই সমাধি দশায়।
বাধ পূর্ব্বক নির্বীজ সমাধি মুখ্যত্ব।
এই যোগ প্রতিপন্ন জেন ইহা পার্থ!॥

¶ সমাধি—পাতঞ্জল মতে "সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় প্রত্যয় পরিশূন্য যে সজাতীয় বৃত্তি প্রবাহ তাহাই সমাধি" চিত্তের ভূমি বা অবস্থা ভেদে সমাধি দ্বিবিধ যথা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্র অবস্থায় রজঃ তমোগুণ লয় পাইয়া সত্ত্বগুণ উদ্রেক হওয়ায় তন্দ্রা ও বিক্ষেপের অভাব হেতু চিত্ত এক বিষয়ে লগ্ন ও একাগ্র হয় ও শুদ্ধি জন্মে ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এ অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর আকার বিদ্যমান থাকে আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সে বৃত্তির ও নিরোধ হয়। উক্ত একাগ্র অবস্থা চিত্তের একটি অবস্থা ভেদ মাত্র। চিত্তের অবস্থা বা ভূমি ৫ প্রকার যথা ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ। রাগ দ্বেষ হেতু বিষয়ে অভিনিবেশই চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা, সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত থাকিয়াও কথন কথন ধ্যাননিষ্ঠ হইলে বিক্ষিপ্তাবস্থা এবং একবিষয়ে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তির নাম একাগ্রতা। বেদান্ত মতে ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয় এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ মিলনাবস্থাই সমাধি, তখন কেবল ধ্যেয় বিষয় থাকে মাত্র। ব্রহ্মবাদীর মতাভাস সমাধি দুই প্রকার লয়-পূর্ব্বক ও বাধ-পূর্ব্বক। কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, সমষ্টি কৃত বিরাট তাই ব্যষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত ("দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে"॥ ইতি পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক অর্থাৎ আকাশদি পঞ্চমহাভূতকে প্রথমতঃ সমান ২ ভাগে ভাগ করিয়া পরে উক্ত বিভক্তাংশের প্রথম অংশকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করিয়া, উক্ত সমান ২ ভাগে বিভক্তাংশের দ্বিতীয়াংশের সহিত পশ্চাৎ অপর অপর মহাভূতের চতুর্দ্ধাবিভক্ত প্রথমাংশের এক এক চতুর্থাংশ প্রত্যেকে যোগ করণের নাম পঞ্চীকরণ যথা আকাশ ॥০ বায়ু৵ তেজ৵ জল৵ ক্ষিতি৵=১৲ অন্যান্য মহাভূতের হিসাব ও এই রূপ। তদন্য সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত অপঞ্চীকৃত শব্দবাচ্য।) পঞ্চ মহাভূতের কারণ। সুতরাং কারণ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ব্যতীত কার্য্যরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত অসিদ্ধ। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ

অন্যমতে ধ্যাননিষ্ঠ বিবেক বিজ্ঞানে।
প্রজ্বলিত সদা আত্ম সংযম আগুণে।
জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়চয় তথা পঞ্চ প্রাণ-।
বায়ু কার্য্য করে তাহে আহুতি † প্রদান ॥ ২৭

ভূতের মধ্যে ক্ষিতিতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ গুণ আছে।- জলে প্রথমোক্ত চারি গুণ আছে, গন্ধ নাই। তেজে প্রথম তিন গুণ আছে রস ও গন্ধ নাই। মরুৎ অর্থাৎ বায়ুতে প্রথম দুই গুণ আছে রূপ রস ও গন্ধ নাই। ব্যোম অর্থাৎ আকাশে শব্দ মাত্র আছে। এইরূপ একটির অভাবে অপরটি অসিদ্ধ। ক্ষিতি জলের কার্য্য স্বরূপ অতএব জল ব্যতীত পৃথিবী থাকে না। তেজঃ জলের কারণ সুতরাং তেজ ব্যতীত জল অসম্ভব। বায়ু তেজের কারণ সুতরাং বায়ু ব্যতীত তেজ অসম্ভব এবং আকাশ বায়ুর কারণ সুতরাং আকাশ ব্যতীত বায়ু থাকে না। শব্দ-গুণাত্মক আকাশ-কার্য্যের পরমেশ্বরের "আমি বহু হইব" এই সঙ্কল্প রূপ অহঙ্কারই কারণ। সুতরাং অহঙ্কার ব্যতীত আকাশ থাকে না অহঙ্কার কার্য্যের (মায়ার প্রথম বিকারের) মহত্তত্ত্ব কারণ সুতরাং মহত্তত্ত্ব বিনা অহঙ্কার অসিদ্ধ। মহত্তত্ত্ব মায়ার পরিণাম সুতরাং মায়া ব্যতীত মহত্তত্ত্ব অসিদ্ধ। মায়ারূপ কারণ জড়তা হেতু চৈতন্যে অধ্যস্ত হয়। সুতরাং চৈতন্য ব্যতীত মায়া অসিদ্ধ। এইরূপে শেষে এক মাত্র সৎ কারণ স্বরূপ উপলব্ধ হয়। কার্য্য রূপ সমস্ত প্রপঞ্চই মিথ্যা এই মত উপায়ে চৈতন্য মাত্র গোচর জনিত সমাধির নাম লয়পূর্ব্বক সমাধি। কিন্তু তাহাতে বেদান্ত বিচার জনিত "তত্ত্বমসি" জ্ঞানের উদ্ভব হয় না সুতরাং অবিদ্যা-কার্য্যও ক্ষীণ হয় না। সুষুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ সকল সময়েই সম্ভব সুতরাং ব্যুত্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য ইহা মুখ্য সমাধি নহে ইহা সবীজ সমাধি। "তত্ত্বমসি"-বাক্য-বিবেক-বিষয়-জনিত জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য্য উত্থানের সম্ভাবনা আর থাকে না। এইরূপ বাধপূর্ব্বক নির্বীজ সমাধিই মুখ্য।

† এই যোগিগণ আত্মার সংযম অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই আত্মসংযমাগ্নিতে চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-কার্য্য দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও স্পর্শ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাগাদির কার্য্য বচন গ্রহণ গমন মলত্যাগ ও আনন্দ ভোগ এবং দশ বায়ুর কর্ম্ম যথা প্রাণের বহির্নয়ন, অপানের অধোনয়ন, ব্যানের আকুঞ্চন প্রসারণ, সমানের ভুক্ত পীত পাক করণ, উদানের ঊর্দ্ধনয়ন

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। [কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (তীর্থেষু যজ্ঞবুদ্ধ্যা দ্রব্যদানং কুর্ব্বন্তি যে তে) [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞঃ যেষাংতে) [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণ-সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে) তথা অপরে যতয়ঃ (প্রযত্নশীলাঃ) সংশিতব্রতাঃ সম্যক শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়-ব্রতাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থ-জ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে, বেদাভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়-যজ্ঞাঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ) চ। ২৮

ভাবার্থ—

কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞ করে নিরন্তর।
মর্ম্ম তার প্রণিধান কর কুরুবর! ॥
স্মৃতি শাস্ত্রে দ্রব্য-যজ্ঞ দ্বিপ্রকার উক্ত।
একটির দত্ত নাম অন্যটির পূর্ত্ত ॥
শরণ আগত জন রক্ষার বিধান।
সর্ব্বভূতে হিংসাহীন, বেদীতে† প্রদান ॥
দত্ত কার্য্য অভিহিত জেন ধনঞ্জয়!।
অতঃপর শুন যাহা পূর্ত্ত কার্য্য হয় ॥
বাপীকূপ-খননাদি মন্দির গঠন।
পূর্ত্ত কার্য্য অন্নদান উদ্যান স্থাপন ॥

নাগের উদ্গার, কূর্ম্মের উন্মীলন, কৃকরের ক্ষুদুৎপাদন, দেবদত্তের বিজৃম্ভন ও ধনঞ্জয়ের সর্ব্বব্যাপন কর্ম্ম হোম করেন।

† বেদীতে অন্ন প্রদান ২ প্রকার। বেদীতে দানও বেদীর বাহিরে দান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বেদী মধ্যে সদক্ষিণ অন্ন দানকে বেদীতে দান কহে এবং ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অন্তর্ব্বেদী কহে। অন্যান্য সকলকে বেদীর সিদ্ধান্ন ভোজন করানকে বেদীর বাহিরে দান কহে এবং তাঁহাদিগকে বহির্ব্বেদী কহে।

কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করে নিরবধি।
শুন ধনঞ্জয়! বলি সে ব্রতের বিধি॥
তিন দিন দিনমানে গ্রাসৈক গ্রহণ।
তিন দিন সন্ধ্যাকালে গ্রাসৈক অশন॥
অনন্তর তিন দিন অযাচিত ভাবে।
গ্রাসৈক ভোজন করি দিবস হরিবে।
তিন দিন উপবাসে যাবে নিরবধি।
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতে পার্থ! এই বিধি॥
এই ব্রত নামভেদে আছে নানা মত।
তপোযজ্ঞ বলি তাহা হয় অভিহিত॥
অতঃপর যোগযজ্ঞে কর মনোযোগ।
চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের নাম হয় যোগ॥
যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম আর।
ধারণ ধ্যান সমাধি পূর্ব্বে প্রত্যাহার।
অষ্টাঙ্গই যোগযজ্ঞ-প্রধান-সাধন।
অনন্তর শুন সখে! স্বাধ্যায় লক্ষণ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ।—যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি।

যম—অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম কহে। পরের অনিষ্ট না করার ইচ্ছার নাম অহিংসা, যথা কথা বলার নাম সত্য, শাস্ত্র বিরুদ্ধ উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়, অশাস্ত্রীয় মৈথুন না করার নাম ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র নিষিদ্ধ ভোজ্য গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম কহে। মৈত্রী করুণা প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃশুচি এবং মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বহিঃশুচির নাম শৌচ। অধিক আশা না করা ও যথা লাভে তৃপ্তির নাম সন্তোষ। ক্ষুৎপিপাসা সুখ দুঃখাদি সহ্য করিয়া মৌন ব্রতে থাকার নাম তপঃ। বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ওঁকার জপের

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে হ্পানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯

বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রণব মাত্র জপ।
স্বাধ্যায় বলিয়া উক্ত হয় পরন্তপ ! ॥
যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা বেদার্থ নির্ণয়।
জ্ঞান যজ্ঞ এই নামে অভিহিত হয় ॥
এই রূপে যত্নশীল্ মহাত্মা সকলে।
যজ্ঞ-ব্রত বলি উক্ত হন মহীতলে ॥
অহিংসা ক্ষমায় কর ক্রোধ বশীভূত।
ব্রহ্মচর্য্যে মহাশত্রু কাম পরাভূত ॥

নাম স্বাধ্যায়, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণের নাম ঈশ্বর-প্রণিধান।

আসন—পদ্ম স্বস্তিকাদি স্থির ভাবে সুখে উপবেশন প্রণালীর নাম আসন।

প্রাণায়াম—শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থান বিশেষে নিবৃত্ত করা অর্থাৎ রেচক পূরক ও কুম্ভক লক্ষণ প্রাণ নিগ্রহই প্রাণায়াম।

প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তের রূপানুকরণের নাম প্রত্যাহার।

ধারণ—অদ্বিতীয় বস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয়কে ধারণ করার নাম ধারণ।

ধ্যান—শ্রবণ মনন দ্বারা আচার্য্যোপদিষ্ট-বিষয়-গত সংশয় রাশি বিদূরিত হইলে উক্ত বিষয়ে ধারণা বিশিষ্ট চিত্তের যে একাগ্রতা হয় তাহার নাম ধ্যান।

সমাধি—ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ মিলনাবস্থার নাম সমাধি। তখন কেবল মাত্র ধ্যেয় বিষয় থাকে তাহাই সমাধি।

ব্যাখ্যা। অপরে অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণং (ঊর্দ্ধবৃত্তিং) জুহ্বতি (প্রক্ষিপন্তি) তথা প্রাণাপানগতী (প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী) রুদ্ধা (কুম্ভকেন নিরুধ্য) প্রাণে হ্পানং [জুহ্বতি] (রেচকং কুর্ব্বন্তি) প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (পূরক-কুম্ভক-রেচকাখ্য-প্রাণায়াম-তৎপরাঃ) অপরে নিয়তা-হারাঃ (আহারসঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ "দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ") প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি (সর্ব্বান্ প্রাণান্ একীকুর্ব্বন্তি তথাচোক্তং যোগশাস্ত্রে "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ বা হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ইতি পাঠান্তরং)। ২৯

—*—

সত্যজ্ঞান বিবেকেতে মোহ দূরে যায়।
বাসনা প্রবৃত্তি চির বিনিবৃত্তি পায়॥ ২৮
কেহ কেহ প্রাণ বায়ু ঊর্দ্ধ পথ হ'তে।
অধোদেশে লয়ে যায় পূরক যোগেতে॥
প্রাণ বায়ু মিলে তথা অপান যথায়।
কুম্ভকেতে ঊর্দ্ধ-অধোগতি রোধ হয়॥
আবার তাহারা পার্থ! রেচক কালেতে
আহুতি অপান বায়ু করে হে প্রাণেতে॥
এই রূপে প্রাণায়াম করিয়া সাধন।
কত যোগী করিয়াছে কল্যাণ অর্জ্জন॥
শরীরে বায়ুর খেলা জানিও বিশেষ।
পদনখ হ'তে সেই মস্তকের কেশ॥
হৃদয়েতে প্রাণ বায়ু গুহ্যেতে অপান।
নাভিতে সমান বায়ু কণ্ঠেতে উদান॥
সর্ব্বগাত্রে ব্যানরূপী বহিতেছে বায়ু।
বায়ুর নিরোধে পার্থ! বৃদ্ধি হয় আয়ু॥
নাগ আদি পঞ্চ বায়ু আছে মতান্তর।
দেবদত্ত ধনঞ্জয় কূর্ম্ম ও কৃকর॥

তাহাদের কার্য্য যত শুনহ সম্প্রতি।
প্রাণের বহির্নয়ন অপানাধো গতি॥
ব্যান কার্য্য আকুঞ্চন কিম্বা প্রসারণ।
ভুক্ত পীত পরিপাকে সমান সাধন॥
উদান ঊর্দ্ধ নয়ন নাগের উদ্গার।
উন্মীলন নিমীলনে কূর্ম্ম অধিকার॥
ক্ষুৎউৎপাদনে হয় কৃকর সহায়।
দেবদত্ত বায়ু কর্ম্ম বিজৃম্ভন হয়॥
সর্ব্ব দেহে বিরাজিত ধনঞ্জয় উক্ত।
এই মত বায়ু কার্য্য হয়েছে বিভক্ত॥
এদেহে যতেক বায়ু আছে বিদ্যমান।
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় শাস্ত্র মতে প্রাণ॥
প্রাণ বায়ু অবস্থানে জীবের জীবন।
প্রাণ বহির্গত হ'লে জীবের মরণ॥
এই প্রাণ বায়ু পার্থ! নিরোধ করিলে।
চিত্তের চাঞ্চল্য দূর হয় অবহেলে॥
প্রাণের নিরোধে জীব দীর্ঘজীবী হয়।
যত্নে তাই প্রাণ রোধ করে যোগিচয়॥
শ্বাস কালে বায়ু যবে বাহিরেতে যায়।
হং শব্দ উচ্চারিত হয় ধনঞ্জয়!॥
পুনঃ যবে অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশে।
সঃ শব্দ শ্রুত হয় প্রত্যেক প্রশ্বাসে॥
তাই "হংসঃ" নাম তার দেয় যোগিগণ।
অনুলোমে "হংসঃ" নাম প্রতিলোমে "সোহং"॥
করিতেছে যাতায়াত মূলাধার হ'তে।
অনাহত চক্র তথা নাসারন্ধ্র পথে॥
স্বভাবতঃ নাসিকাগ্র হইতে কখন।
দ্বাদশ অঙ্গুলি দূরে না করে গমন॥

সর্ব্বে হপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০

ব্যাখ্যা। এতে সর্ব্বে হপি যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং পাপং যেষাং তে) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপং অমৃতশব্দবাচ্যমন্নং ভুঞ্জতে যে তে) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম যান্তি। ৩০

—ঃ—

নায়ং লোকো হস্ত্যযজ্ঞস্য কুতো হন্যঃ কুরুসত্তম!॥ ৩১

ব্যাখ্যা। হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য (উক্তানাং যজ্ঞানাং একো নাস্তি যস্য সঃ অযজ্ঞঃ তস্য) অয়ং লোকঃ (সামান্যসুখসাধননরলোকঃ) হপি ন অস্তি কুতঃ অন্যঃ (বহুসুখঃ পরলোকঃ)। ৩১

—*—

এই হংস মন্ত্র যাহা হয় উচ্চারিত।
"অজপা গায়ত্রী" নামে হয় অভিহিত॥
দিবারাত্রে নরগণ জপে অনিবার।
একুশ হাজার আর ছয় শত বার॥
প্রাণায়াম গুণ পার্থ না হয় বর্ণন।
সর্ব্বশাস্ত্র সার ইহা প্রকৃষ্ট সাধন॥
প্রাণায়াম সাধনেতে সিদ্ধ যে বা হয়।
করতলে সর্ব্ব সিদ্ধি তাহার নিশ্চয়॥
অপরে কেহবা সখে! হ'য়ে মিতাহারী।
ইন্দ্রিয় নিচয় যত্নে সংযমিত করি॥
প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে করেন আহুতি।
এইত শুনিলে পার্থ! যজ্ঞের পদ্ধতি॥ ২৯
এইরূপ নানাবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
নিয়ত তৎপর যত যজ্ঞবিদ্‌গণে॥
যজ্ঞ আচরণে করি পাপ প্রক্ষালন।
যজ্ঞ শেষ সুধা অন্ন করেন ভোজন॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মুখে (দ্বারে) এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ বিততাঃ (উক্তাঃ) তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ (কায়িকবাচিকমানস-কর্ম্মোদ্ভবান্) বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি)। ৩২

—*—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ!।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ) যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপোযজ্ঞঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) হে পার্থ! সর্ব্বং অখিলং (সকামং নিষ্কামং বা) কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৩৩

সত্ত্ব শুদ্ধি জ্ঞান তারা লভি অবশেষে।
প্রাপ্ত হন সনাতন সেই পরমেশে ॥
এই যজ্ঞ আচরণ বিরত যাহারা।
পরলোকে স্বল্প সুখে বঞ্চিত তাহারা ॥
কুরুবর! তাহাদের বহু-সুখ-যুত-।
পরলোক-প্রাপ্তি-আশা দূর পরাহত ॥ ৩০—৩১
মানসিক বাচনিক শারীরিক আর।
কর্ম্ম হ'তে সমুদ্ভূত যজ্ঞের ব্যাপার ॥
ব্রহ্ম রূপ বেদ মুখে জানিবে সতত।
যজ্ঞের বিশেষ তত্ত্ব আছে বিস্তারিত ॥
নির্লিপ্ত ও উদাসীন আত্মা নির্ব্ব্যাপার।
জন্মিলে এ জ্ঞান মুক্ত হইবে সংসার ॥ ৩২
দ্রব্যময় যজ্ঞ যাহা করিলে শ্রবণ।
কর্ম্মজ, তাহাতে নাহি জ্ঞান প্রয়োজন ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। প্রণিপাতেন (প্রকর্ষেণ নীচৈঃ প্রপতনং প্রণিপাতঃ দীর্ঘ-নমাস্করস্তেন) পরিপ্রশ্নেন (কথং বদ্ধঃ কথং মোক্ষঃ ইত্যাদিনা) সেবয়া (গুরুশুশ্রূষয়া) তৎ [জ্ঞানং] বিদ্ধি, জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) তত্ত্বদর্শিনঃ (অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাঃ কৃতব্রহ্মসাক্ষাৎকারাঃ বা, গৌরবাতিশয়ার্থং বহুবচনং ন তু বহুত্ববিবক্ষয়া ইতি শ্রীমধুসূদনঃ) তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (কথয়িষ্যন্তি)। ৩৪

-*-

জ্ঞান যদি ধরা যায় মানস ব্যাপার।
দ্রব্যময় যজ্ঞে থাকে সম্বন্ধ তাহার ॥
আত্মার স্বরূপ জ্ঞান জেন কিন্তু পার্থ!।
কেবল মনের হয় অভিব্যক্তি মাত্র ॥
জন্য জনক সম্বন্ধ কিছু মাত্র নাই।
দ্রব্যই ফলারম্ভক জ্ঞানে তাহা কই ॥
সর্ব্ববিধ দ্রব্য যজ্ঞ সমাপ্ত জ্ঞানেতে।
জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ তাই দ্রব্য যজ্ঞ হতে ॥ ৩৩
প্রণাম করিয়া পদে ভক্তি সহকারে।
কে আমি কেমনে মুক্ত হইব সংসারে? ॥
এই মত উপযুক্ত প্রশ্নের সহিত।
তত্ত্বদর্শী† শুশ্রূষাতে হইবে নিরত ॥
এমতে করিলে তাঁর সন্তোষ বিধান।
করিবেন সমুচিত উপদেশ দান ॥ ৩৪

† তত্ত্বদর্শী—যিনি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সকল মনে মনে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম তিনি তত্ত্বদর্শী। এবং যিনি কেবল অধ্যয়ন দ্বারা (কার্য্যে নহে) অধ্যাত্ম তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানী।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব !
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। হে পাণ্ডব ! যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) পুনঃ এবং মোহং (বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ভ্রমং) ন যাস্যসি (প্রাপ্স্যসি) যেন অশেষাণি (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি) ভূতানি (পিতৃপুত্রাদীনি) অথ আত্মনি ময়ি (পরমাত্মনি বাসুদেবে) দ্রক্ষ্যসি (অভেদবোধং করিষ্যসি)। ৩৫

—*—

অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

ব্যাখ্যা। সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপিভ্যঃ চেৎ [ত্বং] পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকারী) অসি (ভবসি) [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞান-রূপেণ পোতেন এব) সর্ব্বং বৃজিনং (পাপরূপসমুদ্রং) সন্তরিষ্যসি (সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি)। ৩৬

—*—

ভাবার্থ—

গুরু উপদেশে হ'লে জ্ঞানের বিকাশ।
মোহের তিমির হলে চিরতরে নাশ।
স্বজন নিধন ভীতি যাবে বহু দূরে।
আর নাহি বিচলিত করিবে তোমারে ॥
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতগ্রাম যত।
পিতৃ পিতামহ আদি অবিদ্যা সম্ভূত।
সব এই পরমাত্মা রূপী বাসুদেবে।
নির্ব্বিশেষে উপলব্ধি তখন করিবে ॥ ৩৫
ধর যদি যত পাপী আছে এ ধরাতে।
মহাপাপী হও তুমি সে সবার হ'তে ॥
তরিতে সে মহাপাপ অকূল পাথারে।
জ্ঞানযোগ-তরণীতে উঠ যত্নকরে ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধো হগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে হর্জ্জুন !।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। ৩৭

—:—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। হি (যস্মাৎ) ইহ (তপোযোগাদিষু) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন বিদ্যতে কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (মহতা কর্ম্মযোগেণ সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ) [সন্] আত্মনি স্বয়ং তৎ (আত্মজ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে)। ৩৮

—:—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

ভাবার্থ—

জ্বলন্ত অনলে যথা হইলে স্থাপিত।
নিমেষে ইন্ধন রাশি হয় ভস্মীভূত ॥
তেমনি জ্বলিলে এই আত্মজ্ঞানানল।
ভস্মসাৎ করে পার্থ! করম সকল ॥ ৩৭
যে সকল তপোযোগ করেছি কীর্ত্তন।
জ্ঞানের সমান নহে পবিত্র এমন ॥
অজ্ঞান পাপের রাশি সমূলে সংহারে।
জ্ঞান সম হেন বস্তু কি আছে সংসারে ? ॥
কর্ম্ম যোগে সিদ্ধি লাভ হইলে তখন্।
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ দেয় দরশন ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। শ্রদ্ধাবান্ (গুরূপদিষ্টে হর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতানি বিষয়েভ্যঃ নিবর্ত্তিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) জ্ঞানং লভতে জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিং অচিরেণ (শীঘ্রং) অধিগচ্ছতি। ৩৯

—*—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকো হস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০

ব্যাখ্যা। অজ্ঞঃ (অনাত্মজ্ঞঃ) চ অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীনঃ) চ সংশয়াত্মা (আত্মসন্দেহবান্) বিনশ্যতি (স্বার্থাদ্ভ্রশ্যতি) সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন পরঃ (পরলোকঃ) ন সুখং ন অস্তি। ৪০

—ঃ—

যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়!॥ ৪১

ভাবার্থ—

গুরুদত্ত উপদেশে সদা শ্রদ্ধাবান্।
বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস তাহে নিষ্ঠাবান্॥
আপন ইন্দ্রিয় যার সংযমিত রয়।
সেই জন জ্ঞান লাভে অধিকারী হয়॥
হৃদাকাশে জ্ঞানরবি হলে সমুদিত।
অচিরে হইবে চির শান্তি বিরাজিত॥ ৩৯
গুরু উপদেশ-মর্ম্ম না পারে বুঝিতে।
শ্রদ্ধা নাই কিম্বা যার বেদান্ত বাক্যেতে॥
সন্দেহ দোলাতে দোলে অন্তর যাহার।
ভ্রষ্ট-স্বার্থ হয় পার্থ! বিনাশ তাহার॥
সংশয়-আত্মার সখে! নাহি ইহলোক।
নাহি কোন সুখ তার নাহি পরলোক॥ ৪০

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন পরমেশ্বরারাধনারূপেণ তস্মিন্ সন্ন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং (জ্ঞানেনাকর্ত্রাত্মবোধেন সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাত্মভিমানলক্ষণো যস্য তং) আত্মবন্তং (অপ্রমাদিনং) কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি (অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে)। ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত!॥ ৪২

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিতং) এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা (সম্যগ্দর্শনরূপেণ খড়্গেন) ছিত্ত্বা যোগং আতিষ্ঠ (কুরু, আশ্রয়) হে ভারত! উত্তিষ্ঠ (প্রস্তুতায় যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ)। ৪২

ইতি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্ম্মসংন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থ—

ভগবৎ-আরাধনা-যোগেতে যে জন।
ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্ম করে সমর্পণ॥
ব্রহ্ম ও আত্মাতে সদা অভেদ দর্শনে।
দোলেনা যে জন কভু সন্দেহ-পবনে॥
বিষয়-বাসনা-ভ্রান্তি করি পরিহার।
আত্মবশে আসিয়াছে মন সদা যার॥
বাঁধিতে তাহারে ভবে শুন ধনঞ্জয়!।
করম-বন্ধনে আর সমর্থ না হয়॥ ৪১

অতএব উঠ উঠ ভরত-নন্দন ! ।
কর আত্মজ্ঞান-অসি স্বকরে গ্রহণ ॥
ছেদ করি হৃদিজাত বিষম সংশয় ।
লও শোক-বিনাশক বিবেক আশ্রয় ॥
নিষ্কাম-করম-যোগ সাধ নিরন্তর ।
সমাগত যুদ্ধে হও বদ্ধ-পরিকর ॥ ৪২

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ! হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগরূপং) পুনঃ যোগং (কর্ম্মযোগং) চ শংসসি (কথয়সি, প্রশংসসি) এতয়োঃ (সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ) যৎ মে শ্রেয়ঃ (মঙ্গলদায়কং) তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি! ১

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

বুঝিতে না পারি হরি! উপদেশ মর্ম্ম।
বলিতেছ একবার ত্যজিবারে কর্ম্ম॥
কর্ম্ম-যোগ-গুণ পুনঃ করিছ কীর্ত্তন।
সংশয় দোলায় তাই দুলিতেছে মন॥
এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ পথে যাব।
নিশ্চয় করিয়া মোরে বল না মাধব!॥ ১

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে, জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন মোক্ষবিধায়কৌ) তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি)। ২

—*—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো! সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

ব্যাখ্যা। যঃ ন দ্বেষ্টি (দ্বেষং করোতি) ন কাঙ্ক্ষতি (প্রার্থয়তে, রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ) স নিত্যসন্ন্যাসী (নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালে ঽপি সন্ন্যাসীত্যেব) জ্ঞেয়ঃ হি মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিতঃ) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধাৎ) প্রমুচ্যতে। ৩

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান কহিলেন—

কর্ম্ম পরিত্যাগ তথা কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
উভয়ই হয় মোক্ষ-মার্গের সোপান।
তথাপি জানিও কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে।
কর্ম্ম-যোগ শ্রেষ্ঠতর হয় বিধিমতে ॥ ২
অনুরাগে বীতরাগ দ্বেষেতে বিদ্বেষ।
আকাঙ্ক্ষা অন্তর হ'তে হইয়াছে শেষ ॥
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে সমভাব যার।
সেইত নিত্য-সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী কে আর? ॥
শুন মহাবাহো! সদা নির্লিপ্ত যে জন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান তার মুক্তির কারণ ॥ ৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪

ব্যাখ্যা। বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠা-বাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি, জ্ঞানযোগঃ কর্ম্মযোগশ্চ তৌ) পৃথক্ (স্বতন্ত্রৌ) প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (শাস্ত্রানুসারেণানুষ্ঠিতবান্) উভয়োঃ ফলং (নিঃশ্রেয়সরূপং) বিন্দতে (লভতে)। ৪

—ঃ—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপিগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

ব্যাখ্যা। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ) যৎ স্থানং প্রাপ্যতে যোগৈঃ (নিষ্কামকর্ম্মযোগিভিঃ) অপি তৎ গম্যতে যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং (একফলং) পশ্যতি স পশ্যতি (সম্যক্ পশ্যতি)। ৫

ভাবার্থ—

জ্ঞান-যোগ ভিন্ন হয় কর্ম্ম-যোগ হ'তে।
অজ্ঞ যারা বলে তারা, বলে না পণ্ডিতে ॥
যার যা'তে অধিকার শাস্ত্র অনুসারে।
একান্তে তাহার যদি অনুষ্ঠান করে ॥
তাহাতেই মোক্ষলাভ তাহার নিশ্চয়।
উভয়ের শেষ লক্ষ্য একই বস্তু হয় ॥ ৪
কর্ম্ম অনুষ্ঠান ফলে সত্ত্বশুদ্ধি হ'লে।
সন্ন্যাস আশ্রয় নর করে যথাকালে ॥
শ্রবণ মনন যোগে হলে জ্ঞানোদয়।
চরমে পরম স্থান মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥
এ জনমে সিদ্ধি যদি নাহি পায় কেহ।
পর জন্মে সিদ্ধ হবে নাহিক সন্দেহ ॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো ! দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো ! অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা, অসাধ্যত্বাৎ দুঃখপ্রদ ইতি ভাবঃ) সন্ন্যাসঃ দুঃখং আপ্তুং (প্রাপ্তুং) [ভবতি] তু যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ (শীঘ্রেণ) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ৬

—ঃ—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

ব্যাখ্যা। যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগপরায়ণঃ) বিশুদ্ধাত্মা (নির্ম্মল-চিত্তঃ) বিজিতাত্মা (বিজিতদেহঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা

সেইরূপ পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানিগণ লভে এ জনমে।
বিনা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে কেবল সন্ন্যাসে।
মুক্তি রূপা পরাগতি পার্থ ! পরিশেষে ॥
তাই বলি জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী সকলে।
লভে যে পবিত্র স্থান নিজ যোগবলে ॥
নিজ কর্ম্মফল-বলে কর্ম্ম-যোগিগণ।
অন্তে সেই পুণ্যস্থানে করেন গমন ॥
সাংখ্য, কর্ম্ম-যোগ তাই অভেদ যে ভাবে।
সম্যক্ দর্শন তার জেন এই ভবে ॥ ৫
অতএব মহাবাহো ! বিনা কর্ম্ম যোগ।
সন্ন্যাসে কেবল মাত্র দুঃখের সংযোগ ॥
কামনা বিহীন কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি বিনা।
নাহি আছে জ্ঞান-নিষ্ঠা-লাভ-সম্ভাবনা ॥
কর্ম্ম যোগযুক্ত মুনি হয়ে শুদ্ধ চিত্ত।
অচিরে জ্ঞান-সংযোগে হন ব্রহ্ম প্রাপ্ত ॥ ৬

(সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য সঃ, সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মৈকঃ তদ্দর্শী, সর্ব্বত্র সমদর্শী বা) কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে। ৭

—ঃ—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। যুক্তঃ (কর্ম্মযোগেণ সমাহিতঃ) তত্ত্ববিৎ (সম্যগ্‌জ্ঞানী) পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ (দর্শনশ্রবণস্পর্শনাবঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ) অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্) [অহং] ন কিঞ্চিৎ এব করোমি ইতি মন্যতে (এতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি অভিমানাৎ ন লিপ্যতে ইতি ভাবঃ)। ৮—৯

-*-

ভাবার্থ—

কর্ম্ম-যোগে চিত্ত যার হয়েছে নির্ম্মল।
নিগৃহীত হইয়াছে ইন্দ্রিয় সকল ॥
সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি দেহ বশীভূত।
করিলেও কর্ম্ম তিনি নির্লিপ্ত সতত ॥ ৭
দর্শনে শ্রবণে তথা স্পর্শনে ভোজনে।
আঘ্রাণে, গমনে, কিম্বা শয়নে শ্বসনে, ॥
উন্মেষে নিমেষে কোন বস্তুর গ্রহণে।
মল মূত্র পরিত্যাগে বাক্যাদি কথনে ॥
ভাবেন আপন মনে তত্ত্ব জ্ঞানিগণ।
এ ক্রিয়ার কর্ত্তা আমি নহি কদাচন ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

ব্যাখ্যা। যঃ ব্রহ্মণি (ভগবতি) আধায় (নিক্ষিপ্য, ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং) সঙ্গং (ফলাভিসন্ধিং) ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি সঃ অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রং ইব পাপেন ন লিপ্যতে। ১০

—*—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১

ব্যাখ্যা। যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা কায়েন (শরীরেণ) মনসা অন্তঃ-করণেন) বুদ্ধ্যা (তত্ত্বনিশ্চয়বুদ্ধ্যা) কেবলৈঃ (মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি আত্মশুদ্ধয়ে (সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ১১

ইন্দ্রিয়-বিভোগ্য যত এ সব বিষয়।
সম্পন্ন করিছে সেই ইন্দ্রিয় নিচয়॥
আত্মার নাহিক কোন সম্বন্ধ তাহাতে।
নির্লিপ্ত সতত আত্মা বিষয় ভোগেতে॥
বিষয়-ভোগ-পিপাসা নাহি যার ভবে।
কর্ম্ম-মরীচিকা তাকে কেমনে ঘুরাবে॥ ৮—৯
প্রভু-কার্য্য ভৃত্য যথা করে সম্পাদন।
লাভালাভ ফলে তার নাহি প্রয়োজন॥
সেই মত কর্ম্মফল ভগবানে দিয়া।
নিষ্কাম কর্ম্ম যে করে নির্লিপ্ত হইয়া॥
পাপ না পরশ করে তাহারে কখন।
নলিনী দলেতে গত সলিল যেমন॥ ১০
কর্ম্ম-যোগিগণ করি মমত্ব বর্জ্জন।
কেবল অন্তঃকরণ শুদ্ধির কারণ॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

ব্যাখ্যা। যুক্তঃ (কর্ম্মযোগেণ সমাহিতঃ) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিকীং) শান্তিং আপ্নোতি অযুক্তঃ (সকামকর্ম্মশীলঃ) কামকারেণ (করণং কারঃ কামস্য কারস্তেন কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা বা) ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে। ১২

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

ব্যাখ্যা। বশী (জিতচিত্তঃ) দেহী মনসা (বিবেকযুক্তেন অন্তঃকরণেন) সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য সুখং (সুখেন সহ) নবদ্বারে পুরে (দেহে) ন কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ইব আস্তে (বর্ত্ততে)। ১৩

দেহ মন বুদ্ধি তথা ইন্দ্রিয়-সংযোগে।
নির্লিপ্ত ভাবেতে রত থাকে কর্ম্ম-যোগে॥ ১১
ঈশ্বর প্রীতির জন্য করিতেছি কর্ম্ম।
নাহিক তাহাতে মম কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
এইরূপে ফলাসক্তি যে করে বর্জ্জন।
অন্তে সে নৈষ্ঠিকী† শান্তি করে উপার্জ্জন॥
আসক্ত যাহারা কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে।
নিয়ত নিবদ্ধ তারা সংসার-জঞ্জালে॥ ১২
এ দেহ সুরম্য সৌধ সুসজ্জিত তাহে।
সুন্দর গবাক্ষ দ্বার নাসা রূপে রহে॥
অনুক্ষণ আসে যায় তাহাতে নিশ্বাস।
জীবের জীবন রূপী মলয় বাতাস॥

† নৈষ্ঠিকী শান্তি—সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমানুসারে জাত মোক্ষ নামে শান্তি।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

ব্যাখ্যা। প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ আত্মা) (লোকস্য (জীবস্য) কর্ত্তৃত্বং ন

কোন দ্বারে রহিয়াছে অপূর্ব্বদর্শন।
বিশ্ব-প্রতিবিম্বাধার, নাম দরশন॥
কোন দ্বারে শুনা যায় বিশ্বের সঙ্গীত।
শ্রবণ করিলে মন হয় পুলকিত॥
কোন দ্বারে কত শব্দ হয় উচ্চারণ।
মুখে তার বাজে কত বিচিত্র বাদন॥
অধোদেশে মল মুত্র নির্গমন দ্বার
নবদ্বার দেহপুর অতি চমৎকার॥
'সুমধুর বাদ্য কত অন্তরে হতেছে।
কোথা মত্ত-ভৃঙ্গ বেণু বীণা নিনাদিছে॥
দীর্ঘ ঘণ্টারব সম অনাহত স্বন।
কোথা বা হতেছে যেন মেঘের গর্জ্জন॥
এহেন অপূর্ব্ব পুর পঞ্চ-ভূতদেহে।
উদাসীন আত্মা কভু লিপ্ত নাহি রহে॥
পান্থশালা শোভা কোথা করি দরশন।
অহঙ্কারে মত্ত হয় প্রবাসীর মন!॥
এরূপ প্রবাসি-ভাবে যে করে বিচার।
নবদ্বার দেহে নাহি সম্বন্ধ আমার॥
সাক্ষী মাত্র আছি আমি না আছে কর্ত্তৃত্ব।
অন্যকে কর্ম্মেতে আমি না করি প্রবৃত্ত॥
এই ভাবে জিত-চিত্ত বিবেক-বিজ্ঞানে।
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করি ভগবানে।
নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত ভাবে শুন ধনঞ্জয়!।
দেহীরূপে দেহে বাস সতত করয়। ১৩

কর্ম্মাণি ন কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মণা সহ তৎফলসম্বন্ধং) ন সৃজতি স্বভাবঃ (স্বো ভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া) তু প্রবর্ত্ততে (কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ)। ১৪

—*—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। বিভুঃ (ঈশ্বরঃ আপ্তকামঃ) কস্যচিৎ পাপং ন সুকৃতং চ এব ন আদত্তে (গৃহ্লাতি) অজ্ঞানেন (মায়য়া) জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (মোহমাপ্নুবন্তি)। ১৫

—*—

ভাবার্থ—

সাক্ষি-রূপে জীব দেহে সদা সমাসীন।
আত্ম-রূপী ব্রহ্ম সখে! যেন উদাসীন॥
জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, তিনি না করান্।
ফলাফল সহ তার সম্বন্ধ বিধান॥
তবে যে জীবের কর্ত্তাকর্ম্মেতি বিচার।
স্বভাব কেবল মাত্র প্রবর্ত্তক তার॥
গগনে উদিত যথা হ'লে দিনমণি।
বিকাশে নলিনী মুদে কুমুদ আপনি। ১৪
সদা পরিপূর্ণ হেতু আপ্তকাম বিভু।
গ্রহণ নাহি করেন পাপ পুণ্য কভু॥
সমাচ্ছন্ন আছে জীব †অজ্ঞানান্ধকারে।
মায়া রাখিয়াছে তারে বিমোহিত করে॥
সেই হেতু মোহ বশে বিভু আচরণে।
বৈষম্য দর্শন করে অজ্ঞ জীবগণে॥ ১৫

† অজ্ঞান-অর্থে জ্ঞানের অভাব নহে এস্থলে জ্ঞানের আবরক এবং জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়। অভাব পদার্থ অন্য পদার্থকে আবরণ করিয়া রাখা অসম্ভব সুতরাং অজ্ঞানের ও অস্তিত্ব আছে ইহা প্রতিপাদিত হইল। ১৫৯ পৃষ্ঠ টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। তু আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মসাক্ষাৎকাররূপেণ) যেষাং অজ্ঞানং নাশিতং আদিত্যবৎ (যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং অবভাসয়তি তদ্বৎ) তেষাং তৎ জ্ঞানং তৎপরং (তৎ পরিপূর্ণমীশ্বররূপং পরমার্থতত্ত্বং বা) প্রকাশয়তি (অবভাসয়তি)। ১৬

—ঃ—

তদ্বুদ্ধয়োস্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। তদ্বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ পরমার্থতত্ত্বে গতা বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ যেষাং তে) তদাত্মানঃ (তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে) তন্নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্ ব্রহ্মণি নিষ্ঠা স্থিতি র্যেষাংতে) তৎপরায়ণাঃ (তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং তে) জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষা (জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং নিবৃত্তং নাশিতং কল্মষং পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে) অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি (পুনর্দ্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্নন্তি)। ১৭

—*—

ভাবার্থ—

কিন্তু আত্মজ্ঞান রূপ আলোকে যাহার।
বিনষ্ট ঘোর বৈষম্য-বোধ-অন্ধকার ॥
বিকাশেন পরমেশ পূর্ণ রূপে তথা।
প্রকাশে প্রকৃতি ছবি রবি করে যথা ॥ ১৬
পরমেশে সমর্পিত বুদ্ধি অনিবার।
পরব্রহ্ম আত্মরূপে উপলব্ধি যার ॥
ব্রহ্মেতে সকল কর্ম্ম যার অবসান।
একমাত্র ব্রহ্ম যার আশ্রয়ের স্থান ॥
পাপ পুণ্য আদি যত সংসারের মূল।
জ্ঞানের কুঠারাঘাতে যাহার নির্ম্মূল ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যা বেদার্থপরিজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যা বা, বিনয়ঃ নিরহঙ্কারত্বমনৌদ্ধত্যমিতি যাবৎ তাভ্যাং সম্পন্নে ব্রহ্ম-বিদি বিনীতে চ) ব্রাহ্মণে (সাত্ত্বিকে সর্ব্বোত্তমে বর্ণে) গবি (সংস্কার-বিহীনায়াং রাজস্যাং মধ্যমায়াং) হস্তিনি শুনি শ্বপাকে (তামসে সর্ব্বাধমে হস্তিনি কুক্কুরে চণ্ডালে) চ পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) সমদর্শিনঃ (সমং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে)। ১৮

বার বার আসি তার ভব রঙ্গালয়।
দেহ ধরি, অভিনয় করিতে না হয়॥ ১৭
ব্রহ্ম-বিদ্যা-পরায়ণ বিনীত-স্বভাব।
সদা সত্ত্ব-গুণ-ময় ব্রাহ্মণে যে ভাব॥
রজোগুণ সমন্বিত গাভীতে তেমতি।
তমোগুণান্বিত তথা মদমত্ত হস্তী॥
অতি হেয় সারমেয় চণ্ডালাদিগণে।
জ্ঞানিগণ-আঁখি দেখে সম-দরশনে॥
যথা পাপ অপহারী ভাগীরথী-জলে।
সরসী-সলিলে কিম্বা পঙ্কিল পল্বলে॥
রবিছবি সমভাবে নিপতিত হয়।
কিন্তু তার দোষ গুণ রবি নাহি লয়॥
সেই মত চিদাভাস-রূপে সর্ব্বজীবে।
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বটে বিরাজিত ভবে॥
জীবের উপাধিগত দোষগুণ যত।
সম্বন্ধ নাহিক তার ব্রহ্মের সহিত॥
এইরূপ সর্ব্বদর্শী জগতে যাহারা।
জেন পার্থ! প্রকৃতই পণ্ডিত তাহারা॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। যেষাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং ইহ এব (জীবন-দশায়ামেব) তৈঃ (সমদর্শিভিঃ) সর্গঃ (সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, দ্বৈতপ্রপঞ্চ-রূপসংসারঃ) জিতঃ (নিরস্তঃ) হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম নির্দ্দোষং (বিকার-রহিতং) সমং (নিত্যমেকং) তস্মাৎ তে (সমদর্শিনঃ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ)। ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মবিৎ (আত্মদর্শী) ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ (ব্রহ্মণি স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য সঃ) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিতঃ) প্রিয়ং (হৃষ্টং) প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (হর্ষং কুর্য্যাৎ) অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (বিষীদতি)। ২০

ভাবার্থ—

সমজ্ঞানে অবস্থিত সদা চিত যার।
এ জীবনে সেই জন বিজিত-সংসার॥
বিকার বিহীন ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান।
সেই হেতু ব্রহ্মে তারা করে অবস্থান॥ ১৯
সদা ব্রহ্মময় হয় ব্রহ্মেতে যে রয়।
প্রিয় বস্তু সমাগমে সে কি হৃষ্ট হয়?॥
অথবা অপ্রিয় কিছু হইলে ঘটন।
হয় কি কখন তার মন উচাটন?॥
আত্মদর্শী জ্ঞানী হয় মোহ বিবর্জ্জিত।
স্থির বুদ্ধি সদা তার ব্রহ্মে অবস্থিত॥ ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

ব্যাখ্যা। বাহ্যস্পর্শেষু (ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া, বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্তঃ) আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি (লভতে) স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সঃ) অক্ষয়ং সুখং অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)। ২১

—:—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! যে হি সংস্পর্শজাঃ (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ জনিতাঃ) ভোগাঃ তে দুঃখযোনয়ঃ (দুঃখস্য কারণভূতা) আদ্যন্তবন্তঃ (আদিঃ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগঃ অন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব প্রারম্ভাবসান-বিশিষ্টত্বাৎ অনিত্যাঃ) বুধঃ (বিবেকী, পণ্ডিতঃ) তেষু ন রমতে (অনুরাগেণ সহ প্রবর্ত্ততে)। ২২

ভাবার্থ—

বাহ্যিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বিমুখ।
বিরাজে অন্তরে তার চির শান্তি সুখ ॥
সমাধা করিয়া, স্থির সমাধি যোগেতে।
নিরন্তর ঐক্যভাব, আত্মা ও ব্রহ্মেতে।
হন চির অধিকারী সেই শান্তি ধনে।
যে সুখের অপচয় নাহি কোন দিনে ॥ ২১
বিষয় সহিত হ'লে ইন্দ্রিয় সংযোগ।
নাম হয় সাংসারিক সুখের সম্ভোগ ॥
আবার সংযোগ তার হলে অবসান।
দুঃখ বলি পার্থ! তার হয় অভিধান ॥

বিষয় সংযোগ আর এই যে বিয়োগ।
মধ্যে তার স্বপ্ন সম হয় সুখ যোগ॥
ত্রিগুণ মিলনে কার্য্য হয় এ সংসারে।
যেগুণ প্রধান হয় তারি নাম ধরে॥
সাত্ত্বিক করম সখে! হয় সুখাত্মক।
রাজসিক কর্ম্ম যত হয় দুঃখাত্মক॥
বিষাদ আত্মক বটে তামসিক ধার্য্য।
পরিণাম দুঃখ সব ত্রিগুণের কার্য্য॥
ভোগকালে ব্যস্ত জীব ভাবে অনিবার।
কেমনে সে সুখ হবে চিরস্থায়ী তার॥
অথবা কেমনে পাবে সে সুখ হইতে।
সুমধুরতর সুখ আর ভবিষ্যতে॥
রাগদ্বেষ সহ তার সম্বন্ধ থাকায়।
দুঃখের কারণ তাহা সুখ গণ্য নয়॥
অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষাভিনিবেশ।
যোগশাস্ত্রে উক্ত হয় পঞ্চবিধ ক্লেশ॥

পঞ্চবিধক্লেশ—যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ।

অবিদ্যা—অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ, অনাত্ম পদার্থকে আত্মজ্ঞান, ইত্যাদির নাম অবিদ্যা।

অস্মিতা—দৃক্ শক্তি (চেতন পুরুষ) এবং দর্শন শক্তি (সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ) এই দুইয়ের একাত্মতা বোধরূপ ভ্রমের নাম অস্মিতা। যথা স্ফটিকে লৌহিত্য ভ্রম। অথবা আত্মা নিরভিমান, তথাপি আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমানের নাম অস্মিতা।

রাগ—পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মৃতি হেতু তদনুরূপ সুখ লাভের নিমিত্ত যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয় তাহাই রাগ।

দ্বেষ—যে দুঃখ ভোগ করিয়াছে তাহার অনুভূত দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখ জনক বিষয় সম্বন্ধে যে নিন্দাগর্ভ অনভিলাষ তাহাই দ্বেষ।

অভিনিবেশ—বারংবার দুঃখ অনুভব জনিত যে ভীতিজনক বাসনা সঞ্চিত থাকে তাহাই স্বরস। এই স্বরস যাহাদিগের মনে নিয়ত জাগরূক থাকে তাহারা স্বরসবাহী এবং সেই মরণ স্মৃতি জনিত ত্রাসকে অভিনিবেশ কহে।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগাৎ পূর্ব্বং, যাবচ্ছরীরত্যাগং) ইহ (বর্ত্তমানে জন্মনি) এব কামক্রোধোদ্ভবং বেগং (কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগস্তং) সোঢ়ুং (সহিতুং, প্রতিরোদ্ধুং) শক্নোতি স যুক্তঃ (যোগী) স নরঃ সুখী [ভবতি]। ২৩

—:—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

আদি যার ক্লেশকর অবসানে ক্লেশ।
ভোগ যার স্বপ্ন সম নাহি সুখ লেশ॥
এহেন চিত্রের পদ্মে শিশুকে ভুলায়।
বিবেকী ষট্‌পদ নহে বিমোহিত তায়॥ ২২
দেহ হ'তে প্রাণ বায়ু করিলে প্রয়াণ।
সুরনারী করে যদি আলিঙ্গন দান॥
সে অঙ্গনা-সঙ্গসুখ জনিত তাহার।
কামের প্রবল বেগ কি করিবে আর?॥
অথবা শ্মশানে যবে বন্ধু গণ মিলি।
প্রজ্বলিত চিতানলে দেয় দেহ তুলি॥
দারুণ অনিষ্টপাত হইলেও আর।
না থাকে সে দেহে যথা ক্রোধ অধিকার।
দেহ বিসর্জ্জন আগে তেমতি যে জন।
কাম ক্রোধ হ'তে জাত অতীব ভীষণ।
বেগ সংবরণ পার্থ! করিবারে পারে।
সেই জন যোগী সেই সুখী এ সংসারে॥ ২৩

ব্যাখ্যা। যঃ অন্তঃসুখঃ (অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য সঃ, ন তু বিষয়েষু) অন্তরারাম (আত্মনি আরামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ ন তু বহিঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মনি জ্যোতিঃ দৃষ্টির্যস্য সঃ ন তু গীতনৃত্যাদিষু) এব স যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ) [সন্] ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়ং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ২৪

ভাবার্থ—

বাহ্য-সুখ বিমুখ যে ভাবি অতি হেয়।
আত্মসুখ ভোগে রত ভাবি উপাদেয়॥
রমণীতে রমণেতে নাহি যার প্রীতি।
আত্মরূপ ব্রহ্মে মাত্র রমণেতে রতি।
কলকণ্ঠ কোকিলের মধুর কূজন।
সপ্তস্বরা বীণা বেণু বাদিত্র বাদন।
কামিনীকোমলকণ্ঠবিনিঃসৃত তান।
প্রস্ফুটিত প্রসূনের সুমধুর ঘ্রাণ।
শরতের সুবিমল শশধর ভাতি।
মলয়জ মরুতের মৃদুমন্দ গতি।
সুমধুর সে মধুর রস আস্বাদন।
নবঘন দরশনে শিখীর নর্ত্তন।
এ সকল বাহ্যসুখ তুচ্ছ ভাবি, যার।
অন্তরনিহিত দৃষ্টি আছে অনিবার।
যে আনন্দে শেষ নাই, না আছে বিরাম।
সুখের প্রবাহ যাহে বহে অবিরাম।
এহেন বিমলানন্দে বিভোর যে হয়।
জ্ঞান দৃষ্টি সদা যার ব্রহ্মেতেই রয়।
সেই জন যোগী পার্থ! সেই এ জনমে।
ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মে লয় পায় পরিণামে॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (ছিন্নসংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযতেন্দ্রিয়াঃ) সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতাঃ প্রবৃত্তাঃ অহিংসকাঃ ইত্যর্থঃ) ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে। ২৫

—✱—

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। কামক্রোধবিমুক্তানাং (কামশ্চ ক্রোধশ্চ তাভ্যাং বিমুক্তানাং) বিদিতাত্মনাং (বিদিতো জ্ঞাতঃ আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানস্তেষাং) যতচেতসাং (সংযতান্তঃকরণানাং) যতীনাং অভিতঃ (উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) বর্ত্ততে। ২৬

ভাবার্থ—

পাপ-পরিশূন্য হলে যজ্ঞ আচরণে।
নিবৃত্ত-সংশয় হলে শ্রবণ মননে।
হইলে নিদিধ্যাসনে ইন্দ্রিয় সংযত।
সমদৃষ্টি হেতু হলে ভূত-হিতে রত।
অহিংসার অবতার যত ঋষিগণ।
অন্তিমে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫
কাম ক্রোধ যে হৃদয়ে উদয় না হয়।
চিত্ত সদা যে যতীর সংযমিত রয় ॥
পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত সন্ন্যাসী যে জন।
জীবনে মরণে পায় নির্ব্বাণ সে জন ॥ ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবো।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ঃ বিষয়াস্তান্) বহিঃ কৃত্বা (তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা) চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে এব কৃত্বা (অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে, উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি এতদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা (কুম্ভকং কৃত্বা উর্দ্ধাধোগতিরোধেনেত্যর্থঃ) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য সঃ) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য সঃ) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ সঃ সদা মুক্ত এব। (অত্র উত্তরার্দ্ধেন প্রাণায়ামঃ উক্তঃ স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যানিতি প্রত্যাহার উক্তঃ, ভ্রুবোরন্তরে চক্ষুঃ কৃত্বেতি ধারণা উক্তা বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইতি সাধনভূতা ফলভূতাশ্চ দ্বিবিধা যমা নিয়মাশ্চ উক্তাঃ যতেন্দ্রিয় ইতি বিতর্কাখ্যঃ সসম্প্রজ্ঞাতঃ, যতমন ইতি বিচারাখ্যঃ, যতবুদ্ধিরিত্যানন্দাস্মিতাখ্যঃ, মোক্ষপরায়ণ ইত্যসম্প্রজ্ঞাত উক্তঃ, শেষেণ যোগফলমিতি বিভাগঃ ইতি শ্রীনীলকণ্ঠঃ)। ২৭—২৮

ভাবার্থ—

বৈরাগ্য সহায় করি বহিস্থ বিষয়।
অন্তরেতে প্রবেশিতে যে জন না দেয় ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নিরন্তর।
অন্তর হইতে সব যে করে অন্তর ॥
লয়াত্মিকা নিদ্রা আসে নেত্র নিমীলনে।
বিক্ষেপিকা বৃত্তিগণ আসে অতি প্রসারণে ॥

বৃত্তি—রূপ রসাদি বাহ্য বিষয়ের সংযোগে জীবের অন্তঃকরণ সেই সংযুক্ত

এতৎ উভয় দোষ পরিহার তরে।
অর্দ্ধ নিমীলিত আঁখি যেই যোগী ধরে॥
নয়নের দৃষ্টি শক্তি করিয়া সংযত।
ভ্রূযুগল অভ্যন্তরে যে করে স্থাপিত॥

বিষয়ের যে আকারে ঠিক পরিণত হয় (যেরূপ দ্রবীভূত ধাতু ছাঁচে ঢালিলে হয়) যোগশাস্ত্রে তাহাই বৃত্তি নামে উক্ত হয়। মনের এই বৃত্তি ৫ প্রকার যথা লয়াত্মিকা নিদ্রাবৃত্তি এবং বিক্ষেপিকা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি বৃত্তি।

[ক] নিদ্রাবৃত্তি—জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তির অভাবের অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপ লয়াবস্থার কারণ তমোগুণ। তমঃ যে বৃত্তির আলম্বন অর্থাৎ বিষয় সেই বৃত্তির নাম নিদ্রা। মন নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞানাকারে আকারিত হয়। সুতরাং নিদ্রিত ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না। তমোগুণ প্রকাশক সত্ত্বগুণের আবরক বলিয়া ওরূপ হয়।

[খ] প্রমাণ বৃত্তি—প্র প্রকৃষ্ট রূপে মা মাপা অর্থাৎ ইহা এই বস্তু এই রূপ যথার্থ অনুভব করণের নাম প্রমাণ বৃত্তি।

[গ] বিপর্য্যয় বৃত্তি—যাহার যাহা পারমার্থিক রূপ তাহাই তাহার তদ্রূপ, যাহা তদ্রূপে নহে অর্থাৎ অতদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত এমন যে মিথ্যা জ্ঞান তাহার নাম বিপর্য্যয়। ইহা প্রমাণ বৃত্তির বিপরীত।

[ঘ] বিকল্প—বস্তু নাই অথচ শব্দ জন্য যে এক প্রকার মনের বৃত্তি হয় (যথা অশ্বডিম্ব) তাহার নাম বিকল্প। বিপর্য্যয় বৃত্তির বাধ হইতে পারে কিন্তু বিথল্পের বাধ নাই।

[ঙ] স্মৃতি—জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করা হয় মনে তাহার সংস্কার বা শক্তি বিশেষ আবদ্ধ থাকে। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার প্রবল হইয়া সেই ভূত-পূর্ব্ব বিষয়ের স্বরূপ পুনরায় মনে উদিত করিয়া দেয়। এই ভূত-পূর্ব্ব বিষয়ের পুণরুদিত মনোবৃত্তি বিশেষের নাম স্মৃতি।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯

ব্যাখ্যা। যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ) ভোক্তারং (ভোগকর্ত্তারং) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং নিয়ামকং) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং (প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ-তয়োপকারিণং) মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং ঋচ্ছতি (সর্ব্বসংশয়োপরতিং প্রাপ্নোতি)। ২৯

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রাণ বায়ু ঊর্দ্ধ আর অপানাধোগতি।
রোধ করি, যোগে করি কুম্ভকেতে স্থিতি॥
যে জন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বশে আনে।
মোক্ষ ভিন্ন অন্য গতি যে জন না জানে॥
এহেন সন্ন্যাসী পার্থ যে জন ধরায়।
মুক্তিধন অধিকারী সে জন নিশ্চয়॥ ২৭—২৮
নানাবিধ যাগ যজ্ঞ ব্রত তপস্যায়।
দেবতাদি রূপে আমি ভোক্তা কর্ত্তা তায়॥
চরাচর যাবতীয় ভূতে নিরন্তর।
অন্তর্যামি-রূপে আমি ব্যাপক ঈশ্বর॥
না করি অপেক্ষা প্রতি-উপকার তরে।
বিরাজিত সর্ব্বভূত-সুহৃৎ আকারে॥
এই সব সোপাধিক ব্রহ্মের লক্ষণ।
অবগত পার্থ! যেবা আছে অনুক্ষণ॥

প্রথমতঃ পিতা মাতা সুহৃৎ আকারে।
প্রভু সর্ব্বেশ্বর সখা ভাবিয়া আমারে॥
ভক্তি করি গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দানে।
পূজা করে নৈবেদ্যাদি বিবিধ বিধানে॥
এরূপে সগুণ-ব্রহ্ম-নিষ্ঠ যেবা হয়।
স্বতঃই নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান সেই পায়॥
নতুবা সাধনা বিনা কোন্ জন পার্থ!।
সহসা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানেতে সমর্থ?॥
তাই বলি জগতে যে শান্তি আশা করে।
সগুণ† সাধনা আগে নির্গুণ তৎপরে॥ ২৯

† সগুণ সাধনা—যাঁহারা বিষ্ণু-প্রতিমা সূর্য্য বা অন্য কোন স্থূল পদার্থে চক্ষু স্থির করিয়া মনেতে ধারণা করেন তাঁহাদের মন সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই স্থির ভাবে অবস্থিত হয়। ক্রমে নিজ শরীর পর্য্যন্ত আর দর্শন করেন না, তাদৃশ অবস্থাকে মহাবিদেহ ধারণা কহে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ আর স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে না, এইরূপ প্রত্যাহার শিক্ষা হইলে পাপ বা ক্লেশরূপ বহিরাবরণ ক্ষয় হয় "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং" (পাতঞ্জল সাধন পাদ ৫২ সূত্র)। যে সময় যোগী স্বীয় দেহের বিষয়ও ভুলিয়া সম্মুখস্থ প্রতিমাতেই সংযত হন তখন তাঁহার চিত্তের মূর্ত্ত্যাকারতা রূপ বৃত্তি হয়। কিন্তু যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় দেহের বিষয় ভুলিয়া যান এবং চিত্ত সম্পূর্ণ ভাবে ধ্যেয় বস্তুর আকার পরিগ্রহ করে তখনি মহাবিদেহ ধারণা বলা যায়। চিত্ত নিগ্রহ হেতু তখন প্রকাশাবরণের ক্ষয় হয় তাহাই বাহ্য বিষয় সমাধি।

যতক্ষণ বিষ্ণু-প্রতিমাদিতেও শব্দ ও অর্থ জ্ঞানদ্বারা ভাবনার সংকীর্ণতা থাকে ততক্ষণ তাহাকে সবিতর্ক সমাধি বলে (পাঃ—সাঃ ৪২ সূত্র] পরে যখন স্মৃতি শব্দ ও অর্থজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং স্বকীয় রূপও মনে না থাকে তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে (পাঃ সাঃ ৪২ সূত্র] এবং এইরূপ সিদ্ধ যোগীকে জিতেন্দ্রিয় বলে।

এইরূপ উভয়বিধ সমাধি দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণে মনের ভাবনা প্রবর্ত্তিত হইলে সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি হইবে। নির্ব্বিচার সমাধিতে সুদৃঢ়াধিষ্ঠিত যোগী জিত নামে অভিহিত হন (পাঃ সাঃ ৪৪ সূত্র)।

ক্রমে যখন চিত্ত মূর্ত্ত্যাকারতা পরিত্যাগ করে এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু "আমিই সকল" এইরূপ ভাবনায় প্রবৃত্ত হয় তখন যোগীর সানন্দ সমাধি দশা হয়।

যখন বিষয়ান্তরের বোধও বিলুপ্ত হইয়া কেবল "আমি আছি" এই মাত্র ভাবনা থাকে সেই ভাবকে অস্মিতা কহে, তখন যোগী তত্ত্বপদার্থ সাক্ষাৎকার হেতু জিত-বুদ্ধি নামে অভিহিত হন। সেই সময় যোগীর দৈনন্দিন লয়াভ্যাস হেতু ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই লয় হয়। কিন্তু এই সমাধিতেও জন্মান্তর নিবারণ করিতে পারে না [পাঃ সাঃ ২৯ সূত্র]।

প্রথমোক্ত সমাধি সুপ্ত, দ্বিতীয় বিদেহ এবং তৃতীয় কৈবল্য। এ সকল গৌণ সমাধি ও জন্মান্তর প্রাপক। জন্মান্তরে এই সকল সমাধি-সম্পন্ন যোগী জন্মমাত্র সমাধি সিদ্ধি লাভ করেন [পাঃ সাঃ ১৯ সূত্র]। এই সকল সমাধির কোনটিতেই সদ্যোমুক্তি হয় না।

যখন অস্মিতা বোধও থাকে না তখনই যোগী কৈবল্য লাভ করেন। যোগীর এই রূপ অবস্থা ধর্ম্ম-মেঘ নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় ধর্ম্মরূপ অমৃত অজস্রধারে নিপতিত হয়, তাই ইহার নাম ধর্ম্ম-মেঘ [পঞ্চদশী তত্ত্ব বিবেক ৬০ প্রকরণ]। এইরূপ যোগী প্রতিক্ষণেই প্রভূত ফলের অধিকারী হন। এইরূপ ফলস্বরূপে পরমস্থান যাহার প্রাপ্য তিনিই মোক্ষপরায়ণ তিনিই জীবন্মুক্ত।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান্ উবাচ—যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষমাণঃ) [সন্] কার্য্যং (শাস্ত্রবিহিতং) কর্ম্ম (নিত্যমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম) করোতি স সন্ন্যাসী (শ্রৌতকর্ম্মত্যাগী) চ যোগী (স্মার্ত্তকর্ম্মত্যাগী) চ ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিশব্দেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপলক্ষ্য নিরগ্নিরিতি ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্ম) ন চ অক্রিয়ঃ (ক্রিয়াশব্দেন চিত্তবৃত্তিমুপলক্ষ্যাক্রিয় ইতি নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তির্যোগী)। ১

-*-

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম শুদ্ধ করিলে বর্জ্জন।
নিরগ্নি সন্ন্যাসী নাহি হয় কদাচন।
কিম্বা চিত্ত বৃত্তি, আদি ক্রিয়া ত্যাগ করি।
হয় না অক্রিয়-যোগী-আখ্যা অধিকারী॥
কর্ম্ম-ফল-আশা-শূন্য হইয়া অন্তরে।
করণীয় বোধ করি যেই জন করে।
শ্রুতি স্মৃতি বিধি মত যা আছে বিধান।
অগ্নি-হোত্র আদি নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব!
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২

ব্যাখ্যা। হে পাণ্ডব! যং সন্ন্যাসং (সর্ব্বকর্ম্মণঃ তৎফলস্য চ পরিত্যাগরূপং) ইতি প্রাহুঃ (প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ শ্রুতয় ইতি শেষঃ) তং যোগং (নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং) বিদ্ধি (জানীহি) হি অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ (অত্যক্তফলসঙ্কল্পঃ) কশ্চন যোগী ন ভবতি। ২

—ঃ—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

ব্যাখ্যা। যোগং আরুরুক্ষোঃ (আরোঢ়ুমিচ্ছতঃ) মুনেঃ কর্ম্ম কারণং (সাধনং) উচ্যতে, যোগারূঢ়স্য (ধ্যানপরায়ণস্য) তস্য এব শমঃ (উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ) কারণম্ উচ্যতে। ৩

—*—

জেন পার্থ! এ জগতে মাত্র সেই জন।
প্রকৃত সন্ন্যাসী সেই যোগীতে গণন ॥ ১
সর্ব্ববিধ ফল আশা কর্ত্তৃত্বাভিমান-।
সন্ন্যাসের, হয় যদি যোগ অভিধান।
যোগে ও সন্ন্যাসে তবে কুরুপতে! বল।
পার্থক্য প্রকৃতিগত কোথা বা রহিল ॥
তাই বলি এ জগতে যোগ যারে কয়।
সন্ন্যাস তাহারি নাম জেন ধনঞ্জয়! ॥
ফলের সঙ্কল্প সব ত্যাগ না করিলে।
যোগি-পদ-বাচ্য নাহি হয় কোন কালে ॥ ২
চিত্ত শুদ্ধি লভি, করি বৈরাগ্য সহায়।
ধ্যান যোগ আরোহণে ইচ্ছুক যে হয়।
ভগবানে সমর্পণ বুদ্ধি সহকারে।
সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল পরিহার ক'রে।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

ব্যাখ্যা। যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়াণামর্থঃ শব্দাদয়স্তেষু) ন কর্ম্মসু (নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু) ন অনুষজ্যতে (কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধিং করোতি) তদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (সর্ব্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থকাম-হেতূন্ সন্ন্যসিতুং শীলং যস্যেতি) যোগারূঢ় উচ্যতে। ৪

—:—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

ব্যাখ্যা। আত্মনা (বিবেকযুক্তেন মনসা) আত্মানং (স্বং জীবং) উদ্ধরেৎ (সংসারসাগরাৎ উৎ উর্দ্ধং হরেৎ) আত্মানং ন অবসাদয়েৎ

যথাশাস্ত্র অগ্নি হোত্র কর্ম্ম আচরণ।
হয় সে মুনির পক্ষে প্রধান সাধন॥
ধ্যান যোগে সমারূঢ় হইলে সে যতি।
সাধন তখন শম,কর্ম্মেতে বিরতি॥ ৩
শব্দ আদি পঞ্চেন্দ্রিয় বিভোগ্য বিষয়ে।
তথা নিত্য নৈমিত্তিক করম-নিচয়ে।
সতত আসক্তি শূন্য হয়েছে যে জন।
কর্ম্ম ফল সঙ্কল্প যে করেছে বর্জ্জন।
জেন পার্থ! সেই জন নিশ্চয় জগতে।
সমারূঢ় হইয়াছে যোগি-পদবীতে॥ ৪
সংসার † সাগরে তাই নিমগ্ন আত্মার।
বিবেক বিধান বলে করহ উদ্ধার॥

† সংসার—স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধঃ শরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ। অর্থাৎ স্বীয় অদৃষ্ট জনিত শরীর ধারণের নাম সংসার।

(অধোনয়েৎ) হি আত্মা এব আত্মনো বন্ধুঃ (সংসারবন্ধনমোচনহেতু-হিতকারী) আত্মা এব আত্মনো রিপুঃ। ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

ব্যাখ্যা। যেন আত্মনা এব আত্মা (কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপঃ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) তস্য আত্মা বন্ধুঃ অনাত্মনঃ (অজিতাত্মনঃ) তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে (শত্রুবদপকারিত্বে) বর্ত্ততে। ৬

—ঃ—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ॥ ৭

ব্যাখ্যা। জিতাত্মনঃ (কার্য্যকারণাদিসঙ্ঘাত আত্মা জিতো যেন স তস্য) প্রশান্তস্য (রাগাদিরহিতস্য) পরমাত্মা (পরং কেবলং আত্মা ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ শ্রীধরঃ শ্রীমধুসূদনশ্চ, পরং অত্যর্থং আত্মা ইতি

দুস্তর সংসারে আত্মা মুক্তির উপায়।
অবসন্ন কভু নাহি করিবে তাহায়॥
কে বলে রে দারাসুত বন্ধু আপনার।
আত্মা সম মিত্র সখে! আছে কে বা আর॥
কে বলে তস্কর খল শত্রু বলি গণ্য।
আত্মা সম শত্রু সখে! আছে কে বা অন্য?॥
তাই বলি কর্ম্ম গুণে আত্মা হয় মিত্র।
কর্ম্ম দোষে সেই আত্মা শত্রু কি বিচিত্র!॥ ৫
বিবেক সহায়ে আত্মা যে করেছে জয়।
জিতেন্দ্রিয় সেই, তার মিত্র আত্মা হয়॥
উদ্দাম প্রবৃত্তি যার, নহে আত্মা বশে।
শত্রু রূপে আত্মা তার আপনাকে নাশে॥ ৬

শ্রীবলদেবঃ বিশ্বনাথশ্চ, পরং উৎকর্ষেণ আত্মা ইতি শ্রীনীলকণ্ঠঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠঃ) [ভবতি]। ৭

—*—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

ব্যাখ্যা। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং ঔপদেশিকং জ্ঞানং, বিজ্ঞানং তদপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাকরণফলেন বিচারেণ তথৈব তেষাং স্বানুভবেনাপরোক্ষকরণং তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য) [অতঃ] কূটস্থ (বিষয়সন্নিধাবপি বিকারশূন্যঃ) [অতঃ] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ [অতঃ] সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (সমানি লোষ্টাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ) যোগী যুক্ত ইতি উচ্যতে। ৮

আত্মা যার হইয়াছে চির অনুগত।
রাগদ্বেষ বিরহিত প্রশান্ত সতত॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
পূজা পরিভব যার সকলি সমান॥
বিচলিত নাহি করে দ্বন্দ্ব যারে ভবে।
সমাহিত চিত যার আত্মনিষ্ঠ ভাবে॥
জ্ঞান ও বিজ্ঞান তত্ত্ব অনুভব ক'রে।
যে মুনির আত্মা কিছু আকাঙ্ক্ষা না করে।
জগতে যাহার কোন নাহিক বিকার।
ইন্দ্রিয়নিচয় রয় সদা বশে যার।
মৃত্তিকা পাষাণ স্বর্গ স্বর্ণ কি শ্মশান।
হেয় উপাদেয় যার সমভাব জ্ঞান।
সেই জন জেন সখে! ভুবন ভিতরে।
যোগারূঢ় যোগী বলি খ্যাতি লাভ করে॥ ৭—৮

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

ব্যাখ্যা। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহাদুপকারকঃ, অরি শত্রুঃ, উদাসীনঃ বিবদমানয়োঃ ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে, মধ্যস্থঃ বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যঃ প্রত্যক্ষমপ্রিয়ঃ, বন্ধুষু জন্মতঃ এব হিতৈষিণো বন্ধবস্তেষু) সাধুষু (শাস্ত্রানুবর্ত্তিষু) অপি চ পাপেষু (শাস্ত্রবিরোধিষু) সমবুদ্ধিঃ (সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য সঃ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি)। ৯

—ঃ—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

ব্যাখ্যা। যোগী (উক্তপ্রকারকর্ম্মযোগনিষ্ঠঃ) সততং রহসি (একান্তে) স্থিতঃ একাকী যতচিত্তাত্মা (চিত্তং অন্তঃকরণং আত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য সঃ) নিরাশীঃ (বীততৃষ্ণঃ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্যঃ নিরাহারঃ) [সন্] আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (যুক্তং কুর্ব্বীত, স্বদর্শননিষ্ঠং কুর্ব্বীত)। ১০

—ঃ—

সুহৃন্মিত্র উদাসীন মধ্যস্থ বা অরি।
মহা উপকারী বন্ধু সাধু পাপাচারী।
সমুদয় ধনঞ্জয়! সমভাব যার।
যোগী জন মাঝে হয় শ্রেষ্ঠত্ব তাহার ॥ ৯
পরিহরি পরিজন যোগারূঢ় জন।
বিরলে সংযত করি নিজ দেহ মন ॥
বিষয়-বিভব-তৃষ্ণা প্রশমিত করি।
সর্ব্ববিধ পরিগ্রহ দূরে পরিহরি ॥
একাকী বসিয়া সদা ধ্যানপরায়ণ।
সমাহিত করিবেন আপনার মন ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

ব্যাখ্যা। শুচৌ (শুদ্ধে) দেশে (স্থানে) আত্মনঃ স্থিরং (অচঞ্চলং) ন অতি উচ্ছ্রিতং (উচ্চং) ন অতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তরং (চেলং চৈলং বা বস্ত্রং, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য, কুশাসনোপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপয়িত্বা) তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপরহিতং) কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (যতা সংযতা চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য সঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মনো মনসঃ বিশুদ্ধয়ে শুদ্ধ্যর্থং) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যস্যেৎ)। ১১—১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩

ভাবার্থ—

পবিত্র প্রদেশে আসি কুশাসনো পরি।
পাতি মৃগচর্ম্ম, মৃদু বস্ত্র তদুপরি॥
নহে অতি উচ্চ কিম্বা নহে নীচ অতি।
সুস্থির আসনং সদা স্থাপিবেক যতি॥
সুখে বসি সে আসনে অবিক্ষিপ্ত মনে।
চিত্তেন্দ্রিয়কার্য্য যত সংযমি যতনে॥
করিতে বিশুদ্ধ সদা অন্তর আপন।
করিবেন যোগিগণ যোগ আচরণ॥ ১১—১২

আসন—বা পীঠ ৮৪০০০০০প্রকার তন্মধ্যে ৮৪ প্রকার শীর্ষ। এই ৮৪ প্রকারের মধ্যে মর্ত্তলোকে ৩২প্রকার শুভদায়ক। ঘেরণ্ড সংহিতা।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। কায়শিরোগ্রীবং (কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তৎ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং) সমং (অবক্রং) অচলং (নিশ্চলং) ধারয়ন্ স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্নঃ) [সন্] স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য (অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা (প্রকর্ষেণ শান্তঃ রাগাদিদ্বেষরহিতঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য সঃ) বিগতভীঃ (শাস্ত্রীয়নিশ্চয়দার্ঢ্যাদ্বিগতা ভীঃ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগেন যুক্তত্বাযুক্তত্বশঙ্কা যস্য সঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যে গুরুশুশ্রূষাদিভিক্ষাভোজনাদৌ) স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ (ময়ি পরমেশ্বরে ন্যস্তমনাঃ) মৎপরঃ (অহমেব পরমানন্দরূপত্বাৎ পরঃ পুরুষার্থঃ প্রিয়ো যস্য সঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) আসীত (উপবিশেৎ)। ১৩।১৪

—ঃ—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

ভাবার্থ—

ধরি স্থিরভাবে নিজ শিরোগ্রীবা কায়।
রাখিয়া কম্পনশূন্য সরল রেখায় ॥
অর্দ্ধ নিমীলিত করি আপন নয়নে।
নাসিকার অগ্রভাগ দেখিবে যতনে।
অন্যদিক্ হতে দৃষ্টি করি প্রত্যাহার।
আত্ম সমাহিত করা উদ্দেশ্য তাহার ॥
অন্তর একান্ত শান্ত রাগ ভয় শূন্য।
ব্রহ্ম-চারি-ব্রতে করি ভোজন ভিক্ষান্ন ॥
সঁপিয়া আমাতে চিত্ত, মৎপরায়ণ।
উপবিষ্ট রবে মন সংযমি আপন ॥ ১৩—১৪

ব্যাখ্যা। এবং (যথোক্তেন বিধানেন) সদা আত্মানং যুঞ্জন্ (সমাধানং কুর্ব্বন্) নিয়তমানসঃ (নিয়তং সংযতং মানসং মনো যস্য সঃ) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং মোক্ষস্তৎ পরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ সা নির্ব্বাণপরমা তাং) মৎসংস্থাং (মদ্রূপেণাবস্থিতাম্) শান্তিং (উপরতিং) অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি)। ১৫

—ঃ—

নাত্যশ্নতস্তু যোগো হস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন!॥ ১৬

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ (অত্যন্তং ভুঞ্জানস্য) তু যোগঃ (সমাধিঃ) ন অস্তি ন চ একান্তং (অত্যন্তং) অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) ন এব জাগ্রতঃ (নিদ্রাবিহীনস্য)। ১৬

—*—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

ব্যাখ্যা। যুক্তাহারবিহারস্য (যুক্তঃ নিয়তঃ পরিমিতোবা আহারো

ভাবার্থ—

এরূপে আপন মন করিলে সংযত।
চিত্তবৃত্তি ক্রমে সব হইবে বিরত॥
সংসারোপরতি রূপ চির শান্তিধন।
তখন সে যোগিবর করিবে অর্জ্জন॥
অন্তেতে নির্ব্বাণ লাভ সে শান্তির ফল।
মৎস্বরূপতা তার স্বরূপ কেবল॥ ১৫
অমিত অশন কিম্বা অতি অনশন।
নিয়ত নিদ্রায় পার্থ নিমগ্ন যে জন॥
অথবা যে জন হয় সতত জাগ্রত।
সে জন সমাধি লাভে নিশ্চয় বঞ্চিত॥ ১৬

বিহারশ্চ গতির্যস্য স তস্য) কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য স তস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রা-জাগরণে যস্য স তস্য) যোগঃ দুঃখহা (সর্ব্বসংসারদুঃখকারণাবিদ্যোন্মূলনহেতুর্ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকত্বাৎ সমূলসর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ) ভবতি। ১৭

—ঃ—

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

ব্যাখ্যা। যদা বিনিয়তং (বিশেষেণ নিরুদ্ধং) চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলাং স্থিতিং লভতে) তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ (সর্ব্বেভ্যঃ দৃষ্টাদৃষ্টকামেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ) নিস্পৃহঃ (নির্গতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য সঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) ইতি উচ্যতে। ১৮

—ঃ—

যদা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। যথা নিবাতস্থঃ (বাতশূন্যে দেশে স্থিতঃ) দীপঃ ন ইঙ্গতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (অনুতিষ্ঠতঃ) যতচিত্তস্য (যোগিনঃ) সা উপমা (উপমীয়তে হনয়েতি) স্মৃতা (চিন্তিতা)। ১৯

ভাবার্থ—

নিত্য নিয়মিত হয় আহার বিহার।
কর্ম্ম চেষ্টা তথা নিদ্রা জাগরণ যার॥
সকল-সংসার-দুঃখ-সংহার-উপায়।
যোগ তার সুখ-সাধ্য হয় ধনঞ্জয়!॥ ১৭
যখন আপন মন সংযমিত-ভাবে।
আপন আত্মাতে সদা নিশ্চল হইবে॥
সর্ব্ববিধ ভোগ আশা করি পরিহার।
তখন হইবে যোগী অভিধান তার॥ ১৮

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০
সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যোযোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। যত্র (যস্মিন্ কালে, অবস্থাবিশেষে বা) যোগসেবয়া (যোগানুষ্ঠানেন) নিরুদ্ধং (সংযতং) চিত্তং উপরমতে (উপরতিং গচ্ছতি) যত্র চ আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা, সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন বা) আত্মানং (পরং চৈতন্যং, সর্ব্বতো জ্যোতিঃস্বরূপং সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়ং নতু দেহাদীন্) পশ্যন্ (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্, উপলভমানঃ) আত্মনি

ভাবার্থ—

প্রদীপের শিখা সখে! জানত নিশ্চিত।
প্রবাহিত-বায়ু-বেগে হয় বিকম্পিত ॥
নির্ব্বাত প্রদেশ-গত প্রদীপ কোথায়।
বল দেখি বিন্দুমাত্র বিকম্পিত হয়!॥
যোগাভ্যাস কালে তথা যত্ন সহকারে।
বায়ু সম চিত্তবৃত্তি নিরোধ যে করে॥
সত্বগুণ আবির্ভাবে একাগ্র নিশ্চয়।
সেই যতচিত্ত-যোগি-চিত্ত সদা হয় ॥ ১৯
ইন্ধন অভাবে নাহি হয়ে বলবান।
হয় যথা হুতাশন আপনি নির্ব্বাণ ॥
তেমতি কামের বস্তু করিতে গ্রহণ।
চিত্তের কামনা কোন থাকে না যখন ॥

(পরমানন্দস্বরূপে ন তু বিষয়েষু) এব তুষ্যতি (তুষ্টিং ভজতে), যত্র যৎ তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং (কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারয়া গ্রাহ্যং, ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া বুদ্ধ্যা অনুভবনীয়ং) অতীন্দ্রিয়ং (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং, ইন্দ্রিয়গোচরাতীতং বিষয়জনিতমিত্যর্থঃ) আত্যন্তিকং (অনন্তং নিরতিশয়ং) সুখং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং) বেত্তি (অনুভবতি যোগীতি শেষঃ) চ স্থিতঃ (তিষ্ঠন্) [সন্] তত্ত্বতঃ (তত্ত্বস্বরূপাৎ, আত্মস্বরূপাৎ) এব অয়ং (বিদ্বান্) চলতি, যং (আত্মলাভং আত্মস্বরূপজ্ঞানরূপাং সুখাবস্থাং বা) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) চ অপরং (অন্যং তদিতরং) লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে (লাভান্তরং ততো ঽধিকং ন চিন্তয়তি) যস্মিন্ (আত্মস্বরূপজ্ঞানরূপে সুখময়ে ঽবস্থাবিশেষে আত্মতত্ত্বে বা) স্থিতঃ গুরুণা অপি (মহতাপি) দুঃখেন (শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন ক্লেশেন) ন বিচাল্যতে (অভিভূয়তে) তং (এবংবিধং অবস্থাবিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখৈঃ সংযোগো বিয়োগঃ তং, দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শ-মাত্রেণাপি বিয়োগঃ যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং ইতি শ্রীধরঃ) যোগসংজ্ঞিতম্ (যোগশব্দবাচ্যং) বিদ্যাৎ (বিজানীয়াৎ) স যোগ নিশ্চয়েন (অধ্যবসায়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন) অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (ন নির্ব্বিণ্ণং অনির্ব্বিণ্ণং চেতস্তেন নির্ব্বেদরহিতেন চিত্তেন, নির্ব্বেদস্তু দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং) যোক্তব্যঃ (অভ্যসনীয়ঃ)। ২০-২৩

কর্ম্মাভাবে হয় চিত্ত বৃত্তি সমুদায়।
সংযত হইয়া যেন বিনষ্টের প্রায়॥
বিষয়ে বিরত চিত্ত হইবে যখন।
জানিও যোগের দশা হয়েছে তখন॥
সত্ত্বগুণ আবির্ভাবে যোগী যে দশায়।
আপনার দেহ আদি দেখিতে না পায়॥
পরিশুদ্ধ মনে মাত্র করে নিরীক্ষণ।
সচ্চিদানন্দময় পরমেশ ধন॥

ফল ফুলে সুশোভিত প্রমোদ উদ্যান।
সুন্দর-কামিনী-কণ্ঠ-বিগলিত গান॥
প্রফুল্ল-কুসুম-বাস, সুমধুর রস।
সুর-নর-বিমোহিনী-মোহিনী-পরশ॥
সুকুমার কুমারের কমনীয় ছবি।
সসাগরা ধরণীর সম্রাট পদবী॥
বিনশ্বর জগতের সুখ সমুদয়।
অতিশয় হেয় জ্ঞান হয় যে সময়॥
করি আত্ম দরশন, বিষয় ব্যাপারে।
সন্তোষের অনুভব যখন না করে॥
আত্মাতেই পরিতোষ লভিবে যখন।
জানিও যোগের দশা হয়েছে তখন॥
যে আত্ম-জ্ঞান-দশায় হলে অবস্থিত।
গুরুতর দুঃখে নাহি করে বিচলিত॥
হউক অজস্রধারে হিমানী পতন।
করুক তখন খর কর বরষণ॥
শমন-সোদর-সম বিষধর যত।
হউক বিস্তারি ফণা দংশনে উদ্যত॥
শোণিত পানেতে রত শানিত শস্ত্রেতে।
অক্ষম যখন চিতে ভীতি জন্মাইতে॥
দুঃখের সংযোগহীন এ হেন দশাকে।
যোগ শব্দে অভিহিত করে সাধু লোকে॥
বহুল আয়াসসাধ্য সুখসাধ্য নয়!
পরিণামে সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়॥
করি পরিহার হেন বিষম সন্দেহ।
শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশে চলি অহরহ॥
অচল অটল স্থির প্রতীতির সনে।
যতনের ধন যোগ সাধিবে যতনে॥ ২০—২৩

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৪।২৫

ব্যাখ্যা। সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ (সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ কামান্ বিষয়ভোগাভিলাষান্ ইতি শ্রীধরঃ, সঙ্কল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সঙ্কল্পপ্রভবকামাস্তান্ ইতি শঙ্করঃ(সর্ব্বান্ অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) ত্যক্ত্বা মনসা এব (বিষয়দোষদর্শিনা বিবেকযুক্তেন মনসা) এব সমন্ততঃ (সমস্তাৎ, সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়-সমূহং) বিনিয়ম্য (নিয়মনং কৃত্বা, প্রত্যাহৃত্য) ধৃতিগৃহীতয়া (ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং (আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং, আত্মৈব সর্ব্বং ন ততো ঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং) কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ (অভ্যাসক্রমেণ ন তু সহসা) উপরমেৎ (উপরতিং কুর্য্যাৎ) কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ (কিঞ্চিদপি অনাত্মানমাত্মানং বা ন চিন্তয়েৎ ইতি মধুসূদনঃ নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দ নির্বৃতো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইতি শ্রীধরঃ)। ২৪।২৫

ভাবার্থ—

সঙ্কল্প-প্রসূত যত কামনা নিচয়।
যোগ-পথ-প্রতিকূল যাহারা নিশ্চয় ॥
অশেষ প্রকারে করি সে সব বাসনা।
পরিহার, বিধিমতে যোগারূঢ় জনা।
বিষয়-বিভোগ-রত ইন্দ্রিয় সতত।
বিবেক-চালিত মনে করিবে সংযত ॥
ধৈর্য্য-বশীভূত-বুদ্ধি-বলেতে তখন।
আত্মাতে আপন মন করিবে স্থাপন ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ (যস্মাৎ যস্মান্নিমিত্তাৎ শব্দাদের্বিষয়াৎ, রাগদ্বেষাদেশ্চ) নিশ্চলতি (নির্গচ্ছতি, যং যং বিষয়ং গচ্ছতি) ততঃ ততঃ (তস্মাচ্ছব্দাদের্নিমিত্তাৎ) এতৎ (মনঃ) 'নিয়ম্য' প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি (স্বপ্রকাশপরমানন্দঘনে) এব বশং নয়েৎ (নিরুন্ধ্যাৎ যথা ন বিক্ষিপ্যেত ন বা লীয়েতেতি)। ২৬

—*—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌॥ ২৭

ক্রমশঃ বিষয় হতে হইবে বিরত।
বিদূর করিবে চিন্তা চিত্ত হ'তে যত॥ ২৪।২৫
ইন্দ্রিয় সহায় করি কিম্বা মনে মনে।
ব্যস্ত থাকে মন সদা বিষয় সেবনে॥
বিক্ষেপ অথবা নিদ্রা যোগ প্রতিকূল।
দ্বৈত স্মরণ যত অনষ্টের মূল॥
উপভোগ অভিলাষে আমি যাহা চাই।
আমা হ'তে ভিন্ন তাহা আমাতে তা নাই॥
ব্যকুলতা মূলীভূত ত্যজি এ ধারণা।
ভাব কোন ভোগ্য বস্তু নাহি ব্রহ্ম বিনা॥
আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বময় সব তাহে আছে।
আত্মা ছাড়ি ভোগ আশে ব্যাকুলতা মিছে॥
চঞ্চল অস্থির মতি এ প্রবোধে তারে।
বিষয় হইতে পার্থ! প্রত্যাহার করে॥
আত্মরূপ স্বপ্রকাশ পরানন্দ ঘনে।
বশীভূত করিবেক অতীব যতনে॥ ২৬

ব্যাখ্যা। শান্তরজসং (শান্তং রজো যস্য তং বিক্ষেপশূন্যং) প্রশান্তমনসং (প্রকর্ষেণ শান্তং নির্ব্বৃত্তিকতয়া নিরুদ্ধং মনো যস্য স প্রশান্তমনাস্তং) অকল্মষং (ন বিদ্যতে কল্মষং লয়হেতুস্তমো যস্য তং লয়শূন্যং ইতি মধুসূদনঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতং ইতি শঙ্করাচার্য্যঃ) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মৈব সর্ব্বং ইত্যেবং নিশ্চয়বন্তং জীবন্মুক্তং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং বা) এনং যোগিনং হি উত্তমং সুখং (সমাধিসুখং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)। ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মনং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। এবং (অনেন প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (বশীকুর্ব্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিগতং কল্মষং পাপং যস্য সঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শো হবিদ্যানিবর্ত্তকং সাক্ষাৎকাররূপং) অত্যন্তং (সর্ব্বোত্তমং) সুখং অশ্নুতে (জীবন্মুক্তো-ভবতীত্যর্থঃ)। ২৮

ভাবার্থ—

এরূপে প্রশান্ত চিত্ত যোগিজন মন।
রজোগুণ বিরহিত হইবে যখন ॥
চিত্তের বিক্ষেপ দূরে করিবে প্রয়াণ।
লয়াত্মিকা তমোগুণ হবে অন্তর্ধান ॥
জন্মমৃত্যু অনুগত দেহ-হেতু-ভূত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম হবে তিরোহিত ॥
চরাচর সমুদয় হবে ব্রহ্মময়।
তখনই জীবন্মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥
হবে না ভ্রমিতে সুখ অন্বেষণ তরে।
করিবে অনন্ত সুখ আশ্রয় তোমারে ॥ ২৭
বিগত-কলুষরাশি যোগারূঢ় জন।
এই মত বশীভূত করি নিজ মন ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং দর্শনং জ্ঞানং যস্য সঃ) যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতান্তঃকরণঃ) আত্মানং (স্বং) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং) সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি (ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি সর্ব্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি) ঈক্ষতে (পশ্যতি)। ২৯

—ঃ—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি॥
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

ব্যাখ্যা। যো মাং (বাসুদেবং পরমেশ্বরং) সর্ব্বত্র (সর্ব্বেষু ভূতেষু) পশ্যতি ময়ি চ সর্ব্বং (ব্রহ্মাদি ভূতজাতং) পশ্যতি তস্য (আত্মৈকত্ব-দর্শিনঃ) অহং ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ভবামি) স চ মে ন প্রণশ্যতি (মমাদৃশ্যো ন ভবতি, প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানু-গৃহ্লামীত্যর্থঃ)। ৩০

ব্রহ্ম-দরশন রূপ সর্ব্ব সুখধাম।
প্রাপ্ত হন জীবন্মুক্তি শান্তি পরিণাম॥ ২৮
বৈষম্য দর্শন তার অবিদ্যা-জনিত।
করে দূরে পলায়ন চির দিন মত॥
ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত ভূত সমুদয়।
তত্পদার্থ বলি যাহা অভিহিত হয়॥
ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে সে নেহারে সতত।
তৎরূপী আত্মা সহ একত্র মিলিত॥ ২৯
তথাবিধ যাবতীয় প্রপঞ্চ ব্যাপার।
আমাতেই আরোপিত দেখে অনিবার॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

ব্যাখ্যা। যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বেষু ভূতেষু অধিষ্ঠাতৃতয়া স্থিতং সর্ব্বানুস্যূতং সন্মাত্রং) মাং (ঈশ্বরং) একত্বং (অত্যন্তাভেদং) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) ভজতি (ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যত্রৈবোপাধিভেদনিরা-করণেন নিশ্চয়েন যো ভজতি) সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ঽপি (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন বিহিতেন কর্ম্মণা প্রতিষিদ্ধকর্ম্মণা বা সর্ব্বথা যেন কেনাপি রূপেণ ব্যবহরন্নপি স যোগী ব্রহ্মাহমস্মীতি বিদ্বান্) ময়ি (পরমাত্মন্যেবাভেদেন) বর্ত্ততে (সর্ব্বথা তস্য মোক্ষং প্রতি নাস্তি প্রতিবন্ধাশঙ্কা)। ৩১

—*—

এইমত জীব ব্রহ্মে অভেদ যে দেখে।
আমার নয়ন পথে নিয়ত সে থাকে॥
আমি ও নিয়ত থাকি চ'খে চ'খে তার।
সাক্ষ্য আছে সত্য যুগে নৃসিংহাবতার॥
ভক্ত প্রহ্লাদের কথা করিতে প্রমাণ।
স্ফটিকের স্তম্ভ মাঝে করি অবস্থান॥
তাই বলি যেবা করে মোরে অন্তরঙ্গ।
পরস্পর নাহি ছাড়ি কেহ কার সঙ্গ॥ ৩০
মহাকাশে ঘটাকাশে বিশেষ যেমন।
কেবল উপাধি, ব্রহ্ম জীবেও তেমন॥
এরূপ অভেদ ভাবে যেই যোগী ভাবে।
সে কি কভু প্রবঞ্চিত হয় মুক্তি লাভে?॥
প্রারব্ধ কর্ম্মের বশে কেবল তাহার।
দেহের ধাধণ মাত্র জেন পার্থ! সার॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ, কিম্বা যাজ্ঞবল্ক্য সম।
শাস্ত্রের বিধান মত করুক্ করম।
কিম্বা সেই রাজঋষি জনকের মত।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যো হর্জ্জুন !।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

ব্যাখ্যা। হে হর্জ্জুন ! যঃ সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) আত্মৌপম্যেন (আত্মা স্বয়মেব উপমীয়ত ইতি উপমা তস্যাঃ উপমায়াঃ ভাব ঔপম্যং তেন স্বসাদৃশ্যেন) সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং (তুল্যং) পশ্যতি স যোগী পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মতঃ (অভিমতঃ)। ৩২

—ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

যো হয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন !।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—হে মধুসূদন ! ত্বয়া সাম্যেন (সমত্বেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন) যঃ অয়ং যোগঃ

বন্ধন-কারণ-কর্ম্ম করুক সতত ॥
অথবা স্বাধীন ভাবে দত্তাত্রেয় যথা।
ইচ্ছামত ব্যবহার করুক সর্ব্বথা ॥
আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যার।
নাহি মোক্ষ পথ প্রতি প্রতিবন্ধ তার ॥ ৩১
আপনার উপমায় যে করে দর্শন।
সমভাবে বিশ্ববাসী অন্য প্রাণিগণ।
সুখে হৃষ্ট দুঃখে ক্লিষ্ট নিজ মন যথা।
প্রাণী মাত্র সুখ-দুঃখ অনুভবে তথা ॥
এই মত সমদর্শী যে জন জগতে।
সে জন পরম যোগী হয় মম মতে ॥ ৩২

অর্জ্জুন কহিলেন—

সর্ব্বজীবে সমভাবে করা দরশন।
বলিলে যে যোগ কথা শ্রীমধুসূদন !॥

(সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিলক্ষণঃ পরমো যোগঃ) প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং (দীর্ঘকালানুবর্ত্তিনীং) স্থিতিং (বিদ্যমানতাং) অহং ন পশ্যামি (উপলভে) চঞ্চলত্বাৎ (মনসঃ চাঞ্চল্যাৎ)। ৩৩

—*—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। হে কৃষ্ণ! (ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণাৎ) হি মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবচঞ্চলং) প্রমাথি (প্রমথনশীলং, প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি, শরীরেন্দ্রিয়ক্ষোভকরং বা) বলবৎ (প্রবলং ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যং দুর্নিবারত্বাৎ) দৃঢ়ং (তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যং) অহং তস্য নিগ্রহং (রোধং) বায়োঃ ইব সুদুষ্করং (সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যম্) মন্যে। ৩৪

—ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

ব্যাখ্যা! শ্রীভগবানুবাচ! হে মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং (দুঃখে-

দীর্ঘ কাল এই ভাবে করা অবস্থিতি।
নহে কি মনের পক্ষে অসম্ভব অতি?॥
চঞ্চল সতত ব্যস্ত বিবিধ ব্যাপারে।
সে কি পারে সমভাবে স্থির থাকিবারে?॥ ৩৩
সতত অস্থির মন ধরে মহাবল।
বশীভূত তার দেহ ইন্দ্রিয় সকল॥
বিষয় বাসনা সহ অনুস্যূত সদা।
দৃঢ় নাগপাশ সম দুর্ভেদ্য সর্ব্বদা॥
কুম্ভেতে বায়ুর রোধ অসম্ভব যথা।
মনের নিগ্রহ কৃষ্ণ! সুদুষ্কর তথা॥ ৩৪

নাপি নিগ্রহীতুমশক্যং) চলং (স্বভাবচঞ্চলং) অসংশয়ং (সন্দেহশূন্যং) তু কৌন্তেয়! অভ্যাসেন (কর্ম্মযোগাভ্যাসেন) বৈরাগ্যেণ (দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যং তেন) চ গৃহ্যতে (নিরুধ্যতে)। ৩৫

—*—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যো হবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

ভাবার্থ—।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

সত্য মহাবাহো! তাহে নাহিক সংশয়।
চঞ্চল মনোনিগ্রহ কঠিন বিষয়॥
চক্ষু শ্রোত্র বাক্ আদি ইন্দ্রিয় নিকর।
হঠ-নিরোধেতে রুদ্ধ হয় নিরন্তর॥
মনের † নিগ্রহ কিন্তু তাহে নাহি হয়।
মন থাকে রত ভোগে, লইয়া বিষয়॥
নিরোধ করিতে তাকে বাঞ্ছা থাকে যদি।
ক্রমশঃ ক্রমনিরোধ কর নিরবধি॥
আনিবারে মন করি বশেতে আপন।
অঙ্কুশ অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রধান সাধন॥
দৃশ্যমান এই সব পদার্থ নিচয়।
বিদ্যার প্রভাবে মিথ্যা উপলব্ধি হয়॥
না থাকে তাহাতে আর কোন প্রয়োজন।
বৈরাগ্য তখন আসি দেয় দরশন॥
বিষয়-বাসনা-বীজ বিনষ্ট হইলে।
চিত্তের বিক্ষেপ বৃক্ষ নষ্ট সেই কালে॥

† মনের নিগ্রহ দুই প্রকার যথা হঠনিগ্রহ ও ক্রমনিগ্রহ। হঠনিগ্রহ দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগৃহীত হয় কিন্তু তাহাতে মন নিগৃহীত হয় না। ক্রমনিগ্রহ দ্বারা মন জয় করা যায়।

ব্যাখ্যা। অসংযতাত্মনা (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং অবশীকৃত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স তেন) যোগঃ (মনোবৃত্তিনিরোধঃ) দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ তু বশ্যাত্মনা (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা

এ বৃক্ষের অন্য বীজ প্রাণস্পন্দ নাম।
অভ্যাসে ‡ নিরোধ তার হয় গুণধাম ॥
অভ্যাস কেবল পার্থ! সাধু সঙ্গ ফল।
যতনে সাধুর সঙ্গ করিবে কেবল ॥
বহে নিত্য চিত্ত ¶ নদী প্রবল প্রবাহ।
নিরোধ করিতে সখে! তারে যদি চাহ ॥
কঠিন বৈরাগ্য বাঁধ বাঁধহ সম্মুখে।
সমাধি অভ্যাসে লও শান্তি অভিমুখে ॥
সুদক্ষ কৃষক যথা নিজ ইচ্ছামত।
পয়োনালী যোগে জল করে বিচালিত ॥
অতএব করিবারে মনের নিগ্রহ।
আশ্রয় বৈরাগ্য আর অভ্যাসের লহ ॥ ৩৫
অভ্যাস বৈরাগ্য যোগে আলস্যাদিদোষে।
অন্তর যদ্যপি কা'র বশে নাহি আসে ॥

‡ অভ্যাস—চিত্ত যাহাতে স্থির থাকে অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তির উদ্রেক না হয় তদ্বিষয়ক যত্নকে অভ্যাস বলে (পা সা ১৩ সূত্র)। রজস্তম-বৃত্তি-শূন্য চিত্তের যত্ন সহকারে পুনঃ পুনঃ নিবেশকে অভ্যাস বলে।

¶ চিত্ত নদীর প্রবাহ ২টি। একটি কল্যাণ দিকে ও অন্যটি পাপ দিকে বহে। যে স্রোত পরিণামে কৈবল্যদায়ক এবং বিবেকাভিমুখে ধাবিত হয় তাহার নাম কল্যাণ-বহা। এবং যাহা পরিণামে সংসারদায়ক ও বিবেকাভিমুখে ধাবিত নহে তাহার নাম পাপ-বহা। বৈরাগ্যের দ্বারা পাপ স্রোত রুদ্ধ হয় এবং সমাধি অভ্যাসের দ্বারা কল্যাণ স্রোতের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। বৈরাগ্য দ্বিবিধ পর ও অপর। অপর বৈরাগ্য যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা ও বশীকার সংজ্ঞা ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত (পা সা ১৫ সূত্র)।

মনো যস্য স তেন) উপায়তঃ (যথোক্তাদুপায়াৎ) যততা (প্রযত্নং কুর্ব্বতা) অবাপ্তুং (প্রাপ্তুং) শক্যঃ। ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ! গচ্ছতি॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ! হে কৃষ্ণ! [প্রথমং] শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা উপেতঃ সমাশ্রিতঃ) [যোগে প্রবৃত্তঃ ততঃ পরং] অযতিঃ (অপ্রযত্নবান্) যোগাৎ চলিতমানসঃ (যোগভ্রষ্টমনাঃ) যোগ-

---

মনোবৃত্তি-রোধরূপ যোগেতে সক্ষম।
হবে না সে জন এই অভিপ্রায় মম॥
অদৃষ্ট অথবা পূর্ব্ব-জন্ম-কর্ম্ম বশে।
চঞ্চল মানব ভবে সুখ-দুঃখে ভাসে॥
কিন্তু যদি করে নর পৌরুষ সহায়।
অভ্যাস বৈরাগ্য দুই সহকারী লয়॥
অবশ্য সক্ষম হবে চিত্ত রোধিবারে।
ছেদিবে প্রারব্ধ † পাশ দৈব যাবে দূরে॥
অনায়াসে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-লক্ষণ-।
যোগ-মার্গে অগ্রসর হইবে তখন॥ ৩৬

অর্জ্জুন কহিলেন—

প্রথমে যে জন কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা সহকারে।
যোগের সাধন হেতু অতি যত্ন করে॥

† প্রারব্ধকে সাধারণতঃ দৈব বলে। যাহারা কেবল দৈববশে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি মনে করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা না করে তাহারা শাস্ত্র মতে ক্লীব নামে উক্ত যথা "ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষম্। দৈবং পুরুষকারেণ ঘ্নন্তি শূরাঃ সদোদ্যমাঃ"॥ ইতি অগ্নিপুরাণম্। যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহকারে চিত্ত বশ করিতে সক্ষম তিনি আর প্রারব্ধ কর্ম্মে অভিভূত হন না।

সংসিদ্ধিং (জ্ঞানরূপং যোগফলং) অপ্রাপ্য কাং গতিং (পরিণামং) গচ্ছতি। ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো! বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিক্ষিপ্তঃ) [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়ঃ সাধনরূপাশ্রয়রহিতঃ) উভয়-বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ বিচলিতঃ) [সঃ] ছিন্নাভ্রমিব (বায়ুনা ছিন্নং পূর্ব্বস্মান্মেঘাদ্ভ্রষ্টমুত্তরমেঘঞ্চাপ্রাপ্তমভ্রং যথা বৃষ্ট্যযোগ্যং তথা) ন নশ্যতি কচ্চিৎ (কিং)। ৩৮

—:—

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ! ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

কালেতে সে জন যদি শৈথিল্যের বশে।
বিচলিত-চিত পরে হয় যোগাভ্যাসে॥
জ্ঞান রূপ যোগফল হারায়ে তখন।
কোন্ পথে সে অযতি করে হে গমন?॥ ৩৭
উপাসনা সহ কর্ম্ম করি পরিহার।
দেব পিতৃ লোকে তার নাহি অধিকার॥
হারায়ে শৈথিল্য দোষে জ্ঞানের পূর্ণতা।
নাহি হয় মোক্ষ লাভে তাহার যোগ্যতা॥
বিশাল বিমান-চারী বারিদ হইতে।
বিচ্ছিন্ন বায়ুর বশে, ভাসিতে ভাসিতে।
ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড নভোমণ্ডলের গায়।
আশ্রয় বিহনে যথা মিলাইয়া যায়॥
সেইরূপ অযতির যায় কি দুকূল?।
কহ মোরে মহাবাহো! সকলের মূল॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। হে কৃষ্ণ! মে এতং সংশয়ং (সন্দেহং) অশেষতঃ (নিঃশেষাৎ) ছেত্তুং (অপনেতুং) [ত্বং] অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ত্বৎ অন্যঃ (ত্বত্তঃ অপরঃ) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (নিবর্ত্তকঃ) ন হি (নিশ্চিতং) উপপদ্যতে (সম্ভবতি)। ৩৯

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি॥ ৪০

ভাবার্থ—

বিষম সংশয় ভরে দুলিতেছে মন।
কর কৃষ্ণ! কৃপা করি সন্দেহ ভঞ্জন॥
তুমি সকলের গুরু জ্ঞান-বুদ্ধি-দাতা।
সখা ভর্ত্তা প্রভু কর্ত্তা তুমি পিতা মাতা॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ রত গুণ গানে।
অপার মহিমা তব বেদেতে বাখানে॥
যোগী ঋষি ধ্যানে বসি ধ্যান করে তব।
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য নাথ! অনন্ত বিভব॥
তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা।
তুমিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব সংশয়ের ছেত্তা॥
তুমি বেদবিদ্‌বেদ্য, বেদের জনক।
ভ্রান্ত জীবে তুমি মাত্র ভ্রম-নিবর্ত্তক॥
শ্রীপদে দিয়াছ যদি অর্জ্জুনেরে স্থান।
সংশয় সাগরে তবে কর পরিত্রাণ।
তুমি সর্ব্বজীবময় সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
অন্তরের ভাব সব জানিতেছ তুমি॥
তোমা বিনা নাহি হেরি এই চরাচরে।
বিষম সংশয় মম নাশিতে যে পারে॥ ৩৯

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—হে পার্থ! ন এব ইহ (ইহলোকে) ন অমুত্র (পরস্মিন্ বা লোকে) তস্য বিনাশঃ (পাতিত্যং পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্ম-প্রাপ্তিশ্চ) বিদ্যতে তাত! হি কল্যাণকৃৎ (শাস্ত্রবিহিতকারী শুভকৃৎ) কশ্চিৎ দুর্গতিং (কুৎসিতাং গতিং পরিণামং) ন গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো হভিজায়তে ॥ ৪১

ব্যাখ্যা। যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং (অশ্বমেধাদিযাজিনাং) লোকান্ (ব্রহ্মলোকান্) প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ (নিত্যাঃ) সমাঃ (সংবৎসরান্) উষিত্বা (বাসমনুভূয়) শুচীনাং (যথোক্তকারিণাং, সদাচারাণাং বা) শ্রীমতাং (বিভূতিমতাং ধনিনাং) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে। ৪১

—*—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

দৈব দুর্বিপাক বশে হ'লে যোগ ভ্রষ্ট।
না হইবে বৎস! তার কোন দিক নষ্ট ॥
ইহলোকে কভু তার কীর্ত্তি নাহি যাবে।
পরলোকে হেয় গতি নাহি প্রাপ্ত হবে ॥
যে করেছে পদার্পণ যোগ-পদবীতে।
আধোগতি আর তার নাহি অবনীতে ॥
ব্রহ্ম বিচারণে মনঃ ক্ষণেকের তরে।
এ জগতে স্থির যদি কোন জন করে ॥
সর্ব্ব-তীর্থ-জলে স্নান, সর্ব্ববিধ দান।
সর্ব্ব দেব পূজা, সর্ব্ব যজ্ঞ অনুষ্ঠান-।
ফল-ভাগী সেই জন হইবে নিশ্চয়।
ত্রিলোক-পূজিত সেই জেন ধনঞ্জয়! ॥ ৪০
যোগপথ-ভ্রষ্ট মাঝে পার্থ! যেই জন।
অক্ষম ভোগের তৃষ্ণা করিতে বর্জ্জন ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২

ব্যাখ্যা। অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠানাং দরিদ্রাণাং) ধীমতাং (বুদ্ধিমতাং জ্ঞানিনাং) এব কুলে ভবতি ঈদৃশং যদি জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্ল্লভতরং। ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন! ৪৩

ব্যাখ্যা। তত্র (পূর্ব্বোক্তদ্বিবিধে জন্মনি) পৌর্ব্বদৈহিকম্ (পূর্ব্বদেহভবং) তং বুদ্ধিসংযোগং (বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং তৎ সাধনকলাপমিতি ভাবঃ) লভতে ততঃ (তল্লাভানন্তরং) চ হে

সে জন নিশ্চয় এই দেহ অবসানে।
সুখময় ব্রহ্ম লোক পায় পুণ্যগুণে॥
বহু সংবৎসর সেই সুখময় ধামে।
ইচ্ছামত সুখ ভোগ করি পরিণামে॥
বিষয়-বাসনা-শূন্য সদাচার-রত।
রাজগৃহে জন্ম লয় জনকের মত॥ ৪১
কিন্তু যে বা বৈরাগ্যের প্রবলতা ভরে।
বাসনার অধিকার অতিক্রম করে॥
জনম তাহার হবে নিজ কর্ম্ম ফলে।
জ্ঞানবান যোগী দীন ব্রাহ্মণের কুলে॥
জগতে জনম হেন সুদুর্ল্লভ অতি।
সাক্ষ্য তার শুকদেব সেই মহামতি॥ ৪২
যোগ পথে যে উন্নতি হয় মানবের।
আত্মার উন্নতি তাহা, নহে এ দেহের॥
দেহনাশে সে উন্নতি ধ্বংস নাহি হয়।
অবিনাশী আত্মা সহ দেহান্তরে যায়॥

কুরুনন্দন! ভূয়ঃ (অধিকং) সংসিদ্ধৌ (সংসিদ্ধিনিমিত্তং) যততে (প্রযত্নং করোতি)। ৪৩

—ঃ—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশো হ্পি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ ৪৪

ব্যাখ্যা। স তেনৈব পূর্ব্বাভ্যাসেন (পূর্ব্বজন্মনি কৃতো হ্ভ্যাসস্তেন পূর্ব্বসংস্কারেণ) অবশঃ (মোক্ষসাধনার্থং উদাসীনঃ) অপি হি ক্রিয়তে (স্ববশীক্রিয়তে, ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে বা) যোগস্য (মোক্ষসাধনস্য) জিজ্ঞাসু (জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ) অপি শব্দব্রহ্ম (বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠান ফলং)অতিবর্ত্ততে (কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমতিক্রামতি)। ৪৪

পূর্ব্ব-জন্ম-লব্ধ আত্মব্রহ্মৈক্য বুদ্ধি।
তাই তারা এ জনমে করে উপলব্ধি॥
অতঃপর নিরন্তর হে কুরুনন্দন!
যোগ-সিদ্ধিলাভ তরে করয়ে যতন॥ ৪৩
রাজকুলে জনমিলে জ্ঞান-লাভ-পথে।
ভোগ আশা অন্তরায় হয় নানা মতে॥
কিন্তু পূর্ব্ব-জন্ম-জাত সংস্কারের বলে।
সে সকল বাধা দূর করে অবহেলে॥
সহসা হৃদয়ে করে বৈরাগ্য উদয়।
মোক্ষ ধন লাভ হেতু যতন করায়॥
তুমিই দেখনা পার্থ! দৃস্টান্ত তাহার।
কুরুরাজ-মহাকুলে জনম তোমার॥
নিরবধি ভোগ পথে কর বিচরণ।
শস্ত্রের চালন কর শত্রুর হনন।
সমাগত সমরেতে মানব-শোণিতে।
আসিয়াছ পুণ্যময়ী পৃথিবী প্লাবিতে॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ৪৫

ব্যাখ্যা। তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ (প্রযতমানাদধিকতরং যতমানঃ যত্নং কুর্ব্বন্) যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (বিধূতপাপঃ অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী) [ভূত্বা] ততঃ (তদনন্তরং) পরাং গতিং (শ্রেষ্ঠাং মুক্তিং) যাতি (প্রাপ্নোতি)। ৪৫

—ঃ—

তপস্বিভ্যো হধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যো হপি মতো হধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন!॥ ৪৬

অকস্মাৎ কেন তব ভাব-বিপর্য্যয়!।
বিষয়-বিভোগে কেন বৈরগ্য উদয়!॥
আততায়ি-বধে আর নাহিক উৎসাহ।
ধন মান কীর্ত্তি প্রাণ বিসর্জ্জিতে চাহ॥
জেন ইহা পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারের ফল।
বাসনা হইল দূর বৈরাগ্য প্রবল॥
সন্ন্যাসে নাহিক বটে ক্ষত্র-অধিকার।
জ্ঞানের সাধনে আছে অধিকার তার॥
এইমত জ্ঞান লাভে অনুরাগী জন।
বেদোক্ত করম-ফল করে অতিক্রম॥ ৪৪
জ্ঞানের পিপাসা যত বলবতী হবে।
যত্নের আধিক্য তত যোগীর হইবে॥
কলুষ-কলাপ ক্রমে বিদূরিত হলে।
জন্ম-জন্মান্তর-জাত সংস্কারের বলে।
সিদ্ধি পথে অগ্রসর সাধক হইবে।
শ্রেষ্ঠ গতি মুক্তি ধন পরিণামে পাবে॥ ৪৫

ব্যাখ্যা। যোগী তপস্বিভ্যঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ) জ্ঞানিভ্যঃ (শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যঃ) অপি অধিকঃ কর্ম্মিভ্যঃ (ইষ্টাপূর্ত্তাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মকারিভ্যঃ) চ যোগী অধিকঃ [মম] মতঃ (অভিমতঃ) হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ [ত্বং] যোগী ভব। ৪৬

—ঃ—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

ব্যাখ্যা। মদ্গতেন (ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেন) অন্তরাত্মনা (অন্তঃকরণেন) যঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্দধানঃ) [সন্] মাং ভজতে স সর্ব্বেষাং

যোগীর মাহাত্ম্য কত দিব পরিচয়।
তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ যোগী জন হয় ॥
তপস্বী অশেষ ক্লেশ সহ্য করে বটে।
জ্ঞানে অধিকার তার কখন না ঘটে ॥
কামনায় সিদ্ধিলাভ করে কর্ম্মী যারা।
জ্ঞানের পথিক পার্থ! নহে নহে তারা ॥
তাই কর্ম্ম-পরায়ণ মানব হইতে।
যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব সখে জেন মম মতে ॥
শাস্ত্র-অর্থ-পরিজ্ঞানে জ্ঞানী হয় যারা।
পরোক্ষ জ্ঞানের লাভে সমর্থ তাহারা ॥
মোক্ষ-লাভ-হেতুভূত অপরোক্ষ জ্ঞান।
জন্মে না তাদের কভু জেন মতিমান্! ॥
তাই জ্ঞানিগণ হ'তে শ্রেষ্ঠ যোগী জন।
যোগী হ'তে পার্থ! তাই করহ যতন ॥ ৪৬
যোগী মাঝে যে মানব ভাবে ভক্তি সহ।
বাসুদেব রূপী মোর রূপ অহরহ।
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ব্যগ্র নিরন্তর।
স্থল কমলিনী জিনি চরণ সুন্দর।

যোগিনামপি (রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরায়ণানামপি) যুক্ততমঃ (অতিশয়েন যুক্তঃ, যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ) মে মতঃ। ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নূপুর-নিক্কণ ছলে সদা বলে যেন।
মাভৈ মাভৈ ভক্ত! ভবে ভীত কেন? ॥
নাভিসরোবরোপরি ক্ষীণ কটি তটে।
বিগলিত পীত বাস সুষমা প্রকটে ॥
কৌস্তুভ কেয়ূর হার বিলম্বিত গলে।
মনোলোভা বনফুল মালা তাহে দোলে ॥
কোমল-করকমল-মৃণাল আকারে।
আজানুলম্বিত ভুজ, কত শোভা করে ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভা পায় তায়।
শিষ্ট দেখি শান্ত যাহে দুষ্ট পায় ভয় ॥
সৌরকর-বিকসিত নিন্দি ইন্দীবর।
ভূতলে অতুল শোভা শ্রীমুখ সুন্দর ॥
ঈষৎ হাসির রেখা শোভিছে সে মুখে।
দশন বিকাশে যেন দামিনী ঝলকে ॥
অথবা বিধি বান্ধুলি ভাবি ওষ্ঠাধরে।
লুকায়ে রেখেছে দুটি মুকুতার হারে ॥
মোহনিদ্রাগত জীবে জাগাবার তরে।
শোভিছে বিবেক বাঁশি মধুর অধরে ॥
সুশীতল করিবারে সন্তাপিত প্রাণে।
কত শান্তি আছে দুটি নয়নের কোণে ॥

কিরীট-মণ্ডিত শির, শ্রবণ যুগলে।
আনন্দে কুণ্ডল যেন ঘন ঘন দোলে॥
এরূপ প্রতিষ্ঠা করি হৃদয় আসনে।
যে জন নিরখে সদা মানস-নয়নে॥
প্রাণপণে প্রাণ মন সমাহিত করে।
আমারি চিন্তায় রত একান্ত অন্তরে॥
প্রেমে যার ব্যভিচার নাহি কোন দিনে।
ভক্তি-নদী বহে মম প্রেমসিন্ধু পানে॥
ধ্রুব তারা আমি যার সংসার পাথারে।
যোগি-জন মাঝে আমি শ্রেষ্ঠ বলি তারে॥ ৪৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ! যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

ব্যাখ্যা—হে পার্থ!, ময়ি (পরমেশ্বরে) আসক্তমনাঃ (আসক্তং মনো যস্য সঃ নিবিষ্টচিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ (অহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য সঃ মদেকশরণঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন্ (মনঃসমাধানং কুর্ব্বন্) সমগ্রং মাং অসংশয়ং (সন্দেহপরিশূন্যভাবেনৈব) যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু। ১

—ঃ—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

কর্ম্ম-যোগ উপদেশ হে কুরুনন্দন?।
করিলাম সবিস্তারে এই ত কীর্ত্তন॥
ভক্তি-যোগ-বিধেয়তা প্রণালী তাহার।
কহি শুন মহামতে! নিকটে তোমার॥
তপ জপ কর্ম্ম-যোগ বৈরাগ্য সাধনে।
যে সকল ফল লাভ করে জ্ঞানী জনে॥
ভক্তি পথে বিধিমতে চলি ভক্তগণ।
সে সকল শুভফল অধিকারী হন॥
জ্ঞানে রজঃ তমঃ বটে নাহি মতিমান্!।
সত্ত্ব গুণ কিন্তু তাহে রহে বর্ত্তমান॥

জ্ঞানং তে হহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ো হন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

ব্যাখ্যা। অহং তে সবিজ্ঞানং (বিজ্ঞানসহিতং, জ্ঞানোত্তরং বিজ্ঞানং মাধুর্য্যানুভবময়ং ভাবং ইতি বিশ্বনাথঃ, বিচারপরিপাক-নিষ্পন্নত্বাচ্চ তদেব বিজ্ঞানং ইতি মধুসূদনঃ) ইদং জ্ঞানং (অপরোক্ষমেব

গুণাতীত জ্ঞান নহে, কেমনে সে তবে।
নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনা-সমর্থ হইবে॥
ত্রিগুণ অতীত ভক্তি, ভক্তি বিনা ভবে।
গুণাতীত ব্রহ্ম লাভ কভু না সম্ভবে॥
রসনা বিহনে কোথা বল দেখি পার্থ!
চক্ষু কর্ণ সুধা-রস গ্রহণে সমর্থ?॥
জ্ঞান বলে মুক্তিলাভ হ'য়ে থাকে সিদ্ধ।
এ প্রবাদ লোকে বটে আছে হে প্রসিদ্ধ॥
অন্তরে তাহার কিন্তু জানিও নিশ্চিত।
গুণীভূত † ভক্তিভাব আছে হে নিহিত॥
ভক্তি সহ পরমাত্ম-জ্ঞানের প্রভাবে।
এ জগতে তবে জীব মুক্তি ধন লভে॥
আমাতে আসক্ত, লয়ে আমারি শরণ।
যোগ অনুষ্ঠানে রত হইবে যে জন॥
সে জন ক্রমেতে মম বিভূতি অপার।
জানে যথা বলি শুন, বিবরণ তার॥ ১
আমাতে জীবের রতি জন্মিবার আগে।
আমার ঐশ্বর্য্যময় ধারণা যা জাগে।

† গুণীভূত ভক্তি—কর্ম্মী জ্ঞানী যোগিগণ কর্ম্মাদিজনিত ফল সিদ্ধির বাসনায় যে ভক্তি অবলম্বন করেন তাহাতে ভক্তির প্রাধান্য না থাকায় তৎসমস্তের ভক্তিত্বে ব্যপদেশ হইতে পারে না। তত্তৎ স্থলে কর্ম্ম জ্ঞানাদির প্রাধান্য অবিসংবাদিত তাহাই গুণীভূত ভক্তি।

জ্ঞানং শাস্ত্রজন্যং) অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা ইহ (শ্রেয়োমার্গে) ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্টং ভবতি)। ২

—ঃ—

ভক্তের হৃদয় মাঝে জেন পার্থ! সার।
জ্ঞান বলি অভিধান হয় হে তাহার॥
আমার মাধুর্য্যময় যে ভাব উদয়।
ভক্তের হৃদয় মাঝে অতঃপর হয়।
বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয় নিরন্তর।
জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে এই জানিও অন্তর॥
অথবা শাস্ত্রাদি গুরু উপদেশ ক্রমে।
জন্মে যে ধারণা তাহা উক্ত জ্ঞান নামে॥
বিচারের পরিপাক করণ দশায়।
অপরোক্ষ ভাবে স্বতঃ হৃদয়ে উদয়।
হয় যেই অনুভূতি, জেন পার্থ তারে।
বিজ্ঞান নামেতে উক্ত বুধগণ করে॥
এ জগতে যত জ্ঞান হয় অনুভূত।
সে সকলি এ দু'য়ের অন্তরে নিহিত॥
আমার তত্ত্বের কথা গোপনীয় বটে।
বলিব সে সব কিন্তু তোমার নিকটে॥
সাধনার রীতি তার পরিণাম ফল।
একে একে কহিতেছি শুন সে সকল॥
অনন্ত জ্ঞানের উৎস যিনি এ জগতে।
সর্ব্ববিধ তত্ত্ব সখে! নিহিত যাঁহাতে।
জ্ঞানী লোকে যাঁরে ডাকে জ্ঞানময় বলে।
তত্ত্ব তাঁর একবার বুঝিতে পারিলে।
অন্য ক্ষুদ্র জ্ঞানে আর নাহি প্রয়োজন।
সাগরের তুলনায় গোষ্পদ যেমন॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

ব্যাখ্যা। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু [মধ্যে] কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে (আত্ম-জ্ঞানায়) যততি (যত্নং করোতি) যততাং (প্রযত্নং কুর্ব্বতাং) সিদ্ধানাং (প্রাগর্জ্জিতসুকৃতানাং সাধকানাং) অপি কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) বেত্তি (জানাতি)। ৩

—*—

ভূমিরাপো হনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

ব্যাখ্যা। ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং (ভূম্যাদীনাং পঞ্চভূতানাং সূক্ষ্মাংশাঃ গন্ধাদয়ঃ) মনঃ (তৎকারণভূতো হহঙ্কারঃ) বুদ্ধিঃ (তৎ-কারণং মহত্তত্ত্বং) এব চ অহঙ্কারঃ (তৎকারণমবিদ্যা) ইতি ইয়ং মে প্রকৃতিঃ অষ্টধা ভিন্না (বিভক্তা)। ৪

—*—

ভাবার্থ—

বিরাজে যতেক জীব এ বিশ্ব-বিহারী॥
মানব তাহাতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে অধিকারী॥
নরকুল সদাকুল বিষয় চিন্তায়।
পরমার্থ-তত্ত্ব-আশে চিত্ত নাহি ধায়॥
পূর্ব্বজন্ম পুণ্যফলে কোন ভাগ্যবান্।
আত্মজ্ঞান লাভ হেতু হয় যত্নবান্॥
এ হেন সাধক মধ্যে পুনঃ কয় জন।
আমার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হন ?॥
এই আত্ম-তত্ত্ব কথা গুহ্য অতিশয়।
করিতেছি সংকীর্ত্তন শুন ধনঞ্জয়!॥ ৩
ভূমি জলানল বায়ু ব্যোম মন আর।
নিকৃষ্ট প্রকৃতি মম বুদ্ধি অহঙ্কার॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫

ব্যাখ্যা। ইয়ং অপরা (নিকৃষ্টা) ইতঃ তু পরাং (প্রকৃষ্টাং) অন্যাং জীবভূতাং (ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং, প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং, জীবনস্বরূপাং বা) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি হে মহাবাহো! যয়া ইদং জগৎ (অচেতনজাতং) ধার্য্যতে। ৫

—ঃ—

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬

বিষ বিমিশ্রিত অন্ন বিষ বলি যথা।
সুসঙ্গত অভিহিত হয়ে থাকে তথা।
ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম পঞ্চভূত অর্থ।
গন্ধাদি কারণ তার জেন ইহা পার্থ!॥
মন শব্দে লক্ষ্য হেথা জেন অহঙ্কার।
বুদ্ধি শব্দে মহত্তত্ত্ব কারণ তাহার॥
অহঙ্কার শব্দে হয় অবিদ্যা লক্ষিত।
অপরা প্রকৃতি অষ্ট ভাগেতে বিভক্ত॥
কথিত নিকৃষ্ট বলি জড় নিবন্ধন।
সংসার বন্ধনে হয় প্রধান সাধন॥ ৪
পরা নামে আর এক প্রকৃতি আমার।
ধারণ করিছে এই জগৎ ব্যাপার॥
জীব স্বরূপিণী তাঁরে জেন মতিমান্!।
করে সে জড় জগতে চৈতন্য বিধান॥
পরমা-প্রকৃতি নাহি থাকিলে ধরায়।
জড়ের অস্তিত্ব সখে! থাকিত কোথায়?॥
তাইত জড়-প্রকৃতি ক্ষেত্রই নিকৃষ্টা।
ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্য-রূপা প্রকৃতি গরিষ্ঠা॥ ৫

ব্যাখ্যা। সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি (এতে পরাপরে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং ভূতানাং তানি) ইতি উপধারয় (জানীহি) অহং (পরব্রহ্ম) কৃৎস্নস্য (সমস্তস্য) জগতঃ প্রভবঃ (উৎপত্তিঃ) তথা প্রলয়ঃ (বিনাশঃ, সংহারকারণং)। ৬

ভাবার্থ—

বিশাল-বিশ্ব-ব্যাপার যা' দেখিছ পার্থ!।
স্থাবর জঙ্গম আদি যতেক পদার্থ ॥
সঞ্জাত সকলি সখে! জেন বিধিমতে।
পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি হইতে ॥
এ নিয়মে কভু নাহি ঘটে ব্যভিচার।
চিরন্তন সত্য ইহা সর্ব্বতত্ত্ব সার ॥
জড়-প্রকৃতির হয় দেহ পরিণতি।
ভোক্ত্রী তাহে মম অংশ চেতনা প্রকৃতি ॥
আমা হ'তে সমুদ্ভব এতদুভয়ের।
পরম কারণ তাই আমি এ বিশ্বের ॥
সৃজন কারণ মাত্র নহি ধনঞ্জয়!।
অন্তিমে সংহার সব আমা হ'তে হয় ॥
গঠিত দু'য়ের যোগে করি সব যথা।
কালে তাহাদেরই যোগে লয় করি তথা ॥
সাক্ষাতে সকল কর্ম্ম করিনা ত বটে।
অসাক্ষাতে সব কিন্তু আমাতেই ঘটে ॥
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় জড় অগণন।
রচিত যে শক্তি-বলে হয় অনুক্ষণ।
মায়া নামে ধরাধামে অভিধান যার।
নহে কি সে মায়া সখে! শকতি আমার? ॥
কিম্বা যে চেতনা-শক্তি শকতি-প্রধান।
করিছে জড়-জগতে চৈতন্য বিধান।

জীব নামে ধরাধামে অভিধান যার।
নহে কি সে জীব সখে! শকতি আমার?॥
মম শক্তি হ'তে যদি সবার উদ্ভব।
কেন আমি সে সবার কারণ না হব?॥
তেমতি প্রলয়† কালে জানিও নিশ্চয়।
জড় ও চৈতন্যময় বিশ্ব সমুদয়॥
আমারি বাসনা-বশে মম বিধিমত।
পরম-পুরুষ-রূপী আমাতে মিলিত॥ ৬

† প্রলয়—মনুষ্য পরিমাণে ১ বর্ষে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র হয় এইরূপ ১২০০০ দৈব বর্ষে চারি যুগ হয়। ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার দিনমান বা কল্প, এই কল্পে চতুর্দ্দশ মনুর পতন হয়। এই কল্পাবসানে ঐরূপ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার রাত্রি হয়। তখন ত্রিলোকে প্রলয় হয়। ইহাই "নৈমিত্তিক প্রলয়"। এই সময়ে নারায়ণ বিশ্বসংসার আত্মসাৎ করিয়া আত্মভূ ব্রহ্মার সহিত অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন। এইরূপে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিপরার্দ্ধ গত হইলে (মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) সপ্ত প্রকৃতির প্রলয় উপস্থিত হয়। ইহাই "প্রাকৃতিক প্রলয়"। এই সময় মহদাদি কার্য্যভূত প্রকৃতি ও তাহার কারণ স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের লয় হয়। তখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়। এবং প্রাণিবৃন্দ ক্ষুৎপিপাসায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষয় হয়। সংবর্ত্তক-নামক-সূর্য্য প্রচণ্ড কিরণে পৃথিবীর সমস্ত রস পান করেন। তখন সংকর্ষণ-বদন-বিনির্গত সংবর্ত্তকনামক বহ্নি সমস্ত দগ্ধ করে। ব্রহ্মাণ্ড তখন সূর্য্য ও অগ্নি কিরণে দগ্ধ হইয়া দগ্ধীভূত গোময়-পিণ্ডবৎ হয়। সংবর্ত্তকনামক পবন প্রবল বেগে বহিতে থাকে এবং নভস্তল ধূলিসমাচ্ছন্ন করে। তখন নানাবর্ণ মেঘমালা শতবর্ষ বর্ষণ করে ও গভীর গর্জ্জন করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলে প্লাবিত হয়। এবং তজ্জন্য ভূমি-গুণ গন্ধ জলে গ্রাস করে। গন্ধ-শূন্য পৃথিবী প্রলয় দশায় উপস্থিত হয়, এবং জলের গুণ রস তেজে বিলীন হওয়ায় রসহীন জল তেজে লীন হয়। তেজের গুণ রূপ বায়ু গ্রাস করে এবং রূপহীন তেজ বায়ুতে লীন হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শ আকাশ গ্রাস করে এবং বায়ু আকাশে লীন হয়। আকাশের গুণ শব্দ অহঙ্কার গ্রাস করে। আকাশ অহঙ্কারে লীন হয়। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং সত্ত্বাদি গুণ সেই মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে। কাল-নিয়োজিত প্রধান, সত্ত্বাদি গুণ সকলকে

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) পরতরং (শ্রেষ্ঠং) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং প্রোতং (প্রোথিতম্)। ৭

—:—

রসো হহমপ্সু কৌন্তেয়! প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! অহং অপ্সু (জলেষু) রসঃ শশিসূর্য্যয়ো প্রভা (জ্যোতিঃ প্রকাশরূপতয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতো হহমিত্যর্থঃ) সর্ব্ববেদেষু (ঋক্সামযজুরথর্ব্বরূপেষু) প্রণবঃ (ওঁকারঃ) খে

ভাবার্থ—

একাধারে কার্য্য আমি আমিই কারণ।
আমি শক্তি শক্তিমান্ দু'য়ের মিলন॥
সবার গরিষ্ঠ নাম পরাৎপর তাই।
আমা হ'তে পরতর আর কিছু নাই॥
চরাচর ভূতচয় গ্রথিত আমাতে।
মুকুতা-নিচয় রয় গাঁথা যথা সূতে॥ ৭
রসরূপে স্থিতি মম সলিল ভিতরে।
সুধাময় কর-জাল আমি সুধাকরে॥

গ্রাস করে। সেই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির আর লয় নাই। দিবারাত্রি দ্বারা তাঁহার পরিমাণ নাই। তিনি অনাদি অনন্ত অব্যক্ত নিত্য কারণ এবং অব্যয়। তাঁহার বাক্য নাই, মন নাই, সত্ত্বরজস্তমো নাই, মহদাদি নাই। প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় কি দেবতা নাই, লোক রূপ স্বপ্নাদি অবস্থা, ক্ষিত্যাদি ভূত, অগ্নি, সূর্য্য কিছুই নাই। কেবল শূন্যবৎ অপ্রতর্ক্য। তিনি সকলের মূল। এইরূপ যখন পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সমূহ বিবশ হইয়া প্রলীন হয় তখনই "প্রাকৃতিক প্রলয়" হয়।

(আকাশে) শব্দঃ নৃষু (পুরুষেষু) পৌরুষং (পুরুষস্য ভাবঃ উদ্যমঃ) অস্মি (অণুষু গতোস্মি তত্তদ্রূপে সারভূতে ময়ি সর্ব্বে প্রোতা ইতি ভাবঃ)। ৮

—:—

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

ব্যাখ্যা। অহং পৃথিব্যাং চ (পৃথিব্যাশ্রয়ভূতো ঽহমিত্যর্থঃ) পুণ্যঃ (সুরভিঃ অবিকৃত ইত্যর্থঃ) গন্ধঃ (গন্ধতন্মাত্রং) বিভাবসৌ (অগ্নৌ) তেজঃ চ অস্মি সর্ব্বভূতেষু জীবনং (প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ) তপস্বিষু তপঃ (সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি)। ৯

—:—

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং (নিত্যং) বীজং (কারণং) বিদ্ধি অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (বিবেকশক্তিঃ) তেজস্বিনাং তেজঃ (প্রাগল্ভ্যং, পরাভিভবসামর্থ্যং) অস্মি। ১০

যে রবির খর-তাপে তাপিত ভুবন।
আমি সেই তাপময় তপন-কিরণ॥
আমিই পরমব্রহ্ম প্রণব বেদের।
পুরুষে পৌরুষ আমি শব্দ আকাশের॥ ৮
পবিত্র সুরভি গন্ধ আমি ধরণীর॥
পুণ্যময় তেজোরূপ আমিই অগ্নির॥
প্রতি-প্রাণি-দেহে জেন আমিই জীবন।
তাপসের তপ আমি কুন্তীর নন্দন!॥ ৯
স্থাবর-জঙ্গম-ময় এই চরাচরে।
সর্ব্বভূতবীজ বলি জানিও আমারে॥

বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামো হস্মি ভরতর্ষভ! ১১

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! অহং বলবতাং (সাত্ত্বিকবলযুক্তানাং) কামরাগবিবর্জ্জিতং (কামঃ অপ্রাপ্তেষু বস্তুষ্বভিলাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতে হর্থে প্রাপ্তে হপি পুনরধিকে হর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মক-তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসঃ, কামশ্চ রাগশ্চ তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং) বলং চ ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রং তেনাবিরুদ্ধো হপ্রতিষিদ্ধো ধর্ম্মানুকূলোবা) কামঃ (শাস্ত্রানুমতজায়াপুত্ত্রবিত্তাদিবিষয়াভিলাষঃ) অস্মি। ১১

—*—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২

ব্যাখ্যা। যে চ এব সাত্ত্বিকা (শমদমাদয়ঃ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ) যে রাজসাঃ (হর্ষদর্পাদয়ঃ) তামসাঃ (শোকমোহাদয়ঃ) চ তান্ মত্তঃ (পরমে-

---

আমি নিত্য-বিরাজিত সত্য সনাতন।
নিরপেক্ষ পার্থ! মম উদ্ভব-কারণ ॥
বুদ্ধিরূপে স্থিতি মম বুদ্ধিমান নরে।
তেজস্বী জনের তেজঃ জানিও আমারে ॥ ১০
তামসিক অনুরাগ রাজসিক কাম।
উভয় গুণ বর্জ্জিত সত্ত্ব গুণধাম।
বিষয়-বিমুখ ধর্ম্ম-নিষ্ঠ যে মানব।
তাহাদের বল আমি ভরত-ঋষভ! ॥
না করি লঙ্ঘন যেবা বেদশাস্ত্র-বিধি।
আশ্রম উচিত কর্ম্ম করে নিরবধি ॥
নিয়ত কামনা যার ধর্ম্ম অনুগামী।
বিরাজিত সে মানবে কামরূপে আমি ॥ ১১
শম, দম, জ্ঞান, কর্ম্ম বেদাদি সাত্ত্বিক।
হর্ষ, দর্প, অসুরাদি যত রাজসিক।

শ্বরাৎ) এব ইতি বিদ্ধি ন তু অহং তেষু (অহং ন তদধীনস্তদ্বশো যথা সংসারিণঃ) তে ময়ি (তে মদ্বশাঃ মদধীনাঃ) [বর্ত্তন্তে] ১২

-*-

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। এভিঃ (প্রাগুক্তৈঃ) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধৈঃ) গুণময়ৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণবিকারৈঃ) ভাবৈঃ (পদার্থৈঃ) ইদং সর্ব্বং জগৎ (প্রাণিজাতং) মোহিতং (অবিবেকতামাপাদিতং) [সৎ] এভ্যঃ (গুণময়ভাবেভ্যঃ)

শোক, মোহ, রাক্ষসাদি তামসিক ভাব।
আমারি প্রকৃতি জাত, আমাতে উদ্ভব ॥
মানব তির্য্যগ্ আদি যদা যে আধার-।
মধ্যগত, জীব পায় অধীনতা তার ॥
এ জীব জগতে বটে ঘটে সে নিয়ম।
আমার সম্বন্ধে কিন্তু তার ব্যতিক্রম ॥
বিরাজিত সর্ব্ব ঘটে আছি বটে আমি।
নহি কিন্তু কদাচিৎ তার অনুগামী ॥
আমাতে কল্পিত সখে! এ বিশ্ব অনিত্য।
কল্পিত এ বিশ্বে নহে আমার অস্তিত্ব ॥
স্থূল সূক্ষ্ম যত দেখ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার।
বাহিরে, অন্তরে, ধর্ম্মে, শক্তিতে, তাহার।
চিত্তপরিণতিতে ও আছি অনুস্যূত।
মণিহারে সূত্র যথা রহে মধ্যগত ॥
সকলের সার সব সম্ভূত আমাতে।
গঠিত বলয় হার যথা কনকেতে ॥ ১২
ত্রিগুণ-বিকারজাত পদার্থ-নিচয়-।
সমুৎপন্ন মোহে জীব সমাচ্ছন্ন রয় ॥

পরং (ব্যতিরিক্তং) অব্যয়ং (ব্যয়রহিতং, জন্মাদিসর্ব্বভাববিকার-বর্জ্জিতং) মাং ন অভিজানাতি (জ্ঞানবিষয়ীভূতং করোতি)। ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। মম এষা (যথোক্তা) দৈবী (দেবস্য পরমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা) গুণময়ী (গুণবিকারাত্মিকা) মায়া হি দুরত্যয়া (দুঃখেনা-

---

তাই তারা গুণাতীত নিত্য নিরুপম।
জন্ম-জরা-শূন্য মোরে জানিতে অক্ষম ॥
সর্প ভ্রম হয় যার রজ্জু নিরখিয়ে।
সে ত ভীত থাকে সখে! আশীবিষ-ভয়ে।
সে সময় রজ্জুরূপ প্রকৃত পদার্থ ॥
নির্ণয় করিতে তার থাকে কি সামর্থ্য? ॥
প্রফুল্ল-প্রসূন-পূর্ণ প্রমোদ-কানন।
নিরখে অথবা যবে মানবের মন।
বিষ্ণুর বিগ্রহ-মুগ্ধ বালকের প্রায়।
বাহ্য শোভা হেরি সে ত বিমোহিত হয় ॥
কিন্তু যে শোভার সার বিশ্বমূলীভূত।
ওত প্রোত ভাবে যিনি সে প্রসূনে প্রোত।
বিশ্বশিল্পী যিনি, যাঁর শিল্প-পরিচয়।
দিতেছে বিচিত্র সেই কুসুম নিচয় ॥
যে সৌভাগ্য সাগরের কণা মাত্র লয়ে।
ফুল্ল ফুলকুল হাসে গরবে মাতিয়ে ॥
তারে সে সুঘ্রাণ যিনি করেছেন দান।
লয় কি মানব তাহে তাঁহার সন্ধান? ॥ ১৩
সেই সে ত্রিগুণ-ময়ী মায়া, নিরন্তর।
যার গুণে বিমোহিত বিশ্ব চরাচর ॥

ত্যয়ো হ্যতিক্রমণং যস্যাঃ সা) যে মাং এব প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তে এতাং (সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং) মায়াং তরন্তি (অতিক্রমন্তি)। ১৪

অসুর রাক্ষস-ছল বিচিত্র যেমতি।
তেমতি বিচিত্র বলি মায়া নামে খ্যাতি॥
দেব আমি, মায়া মম লীলায় নির্ম্মিত।
তাই মায়া দৈবী নামে হয় অভিহিত॥
আমি বিষ্ণু, মম শক্তি মায়া, তাই সখে!।
বলিয়া বৈষ্ণবী শক্তি লোকে তারে ডাকে॥
মায়া মরীচিকা সদা বিস্তৃত বিস্তর।
তাই তার বিশেষণ হয়েছে দুস্তর॥
বদ্ধ থাকে জীব যদি একধা বেষ্টনে।
থাকে না শকতি তার গাত্র কণ্ডূয়নে॥
মোহিনী মায়ার গুণ সুকঠিন অতি।
ত্রিবেষ্টনে বদ্ধ তাহে জীব ক্ষীণ-মতি॥
নাগপাশ সম সেই কঠিন বন্ধন।
সাধ্য কি দুর্ব্বল জীব করে উন্মোচন॥
ভক্তি-অসি জীব যদি করে তবে করে।
আমার শরণ লয় একান্ত অন্তরে॥
সুকঠিন মায়া-পাশ ছিন্ন হয় তবে।
ভক্তি বিনা কার সাধ্য মায়া পরাভবে॥
তরিতে মায়া-সাগরে ভকতি তরণী।
মায়া-মরুভূমি মধ্যে ভক্তি স্রোতস্বিনী॥
পরাজিতে মায়া চিতে থাকিলে বাসনা।
করিবে ভকতি ভরে মম উপাসনা॥
মায়ার সম্পর্ক শূন্য যিনি মায়াতীত।
বিশুদ্ধ চৈতন্য, তিনি ব্রহ্ম অভিহিত॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। দুষ্কৃতিনঃ (কুপণ্ডিতাঃ পাপশীলা ইতি বা) মূঢ়াঃ (পশুতুল্যাঃ কর্ম্মিণঃ) মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ (সাঙ্খ্যাদয়ঃ তে হি সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুক্তিদত্বাদিধর্ম্মৈঃ শ্রুতিসহস্রপ্রসিদ্ধমপি মামীশ্বরমপলপন্তঃ প্রকৃতিমেব সর্ব্বস্রষ্ট্রীং মোক্ষদাত্রীং চ কল্পয়ন্তি) নরাধমাঃ (কিঞ্চিৎকালং ভক্তিমন্ত্বেন প্রাপ্তনরত্বা অপি আশুফলপ্রাপ্তৌ ন সাধ-

মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, সম্পর্ক যাহার।
মায়াসনে, ঈশ্বর বা বিম্ব নাম তার॥
যেই চিৎ প্রতিবিম্ব মায়ার মুকুরে।
নিয়ত প্রতিফলিত জীব বলে তারে॥
দর্পণ উপাধি প্রতিবিম্বে বিম্বে যথা।
মায়াই উপাধি জীব ঈশ্বরেও তথা॥
জীব ও ঈশ্বর ভাব হ'লে অপগত।
মায়া যবনিকা সখে! হয় অন্তর্হিত॥
অদ্ভুত মায়ার কার্য্য অপরূপ বিশ্ব।
নয়নের পথ হ'তে হইবে অদৃশ্য॥
দৃশ্যমান চরাচর বস্তুর অভাবে।
দ্রষ্টৃত্ব, সাক্ষিত্ব আর কেমনে রহিবে॥
তখন সাধক বিম্ব প্রতিবিম্বে স্যূত।
তুরীয় শুদ্ধ চৈতন্য ভাব হয় প্রাপ্ত॥
এই ত মাহাত্ম্য মম বৈষ্ণবী মায়ার।
জীবেশ্বর তত্ত্ব কর হবে মায়া পার॥ ১৪
পণ্ডিতাভিমানী যারা বিদিত জগতে।
ভ্রষ্ট তারা নিত্য মম ভক্তি পথ হ'তে॥
এই সব কুপণ্ডিত হীনমতি-জন।
বিভক্ত চারি প্রকারে শুন বিবরণ॥

নোপযোগ ইতি মত্বা স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তিত্যাগিন ইতি বিশ্বনাথঃ, বিপ্রাদিকুলজন্মনা নরোত্তমতাং প্রাপ্যাপি অসৎকাব্যার্থাসক্ত্যা পামরতাভাজঃ ইতি বলদেবঃ) আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ (অসুরাঃ যথা নিখিলানন্দকরং মদ্বিগ্রহং শরৈর্বিধ্যন্তি তথা দৃশ্যত্বাদিহেতুভিস্তে নিত্যচৈতন্যাত্মতয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধমপি তং খণ্ডয়ন্তীতি) [সন্তঃ] মাং ন প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি)। ১৫

—*—

মূঢ়, নরাধম, মায়া অপহৃত-জ্ঞান।
আসুর ভাব আশ্রিত, হয় মতিমান্॥
পশুতুল্য কর্ম্মী যারা হরি ভক্তি ত্যজে।
অসৎ প্রসঙ্গে রত কুসঙ্গেতে ম'জে॥
ইন্দ্রাদিসদৃশ মোরে কর্ম্মাধীন ভাবে।
মূঢ় বলি অভিহিত হয় তারা ভবে॥
কিঞ্চিৎ ভকতি হ'লে হৃদয়ে উদয়।
নরের পশুত্ব যবে অপগত হয়॥
তখন সাধনাভাবে ভক্তিপথ ভিন্ন।
স্বেচ্ছায় বিপথগামী নরাধম গণ্য॥
অথবা দ্বিজের কুলে লভিয়া জনম।
কুক্রিয় পামর যেই সেই নরাধম॥
শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়নে জানিয়া আমার।
অসংখ্য বিভূতি তথা ঐশ্বর্য্য অপার॥
আমারি মহিমা পার্থ অপলাপ করে।
সৃষ্টিকর্ত্রী মোক্ষদাত্রী বলে প্রকৃতিরে॥
মায়ার প্রভাবে তারা নিত্য শত শত।
কুযুক্তি কুটিল তর্ক করে উদ্ভাবিত॥
সাংখ্য মত অনুগামী এ ভবে যাহারা।
মায়া-অপহৃত-জ্ঞান জানিও তাহারা॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনো হর্জ্জুন!।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ!॥ ১৬

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ (তস্করব্যাঘ্র-রোগাদিনা অভিভূতঃ) জিজ্ঞাসুঃ (ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ সঃ) অর্থার্থী (অত্র পরত্র চ ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ) জ্ঞানী (আত্মবিৎ, বিষ্ণোস্তত্ত্ববিৎ) চ [এতে] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (পুণ্যকর্ম্মাণঃ) জনা মাং ভজন্তে। ১৬

চতুর্থ আসুর ভাব আশ্রয় যে করে।
দ্বেষ করে বিষ্ণুরূপী সতত আমারে॥
দম্ভ, দর্প, অভিমান, পরুষতাবশে।
সতত বঞ্চিত থাকে সার ভক্তিরসে॥
মূর্ত্তরূপ দৃষ্টি করি রুষ্ট অতিশয়।
দণ্ডিতে অরাতি-ভাবে শঙ্কিত যে নয়॥
মায়াবলে বুদ্ধি যথা জরাসন্ধ ধরে।
আসুর-ভাব-আশ্রিত জানিও তাহারে॥
সতত পাপনিরত বিবেকবিহীন।
মুগ্ধ জীব মোরে নাহি ভজে কোন দিন॥ ১৫
পূর্ব্ব-জন্ম-পুণ্যফলে ভজে যে আমারে।
সার্থক জনম তার জগত ভিতরে॥
আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী জ্ঞানী চারি নামে।
অভিহিত সখে! তারা হয় ক্রমে ক্রমে॥
প্রথমোক্ত তিন জন সকাম সাধক।
জ্ঞানী মাত্র হয় পার্থ! অকাম সেবক॥
শ্বাপদ অরাতি ব্যাধি তস্করের ডরে।
ভজনা যে করে মোরে আর্ত্ত বলে তারে॥

ইন্দ্রের বর্ষণ ভয়ে ব্রজবাসিগণ।
আর্ত্ত হয়ে লয়েছিল আমার শরণ ॥
দেবকী ও বসুদেব কংস-কারাগারে।
আর্ত্ত হয়ে করেছিল স্মরণ আমারে ॥
ব্যাধরূপী কৌরবের কর-কবলিতা।
কুরঙ্গী একবসনা দ্রুপদ-দুহিতা ॥
বলি মোরে প্রাণসখা শ্রীমধুসূদন।
আর্ত্ত হয়ে করেছিল করুণ রোদন ॥
শ্বাসগ্রস্ত রোগী জানি মরণ নিকটে।
আর্ত্ত ভাবে পার্থ! মোরে ডাকে করপুটে ॥
এই মত এ জগতে পড়িলে বিপদে।
আর্ত্ত জন করে মোরে ভক্তি পদে পদে ॥
দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু যারা মুক্তিকামনায়।
আত্মজ্ঞান অন্বেষণে অনুরত হয় ॥
মহারাজা মুচুকুন্দ মৈথিল জনক।
উদ্ধব ইহারা সব জ্ঞানজিজ্ঞাসক ॥
ইহ পরলোকে ভোগ-আশায় যাহারা।
আমার ভজনা করে, অর্থার্থী তাহারা ॥
সুমতি সুগ্রীব তথা রক্ষঃ বিভীষণ।
ভ্রাতৃরাজ্যতরে লয় শ্রীরামশরণ ॥
শ্রেষ্ঠ পদ অভিলাষী নিবিড় কাননে।
ডেকেছিল ধ্রুব পদ্মপলাশলোচনে ॥
পরত্র অর্থার্থী হ'য়ে এ নশ্বর দেহে।
ধ্রুব পায় ধ্রুবলোক মম অনুগ্রহে ॥
আর্ত্ত কি অর্থার্থী হয় জিজ্ঞাসু প্রথমে।
জ্ঞানার্জ্জনে মায়ামুক্ত হয় পরিণামে ॥
ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সদা যিনি।
মায়ার শাসন-মুক্ত সেই জন জ্ঞানী ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো হত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭

ব্যাখ্যা। তেষাং [মধ্যে] নিত্যযুক্তঃ (ভগবতি সদা সমাহিত-চেতাঃ) একভক্তিঃ (একস্মিন্ ময্যেব ভক্তিরনুরক্তির্যস্য সঃ) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞানবান্ আত্মবিৎ) বিশিষ্যতে (বিশেষমাধিক্যমাপাদ্যতে অতি-রিচ্যত ইত্যর্থঃ) অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং (নিরতিশয়ং) হি প্রিয়ঃ স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭

জ্ঞানে কোন কামনার নাহি থাকে লেশ।
সাধনার মধ্যে তাই জ্ঞানই বিশেষ॥
নিষ্কাম প্রেমিক ভক্ত সহজে মিলে না।
বৃন্দাবন-বিলাসিনী তাহার তুলনা॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অক্রূর আমার।
নিষ্কাম বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি অবতার॥
প্রহ্লাদ নারদ পৃথু শুক ও জনক।
ইঁহারা নিষ্কাম ভক্তি জ্ঞানের সাধক॥ ১৬
প্রভৃত সুকৃতিশালী মম ভক্ত সবে।
জ্ঞানী জন কিন্তু সখে! সবে পরাভবে॥
কোনরূপ বিক্ষেপের কারণ বিহনে।
চিত্ত তার যুক্ত থাকে নিত্য ভগবানে॥
একমাত্র প্রেমাস্পদ ভাবে মোরে জ্ঞানী।
আমাতে ভকতি তার অব্যভিচারিণী॥
কায়-মনো-বাক্যে লয় শরণ আমার।
ভাবে ভবে ধন জন পরিজন ছার॥
স্বর্গসুখবিমুখ সে মুক্তি নাহি চায়।
বিনা মূলে বিকায় সে সদা মম পায়॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮

ব্যাখ্যা। এতে সর্ব্ব এব উদারাঃ (উৎকৃষ্টাঃ) জ্ঞানী তু আত্মা এব [ইতি] মে মতম্ (নিশ্চিতাভিপ্রায়ঃ) হি যুক্তাত্মা (সমাহিতচিত্তঃ) সঃ অনুত্তমাং (ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাঃ তাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং) গতিং (গন্তব্যফলং) মাং এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্)। ১৮

নিষ্কাম প্রেমিক নাহি চাহে প্রতিদান।
শোধিতে সে প্রেম-ঋণ না পাই সন্ধান॥
যে আমাকে ভালবাসে স্বার্থ পরিহরি।
জেন পার্থ! এ জগতে আমি কেনা তারি॥
প্রাণ মোরে দিয়া সে যে প্রাণ মোর লয়।
প্রাণ নাহি দিলে কি হে প্রাণ পাওয়া যায়?॥
ভক্তিভরে যবে মোরে ডাকে ভক্তগণ।
সত্য সখে! আত্মহারা হই হে তখন॥
প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা বৈকুণ্ঠ গোকুল।
একত্র করিলে নহে ভক্ত সমতুল॥
ভক্ত মম পিতা মাতা ভক্ত মম মিত্র।
ভক্ত গুরু, ভক্ত শিষ্য, ভক্ত দারা পুত্র॥
ভক্তির কঠিন বাঁধা ছিঁড়িতে পারিনে।
ত্রিগুণ-অতীত হয়ে বাঁধা ভক্তিগুণে॥
মরি রে কি মন্ত্রগুণ ভক্তগণ জানে।
গোপনে ডাকে তথাপি থাকিতে পারিনে॥ ১৭
অন্তর্যামী আমি মোরে যে ভাবে যে চায়।
বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি সে ভাবে সে পায়॥
জিজ্ঞাসু অথবা আর্ত্ত অর্থার্থিনিকর।
ভক্ত বটে যুক্ত কিন্তু কামনা অপর॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। বহূনাং জন্মনামন্তে (কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়-হেতুনা অন্তে চরমে জন্মনি) জ্ঞানবান্ সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি (দৃষ্ট্যা সর্ব্বপ্রেম্নাং ময্যেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী, বাসুদেবঃ বসুদেবসুতঃ, "বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। তস্য দেবঃ পরংব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ॥" ইতি সনৎকুমারঃ, "বাসুদেবেতি

অন্য কোন সাধ্য বস্তু লাভ করিবারে।
সাধন ভাবিয়া তার সাধে তারা মোরে॥
তা' বলে কি ভক্তপদবাচ্য তারা নয়?।
তাহাদের সম গতি কয় জন পায়?॥
কয় জন রোগী মোরে ভজে বিধিমতে।
কয় জন যাজ্ঞসেনী জন্মেছে জগতে?॥
সুনীতির ধ্রুব কিহে জন্মে ঘরে ঘরে?।
জন্মেছে জনক কত বিদেহ নগরে?॥
প্রিয় প্রিয়তর মম ইহারা নিশ্চয়।
জ্ঞানী কিন্তু প্রিয়তম মম ধনঞ্জয়!॥
জ্ঞানীর সাধনা সখে! অপর প্রকার।
আমি তার সাধ্য বস্তু সাধন তাহার॥
আত্মার স্বরূপ আমি ভাবে জ্ঞানী জনে।
প্রভেদ নাহিক কিছু জ্ঞানী ভগবানে॥
জগতে পরমগতি জানিয়া আমারে।
জ্ঞানিচয় মদাশ্রয় লয় ভক্তিভরে॥ ১৮
জন্মজন্মান্তরে করি সুকৃতি সঞ্চিত।
জ্ঞানের চরম সীমা হলে উপনীত॥
চরাচর বিশ্ব এই বাসুদেবময়।
জ্ঞানীর হৃদয়ে হয় ভাবের উদয়॥

তন্নাম বেদেষু চ চতুর্ষু চ। পুরাণেষ্বিতিহাসেষু যাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে ॥” ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে। “সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥”। “ভূতেষু বসতঃ সো হন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ। ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ” ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। “বাদনাদ্ দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ”। ইতি মোক্ষধর্ম্মঃ)। স মহাত্মা (অত্যন্ত শুদ্ধান্তঃকরণত্বাজ্জীবন্মুক্তঃ) সুদুর্লভঃ। ১৯

—:—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে হন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

ব্যাখ্যা। তৈঃ তৈঃ (পুত্রস্বর্গধনাদিবিষয়ৈঃ) কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ (নষ্টবিবেকাঃ) [সন্তঃ] তং তং নিয়মং (তত্তদ্দেবারাধনাসু যঃ যঃ উপবাসজপাদিলক্ষণো নিয়মস্তম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) স্বয়া (স্বকীয়য়া) প্রকৃত্যা (স্বভাবেন) নিয়তাঃ (বশীকৃতাঃ) অন্যদেবতাঃ (বাসুদেবাৎ অন্যাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তে)। ২০

দেহ মন প্রাণ তবে করি সমর্পণ।
জ্ঞানী জন করে মোরে একান্তে ভজন ॥
বিমল প্রেমের ধারা ঢালি অনিবার।
তখন সে ধৌত করে চরণ আমার ॥
জ্ঞান-নেত্রে আমাকে সে করে দরশন।
এ হেন মহাত্মা ভবে আছে কয় জন? ॥ ১৯
ত্রিবিধ সকাম কিম্বা এই যে নিষ্কাম।
আমার ভক্তের কথা ব্যক্ত করিলাম ॥
জানে তারা এ জগতে নাহি আমা ভিন্ন।
ইষ্টদাতা ভয়ত্রাতা অথবা শরণ্য ॥
তাই তারা ভক্তিভরে ভজে হে আমারে।
জনম তাদের ধন্য ভুবনভিতরে ॥

কিন্তু কত মূঢ়মতি অবিবেকিগণ।
করিতে কামনা-কান্তামানসপূরণ ॥
আশু সিদ্ধিবিধায়ক বিনায়ক-আদি।
দেব যক্ষ প্রেত পূজা করে নিরবধি ॥
কেহবা নিশীথকালে শ্মশানেতে আসি।
পূতি-গন্ধ-পরিপূর্ণ শব-বক্ষে বসি।
আপন অভীষ্ট দেব পরিতুষ্টিতরে।
করিছে সাধনা তার একান্ত অন্তরে ॥
ইষ্টদেবতুষ্টিতরে কত মূঢ়মতি।
নিরীহ নর-শোণিত দিতেছে আহুতি ॥
সুকুমারী কুমারীর যতনে রক্ষিত।
সতীত্ব সোণার নিধি হরিতে উদ্যত ॥
অবোধ মানব তুচ্ছ ফলপ্রত্যাশায়।
কতই বিভৎস কর্ম্ম করিতেছে হায়! ॥
স্বভাবের বশ তারা জন্মজন্মান্তরে।
বাসনা পোষণ কত এইমত করে ॥
তাই ত প্রকৃতি হেন ঘৃণিত উপায়-।
বশীভূত তাহাদের করে ধনঞ্জয়! ॥
শত শত রবি শশী নিমেষে যাঁহার।
ধরায় উদয় লয় হয় অনিবার ॥
বারেক যে রঙ্গময় ভ্রুভঙ্গ করিলে।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ মগ্ন সাগরের জলে ॥
নিশ্বাসপ্রবাহে যাঁর প্রলয় ঘটায়।
অগণিত রসা কত রসাতলে যায় ॥
ব্যাপ্ত যিনি বিশ্বময় বিশ্বাধাররূপে।
বিরাজে অনন্ত বিশ্ব যাঁর লোমকূপে ॥
দেবগণ অনুক্ষণ রত গুণগানে।
অপার মহিমা যাঁর বেদেতে বাখানে ॥

যো যো যাং যাং তনূং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

ব্যাখ্যা। যঃ যঃ ভক্ত যাং যাং তনূং (দেবমূর্ত্তিং) শ্রদ্ধয়া (ভক্তি-ভাবেন) অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি তস্য তস্য (সকামভক্তস্য) তাং এব অচলাং (স্থিরাং) শ্রদ্ধাং অহং বিদধামি (স্থিরীকরোমি)। ২১

—:—

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

ব্যাখ্যা। স (অন্যদেবভক্তঃ) তয়া (মদ্বিহিতয়া দৃঢ়য়া) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্যাঃ (দেবমূর্ত্তেঃ) রাধনম্ ঈহতে (চেষ্টতে করোতি) চ ততঃ (তৎসকাশাৎ) ময়া এব বিহিতান্ (নির্ম্মিতান্) তান্ কামান্ হি লভতে। ২২

—*—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। তু তেষাং (দেবভক্তানাং) অল্পমেধসাং (মন্দপ্রজ্ঞানাং) তৎ ফলং অন্তবৎ (বিনাশি) ভবতি দেবযজঃ (দেবান্ যজন্তীতি দেব-

হেন দেবে নাহি সেবে লঘুচেতা যারা।
প্রাক্তন-করম-বশে সদা দিশাহারা ॥ ২০
বিভিন্ন মুরতি নানা প্রতিমা কি দেবে।
কাম্য ফল অভিলাষে যে ভাবে যে সেবে ॥
আমি অন্তর্যামী জানি মনোভাব তার।
সে দেবে অচলা করি ভকতি তাহার ॥ ২১
অনুদিন বিবর্দ্ধিত শ্রদ্ধা সহকারে।
যথা কালে তুষ্ট করি ইষ্ট দেবতারে ॥
আমার বিধান মতে মম অংশ ভূত।
দেব পূজা করি পায় ফল অভিমত ॥ ২২

পূজকাঃ) দেবান্ যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) মদ্ভক্তাঃ মাম্ অপি যান্তি (অপি-শব্দ-প্রয়োগাৎ ততো মদুপাসনাপরিপাকান্মামনন্তমানন্দঘনমীশ্বরমপি যান্তি প্রাপ্নুবন্তি অতঃ সমানে ২পি সকামত্বে মদ্ভক্তানামন্যদেবতাভক্তা-নাঞ্চ মহদন্তরম্)। ২৩

—*—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪

ব্যাখ্যা। অবুদ্ধয়ঃ (মন্দমতয়ঃ) মম অব্যয়ং (নিত্যং ব্যয়রহিতং) অনুত্তমং (ন বিদ্যতে উত্তমোভাবো যস্মাৎ তং নিরতিশয়ং) পরং ভাবং (পরমাত্মস্বরূপং) অজানন্তঃ অব্যক্তং (অপ্রকাশং) মাং ব্যক্তিং (মৎস্য-

ভাবার্থ—

বহুদিন করি নানা দেবতা অর্চ্চন।
চরমে যে ফল তারা করে উপার্জ্জন॥
সে ফল বিফল সম কত দিন থাকে।
আশু ফলে মজে মাত্র হীন-মতি লোকে॥
ভাবে তারা তাহাদের ইষ্ট দেবতার।
আমা ভিন্ন আছে শক্তি অভীষ্ট দিবার॥
কিন্তু যদি সে প্রতিমা কিম্বা সেই দেবে।
একাগ্র হইয়া তারা পরাৎপর ভে'বে।
পরব্রহ্ম বলি তার লইত শরণ।
বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব লভিত তখন॥
তখন সে অন্তহীন চিরস্থায়ি ফল।
লভিত জগতে যাহা অতীব বিরল॥
আপন সাধনা বলে দেবতা-পূজক।
পরিণামে প্রাপ্ত হয় দেবময় লোক॥
প্রলয়ে তাদের লয় জানিও নিশ্চয়।
তাহাদের সুখরবি চিরস্থায়ী নয়॥

কূর্ম্মবরাহনৃসিংহবামনরামাদিরূপেণ প্রকাশম্) আপন্নং (প্রাপ্তং গতং) মন্যন্তে (জানন্তি)। ২৪

ভক্তিভরে কিন্তু মোরে পূজা করে যারা।
অন্তিমে আমার গতি প্রাপ্ত হয় তারা॥
প্রলয়ে ও নাহি হয় তাহাদের লয়।
কীলকে যে মিলে তার ঘূর্ণন কোথায়?॥ ২৩
তবে যে প্রায়শঃ লোক পরব্রহ্ম ত্যজে।
ইষ্ট জন্য সদা অন্য দেবতাকে ভজে॥
উদ্ঘাটিত সম্মুখেতে সৌভাগ্যের দ্বার।
পরিহরি অন্ধপ্রায় ঘুরে অনিবার॥
বিমুখ বৈকুণ্ঠ-পতি করিতে পূজন।
কারণ তাহার সখে! কর আকর্ণন॥
দূরে থাক্ হীনমতি অবোধের কথা।
বিদ্যাবলে বলীয়ান্ যাহারা সর্ব্বথা॥
বেদোপনিষদ্-শাস্ত্র পারদর্শী যারা।
নহে মম গূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত তারা॥
মুনিগণ ধ্যানে বসি আমারে না জানে।
দেবের অগম্য আমি বেদেতে বাখানে॥
যোগেশ্বর যোগে মোর না পান যোজনা।
না পারে ধরিতে মোরে ব্রহ্মার কল্পনা॥
ভক্তি জোরে ভক্ত মোরে ধরেছে কেবল।
করেছে প্রাণের ভক্ত আমারে দুর্ব্বল॥
প্রেম-পাশে হৃদিবাসে বদ্ধ আছি তার।
ভক্তাধীন নামে তাই বিদিত সংসার॥
জ্ঞানাতীত আমি ভক্ত হৃদয়ের ধন।
অবিবেকী করিবে কি তত্ত্ব নিরূপণ?॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়ো হয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগো যুক্তির্মদীয়কো হপ্য-চিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ স এব মায়া অঘটমানঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ তয়া সংচ্ছন্নঃ, অথবা যোগো গুণানাং যুক্তিঃ মেলনং চিত্তসমাধিঃ বা সৈব মায়া তয়া

প্রকাশ-বিনাশ-আদি-বিকার-রহিত।
না জানি স্বরূপ মোর যত মূঢ়-চিত।
মীনকূর্ম্মবরাহাদি নানা অবতারে।
লীলার প্রচার যাহা করি বারে বারে।
বিকৃত ভাবেতে করি তার আলোচনা।
দেহধারী জীব মোরে করে হে গণনা ॥
জানিত তাহারা যদি আমি নির্ব্বিকার।
নিরাময় নিত্য বস্তু নিখিলের সার ॥
আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমিই শঙ্কর।
আমি যম হুতাশন পবন ভাস্কর ॥
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর আমি সর্ব্বময়।
সর্ব্বশক্তি আমি, সর্ব্ব জীবেতে উদয় ॥
তা'হলে কি ভ্রান্ত জীব না ভজি আমারে।
ভজিত সে ভ্রমবশে অন্য দেবতারে ? ॥
যে মম ত্রিগুণময়ী শকতি প্রভাবে।
জগতের যাবতীয় পদার্থ সম্ভবে ॥
অঘটন সংঘটনে পটীয়সী যিনি।
অভিহিতা যোগমায়া [১] অভিধানে তিনি ॥
তাঁর মায়া আছে মোরে আবরণ ক'রে।
প্রভাতে কুয়াসা যথা প্রকৃতি আবরে ॥

(১) যোগমায়া—ভগবানের সঙ্কল্পই যোগ এবং তাহার বশবর্ত্তিনী মায়াই যোগমায়া।

সমাচ্ছাদিতঃ) [সন্] সর্ব্বস্য (লোকস্য) প্রকাশঃ ন [ভবামি অতএব] মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি (জ্ঞানগোচরীভূতং করোতি)। ২৫

—ঃ—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন !।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! অহং সমতীতানি (বিগতানি, চির-বিনষ্টানি বা) বর্ত্তমানানি (উপস্থিতানি) ভবিষ্যাণি (সম্ভব্যানি) চ ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি সর্ব্বাণি ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি) বেদ (জানে) তু কশ্চন (কোহপি) মাং ন বেদ। ২৬

-*-

কিম্বা বরষায় যথা ঘন কাদম্বিনী।
নেত্রপথ-সমতীত করে দিনমণি ॥
সেইমত আমি সখে! এই চরাচরে।
সদা থাকি অবিবেকি-দৃষ্টির বাহিরে ॥
তাই যত মূঢ়-চিত, জন্ম-জরাতীত।
নিত্য, নিরাময় মোরে নহে অবগত ॥ ২৫
আবরিত অবিরত মায়া-আবরণে।
নিয়ত অদৃশ্য আছি মর্ত্ত্য দরশনে ॥
সমভাবে আমি কিন্তু হেরি সমুদায়।
কভু নাহি মম দৃষ্টি পরাভব পায় ॥
উন্নত পর্ব্বত চূড়া সাগরের তল।
গহন বিপিন কিম্বা শুষ্ক মরুস্থল।
বহুজন সমাকীর্ণ নগর সুন্দর।
নির্জ্জন তাপসাশ্রম বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
স্বর্গমর্ত্ত রসাতল অথবা আকাশ।
পাপীর অন্তিম স্থান নিরয় নিবাস ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ! ।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ! ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ ভারত ! সর্গে (স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং, সৃজ্যত ইতি সর্গঃ তস্মিন্) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (অনুকূলবিষয়ানুরাগঃ ইচ্ছা, প্রতিকূলবিষয়ে বিরাগঃ দ্বেষঃ, ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছাদ্বেষৌ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি যঃ সঃ তেন) দ্বন্দ্বমোহেন (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বজনিতো যো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন) সর্ব্বভূতানি সম্মোহং (সংমূঢ়তাং, বিবেকাযোগ্যত্বং) যান্তি। ২৭

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

সর্ব্বদেশে নির্ব্বিশেষে অতীত-সময়- ।
ভাবি-বর্ত্তমানে মম সম-দৃষ্টি রয় ॥
মায়ার ক্ষমতা নাহি আমার উপরে ।
মম দৃষ্টি আবরিতে মায়া নাহি পারে ॥
জীব-দৃষ্টি আবরণ করি মায়া রাখে ।
জানিতে পারেনা তারা তাইত আমাকে ॥ ২৬
ইচ্ছা অনুকূলে রতি বাসনা বিদিত ।
প্রতিকূলে যে বিরাগ দ্বেষ অভিহিত ॥
উভয়ই সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বের কারণ ।
ইহারাও জ্ঞাননেত্র করে আচ্ছাদন ॥
জীব যবে স্থূল দেহে করে হে প্রবেশ ।
তখন সে দেহে সখে ! জন্মে রাগদ্বেষ ॥
ইহাদের মোহ বশে প্রাণী সমুদায় ।
বিজড়িত হ'য়ে শেষে বিবেক হারায় ॥
মিথ্যা ধনজনমানে গণে মনে সুখ ।
ভগবানে আত্মজ্ঞানে ভজনে বিমুখ ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপং অন্তগতং (ক্ষয়-প্রাপ্তং) তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ (রাগদ্বেষাদিনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তাঃ) দৃঢ়ব্রতাঃ (অবিচলিতসঙ্কল্পাঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে। ২৮

—:—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯

ব্যাখ্যা। জরামরণমোক্ষায় (বার্দ্ধক্যদেহাবসানয়োর্নিরসনার্থং) মাম্ আশ্রিত্য (শরণং গত্বা সমাহিতচিত্তাঃ সন্তঃ) যে যতন্তি তে তৎ ব্রহ্ম (জগৎকারণং মায়াধিষ্ঠানং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং তৎপদলক্ষ্যং মাং) কৃৎস্নং অধ্যাত্মং (সমস্তমাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানং) অখিলং কর্ম্ম চ (নানাবিধকর্ম্মজন্যজীবস্য সংসারঞ্চ) বিদুঃ (জানন্তি)। ২৯

ভাবার্থ—

কিন্তু যারা দ্বন্দ্ব মোহ ভীষণ শাসন।
পুণ্য বলে একবার করি অতিক্রম॥
পাপ প্রলোভন হ'তে আসিয়াছে দূরে।
সুকৃত পুরুষ তারা ধন্য এ সংসারে॥
শুদ্ধমতি দৃঢ়চেতা সেই সাধুগণে।
সতত সমর্থ মম ভজন পূজনে॥ ২৮
জর জর হয়ে জরা-মরণ-জ্বালায়।
অশেষ যাতনা তার নাশ কামনায়॥
মুক্তি হেতু হ'য়ে সদা যত্নপরায়ণ।
আমার শরণাগত হয় যেই জন॥
পরব্রহ্ম রূপী মোরে জানিতে সে পারে।
জানে তথা ভোক্তৃ-ভাবে আমি যে প্রকারে
দেহ অধিকার করি, করি অবস্থান।
জগতে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব হয় যার নাম॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালে ঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ব্যাখ্যা। যে চ মাং সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূতাধিদৈবাভ্যাং সহিতং) সাধিযজ্ঞং (অধিযজ্ঞেন চ সহিতং) চ বিদুঃ তে যুক্তচেতসঃ (ময্যাসক্তমনসঃ) প্রয়াণকালেঽপি (মরণসময়েঽপি) মাং বিদুঃ (জানন্তি, নতু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি)। ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞান-
যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—:—

আরও জানে কর্ম্মজন্য যে রূপেতে হয়।
জীবের সংসার প্রাপ্তি বিবিধ বিষয় ॥ ২৯
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ সহ।
যাহারা আমারে পার্থ! ভজে অহরহ ॥
সেই সমাহিত-চিত মম ভক্তগণ।
মরণেও মোরে নাহি হয় বিস্মরণ ॥ ৩০

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম!।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্ত মধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—হে পুরুষোত্তম! তৎ (ভগবতা পূর্ব্বাধ্যায়ে যদুক্তং) ব্রহ্ম কিং (পরমাত্মচৈতন্যং বা জীবাত্মচৈতন্যং, সোপাধিকং নিরুপাধিকং বা) অধ্যাত্মং কিং (শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং বা সূক্ষ্মভূতরূপং প্রত্যক্‌চৈতন্যং) কর্ম্ম কিং (লৌকিকং বৈদিকং বা) অধিভূতং চ কিং (ভূতান্যধিকৃত্যেতি নিরুক্তে ঘটাদিকার্য্যং বা স্থূল-শরীরং পৃথিব্যাদি ভূত মধিকৃত্য যৎ কিঞ্চিৎ কার্য্যং অধিভূতপদেন বিবক্ষিতং কিং বা সমস্তমেব কার্য্যজাতম্) প্রোক্তং অধিদৈবং কিং (দেবতাবিষয়মনুধ্যানং বা সর্ব্বদৈবতেষ্বাদিত্যমনুষ্যাদিষ্বনুস্যূতং চৈতন্যং) উচ্যতে। ১

—:—

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

সপ্তম অধ্যায় শেষে পুরুষ প্রবর!।
করেছ প্রসঙ্গ মম বুদ্ধি অগোচর॥
জানিতে বাসনা তার সার বিবরণ।
কৃপা করি কর হরি! সন্দেহ ভঞ্জন॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কো হত্র দেহে হস্মিন্মধুসূদন ! ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ো হসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

ব্যাখ্যা। হে মধুসূদন! অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞমধিগতো-দেবতাত্মাপরব্রহ্ম অধিষ্ঠাতা প্রযোজক ফলদাতা বা) কঃ অস্মিন্ (দেহে)

সোপাধিক ব্রহ্মবস্তু জ্ঞাতব্য আমার।
অথবা নিরুপাধিক জ্ঞেয়, সারাৎসার ! ॥
পরমাত্মচৈতন্য কি বলিব ব্রহ্মেরে ?।
জীবাত্ম-চৈতন্য কিম্বা বলিব তাঁহারে ? ॥
করিছ অধ্যাত্ম শব্দে ইন্দ্রিয়াদি লক্ষ্য।
কিম্বা সূক্ষ্ম-ভূতবৃন্দ তব উপলক্ষ্য ॥
কর্ম্ম শব্দে বুঝিব কি বেদাদিবিহিত।
অথবা লৌকিক কর্ম্ম, কোন্‌টি সূচিত ? ॥
ঘটাদি কার্য্য, কথিত অধিভূত হয়।
অথবা স্থূল শরীর বুঝিব তাহায় ? ॥
পৃথিব্যাদি ভূতগ্রাম করি অধিকৃত।
যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাই অধিভূত ? ॥
কিম্বা যাবতীয় কার্য্য বুঝিব তাহাতে।
বিষম সন্দেহ দূর কর যদুপতে ! ॥
দৈব বিষয়ক ধ্যান অধিদেব উক্ত।
অথবা চৈতন্য যাহা আছে অনুস্যূত।
ক্ষুদ্রাদপি দেব হ'তে দেব দিবাকরে।
অধিদৈব নামে লক্ষ্য করিছ কাহারে ? ॥ ১
জ্ঞানময় আত্মা কিম্বা পরব্রহ্ম যিনি।
কোন্ জন অধিযজ্ঞ বল নাথ! শুনি ॥
অধিষ্ঠাতা ফলদাতা কে এ শরীরে ?।
কোথায় বসতি তাঁর নিকটে কি দূরে ? ॥

কথং (কেন রূপেণ) [স্থিতঃ] চ প্রয়াণকালে (মৃত্যুসময়ে) নিয়তাত্মভিঃ (নিয়তচিত্তৈঃ) কথং (কেনোপায়েন) জ্ঞেয়ঃ অসি। ২

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবো হধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ! অক্ষরং (ন ক্ষরতি ন চলতি ইত্যক্ষরং অবিনাশি) পরমং (স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপং) ব্রহ্ম স্বভাবঃ (স্বো ভাবঃ স্বরূপং প্রত্যক্ চৈতন্যং নতু স্বস্য ভাবঃ) অধ্যাত্মং (দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানম্) উচ্যতে, ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতানাং ভবধর্ম্ম-

---

চরম সময়ে যবে শ্রীমধুসূদন!।
দেহ হ'তে প্রাণবায়ু করে পলায়ন॥
আপনার বশ নহে দেহেন্দ্রিয়গ্রাম।
সম্ভবে কি সে সময় চিত্ত সমাধান॥
কেমনে সাধক জন বল সে সময়।
তোমার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হয়?॥ ২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

ব্রহ্ম অর্থে জেন পার্থ! সর্ব্বোপাধিশূন্য?
বিনাশবিহীন সেই পরম চৈতন্য॥
সেই ব্রহ্ম ভোক্তৃভাবে আছেন সংসারে।
বর্ত্তমান প্রতিদেহ অধিকার করে॥
এই ভাবে জীবরূপে দেহে অবস্থান।
স্বভাব, অধ্যাত্ম কিম্বা হয় তার নাম॥
যজ্ঞ হোম করি নরে দান যাহা করে।
দেবতা উদ্দেশে, বলে বিসর্গ তাহারে॥
দান হ'তে ক্রমে মেঘ হয় সমুৎপন্ন।
মেঘ হ'তে বৃষ্টি ধারা, বৃষ্টি হ'তে অন্ন॥

কাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবমুৎপত্তিং উদ্ভবং বৃদ্ধিঞ্চ করোতি যঃ সঃ) বিসর্গঃ (শাস্ত্রবিহিতযাগদানহোমাত্মকঃ ত্যাগঃ) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম-শব্দেনোক্তঃ)। ৩

—ঃ—

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।
অধিযজ্ঞো হহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ! ॥ ৪

ব্যাখ্যা। হে দেহভৃতাং বর ! (সর্ব্বপ্রাণিনাম্ শ্রেষ্ঠ !) ক্ষরঃ (বিনশ্বরঃ) ভাবঃ (দেহাদিপদার্থঃ) অধিভূতং (প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীতি) [ভবতি] পুরুষঃ (পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি, পুর্য্যংশেতে য ইতি পুরুষঃ আদি-ত্যান্তর্গতঃ সমষ্টিবিরাট্ সমষ্টিলিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ "স বৈ শরীরি-প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত"॥ ইত্যাদি স্মৃত্যাদিপ্রতিপাদিতঃ) চ অধিদৈবতং (দেবতা অগ্ন্যাদিত্যাদীন্যধিকৃত্য চক্ষুরাদিকরণান্যনুগৃহ্লাতীতি) অত্র দেহে অহং এব অধিযজ্ঞঃ (সর্ব্বযজ্ঞাধিষ্ঠাতা, সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণ্বাখ্যা দেবতা সর্ব্বযজ্ঞফলদায়কশ্চ)। ৪

অন্ন হতে জীবোৎপত্তি হয় পরিণামে।
দেবোদ্দেশে দান হয় উক্ত কর্ম্মনামে ॥ ৩
এই যে বিনাশ-শীল দেহাদি পদার্থ।
প্রাণীমাত্র অধিকার করি আছে পার্থ ! ॥
অধিভূত নামে তাহা অভিহিত হয়।
অতঃপর অধিদৈব † শুন ধনঞ্জয় ! ॥
বিরাট পুরুষ রূপে সবিতৃমণ্ডলে।
বশে আনি নিজ অংশভূত দেবদলে।

† অধিদৈব—যে সমষ্টি স্বরূপ লিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিরূপে ইন্দ্রিয়সমূহের গোচরীভূত হন সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈব।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

ব্যাখ্যা। অন্তকালে চ (মরণকালে চ) মাং (পরমেশ্বরং) এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা (ত্যক্ত্বা) যঃ প্রয়াতি (গচ্ছতি) স মদ্ভাবং (মদ্রূপতাং, নির্গুণব্রহ্মভাবং হিরণ্যগর্ব্ভলোকভোগান্তে) যাতি (প্রাপ্নোতি) অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। ৫

—*—

অধিপতি রূপে তার বিরাজিত যিনি।
অধিষ্ঠাতৃদেব সেই অধিদৈব তিনি ॥
শরীরীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম।
পুরুষ নামেতে তাই অভিহিত হন ॥
সর্ব্বভূত আদি কর্ত্তা তিনি মূলাধার।
ব্রহ্মার অগ্রেতে ছিল অস্তিত্ব তাঁহার ॥
পরিদৃশ্যমান দেহে হ'য়ে অন্তর্যামী।
অধিযজ্ঞ রূপে আছি অবস্থিত আমি ॥
বর্ত্তমান আছি বটে দেহেতে নিশ্চিত।
লিপ্ত কভু নহি কিন্তু জীবের সহিত ॥
যজ্ঞ-অধিষ্ঠাতৃরূপে আমিই দেবতা।
আমি যজ্ঞ-প্রবর্ত্তক আমি ফল দাতা ॥ ৪
দেহ-ভার ত্যজিবার সময় আসিলে।
জীব যদি বদ্ধমূল সংস্কারের বলে।
ভগবান্-ধ্যানে রত থাকি অনিবার।
আমার আমার চিন্তা করে পরিহার।
সগুণ আমারে ভাবি ত্যজে ইহলোক।
নিশ্চয় সে জন পায় পিতৃদেবলোক ॥
হিরণ্য-গর্ব্ভাখ্য লোক ভোগ অবসানে।
ব্রহ্মভাবে লীন হয় অন্তিমে নির্গুণে ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

ব্যাখ্যা। কৌন্তেয়! [সঃ] সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (তস্মিন্ দেবতা-বিশেষাদৌ ভাবো ভাবনা তদ্ভাবঃ সম্পাদিতো যেন স তথা ভাবিত-

কিন্তু সখে! আমার যে উপাসকগণ।
নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব করিয়া চিন্তন॥
দৃশ্যমান দেহভার পরিহার করে।
প্রাণ তাহাদের নাহি যায় স্থানান্তরে॥
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম করি দরশন।
ভিন্ন হয় হৃদ্‌গ্রন্থি তাদের তখন॥
বিচ্ছিন্ন সংশয় হয় কর্ম্ম পায় ক্ষয়।
প্রাপ্ত হয় মম ভাব তখনি নিশ্চয়॥ ৫
যে ভাবনা ভাবে জীব জীবনান্তকালে।
সেই মত ফল তার মরণান্তে ফলে॥
সত্য বটে মৃত্যুকালে দেহেন্দ্রিয়চয়।
ব্যাকুল হইয়া পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায়॥
চারিদিকে বিভীষিকা শিরোদেশে যম।
অসম্ভব সে সময় স্মরণ-উদ্যম॥
কিন্তু যবে সুস্থভাবে রহে দেহ মন।
সে সময় যে বিষয় ভাব অনুক্ষণ॥
জীবনান্তকালে নিত্য অভ্যাসের বশে।
সে বিষয় চিন্তা চিতে আপনি আইসে॥
তদ্ভাব-ভাবিত-চিতে ত্যজিলে জীবন।
সেই ভাব পায় নহে অন্যথা কখন॥
জান না কি ভরতের কথা ধনঞ্জয়!।
অন্তে মৃগ চিন্তি মরণান্তে মৃগ হয়॥

তদ্ভাব ইত্যর্থঃ) [সন্] যং যং অপি বা ভাবং (দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা) অন্তে স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি তং তং এব (স্মর্য্যমাণং ভাবং নান্যং) এতি (প্রাপ্নোতি)। ৬

—*—

শুদ্ধ-মতি পার্থ! তুমি কেবলোপলক্ষ্য।
হে শরীরী-জীবচয়! তোমরাই লক্ষ্য॥
সাবধান হও এবে সময় থাকিতে!
অন্তে অনুতাপ যেন না হয় করিতে॥
এখন জীবন-দীপ আছে দীপ্তিমান্।
এই বেলা গম্য পথ করহ সন্ধান।
শরীর আয়ত্ত আছে মন কর বশ।
পরিণাম চিন্তা কর না হয়ে অলস॥
অসচ্চিন্তা হ'তে চিত্ত করি আকর্ষণ।
সাধু চিন্তা পথে তারে কর আনয়ন॥
নবীনা-নয়ন-ভঙ্গী কুরঙ্গীর সম।
কান্তারের কমনীয় কান্তি অনুপম।
নিরখিতে যে নয়ন অনুক্ষণ চায়।
যতনে সে সব হ'তে ফিরাইয়া তায়।
নবীন-নীরদনিভ-নীল-কলেবরে।
চেষ্টা কর এই বেলা স্থির করিবারে॥
রঙ্গভূমে নায়িকার সুমধুর গান।
যে শ্রবণ করে তব সুধা সম জ্ঞান।
ভব-রঙ্গ-নায়কের গুণগান স্বরে।
চেষ্টা কর এই বেলা মজাইতে তারে॥
ফুল্ল ফুলকুল-ঘ্রাণ করিতে গ্রহণ।
যে নাশা নিয়ত তব লোলুপ এখন।
সর্ব্ববিধ সুবাসের নিবাস যথায়।
চেষ্টা কর নিয়োজিতে তাহারে তথায়॥

যে রসনা তুষ্ট তব আছে মিষ্ট রসে ॥
চেষ্টা কর রসাইতে নাম-সুধারসে ॥
যে করে লভিছ প্রিয়-আলিঙ্গন-সুখ।
করিও না তারে কৃষ্ণ চরণে বিমুখ ॥
তাই বলি এই বেলা থাকিতে সময়।
অসময়ের সখা সেই ভাব রসময় ॥
ভুলে যাও বলবতী ভোগের লালসা।
দূর কর দুর্নিবার বিষয়ের তৃষা ॥
অধর্ম্ম কণ্টক পথ কর পরিহার।
ভ্রমে নাহি দিও ভবে মনোব্যথা কার ॥
কামিনী-কাঞ্চন নহে অন্তের সহায়।
শেষের সে দিনে তব কি হবে উপায় ? ॥
মরণ-শয্যায় যবে করিবে শয়ন।
আত্মার মঙ্গল তরে আত্মীয় স্বজন।
তারস্বরে তারা বটে তারকব্রহ্মনাম।
শ্রুতিমূলদেশে তব গাবে অবিরাম ॥
নেত্র মুদি তুমি কিন্তু করিবে চিন্তন।
সতত অভ্যস্ত তব প্রিয় ধন জন ॥
জীবনান্তে আত্মা তব হবে অধোগত।
নিশ্চয় জানিও ইহা শাস্ত্রানুমোদিত ॥
চাও যদি পরলোকে শুভ আপনার।
সময় থাকিতে কর প্রতিকার তার ॥
এ সংসার পান্থশালা আত্মীয় মিলন।
পথিকে পথিকে যথা হয় আলাপন ॥
অনিত্য তাহার যত সুখ সমুদয়।
নিত্য ভাবি মত্ত তাহে অজ্ঞ-জীবচয় ॥
জ্ঞানী যারা কিন্তু তারা সময় থাকিতে।
চরমের ধন মোরে চিন্তা করে চিতে ॥ ৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ (যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তেঃ কারণং তস্মাৎ) সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর (অনুচিন্তয়) যুধ্য চ ময়ি (পরমেশ্বরে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (অর্পিতং মনঃ বুদ্ধিশ্চ যেন সঃ) অসংশয়ং মাং এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ৭

—*—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ স এব যোগঃ সমাধিস্তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং

ভাবার্থ—

অতএব এই বেলা যত্ন সহকারে।
সগুণ ঈশ্বর রূপী চিন্তা কর মোরে ॥
সুখ-অনুষ্ঠেয় নহে ঈশ্বর-ভাবনা।
চিত্ত-শুদ্ধি বিনা তার নাহি সম্ভাবনা ॥
অন্তর করিতে শুদ্ধ তাই নিরন্তর।
স্বধর্ম্ম সঙ্গত রণে হও হে তৎপর ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কর অনুক্ষণ।
সরল অন্তরে কর আমার স্মরণ ॥
এই রূপে ক্রমে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান-ফলে।
চিত্তের অশুদ্ধি তব অপগত হ'লে ॥
সঙ্কল্প-আত্মক মন করিবে যখন।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সহ সমর্পণ।
এই বাসুদেব-রূপী আমার সেবায়।
তখন আমাকে প্রাপ্ত হইবে নিশ্চয় ॥ ৭

যৎ তেন) ন অন্যগামিনা (ন অন্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি তেন) চেতসা পরমং (নিরতিশয়ং) দিব্যং (দিবি দ্যোতনাত্মন্যাদিত্যে ভবং) পুরুষং (পূর্ণং) চিন্তয়ন্ [তমেব] যাতি (গচ্ছতি)। ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসা২চলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি-
দিব্যম্॥ ১০

ব্যাখ্যা। কবিং (অতীতানাগতাদ্যশেষবস্তুদর্শিত্বেন সর্ব্বজ্ঞম্) পুরাণং (চিরন্তনং সর্ব্বকারণত্বাদনাদিম্) অনুশাসিতারং (সর্ব্বস্য জগতো

ভাবার্থ—

চিত্ত-ক্ষেত্রে একরূপ প্রত্যয়-প্রবাহ।
ধারা রূপে প্রবাহিত হলে অহরহ।
অভ্যাস নামেতে উক্ত হয় ধনঞ্জয়!।
অন্তরে অভ্যাস-যোগ হইলে উদয়।
গমন বিষয়ান্তরে চিত্ত নাহি করে।
একাগ্রতা জন্মে সেই চিন্তার উপরে॥
অভ্যাস-যোগ-সংযুক্ত অন্য-গতিহীন।
চিত্ত ক্ষেত্রে চিন্তা যেবা করে অনুদিন।
পরম পুরুষ রূপী সেই জ্যোতির্ম্ময়।
পাইবে তাঁহারে তাহে নাহিক সংশয়॥ ৮
পরম পুরুষ সেই সতত বিদিত।
বর্ত্তমান সম ভূত অনাগত যত।
সর্ব্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাতা তিনি সনাতন।
স্বয়ম্ অনাদি-সিদ্ধ কারণ-কারণ॥

নিয়ন্তারং) অণোঃ অণীয়াংসং (সূক্ষ্মাদপ্যাকাশাদেঃ সূক্ষ্মতরং) সর্ব্বস্য ধাতারং (কর্ম্মফলজাতস্য বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং) অচিন্ত্য-রূপং (স্বয়াৎ ন চিন্তয়িতুং শক্যম্ অপরিমিতমহিমত্বেন রূপং যস্য তম্) আদিত্যবর্ণম্ (আদিত্যস্যেব সকলজগদবভাসকঃ বর্ণঃ প্রকাশঃ যস্য তম্) [অতএব] তমসঃ পরস্তাৎ (মোহান্ধকারাদজ্ঞানলক্ষণাৎ পরস্তাৎ প্রকাশরূপত্বেন তমোবিরোধিনমিতি) [কদা তদনুস্মরণে প্রযত্নাতিরেকঃ অভ্যস্যতে তত্রাহ] প্রয়াণকালে (অন্তকালে) ভক্ত্যা (পরমেশ্বরবিষয়ে অচলেন প্রেম্না) যুক্তঃ [সন্] অচলেন (একাগ্রেণ) মনসা যোগবলেন (প্রথমং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য ততঃ ঊর্দ্ধগামিন্যা সুষুম্নয়া নাড্যা গুরূপদিষ্টমার্গেণ) চ এব ভ্রুবোর্মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) প্রাণম্ আবেশ্য (প্রাণবায়ুং স্থাপয়িত্বা) সম্যক্ (সাবধানঃ, অপ্রমত্তঃ সন্) যঃ অনুস্মরেৎ (অনুচিন্তয়েৎ) স তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি (ব্রহ্মরন্ধ্রাদুৎক্রম্য স এব উপাসকস্তং পরং দিব্যং পুরুষং প্রাপ্নোতি)। ৯-১০

—:—

শাসিত জগত নিত্য তাঁহার শাসনে।
নিয়মিত কর্ম্ম যত তাঁহার নিয়মে॥
সূক্ষ্ম বটে অন্তরীক্ষ সূক্ষ্ম কাল দিক্।
পরম পুরুষ পার্থ! সূক্ষ্ম ততোধিক॥
বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিনিই বিধাতা।
তিনি মাত্র সর্ব্বজীবে কর্ম্মফল-দাতা॥
চিন্তার অতীত রূপ মহিমা কে জানে।
ধরিবারে মন বুদ্ধি পরাভব মানে॥
তপন আপন রূপ প্রকাশে যেমতি।
স্বপ্রকাশ জেন পার্থ তিনিও তেমতি॥
তাঁহারি রূপ-সাগরে ভাসিছে অবনী।
বিশাল সাগরে যথা ভাসে হে তরণী॥

প্রকাশ-রূপত্ব হেতু মোহ-অন্ধকার।
বিদূরিত হয় সদা বিকাশে তাঁহার ॥
তমোময়ী প্রকৃতির প্রপঞ্চ নিচয়।
ভেদ করি দূরে তাঁর অবস্থান হয় ॥
এ হেন পুরুষে যেবা ভক্তি সহকারে।
যোগ বলে স্থির মনে সদা চিন্তা করে ॥
নিশ্চয় সে জন সখে! অন্তের স্পৃহায়।
পরম পুরুষ রূপী তাঁকে প্রাপ্ত হয় ॥
প্রাণ বায়ু *কুণ্ডলিনী-গতি শাস্ত্রমতে।
যুগপৎ সংঘটিত হয় কুরুপতে! ॥
একই প্রকার হয় উভয়ের কার্য্য।
এক অনুষ্ঠান ফল উভয়ের ধার্য্য ॥
তাই প্রাণায়াম যোগে কুল-কুণ্ডলিনী।
করি জাগরিতা, তারে ক্রমে ক্রমে আনি।
† সুষুম্নাপথেতে পার্থ পঞ্চচক্র ভেদি।
আনিবারে ষষ্ঠচক্রে ‡ যোগী পারে যদি।
ভ্রূ-মধ্যে দ্বিদল পদ্মে করিয়া যতন।
প্রাণবায়ু সহ শক্তি করে আগমন ॥
এই প্রাণবায়ু তথা করি সন্নিবেশ।
পরম পুরুষে মন যে করে নিবেশ ॥
জ্যোতির্ম্ময় দিব্যরূপ পুরুষ প্রবর।
সে জন নিশ্চয় ভবে লভে কুরুবর! ॥ ৯-১০

* কুণ্ডলিনী গতি—নাভির অধোভাগস্থিতা চক্রাকার-ধারিণী শক্তি উদ্বুদ্ধা হইলে এই দেহস্থিত প্রাণ-সমূহ বহ্নি অর্থাৎ তেজের সহিত তন্তু সহকারে লূতার গতির ন্যায় বিচরণ করে।

† সুষুম্না—মূর্দ্ধন্য নাড়ী বা মোক্ষদ্বার। মানব দেহের লিঙ্গের ঊর্দ্ধ এবং নাভির অধোদেশস্থিত মেঢ্র অর্থাৎ কন্দ বা গ্রন্থিস্থান হইতে মস্তক প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মেরুদণ্ডের বামভাগস্থিত ইড়া ও দক্ষিণ ভাগস্থিত পিঙ্গলা এই দুই নাড়ীর

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

ব্যাখ্যা। বেদবিদঃ (বেদার্থজ্ঞাঃ) যৎ অক্ষরং (অবিনাশি ওঙ্কারাখ্যং ব্রহ্ম) বদন্তি বীতরাগাঃ (বিগতো রাগো যেভ্যস্তে নিস্পৃহাঃ) যতয়ঃ (যত্নশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ) যৎ বিশন্তি (প্রবিশন্তি) যৎ ইচ্ছন্তঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ জ্ঞানার্থং বাসনাযুক্তাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মচর্য্যং (গুরুকুলে বাসাদিরূপতপঃ) চরন্তি (অনুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি) তে (তুভ্যং) তৎপদং (পদ্যতে গম্যতে

মধ্যে চক্ষুর অগোচর যে সূক্ষ্ম নাড়ী আছে তাহাকে সুষুম্না নাড়ী কহে। শাস্ত্রে ইহা সরস্বতী, ইড়াগঙ্গা এবং পিঙ্গলাযমুনা নামে খ্যাত। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী, তাহার মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্য দিয়া ব্রহ্মনাড়ী নামে সূক্ষ্মতম একটি নাড়ী মূলাধারস্থ শিবলিঙ্গ-মুখ হইতে নির্গতও মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। মানব হৃদয়ে ১০১ প্রধান নাড়ী, প্রত্যেক নাড়ীর ১০০ শাখা নাড়ী এবং শাখা নাড়ীর সহিত ৭২০০০ করিয়া সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। দক্ষিণ নিশ্বাস পিঙ্গলা নাড়ী বা যমুনা বহ্নিমণ্ডল-গোচর "দেবযান"। বাম নিশ্বাস ইড়া নাড়ী বা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল-গোচর ইহাই "পিতৃযান"। সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডল গোচর সূর্য্য রশ্মির সহিত সংযুক্ত, ইহার অন্য নাম মূর্দ্ধন্য নাড়ী বা মোক্ষদ্বার। জ্ঞানিগণ যাবজ্জীবন জ্ঞানানুশীলনে এই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান দেখিতে পান। এবং এই পথে উৎক্রমণ করেন। এই সুষুম্নান্তর্গত বিশ্বে সমস্ত লোক, দিক্, ক্ষেত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, নদী, বেদ, শাস্ত্র, বিদ্যা, স্বর, মন্ত্র ও পুরাণ সমুদয় বিদ্যমান।

‡ ষট্‌চক্র—১। আধারচক্র বা মূলাধার। ২। স্বাধিষ্ঠান ইহা মূলাধারের ঊর্দ্ধে লিঙ্গ-মূলে। ৩। মণিপুর ইহা নাভি-মূলে। ৪। অনাহত ইহা হৃদয়ে। ৫। বিশুদ্ধ ইহা কণ্ঠদেশে। ৬। আজ্ঞা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে। তদূর্দ্ধে প্রণবাকার পরমাত্মস্থান ও তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু অতিক্রম করিয়া সহস্রার পদ্মের স্থান। আধার চক্র বা মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অবস্থিত তদুপরি সর্পরূপা কুণ্ডলিনী মুখদ্বারা ব্রহ্ম নাড়ীর ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদিত করিয়া সার্দ্ধতিন বেষ্টন দিয়া নিদ্রিতা আছেন। প্রাণায়াম-যোগে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা ও ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া সহস্রারপদ্মমধ্যস্থিত পরম পুরুষের সহিত মিলিতা করাই ষট্‌চক্র ভেদের উদ্দেশ্য।

ইতি পদং অক্ষরাখ্যং পদনীয়ং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রবক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি)। ১১

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। সর্ব্বদ্বারাণি (সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য) মনঃ হৃদি (হৃদয়দেশে) নিরুধ্য (বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্ব-

---

ভাবার্থ—

অবিনাশি যে বস্তুরে বেদ বিদ্ জনে।
†ওঙ্কার অক্ষর-রূপী ব্রহ্ম বলি মানে ॥
ভবের ভোগ বাসনা দিয়া বিসর্জ্জন।
সাধন-পথাবলম্বী সাধক সুজন।
যে ধন লাভের তরে সঁপিয়াছে প্রাণ।
করিছে প্রয়াস যার অর্থে অবসান ॥
গোপনীয় তত্ত্ব যাঁর পরিজ্ঞান তরে।
নিষ্ঠ ব্রহ্মচারী কত আজীবন ধরে।
গুরুকুলে করি বাস করিছে বিধান।
সুকঠিন তপস্যার শুভ অনুষ্ঠান ॥
সেই যে অক্ষর পদ, তাহার বিষয়।
সংক্ষেপে করিব ব্যাখ্যা শুন ধনঞ্জয়! ॥ ১১

† ওঙ্কার—"ওঙ্কারঃ প্রণবস্তারো বেদাদির্ব্বর্ত্তুলোধ্রুবঃ। ত্রৈগুণ্যঃ ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ। ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বশ্চ পঞ্চরশ্মিস্ত্রিদৈবতঃ ॥" ইতি বীজবর্ণাভিধানম্।

ন্নিত্যর্থঃ) চ আত্মনঃ প্রাণং মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্মধ্যে) আধায় (আবেশ্য) যোগধারণাং (যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যম্) আস্থিতঃ (প্রবৃত্তঃ) [সন্] ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম (ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্ম-প্রতিমাদি-বদ্‌ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ অঙ্গত্বাদ্বা ব্রহ্ম ইতি) ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ (ঈশ্বরম্) অনুস্মরন্ (অনুচিন্তয়ন্) দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি (ম্রিয়তে) স পরমাং গতিং যাতি (প্রাপ্নোতি)। ১২-১৩

—ঃ—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। অনন্যচেতাঃ (নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য সঃ) [সন্] যো মাং সততং (নিরন্তরং) নিত্যশঃ (প্রতিদিনং যাবজ্জীবং) স্মরতি হে

ভাবার্থ—

বিভোগ্য বিষয় হ'তে করি প্রত্যাহার।
করিয়া সংযত যত ইন্দ্রিয়ের দ্বার॥
হৃদয়ে নিরোধ করি মনেরে আপন।
ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ যে করে স্থাপন॥
তথা আত্ম-বিষয়ক যোগস্থৈর্য্য সহ।
ব্রহ্মরূপ ওঙ্কার যে জপে অহরহ॥
ওঙ্কার ব্রহ্ম বাচক প্রতিমা বিদিত।
ওঙ্কার ব্রহ্মের অঙ্গ শাস্ত্রানুমোদিত॥
ওঙ্কার ধনুতে যোজি আত্মরূপ শর।
লক্ষ্য করি ব্রহ্মবস্তু পার্থ! নিরন্তর॥
আমার চিন্তায় চিত্ত করি সমাধান।
এ মর্ত্ত্য ভবন হ'তে যে করে প্রয়াণ॥
ব্রহ্ম লোক ভোগ অন্তে সে জন নিশ্চয়।
আমার স্বারূপ্য রূপ পরা গতি পায়॥ ১২।১৩

পার্থ! তস্য নিত্যযুক্তস্য (সততসমাহিতচিত্তস্য) যোগিনঃ (যোগ-পরায়ণস্য) অহং সুলভঃ (সুখেন লভ্যঃ)। ১৪

—✻—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতম্।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। পরমাং (প্রকৃষ্টাং) সংসিদ্ধিং (মুক্তিংমোক্ষাখ্যাং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) মহাত্মানঃ (যতয়ঃ) মাম উপেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ং (আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি তৎ দুঃখাদীনামালয়ং আশ্রয়ং) অশাশ্বতম্ (অনবস্থিতস্বরূপং অস্থিরং) জন্ম ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ১৫

ভাবার্থ—

অথবা যে জন অন্য চিন্তা পরিহরি।
চিত্ত নিয়োজিত করে চিন্তনে আমারি॥
ধ্যানে জ্ঞানে আমা বিনা যে জন না জানে।
আজীবন মত্ত মন আমারি মননে॥
সেই যে অনন্যচেতা নিত্য-সমাহিত।
যোগী জন, তার আমি সুলভ সতত॥ ১৪
যে জন আমায় পায় আর কি তাহার।
ভোগ হয় ভোগময় ভব-কারাগার॥
ধনঞ্জয়! শান্তিময় মম দরশন।
ত্রিতাপজনিত দুঃখ করে নিবারণ॥
দশমাস গর্ব্ভবাস প্রসবযাতনা।
দেহভার কষ্ট আর সে জন বহেনা॥
সতত বিমলচিত্ত সাত্ত্বিকস্বভাব।
পরম সৌভাগ্য ভুঞ্জে লভি মম ভাব॥
মুক্তি তার অনিবার করতল-গত।
আমার স্বরূপ হয়ে বিহরে সতত॥ ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ (ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোকইত্যর্থঃ, আব্রহ্মভুবনাৎ সহব্রহ্ম-ভুবনেন সর্ব্বে লোকাঃ মদ্বিমুখানামসম্যগ্দর্শিনাং ভোগভূময়ঃ অথবা ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ) তু কৌন্তেয়। মাম্ উপেত্য (প্রাপ্য পুনর্জ্জন্ম (পুনরাবৃত্তিঃ) ন বিদ্যতে। ১৬

—*—

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তে ঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। সহস্রযুগপর্য্যন্তং (সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্য তৎ) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) যৎ অহঃ (দিনং) যুগসহস্রান্তাং (যুগসহস্র-মন্তো যস্যা স্তাং) রাত্রিং [যে] বিদুঃ (জানন্তি) তে জনা অহোরাত্রবিদঃ (কালসংখ্যাবিদঃ যেষাস্তুকেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথা অহো-রাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ; যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণং; মনুষ্যাণাং

ভাবার্থ—

ব্রহ্মলোক হ'তে কীট-পতঙ্গ-নিচয়।
প্রাণীমাত্র ভোগ পাত্র যারা ধনঞ্জয়!॥
নিয়ত চক্রের মত করিয়া ঘূর্ণন!
কর্ম্মবশে যায় আসে করে প্রবর্ত্তন॥
কেবল কৌন্তেয়! যারা আমাধনে পায়।
তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হবে না ধরায়॥ ১৬
তপস্যা-নিরত কিম্বা দান-পরায়ণ।
বীতরাগ কিম্বা সখে! তিতিক্ষু যে জন॥

যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং, তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি, চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং, তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুঃ)। ১৭

শাস্ত্রমতে তারা বটে ত্রিলোক † উপরে।
শোকতাপ-বিরহিত স্থান লাভ করে॥
বহু দিন তথা সুখভোগ-অবসানে।
কালবশে পুনঃ আসে এ মর্ত্ত ভবনে॥
মিত কাল পরে হয় ব্রহ্মারও পতন।
পরমায়ু কাল তার করহে শ্রবণ॥
মানবের বর্ষে দেব দিবারাত্র ধরে।
চারি যুগ দৈব বর্ষ দ্বাদশ হাজারে।
দশশত চতুর্যুগে ব্রহ্ম দিনমান।
সেই মত কালে ব্রহ্ম রাত্রির প্রমাণ॥
শতবর্ষ ব্রহ্ম আয়ু এই পরিমাণে।
অহোরাত্রবিদ্ সেই এ তত্ত্ব যে জানে॥ ১৭

† ত্রিলোক—ভূ-ভুব ও স্ব এই ত্রিলোক এবং মহ জন তপ ও সত্য লইয়া সপ্ত লোক। চন্দ্র সূর্য্য কিরণ উদ্ভাসিত স্থান ভূলোক, ভূলোক হইতে ১লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সৌর মণ্ডল এই দুইয়ের মধ্যে ভুব লোক (আকাশ)। সৌর মণ্ডল হইতে ১লক্ষ যোজন চন্দ্র মণ্ডল তথা হইতে ১লক্ষ যোজন নক্ষত্র মণ্ডল তাহার ২লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বুধগ্রহ, বুধ হইতে ২লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শুক্র, তথা হইতে ২লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল তাহার ২লক্ষ যোজন উর্দ্ধে বৃহস্পতি তথা হইতে ২লক্ষ যোজন উর্দ্ধে শনৈশ্চর তথা হইতে ১লক্ষ যোজন সপ্তর্ষি মণ্ডল, তাহার ১লক্ষ যোজন উর্দ্ধে ধ্রুব নক্ষত্র মণ্ডল। সৌর মণ্ডল হইতে এই ১৪লক্ষ যোজন স্ব লোক এই ত্রিলোক। তদূর্দ্ধে ক্রমে মহ, জন, তপ ও সর্ব্বোপরি জন্ম মৃত্যু শূন্য সত্য লোক এই সপ্তলোক উর্দ্ধে। এইরূপ অধোভাগে তলাতল রসাতল, মহাতল, সুতল, নিতল, বিতল ও অতল এই চতুর্দ্দশ ভুবন।

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। অহরাগমে (ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে) সর্ব্বাঃ (প্রজাঃ) ব্যক্তয়ঃ (ব্যজ্যন্তে ইতি স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ) অব্যক্তাৎ (প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থায়াঃ) প্রভবন্তি (অভিব্যজ্যন্তে, প্রাদুর্ভবন্তি) রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মশয়নে) তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে (ব্রহ্মণঃ স্বাপাবস্থারূপে কারণে) এব প্রলীয়ন্তে (প্রলয়ংযান্তি)। ১৮

—ঃ—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

ব্যখ্যা। হে পার্থ! স এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে

ভাবার্থ—

ব্রহ্ম-দিন-মানে সৃষ্টি রাত্রিতে প্রলয়।
সংঘটিত হয় পার্থ! আপন পর্য্যায় ॥
ব্রহ্ম নিদ্রাবস্থারূপ অব্যক্ত কারণ।
হইতে তাঁহার যবে হয় জাগরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজা সমুদয়।
সেই জাগরণ সহ প্রাদুর্ভূত হয়।
ব্রহ্মার প্রবোধ রূপ দিনমান কালে।
ব্যক্ত থাকে বিশ্বে এই পদার্থ সকলে ॥
প্রজাপতি, রাত্রি পুনঃ হইলে আগত।
অব্যক্ত কারণে যবে হন শয্যাগত ॥
এই যে ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্ত প্রজা সমুদয়।
ব্রহ্ম নিদ্রাবস্থারূপে পুনঃ লীন হয় ॥ ১৮
ভূতগ্রাম এইরূপে আছে চিরদিন।
দৈনন্দিন সৃষ্টি আর প্রলয় অধীন ॥

(ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে) প্রলীয়তে [পুনঃ] অহরাগমে (ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে) অবশঃ (নিয়মাধীনঃ) [সন্] প্রভবতি (জায়তে)। ১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাবো ঽন্যো ঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

ব্যাখ্যা। তু তস্মাৎ (চরাচরস্থূলপ্রপঞ্চকারণকারণভূতাদ্ধিরণ্য-গর্ব্ভাখ্যাৎ) অব্যক্তাৎ (কারণরূপাৎ) পরঃ (ব্যতিরিক্তঃ শ্রেষ্ঠো বা) অন্যঃ (অত্যন্তঃ, স্বতন্ত্রঃ, বিলক্ষণঃ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" ইতি শ্রুতে) অব্যক্তঃ (রূপাদিহীনতয়া চক্ষুরাদ্যগোচরঃ) সনাতনঃ (নিত্যঃ) যঃ ভাবঃ পরব্রহ্মরূপঃ) সঃ সর্ব্বেষু (কার্য্যকারণেষু) ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমলক্ষণেষু)

কত যে আসিল তারা গেল কত বার।
কত হল ব্রহ্মা সৃষ্ট, হবে কত আর ॥
কালের নিয়মে সবে নিয়মিত নিত্য।
এ ব্যাপারে কিছু নাহি আছে নূতনত্ব ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যত ভূতগ্রাম।
পূর্ব্ব কল্পকালে যারা ছিল বিদ্যমান ॥
তাহারাই বর্ত্তমান কল্পে ধনঞ্জয়!।
ব্রহ্ম দিবা সমাগমে পুনর্জন্ম লয় ॥
কর্ম্ম পরতন্ত্র তারা, রাত্রি সমাগমে।
প্রলীন হয় হে পুনঃ অব্যক্ত কারণে ॥ ১৯
ব্রহ্ম হ'তে পরতর সেই সনাতন।
চরাচর প্রপঞ্চের কারণ কারণ।
অব্যক্ত হিরণ্যগর্ব্ভ হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি।
পরব্রহ্ম নামে হন অভিহিত তিনি ॥

নশ্যৎসু (গচ্ছৎসু) [অপি] ন বিনশ্যতি (প্রলয়ং যাতি) [অসৌ] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ (জন্মাদিরহিতঃ) ইতি উক্তঃ (কথিতঃ) তং পরমাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং (গম্যং) আহুঃ (বদন্তি) যং (ভাবং) প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে (পুনঃ সংসারদশায়াং ন নিপতন্তি) তৎ (বাসস্থানং) মম (বিষ্ণোঃ) পরমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) ধাম (স্বরূপং পদং বা অতো হ্যহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ)। ২০-২১।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হলে সবে।
যাঁহার বিনাশ পার্থ! কভু না সম্ভবে॥
শ্রুতি পরাজিত দিতে যাঁহার উপমা।
না আছে আকৃতি যাঁর নাহিক প্রতিমা॥
রূপরস-বিরহিত যিনি নিরন্তর।
নন্ যিনি বুদ্ধিমন-ইন্দ্রিয়-গোচর॥
নাহি কোন ক্রিয়া কিম্বা অভিমান যাঁর।
উৎপত্তি-বিনাশ নাহি নাহিক বিকার॥
যে জন চরম গতি পরম বিশ্রাম।
পুরুষার্থ যাঁরে পেলে পূর্ণমনস্কাম॥
আমি সেই পরব্রহ্ম যোগি-ধ্যেয়-ধন।
পরম পুরুষরূপী নিত্য নিরঞ্জন॥
আমারি পরম পদ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
একবার গেলে আর আসিতে না হয়॥
জগতের যাবতীয় কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
চিরদিন তরে তথা হয় অবসান॥
নাহি তথা জন্ম জরা মরণের ভয়।
শান্তি নিকেতন সেই চির-সুখময়॥
সংসারের যাবতীয় রোগ শোক তাপ।
পারেনা সেখানে পার্থ! দিতে পরিতাপ॥
স্বর্গ মর্ত্ত ধ্রুবলোক প্রলয়েতে যায়।
কিন্তু সে পরম পদ নাহি ক্ষয় পায়॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! ভূতানি যস্য (পুরুষস্য) অন্তঃস্থানি (অন্তর্মধ্যে-স্থিতানি) যেন ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) স পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া (ন বিদ্যতে হ্যন্যো বিষয়ো যস্যাং তয়া ঐকান্তিকলক্ষণয়া) ভক্ত্যা লভ্যঃ (প্রাপ্যঃ)। ২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ!॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! যত্র (যস্মিন্) কালে প্রয়াতা (মৃতাঃ) যোগিনঃ (উপাসকাঃ) তু অনাবৃত্তিং (অপুনরাগমনং দেবযানে পথি

ভক্ত সমাগমে বাড়ে উজ্জ্বলতা তার।
সেই সে পরম ধাম স্বরূপ আমার॥ ২০।২১
দৃশ্যমান প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয়।
যাঁহার অন্তরে সদা বিনিহিত রয়॥
কার্য্যভূত জাগতিক যাবতীয় ভূত।
অনাদি অনন্ত যেই কারণ সম্ভূত॥
সর্ব্বব্যাপী বায়ু যথা, তেমতি যে জন।
ব্যাপ্ত নিরন্তর পার্থ! সকল ভুবন॥
পরম পুরুষরূপী জানিও তাঁহারে।
ঐকান্তিকী ভক্তি বিনা ধরিতে না পারে॥ ২২
অদ্য বা শতাব্দীগতে জানিও নিশ্চিত।
যোগি-দেহ-নাশ-দশা হলে উপনীত॥
আসিবে নিকটে যবে মরণ সময়।
†প্রথমতঃ বাক্ বৃত্তি মনে হবে লয়॥

† উৎক্রান্তির বিস্তারিত বিবরণ ব্রহ্মসূত্র ৪র্থ অধ্যায় ২পাদ ১-১১ ও ২৭ সূত্র দ্রষ্টব্য।

প্রয়াতা ধ্যায়িনঃ অনাবৃত্তিং যান্তি) আবৃত্তিং (পুনরাগমনং পিতৃযানে পথি প্রয়াতাশ্চ কর্ম্মিণি আবৃত্তিং যান্তি ইত্যর্থঃ) চ এব যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) তং কালং (মার্গং) বক্ষ্যামি। ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

ব্যাখ্যা। অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (অগ্নিজ্যোতিষী এব দেবতে বা শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা) উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণ-রূপাঃ) ষণ্মাসাঃ (ষট্‌মাসাঃ উত্তরাভিমানিনী দেবতা) তত্র (দেবযানমার্গে) প্রয়াতা (গমনশীলাঃ) ব্রহ্মবিদঃ (ভগবদুপাসকাঃ) জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ২৪

—ঃ—

চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি হবে বৃত্তিহীন।
একে একে ক্রমে তা'রা মনে হবে লীন॥
আপনার বৃত্তি মনঃ ত্যজি অতঃপর।
বিলীন হইবে প্রাণে জেন কুরুবর!॥
সেই প্রাণ নিজবৃত্তি পরিহরি তবে।
অধ্যক্ষ অথবা জীবে বিলীন হইবে॥
এ দেহের বীজ-ভূত সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতে।
প্রাণ যুক্ত জীব তবে রবে কুরুপতে!॥
ইন্দ্রিয় সমূহ জীব করিয়া গ্রহণ।
হৃদিস্থিত নাড়ী মধ্যে প্রবেশে তখন॥
ইহাই মূর্দ্ধন্য নাড়ী কিম্বা মোক্ষ দ্বার।
অথবা সুষুম্না হয় অভিধান তার॥
তখন হৃদয় দেশ হয় প্রজ্বলিত।
জানায় জীবন দীপ প্রায় নির্ব্বাপিত॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

ব্যাখ্যা। ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) তথা কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নরূপাঃ) ষণ্মসা (দক্ষিণায়নাভিমানিনো দেবতা) তত্র (তস্মিন্ পিতৃযানমার্গে) [প্রয়াতঃ] যোগী (কর্ম্মযোগীষ্টাপূর্ত্তদত্তকারী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং) প্রাপ্য (ভুক্ত্বা) নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্ততে)। ২৫

দেবযান মার্গে যারা গমনে তৎপর।
ব্রহ্ম উপাসক যোগী যারা নিরন্তর॥
শুন সখে! পরিণাম ফল তাহাদের।
নহে শেষ হলে শেষ এ স্থূল দেহের॥
বিকাশে সুষুম্না নাড়ী জীব আগমনে।
তখন সে শোভা তার বর্ণিব কেমনে॥
মোক্ষ দ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
সংযুক্ত সতত সূর্য্য রশ্মির সহিত॥
ব্রহ্মবিদ্ যোগী সখে! হয় যেই জন।
এই ব্রহ্মরন্ধ্র পথে করে উৎক্রমণ॥
উৎক্রান্ত হইলে জীব হয় জড়প্রায়।
পিণ্ডিত-ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়॥
প্রথমতঃ অগ্নি অভিমানিনী দেবতা।
দেবমার্গ-গন্তা জীবে লয় জ্যোতিঃ যথা॥
জ্যোতিরভিমানিনী সে দেবতা তখন।
জীব লয়ে দিবা স্থানে করে হে গমন॥
শুক্ল-পক্ষ নিকটেতে দিবস জীবেরে।
আনিয়া তখন, পার্থ! উপনীত করে॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। এতে শুক্লকৃষ্ণে (শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে, শুক্লা জ্ঞান-প্রকাশকত্বাৎ অর্চ্চিরাদিগতিঃ কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ জ্ঞানহীনত্বাৎ) গতী (মার্গৌ) হি জগতঃ (সর্ব্বস্য শাস্ত্রজ্ঞস্য) শাশ্বতে (অনাদী) মতে (সম্মতে অভিপ্রেতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ) [তয়োঃ] একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিং (মুক্তিং) যাতি অন্যয়া (কৃষ্ণয়া) পুনঃ আবর্ত্ততে (সংসারদশাং লভতে)। ২৬

উত্তরায়ণ ষণ্মাস নিকটে তখন।
জীব লয়ে, শুক্লপক্ষ করে আগমন ॥
অয়ন লইয়া যায় বরষ গোচরে।
সূর্য্য সন্নিধানে বর্ষ লয়ে যায় তারে ॥
আদিত্য লইয়া যায় চন্দ্রমা যথায়।
সুধাংশু বিদ্যুৎ-লোকে জীব লয়ে যায় ॥
এইরূপে তড়িল্লোকে নীত হয়ে পরে।
একজন অমানব পুরুষ জীবেরে।
ব্রহ্ম লোকে লয়ে যায় করিয়া যতন।
এ ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ পরব্রহ্ম নন্ ॥
পরে সেই সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মসন্নিধানে।
ক্রমে জীব ক্রম-মুক্তি-প্রণালীর ক্রমে ॥
সর্ব্বাধার সর্ব্বস্যূত সেই সর্ব্বময়।
অব্যয় পরম ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয় ॥
যোগীদের পক্ষে এই শুন অরিন্দম।।
দিবা শুক্ল পক্ষ আদি মৃত্যুর নিয়ম ॥
বলিয়াছি পূর্ব্বে তারা উৎক্রমণ পরে।
জড় পিণ্ডিতের মত অবয়ব ধরে ॥

তাইত অভিমানিনী দেবতাগণের।
সহায়তা বিনা নাহি গতি তাহাদের ॥
অথবা শরীররূপী এই ব্রহ্মপুরে।
স্বল্প পুণ্ডরীক সম দহর-কুটীরে ॥
ব্রহ্ম নামে রাজা তার করে অবস্থিতি।
ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি তাঁহার প্রকৃতি ॥
বিষ্ণু উপলব্ধি-স্থান দহর-আকাশ।
শাল-গ্রাম-শিলা যথা বিষ্ণুর আবাস ॥
এই যে দহর-বিদ্যা উপাসক যারা।
উক্ত ক্রম-মুক্তি-পথ-যাত্রীও তাহারা ॥
নিত্য সুনির্ম্মল জ্ঞানে কিন্তু যাহাদের।
অপগত অন্ধকার হয়েছে চিত্তের ॥
নিয়ত চেতন তারা, নাহি প্রয়োজন।
কালাকালে তাহাদের মরণ কারণ ॥
অনন্তর শুন সখে! পিতৃ-মার্গ-গামী।
কর্ম্ম-যোগি-গণ-কথা কহিতেছি আমি ॥
ইষ্ট কিম্বা পূর্ত্তকার্য্য রথ্যাদি নির্ম্মাণ।
দীনহীন যোগ্য জনে করি নানা দান।
প্রয়াণ যাহারা করে, জীব সে সবার।
ব্রহ্ম রন্ধ্র বিনা অন্য উত্তমাঙ্গ দ্বার।
উন্মুক্ত সতত যাহা আছে দেহ পুরে।
তার একতম দিয়া উৎক্রমণ করে ॥
অপ্‌রূপী শ্রদ্ধা, স্থূল-দেহদাহ-কালে।
বেষ্টন করিয়া জীবে লোকান্তরে চলে ॥
এ দেহ ত্যাগের পর গমন সময়।
ভাবি-দেহ-বীজ-রূপে জীব সঙ্গে লয় ॥
প্রধানতঃ জল আর অন্যান্য ভূতের।
সূক্ষ্ম অংশ সার যাহা এ স্থূল দেহের ॥

কৃষ্ণা গতি পিতৃ মার্গে যাহারা প্রয়াতা।
ধূমাভিমানিনী পায় প্রথম দেবতা ॥
পরে রাত্রি কৃষ্ণ পক্ষ দক্ষিণ অয়ন।
অনন্তর পিতৃ লোকে করে হে গমন ॥
পিতৃলোক হ'তে হয় আকাশেতে নীত।
চন্দ্র লোকে তার পর হয় উপনীত ॥
তথা শুভ-কর্ম্ম-ফল-ভোগ-অবসানে।
পুনরায় পূর্ব্ব পথে আসে ধরাধামে ॥
তখন জীবের সূক্ষ্ম দেহ ভোগময়।
দ্রব হয়ে আকাশেতে পরিণত হয় ॥
আকাশ হইতে বায়ু, ধূম তাহা হতে।
পরিণত ধূম যত অভ্রের রূপেতে ॥
অভ্র হ'তে বৃষ্টি ধারা বৃষ্টি হ'তে ধান্য।
ধান্য রেতঃ রূপে পার্থ! হয় প্রতিপন্ন ॥
যোষিৎ অগ্নিতে † রেতঃ হইলে আহুত।
ভোগময় স্থূলদেহ হয় সুগঠিত ॥
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পন্থা অনাদি রূপেতে।
নিয়ত বিদিত সখে! আছে অবনীতে ॥
অন্য পথ-কথা যাহা শাস্ত্রেতে প্রকটে।
মূলে তারা এ দু'য়ের অন্তর্গত বটে ॥
এই দেবযান মার্গ শুক্ল যার গতি।
জ্ঞান প্রকাশক হেতু শুভ্র সদা অতি ॥
অর্চ্চিরাদি মার্গ নামে অভিহত হয়।
না আছে ইহাতে পুনঃ আবৃত্তির ভয় ॥
অন্য পিতৃযান যাহা করেছি কীর্ত্তন।
ধূমাদি মার্গ তাহারে বলে বহু জন ॥

† অগ্নি পঞ্চ বিধ যথা দিব, পর্জ্জন্য, পৃথিবী পুরুষ ও যোষিৎ। তথাবিধ আহুতিও পঞ্চবিধ যথা শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ।

নৈতে সৃতী পার্থ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন! ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। পার্থ! এতে সৃতী (মার্গৌ, মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ) জানন্ কশ্চন যোগী (ধ্যাননিষ্ঠঃ ভগবদ্ভক্তঃ) ন মুহ্যতি (মোহমাপ্নোতি)

অজ্ঞান জনিত তমোময় কৃষ্ণা গতি।
ফল তার বার বার সংসারে আবৃত্তি ॥
বর্ণিত উভয় গতি বর্জ্জিত যাহারা।
অতি হেয় নরাধম হতভাগ্য তারা ॥
অধোভাগে আছে যত দ্বার শরীরের।
সেই পথে উৎক্রমণ ঘটে তাহাদের ॥
তাইত অন্তিম কালে অন্তর্জ্জলী ছলে।
অধোদেশ নিমজ্জিত করে থাকে জলে ॥
শীতলতা সহযোগে ক'রে সঙ্কুচিত।
শরীরের অতিহেয় অধোদ্বার যত ॥
উর্দ্ধ দ্বারে লয় জীবে প্রয়াণ নিমিত্ত।
মহান্ উদ্দেশ্য কত ভাব দেখি পার্থ! ॥
এ সকল সতর্কতা সত্ত্বে ও যাহার।
জীব উৎক্রমণ করে দিয়া অধোদ্বার ॥
ঘোরতর কষ্টকর নিরয় নিবাসে।
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল ভুঞ্জি অবশেষে ॥
অতি হেয় ভোগ দেহ করি সে ধারণ।
মর্ত্তধামে পুনঃ পুনঃ করে বিচরণ ॥ ২৩—২৬
দেবযান গতি পার্থ তথা পিতৃযান।
যে দুই তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করিলাম ॥
এ তত্ত্ব প্রকৃষ্ট রূপে হলে অবগত।
ধ্যান-নিষ্ঠ নাহি হয় মোহে অভিভূত ॥

হে অর্জ্জুন! তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ (সমাধিনিষ্ঠঃ সমাহিতচিত্তো বা) ভব। ২৭

—*—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থান মুপৈতি
চাদ্যম্ ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। (বেদেষু অধ্যয়নাদিষু) যজ্ঞেষু (অনুষ্ঠানাদিষু) তপঃসু (কায়শোষণাদিষু) দানেষু (সৎপাত্রে অর্পণাদিষু) চ এব যৎ পুণ্যফলং (স্বর্গৈশ্বর্য্যাদিরূপং) প্রদিষ্টং (উপদিষ্টং) ইদং বিদিত্বা (ময়া প্রোক্তং অষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়রূপং তত্ত্বং সম্যগবধার্য্যানুষ্ঠায়) যোগী [মদ্ভক্তিমান্ ভূত্বা] তৎ সর্ব্বং অত্যেতি (অতিক্রামতি, ততো হপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং

কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে হয় অনিবার।
ধূমপথে গতি মাত্র যাতায়াত সার ॥
তাই সর্ব্ব কালে তুমি সমাহিত-চিতে।
সমর্পণ কর মন অর্জ্জুন! আমাতে ॥
যোগ অনুষ্ঠানে হবে শুভ্র পথে গতি।
প্রসবিবে নিত্য ফল ভবে অনাবৃত্তি ॥ ২৭
বহুফল লভে শিষ্য গুরু সন্নিধানে।
বিবিধ যতনে বটে বেদ অধ্যয়নে ॥
বহু ফল লভে যজ্ঞ অনুষ্ঠাতা জনে।
শ্রদ্ধাসহ বটে নানা যজ্ঞ আচরণে ॥
বহু ফল লভে বটে নরে স্থির মনে।
শরীর শোষণ করি তপস্যা সাধনে ॥
বহু ফল লভে দাতা বিহিত বিধানে।
সৎপাত্রে বটে নানা ধন ধান্য দানে ॥
কিন্তু সে সকল ফল স্থায়ী কভু নয়।
তৃণ তুল্য ব্রহ্ম জ্ঞান ফল তুলনায় ॥

প্রাপ্নোতি) চ আদ্যং (আদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ) পরং (উৎকৃষ্ট-মৈশ্বরং স্থানং বিষ্ণোঃ পদং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি)। ২৮

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নামঃ অষ্টমো ঽধ্যায়ঃ।

-*-

অবগত হয়ে তাই ব্রহ্ম নিষ্ঠ যোগী।
স্বর্গ-সুখ-বিধায়ক কর্ম্ম-যোগ-ত্যাগী॥
যে অনাদি মোক্ষ ফল লক্ষ্য তাহাদের।
নাহি তথা অধিকার দুরন্ত কালের॥
চিরানন্দময় সুখ শান্তি-নিকেতন।
সেই সে পরম ধাম কারণ কারণ॥ ২৮

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

ব্যাখ্যা। ইদং (ঈশ্বরবিষয়ং, মৎকীর্ত্তনাদিলক্ষণভক্তিরূপং) তু গুহ্যতমং (পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাৎ গুহ্যতমং) বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং (বিশেষেণ জ্ঞায়তে ঽনেনেতি বিজ্ঞানং তৎসহিতং জ্ঞানং ঈশ্বরবিষয়ং)

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

শুনিতে বাসনা যদি শুন ধনঞ্জয়!।
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান অপূর্ব্ব বিষয়॥
একাগ্রতা সরলতা সংযম অর্জ্জুন!।
সাধু শিষ্যে আবশ্যক যে সকল গুণ॥
সে সকলি আছে, নাহি অসূয়া তোমাতে।
তাই ত সম্মত তব গুরুত্ব লইতে॥
গোপনীয় তত্ত্ব মম ব্যক্ত করিবারে।
নিজমুখে নিজগুণ বলি বারে বারে॥
পরমোপদেশ জ্ঞানে তুমি সে সকলি।
গুণ বোধ করিতেছ দোষ-দৃষ্টি ভুলি॥
তাই অতি গোপনীয় পরমাত্মজ্ঞান।
বলিতেছি শুন পার্থ! হয়ে সাবধান॥

অনসূয়বে (মদ্‌গুণেষু দোষারোপরহিতায়) তে প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি)। ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমং।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং॥ ২॥

ব্যাখ্যা। ইদং (ভক্তিরূপং জ্ঞানং) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা) রাজগুহ্যং (গুহ্যানাং রাজা, বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) উত্তমং পবিত্রং (অত্যন্তপাবনম্) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টো হ্যবগমো

দ্বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়ে বলেছি সর্ব্বথা।
মোক্ষ উপযোগী গুহ্য ধর্ম্ম-জ্ঞান-কথা॥
সপ্তম অষ্টমে আমি করিয়াছি উক্ত।
দেহ আদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান তত্ত্ব॥
ভক্তি তত্ত্ব স্বরূপ সে জ্ঞান বলে যোগী।
ভগবৎ-প্রাপ্তি পক্ষে হয় উপযোগী॥
সময় সাপেক্ষ বহু, পরোক্ষ সে হয়।
গুহ্যতর নামে তাই বলে জ্ঞানিচয়॥
নবম দশম দুই অধ্যায়ের সার।
পরমার্থ জ্ঞান যাহে বিবৃত অপার॥
শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ সে জ্ঞানের বিষয়।
গুহ্য-তম বলি তাই অভিহিত হয়॥
এ জ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির সাধন।
ধ্যানাদি এ জ্ঞান তুল্য নহে কদাচন॥
ধ্যান যোগে চিত্ত শুদ্ধি হ'লে সংঘটিত।
পরে জ্ঞান যোগে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় পার্থ!॥
ভক্তি-যোগ কিন্তু কা'র অপেক্ষা না করে।
আপনি সাক্ষাৎ মোক্ষ ভকতে বিতরে॥ ১

ঽববোধো যস্য তৎ দৃষ্টফলং) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং, বেদোক্তসর্ব্ব-ধর্ম্মফলত্বাৎ) কর্ত্তুং সুসুখং (সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ) অব্যয়ম্ (অক্ষয়ফলং)। ২

—ঃ—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ !।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ ! (অরিন্দম !) অস্য ধর্ম্মস্য (আত্মজ্ঞানস্য) [স্বরূপে সাধনে তৎফলে চ] অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ নাস্তিকাঃ) পুরুষাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুযুক্তে সংসারমার্গে) নিবর্ত্তন্তে (নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে)। ৩

ভাবার্থ—

জগতে যতেক বিদ্যা আছে বিদ্যমান।
এ বিদ্যা সবার শ্রেষ্ঠ জেন মতিমান্ ॥
এ বিদ্যার সম দীপ্তি নাহিক কাহার।
বিদূর অবিদ্যা-তমঃ প্রভাবে যাহার ॥
গোপনীয় বিদ্যা যত আছে ধরাময়।
সে সবার গুহ্য ইহা জেন ধনঞ্জয় ! ॥
এমন পাবন আর নাহি অবনীতে।
অপার মহিমা তার কে পারে বর্ণিতে ॥
প্রায়শ্চিত্ত যোগে যেই পাপ ক্ষয় হয়।
সূক্ষ্মরূপে যুক্ত তাহা পুরুষেতে রয় ॥
কিন্তু এ ভক্তি-লক্ষণ জ্ঞানের প্রভাবে।
শস্য বীজ ফলোন্মুখ যতেক সম্ভবে।
ইহ-পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি যত।
বহ্নি যোগে তৃণ সম হয় ভস্মীভূত ॥

স্থূল-দেহ-পাপমাত্র নষ্ট নাহি করে।
লিঙ্গ-দেহ-পাপ নষ্ট বিষ্ণু ভক্তি জোরে ॥
বিষ্ণু-ভক্তি-শুভ-ফল অতীব সহজে।
আঁখি মেলি দেখা যায় এ জগত মাঝে ॥
ভোক্তা যথা প্রতিগ্রাস অশনের সনে।
ভোজন জনিত সুখ, উদর পূরণে।
তৃপ্তি, ক্ষুধা-বিনিবৃত্তি-জাত প্রসন্নতা।
এককালে উপলব্ধি ক'রে থাকে তথা।
শ্রীহরি-পদ-ভজন-পরায়ণ-জন।
ভগবদ্-আরাধনা-সহ অনুক্ষণ।
করে অনুভব প্রেম-লক্ষণা ভকতি।
প্রেমের আস্পদ সেই ভগবৎস্ফূর্ত্তি-।
রূপ ঈশ্বরানুভব, বিষয় ব্যাপারে।
তথা বিরক্তি উদয় তিন এক বারে ॥
নিষ্কাম-ধর্ম্ম-সাধন-পাদপ-শাখায়।
বিষ্ণু ভক্তি রূপ এই মিষ্ট ফল হয় ॥
নাহি ব্যয়, নাহি ক্লেশ ইহার সাধনে।
সুখ-সাধ্য বলি তাই বলে জ্ঞানিগণে ॥
সুখে বসি স্বভাবজ শ্যামতৃণ দলে।
স্রোতস্বতী-সমানীত-সুশীতল জলে।
অঞ্জলি অঞ্জলি করি লয়ে সযতনে।
মনঃসুখে পাদ্য বলি দাও শ্রীচরণে ॥
সর্ব্ববিধ পুষ্পময় আনি দূর্ব্বাদল।
প্রাণ ভরি কর পূজা চরণ কমল ॥
তুলিয়া তুলসী দাম করিয়া যতন।
পরমাত্মা বিষ্ণু পদে কর সমর্পণ ॥
ব্রহ্মাণ্ডের বাদ্যভাণ্ডে প্রয়োজন কিবা।
হরি বলি কর-তালি দাও নিশি দিবা ॥

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। ইদং সর্ব্বং জগৎ ময়া (মম যঃ পরো ভাবস্তেন) অব্যক্ত-

সুখে কর গুণ গান শুন হে শ্রবণে।
অন্তরেতে দেখ পদ্মপলাশ-লোচনে ॥
তরুমূলে জল সেক করিলে যেমন।
তৃপ্ত হয় স্কন্ধ শাখা পল্লবাদি গণ ॥
তেমনি ব্রহ্মাণ্ড তরু মূল যেই জন।
যত্ন করে যে বা করে তাঁহারে পূজন ॥
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূত সমুদয়।
পূজেছে সে জন এই জানিও নিশ্চয় ॥
এ সাধনা কষ্টকর নহে কুরুবর!।
ফলে তাহে অবিনাশী ফল নিরন্তর ॥
হইলেও মোক্ষ লাভ এ ফল এমন।
সঙ্গ পরিহার তার না করে কখন ॥ ২
এ হেন সহজ পন্থা বিদ্যমানে হায়।
অবোধ মানব সদা ভ্রমে অন্ধ প্রায় ॥
শ্রদ্ধা নাহি শাস্ত্র-উক্ত উপদেশ মর্ম্মে।
শ্রদ্ধা নাহি হেন শুভ-ফল-প্রদ ধর্ম্মে ॥
কুটিল কুতর্ক জাল কুহেলিকা মত।
আচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ তাহে অবিরত ॥
প্রকৃত দর্শন শক্তি পরিশূন্য তারা।
আপন করম দোষে সদা দিশাহারা ॥
বঞ্চিত সাধনরূপ সার ভক্তি ধনে।
ঘুরিতেছে জন্ম মৃত্যু ঘোর বিবর্ত্তনে ॥
নিয়ত নিবদ্ধ তারা সংসার জঞ্জালে।
কোষকার কীট যথা বদ্ধ নিজ লালে ॥ ৩

মূর্ত্তিনা (ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন, করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ) ততং (ব্যাপ্তং) সর্ব্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি) মৎস্থানি (ময়ি অব্যক্ত-মূর্ত্তৌ স্থিতানি, তেষাং ভূতানামহমেব আত্মা ইত্যতস্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাসতে হতো ব্রবীমি ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ) ন চ অহং তেষু (ভূতেষু) অবস্থিতঃ। ৪

—:—

ভাবার্থ—

করণ স্বরূপ যত ইন্দ্রিয়-নিচয়।
অগোচর, স্বপ্রকাশ চৈতন্য অদ্বয়।
সদানন্দ-ঘন-রূপ মূর্ত্তি যে আমার।
তাহাতেই পরিব্যক্ত নিখিল সংসার॥
দৃশ্যমান দেহে নহে ব্যাপ্ত এই বিশ্ব!।
স্থূল-চক্ষে তাই সখে! নিয়ত অদৃশ্য॥
স্থাবর-জঙ্গমময় পদার্থ নিচয়।
আমাতেই স্থিত, আমা হ'তে স্ফূর্ত্তি পায়॥
স্থূল ভাবে এ ভাবের এই অর্থ লও।
সূক্ষ্ম ভাবে কিন্তু যদি বুঝিবারে চাও॥
রজ্জুতে ভাবহ মালা সর্পাদির ন্যায়।
ভগবানে সর্ব্বভূত অবস্থিত রয়॥
লক্ষণে এ অর্থ তার করিবে গ্রহণ।
প্রকৃতার্থবাচী ইহা নহে কদাচন॥
বাস্তব সম্বন্ধ কিহে অধিষ্ঠান সনে।
অধ্যস্তের যুক্তি-যুক্ত হয় কোন ক্রমে?॥
মম অবস্থান তাই প্রকৃত প্রস্তাবে।
যাবতীয় ভূতে পার্থ! কভু না সম্ভবে॥
ভূতগ্রাম অবিরাম যা' দেখিছ পার্থ!।
জাননা কি সে সকলি কল্পিত পদার্থ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫॥

এ জগতে এক মাত্র আমি অকল্পিত।
কল্পিতাকল্পিতে নহে সম্বন্ধ সঙ্গত॥
কার্য্যভূত কুম্ভ কিম্বা ঘটাদিতে যথা।
কারণভূত মৃত্তিকা অবস্থিত তথা।
অসঙ্গ আকাশ সম সেই ভগবান।
চরাচর ভূত চয়ে অবস্থিত নন্॥
সখে! সে পরমানন্দ কারণাত্মরূপ।
ঈশ্বরের পরোভাব জানিও স্বরূপ॥
তাঁর উপাদান ভাবে, তাঁহার সত্ত্বার-।
স্ফূর্ত্তিতে নিয়ত ব্যাপ্ত নিখিল সংসার॥
প্রথমতঃ কার্য্যভূত সূক্ষ্ম পদার্থের।
পরিজ্ঞান হলে তবে ক্রমে সাধকের।
কারণ আনন্দ রূপ ব্রহ্ম উপলব্ধি।
সাধনার পরিপাকে শেষে হয় সিদ্ধি॥
অরুন্ধতী নামে যথা দুর্লক্ষ্য নক্ষত্র।
নেত্র পথে নাহি আসে দেখাইবা মাত্র॥
গুরু তাই অরুন্ধতী দর্শনেচ্ছু জনে।
সুদৃশ্য বশিষ্ঠে অগ্রে দেখান যতনে॥
পশ্চাতে দেখান সূক্ষ্ম দরশন অতি।
বশিষ্ঠের পার্শ্বদেশ-স্থিত অরুন্ধতী॥
আমি ও তেমতি করি স্থূলাবলম্বন।
প্রথমে* বিভূতি মম করেছি কীর্ত্তন॥
পরে সূক্ষ্ম অভিমুখে হও অগ্রসর।
"অরুন্ধতী ন্যায়" মান্য কর কুরুবর!॥ ৪

* প্রথমে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় ৪।৬ শ্লোকে।

ব্যাখ্যা। মে ঐশ্বরং (অসাধারণং, মায়াবিনা নির্ম্মিতং গগনে গন্ধর্ব্বনগরমিব) যোগং (যুক্তিং, প্রভাবং, অঘটনঘটনচাতুর্য্যং বা) পশ্য ভূতানি (ব্রহ্মাদীনি) ন চ মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) মম আত্মা (মম ঈশ্বরস্য আত্মা ইতি রাহোঃ শির ইব ন পুনরাত্মনঃ আত্মা) ভূতভৃৎ (ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি) ভূতভাবনঃ (ভূতানি ভাবয়তি পালয়তি উৎপাদয়তীতি বা) চ [তথাপি] ন ভূতস্থঃ (পরমার্থতঃ ন ভূতসম্বন্ধী স্বপ্নদৃগিব)। ৫

—*—

ভাবার্থ—

পরিহরি জড় বুদ্ধি মূঢ় জন ভাব।
আলোচনা কর মোর ঐশিক প্রভাব॥
অঘটন সংঘটনে মায়াবী যেমন।
চতুর, আশ্চর্য্য মম প্রভাব তেমন॥
কাহার আধেয় নহি বটে ধনঞ্জয়!।
এ জগতে আমি কার আধারও নয়॥
তথাপিও সর্ব্বভূতে আছি অনুস্যূত।
আমাতে ও সর্ব্বভূত আছে অধিষ্ঠিত॥
এই ভগবৎ মায়া অতীব আশ্চর্য্য।
সহজে না বুঝা যায় এ মায়ার কার্য্য॥
বুঝিতে রহস্য যদি বাঞ্ছা থাকে চিতে।
মেলহ জ্ঞানের আঁখি পাইবে দেখিতে॥
কার্য্যরূপ যাবতীয় এ ভূত পদার্থ।
ধারণ পোষণ করে মম আত্মা * পার্থ॥
ভূতভৃৎ নামে তাই বিদিত জগতে।
আমার কর্ত্তৃত্ব হেতু জেন কুরুপতে!।

* আত্মা—যিনি সকলের আত্মা তাঁহার আবার আত্মা কি? শিরঃ স্বরূপ রাহুর শির যেমন উল্লিখিত হয় ইহাও তদ্রূপ কাল্পনিক মাত্র।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। বায়ুঃ (বাতীতি বায়ুঃ সর্ব্বদাচলনস্বভাবঃ অতএব) সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি) মহান্ (অপরিসীমঃ) [অপি] যথা নিত্যং (নিয়তং) আকাশস্থিতঃ (অসঙ্গস্বভাবে আকাশে স্থিতঃ অপি ন কদাচিৎ আকাশেন সহ সংশ্লিষ্যতে, তত্র স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ আকাশো ঽপি বায়ৌ স্থিতো ঽপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব) তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) ইতি (তথৈব অসঙ্গস্বভাবে ময়ি সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগাণি চ স্থিতানি, ময়ৈব সঙ্কল্পমাত্রেণ ধৃতানি নিয়মিতানি ইতি) উপধারয় (জানীহি)। ৬

ভূত সমুদয় হয় উৎপাদিত ভবে।
তাইত ভূতভাবন বলে মোরে সবে ॥
তথাপি আমার আত্মা অসঙ্গ সতত।
কল্পিত ভূত সমূহে নহে অধিষ্ঠিত ॥
দেহবাসে জীব যথা অহঙ্কার ভরে।
ধারণ পালন করি বাস সদা করে।
হইয়া সম্বন্ধ-বদ্ধ এ ভূত সমূহ।
যদিও ধারণ আমি করি অহরহ।
তথাপি তাহাতে নাহি করি অবস্থান।
অহঙ্কার শূন্য হেতু এমন বিধান ॥
স্বকল্পিত ভূত সহ সম্বন্ধ আত্মার।
প্রকৃত প্রস্তাবে নহে, স্বপন ব্যাপার ॥ ৫
সর্ব্বব্যাপী সমীরণ অতীব মহান্।
আকাশ আধারে বটে করে অবস্থান ॥
কিন্তু একি চমৎকার! আধেয় আধারে।
প্রকৃত সম্বন্ধহীন হয় কি প্রকারে? ॥

স্থিত কিন্তু স্থিত নয়, সংশ্লেষ তাহার।
সম্ভব কি হয়, নাহি অবয়ব যার! ॥
আকাশের সনে বায়ু যেমন সম্বদ্ধ।
আমাতেও ভূতগণ সেই মত বদ্ধ ॥
আমারি ভয়েতে বায়ু সদা প্রবাহিত।
আমারি ভয়েতে সূর্য্য নিত্য সমুদিত ॥
আমারি ভয়েতে অগ্নি করিছে দহন।
চন্দ্র করে সুধাময় কর বরষণ ॥
আমারি ভয়েতে মৃত্যু আসি যথা কালে।
করিছে কবলগত যত জীবকুলে ॥
অহৈতুক সঙ্কল্প এ ভয়ের নিদান।
আমারি মায়ার লীলা সঙ্কল্পাভিধান ॥
নবীন নীরদ জাল আসিয়া আকাশে।
ঘোষে হে মায়ার লীলা গভীর নির্ঘোষে ॥
অতল অনন্ত সেই নীলাম্বুর নিধি।
আমারি মায়ার তল মাপে নিরবধি ॥
সুমহান্ সমীরণ স্ফুরণের ছলে।
বাজায় মায়ার ভেরী মহা ভীম রোলে ॥
তুষার-মণ্ডিত-শির-শেখর সুন্দর।
শোভিছে মায়ার জয়-কেতন-নিকর ॥
গভীর জলদ পাশে বিজলি-বিকাশে।
লিখে সে মায়ার লীলা অনন্ত আকাশে ॥
ঘুরিতেছ নিশিদিবা আপন পর্য্যায়।
আমারি মায়ার মহারথ-চক্রপ্রায় ॥
শরতের সুধাকর সুধাকর রাশি।
বিকাশে মায়ার মনোমুগ্ধকরী হাসি ॥
অবিরত নিপতিত বরষার ধার-।
ছলেতে পতিত মায়া নয়ন আসার ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭॥

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে (ব্রাহ্মপ্রলয়কালে) সর্ব্বভূতানি মামিকাং (মদীয়াং মচ্ছক্তিত্বেন কল্পিতাং) প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকাং অপরাং নিকৃষ্টাং বৈষ্ণবীমায়াং) যান্তি (সূক্ষ্মরূপে লীয়ন্তে) পুনঃ কল্পাদৌ (উৎপত্তিকালে, সৃষ্টিকালে) অহং তানি (ভূতানি) বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি)। ৭

—ঃ—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ ৮॥

প্রকৃতির বিচিত্রতা দেখিছ যে সব।
সকলি মায়ার লীলা অধিক কি কব॥ ৬
কল্প অবসানে পুনঃ প্রলয়ের কালে।
লীন হয় ভূতচয় প্রকৃতির কোলে॥
প্রকৃতি আমারি শক্তি প্রভাবে কল্পিতা।
সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মিকা স্বকারণ ভূতা॥
কল্পক্ষয়ে ভূতচয় লীন হয়ে রয়।
সূক্ষ্ম ভাবে সুপ্ত প্রায় আমারি মায়ায়॥
কল্পের আদিতে পুনঃ শুন ধনঞ্জয়!।
সৃষ্টি ইচ্ছা যবে মম হয় হে উদয়॥
সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত ভাবে মায়া-অবস্থিত।
মহাভূত তথাবিধ মহদাদি তত্ত্ব।
স্থূল ভাবে পরকাশ করি সমুদয়।
স্বয়ং আবির্ভূত ব্রহ্ম সর্ব্বভূতময়॥
ভগবান প্রজাপতি শরীর হইতে।
বিবিধ প্রজার সৃষ্টি হয় বিধিমতে॥ ৭

ব্যাখ্যা। স্বাং (স্বীয়াং) প্রকৃতিং অবষ্টভ্য (বশীকৃত্য, অধিষ্ঠায়) প্রকৃতেঃ বশাৎ (স্বভাববশাৎ, প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ততত্তৎস্বভাববশাৎ) ইমং কৃৎস্নম্ অবশম্ (অস্বতন্ত্রম্, অবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং) ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি)। ৮

—*—

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়!।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯॥

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু অসক্তং (আসক্তিরহিতং, ফলসঙ্গরহিতং) উদাসীনবৎ আসীনং (যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ তদ্বদাসীনং বর্ত্তমানং) চ মাং তানি কর্ম্মাণি (সৃষ্টিব্যাপারাদীনি) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধনমুপপাদয়ন্তি)। ৯

ভাবার্থ—

আপনার প্রকৃতিতে হয়ে অধিষ্ঠিত।
প্রকৃতির কোলে লীন ভূতগ্রাম যত॥
বার বার সৃষ্টি করি বিবিধ বিধানে।
প্রাচীন করম জাত স্বভাবের ক্রমে॥
অসঙ্গ স্বভাব আমি, সঙ্কল্পে আমার।
নির্ব্বাহিত হয় এই সৃজন ব্যাপার॥
কর্ত্তৃত্ব আরোপ কিম্বা ভোক্তৃত্ব ইহাতে।
অথবা সংসর্গ গন্ধ নাহি কুরুপতে!॥ ৮
নিরপেক্ষ সাক্ষ্য যথা বিরোধ বিষয়ে।
নির্ব্বিকার কোন পক্ষ জয় পরাজয়ে॥
উদাসীন আমি তথা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারে।
নির্লিপ্ত, আমারে কর্ম্ম বদ্ধ নাহি করে॥
নির্ব্বিকার আমি ফল সঙ্গ বিরহিত।
অভিমান নাহি মোর অসঙ্গ সতত॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০॥

ব্যাখ্যা। অধ্যক্ষেণ (নিয়ন্ত্রা, নিমিত্তভূতেন, অধিষ্ঠাত্রা) ময়া (ভগবতা) প্রকৃতিঃ (ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) সচরাচরম্ (জগৎ, বিশ্বং) সূয়তে (উৎপাদয়তি) হে কৌন্তেয়! অনেন (মদধিষ্ঠানেন, অধ্যক্ষত্বেন বা) হেতুনা (নিমিত্তেন) জগৎ (সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং) বিপরিবর্ত্ততে (বিবিধং পরিবর্ত্ততে, জন্মাদিবিনাশান্তং বিকারজাতমনবরতমাসাদয়-তীত্যর্থঃ পুনঃ পুনর্জায়তে বা)। ১০.

গগনে পর্জ্জন্য বিনা ভেদাভেদ জ্ঞানে।
সমভাবে বারি যথা বর্ষে সর্ব্ব জনে॥
দেবতা মনুষ্য পশু পাপী পুণ্যবান্।
আমার নিকটে তথা সকলে সমান॥
তবে যে বৈষম্য ভাব দেখিছ সৃজনে।
ভুঞ্জে জীব সে সকলি নিজ কর্ম্ম গুণে॥ ৯
আমি সকলের সাক্ষী অবিক্রিয় আত্মা।
অধ্যক্ষ সৃষ্টি ব্যাপারে আমিই নিয়ন্তা॥
এই যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নিরন্তর।
প্রসব করিছে বিশ্ব সহ চরাচর॥
মম অধিষ্ঠান মাত্র অপেক্ষা তাহাতে।
করে হে প্রকৃতি এই জেন কুরুপতে!॥
আমার সান্নিধ্য মাত্র হয় সম্পাদিত।
সে আধিষ্ঠাতৃত্ব যাহা সৃষ্টি-মূলীভূত॥
সিংহাসনে সমারূঢ় নৃপতি থাকিলে।
অমাত্যের দ্বারা যথা রাজকার্য্য চলে॥
থাকিলে নির্লিপ্ত ভাবে আমি সন্নিধানে।
সক্ষম প্রকৃতি তথা সৃষ্টি-সম্পাদনে॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। ভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং) মম পরং (প্রকৃষ্টং পারমার্থিকং) ভাবং (তত্ত্বং) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) মানুষীং (মনুষ্যসম্বন্ধিনীং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানাং) তনুং আশ্রিতং (মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ) মাং অবজানন্তি (অবজ্ঞাং পরাভবং কুর্ব্বন্তি)। ১১

—*—

কর্তৃত্ব উদাসীনত্ব সম সমাবেশ।
সৃষ্টি বিষয়েতে মোর বুঝেছ বিশেষ ॥
আমি মাত্র অদ্বিতীয় দেবতা স্বরূপ।
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত হয়ে সাক্ষিরূপ ॥
অধ্যক্ষ চৈতন্য মাত্র আমি ধনঞ্জয়!
নিজে কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল ভোগী নয় ॥
আমি কারে সুখ দুঃখ না করি প্রদান।
আমার দায়িত্ব কিছু নাহি মতিমান্ ॥ ১০
মায়ার বিকারগ্রস্ত মূঢ়মতি জন।
পারে কি এ গূঢ় ভাব করিতে গ্রহণ ॥
নিত্যশুদ্ধ পরমাত্মা অনন্ত স্বরূপ।
আনন্দ-ঘন চৈতন্য আমি বিশ্বরূপ ॥
বিতরি আনন্দ-বারি ভক্তের হৃদয়ে।
প্রকাশি করুণা তার তৃপ্তি অভিপ্রায়ে ॥
করিয়া মনুষ্য বৎ আকার ধারণ।
করিতেছি নরোচিত কর্ত্তব্য পালন ॥
আমিই সাক্ষাৎ তনু-রূপ ব্রহ্ম হই।
তনুই সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ আমি এই ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

ব্যাখ্যা। মোঘাশাঃ (মোঘা নিষ্ফলা আশা ফলপ্রার্থনা যেষাং তে) মোঘকর্ম্মাণঃ (মোঘানি শ্রমমাত্ররূপাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি যেষাং তে) মোঘজ্ঞানাঃ (মোঘং ঈশ্বরাপ্রতিপাদককুতর্কশাস্ত্রজনিতং জ্ঞানং যেষাং তে) বিচেতসঃ (ভগবদবজ্ঞানজনিতদুরিতপ্রতিবদ্ধবিবেক-বিজ্ঞানাঃ) মোহিনীং (মোহকরীং; শাস্ত্রজ্ঞানভ্রংশহেতুং) রাক্ষসীং (তামসীং, অবিহিতহিংসাহেতুদ্বেষপ্রধানাং) আসুরীং (রাজসীং শাস্ত্রা-নভ্যনুজ্ঞাতবিষয়ভোগহেতুরাগপ্রধানাং) চ এব প্রকৃতিং (স্বভাবং) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) [ভবন্তি]। ১২

জীবেতে তনুতে আছে ভেদভাব যথা।
আমাতে তনুতে নাহি ভেদভাদ তথা॥
তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত বিনা এ ভাব কে জানে।
অজ্ঞ যারা হেরে মোরে অবজ্ঞানয়নে॥ ১১
আশা তরু তাহাদের নাহি ধরে ফল।
অগ্নি-হোত্র শ্রম মাত্র করম বিফল॥
ঈশ্বর-বিরোধি-মন্দ-তর্ক-পূর্ণ-শাস্ত্র-।
লব্ধজ্ঞান তাহাদের বিড়ম্বনা মাত্র॥
বিবেক-বিজ্ঞান-ভ্রষ্ট ভ্রমে অন্ধ হয়।
পদে পদে তাহাদের বুদ্ধি বিপর্য্যয়॥
ভগবদ্ জ্ঞানাভাবে দিবানিশি তারা।
রহিয়াছে তমোময় রাগদ্বেষে ঘেরা॥
ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিগর্হিত ভোগ-অনুরাগে।
রাজসী প্রবৃত্তি সদা হৃদয়েতে জাগে॥
দেহকেই আত্মা ভাবি হতভাগ্যগণ।
লয় মনো-বিমোহিনী প্রকৃতি শরণ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! মহাত্মানঃ (মহাননেকজন্মকৃতসুকৃতৈঃ সংস্কৃতঃ ক্ষুদ্রকামাদ্যনভিভূত আত্মান্তঃকরণং যেষাং তে) তু দৈবীং (অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ ইত্যাদি বক্ষমাণাং দৈবীং সাত্ত্বিকীং) প্রকৃতিং (স্বভাবং) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) অনন্যমনসঃ (অন্যস্মিন্মদ্ব্যতিরিক্তে নাস্তি মনো যেষাং তে) [সন্তঃ] ভূতাদিং (সর্ব্বভূতানামাদিং কারণং) অব্যয়ং (অবিনাশিনং নিত্যং) মাং জ্ঞাত্বা (বিচারেণ নিশ্চয়ং কৃত্বা) ভজন্তি (সেবন্তে)। ১৩

—*—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। [কেচিৎ] সততং (সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তঃ) [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ং স্থিরমচলং ব্রতং যেষাং তে) [সন্তঃ]

পুরুষার্থ পরিভ্রষ্ট তাহারা ধরায়।
অহো! কিবা শোচনীয় গতি তারা পায় ॥ ১২
সঞ্চিত পুণ্যের বলে জগতে যাহারা।
আমার শরণ লয় মহাত্মা তাহারা ॥
ভ্রমে নাহি চিন্তা করে ক্ষুদ্র কামনায়।
সাত্ত্বিকী প্রকৃতি তারা করে সমাশ্রয় ॥
আমি যে সবার আদি কারণ স্বরূপ।
অবিনাশী নিত্য তারা জানে ভাল রূপ ॥
তাইত রত নিয়ত আমারি সেবায়।
মজায় মন মধুপ সদা মম পায় ॥ ১৩
সুধামাখা হরিনাম কীর্ত্তন কারণ।
দেশ-কাল-পাত্র-শুদ্ধি নাহি প্রয়োজন ॥

যতন্তঃ (ইন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহিংসাদিলক্ষণৈঃ ধর্ম্মৈঃ প্রযত্নবন্তঃ) [কেচিৎ] ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বকং) নমস্যন্তঃ (নমস্কারং কুর্ব্বন্তঃ) চ [কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিতাঃ) মাং উপাসতে (সেবন্তে)। ১৪

ক্ষুধাতুর দীন যথা ভিক্ষার আশায়।
অভিমান ত্যজি ধনি-নিকেতনে যায়॥
সেইরূপ-ভব-ক্ষুধা প্রপীড়িত যারা।
ভক্তি তরে ভক্ত ঘরে নিত্য যায় তারা॥
ভক্ত সনে সংকীর্ত্তনে করি যোগদান।
আনন্দে বিভোর হয়ে করে সুধা পান॥
আবেশেতে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ঝর ঝর প্রেমধারা ঝরে নিরন্তর॥
লজ্জা ভয় অভিমান দিয়া বিসর্জ্জন।
কখন করিছে নৃত্য কখন রোদন॥
বাহু তুলে হরি বলে কভু তার-স্বরে।
ভাবে গদগদ কভু বাক্য নাহি সরে॥
আস্য মেলে হাস্য করে পাগলের প্রায়।
কখন বালক সম ধূলায় লুঠায়॥
অধীত শাস্ত্রের মত পুনঃ পুনঃ মুখে।
সযতনে হরি নাম কভু জপে সুখে॥
ঘন ঘন বহে শ্বাস বেশ বিগলিত।
আপনা হারায়ে শেষে হারায় সম্বিত॥
কেহ হরি-বাসরাদি করণীয় ব্রত।
অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে না করে পতিত॥
ভক্তি ভরে কেহ মোরে করে নমস্কার।
আমার সংযোগ বাঞ্ছা একান্ত তাহার॥ ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥ ১৫

ব্যাখ্যা। অন্যে হপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ো যজ্ঞস্তেন) যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) মাং (ঈশ্বরং) উপাসতে (ভজন্তে) [তেষাং মধ্যে কেচিৎ] একত্বেন (অভেদভাবনয়া, একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনেন) [কেচিৎ] পৃথক্‌ত্বেন (পৃথক্‌ ভাবনয়া, দাসোহহমিতি উপাস্যোপাসকয়োর্ভেদেন বা) [কেচিৎ] বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মকং, বিশ্বরূপং) [মাং] বহুধা (নানারূপেণ ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ) উপাসতে। ১৫

—ঃ—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌॥ ১৬

ব্যাখ্যা। অহং ক্রতুঃ (শ্রৌতং কর্ম্ম) অহং যজ্ঞঃ (স্মার্ত্তং কর্ম্ম) অহং স্বধা (পিতৃভ্যো যদন্নং দীয়তে তৎ) অহং ঔষধং (ওষধিপ্রভবমন্নং, ভেষজং বা) অহং মন্ত্রঃ (যাজ্যপুরোধোবাক্যাদির্যেনোদ্দিশ্য হবির্দেবেভ্যো

ভাবার্থ—

জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যোগে কোন ভক্ত জন।
অন্য সাধনার সাধ দিয়া বিসর্জ্জন॥
উপাস্যও উপাসকে অভেদ ভাবিয়া।
আমার সাধনা করে নয়ন মুদিয়া॥
কেহ বা পৃথক্‌ ভাবে আরাধনা করে।
আমি প্রভু দাস তারা ভাবে আপনারে॥
অপরে সাধনা করে নানাবিধ দেবে।
বিবিধ প্রকারে মোরে বিশ্বরূপী ভেবে॥
বিশ্বের সকলি আমি, যে কার্য্য যে করে।
সকলি পর্য্যবসিত হয় বিশ্বেশ্বরে॥ ১৫

দীয়তে) অহং এব আজ্যং (হোমাদিসাধনং ঘৃতং) অহং অগ্নিঃ (আহবনীয়াদিঃ) অহং হুতং (হোমঃ)। ১৬

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। অহং অস্য জগতঃ (সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য) পিতা (জনয়িতা ব্যষ্টিসমষ্টিসর্ব্বজগদুৎপাদনাৎ) মাতা (জনয়িত্রী, জগতো হস্য স্বকুক্ষি-মধ্যে এব ধারণাৎ) ধাতা (কর্ম্মফলানাং কর্ত্তা জগতো হস্য পোষণাৎ) পিতামহঃ (পিতুঃ পিতা, জগৎস্রষ্টুর্ব্রহ্মণো হপি জনকত্বাৎ) বেদ্যং (জ্ঞেয়ং বস্তু) পবিত্রং (পূয়তে হনেনেতি পবিত্রং পাবনং শুদ্ধি-হেতুগঙ্গাস্নানগায়ত্রীজপাদি) ওঙ্কারঃ (সর্ব্ববেদবীজভূতঃ প্রণবঃ) ঋক্ (নিয়তাক্ষরপাদা) সাম (গীতিমাত্রস্যৈব বাচকং) যজুঃ (গীতিশূন্যমমি-তাক্ষরং) এব চ (চ শব্দাদথর্ব্ব চ গ্রাহ্যঃ)। ১৭

ভাবার্থ—

শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত যে যজ্ঞ সমুদয়।
যে অন্ন পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দত্ত হয় ॥
ওষধি হইতে জাত ব্রীহি যব আদি।
অথবা ঔষধি যাহা নাশ করে ব্যাধি ॥
অমর-নিকরোদ্দেশে হবির্দান-কালে।
শাস্ত্র উক্ত বাক্য যাহা মন্ত্র রূপে বলে ॥
হোমাদি-সাধন ঘৃত, আধার অনল।
কিম্বা হোম কার্য্য যাহা করে হোতৃ দল ॥
আমি সে সকলি কিছু আমা ভিন্ন নয়।
বিশ্বরূপ বহির্ভূত কি আছে কোথায় ? ॥ ১৬

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। [অহং] গতিঃ (কর্ম্মফলং) ভর্ত্তা (পোষ্টা, সুখসাধনস্য দাতা) প্রভুঃ (স্বামী শাসিতা) সাক্ষী (সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভাশুভদ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগস্থানং) শরণং (প্রপন্নানাং আর্ত্তিহৃৎ) সুহৃৎ (প্রত্যুপকারানপেক্ষ উপকারী) প্রভবঃ (প্রকর্ষেণ ভবন্তি অনেনেতি স্রষ্টা)

ভাবার্থ—

ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপ জগৎ ব্যাপার।
আমা হ'তে জাত তাই পিতা আমি তার ॥
আপন কুক্ষির মধ্যে জননী যেমন।
স্বকীয় সন্তানগণে করেন ধারণ।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সখে! ধরি আমি তথা।
অভিধান তাই মম জগতের মাতা ॥
বিশ্বের পোষণ কার্য্য আমা হতে হয়।
ধাতা মম নামান্তর তাই ধনঞ্জয়! ॥
আমিই জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার জনক।
পিতামহ নাম মম নহে নিরর্থক ॥
আমি মাত্র জগতের জ্ঞাতব্য বিষয়।
জানিলে আমাকে কিছু জানিতে না হয় ॥
গায়ত্রী কি গঙ্গাবারি এ জগতে পার্থ! ॥
শুদ্ধি-বিধায়ক যত ক্রিয়া বা পদার্থ ॥
আমি সে সকলি সখে! আমিই প্রণব।
আমি সাম ঋক্ যজু আদি বেদ সব ॥ ১৭
আমাতেই সব কার্য্য হয় অবসান।
জগতের গতি তাই আমি ভগবান্ ॥

প্রলয়ঃ (প্রকর্ষেণ লীয়ন্তে হনেনেতি সংহর্ত্তা) স্থানং (তিষ্ঠন্তি অস্মিন্নিতি আধারঃ) নিধানং অব্যয়ং বীজং (অবিনাশি বীজং কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাং প্ররোহকারণং)। ১৮

—ঃ—

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন!॥ ১৯

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! অহং তপামি (আদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিৎ রশ্মিভিস্তপামি) অহং বর্ষং (বৃষ্টিরূপং রসং) উৎসৃজামি (বৃষ্টিরূপেণ প্রক্ষিপামি) নিগৃহ্লামি (আকর্ষামি) চ অহং এব অমৃতং (দেবানাং সর্ব্ব-

সুখ-সাধন-পোষণ-দ্রব্য-দান-কর্ত্তা।
আমি হই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
আমার প্রভাবে সবে পরাভব মানে।
জগতের প্রভু তাই প্রকৃত বিধানে॥
সকলের শুভাশুভ দরশন করি।
সাক্ষিরূপে স্থিতি মম তাই সর্ব্বোপরি॥
নিবাস নিয়ত আমি নিখিল বিশ্বের।
অনন্যশরণ আমি প্রপন্ন জনের॥
না করি অপেক্ষা প্রতি-উপকার তরে।
সর্ব্ব জীব-হিতে রত সুহৃৎ আকারে॥
বিশ্বের আধার আমি, করি সৃষ্টি লয়।
অবিনাশি বীজ আমি জেন ধনঞ্জয়!॥ ১৮
আমি করি তাপ দান রস আকর্ষণ।
রস আমি, আমি করি বারি বরষণ॥
জীবের জীবন আমি আমিই বিনাশ।
স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বভূতে আমার বিকাশ॥

প্রাণিনাং জীবনং) চ মৃত্যুঃ (মর্ত্ত্যানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং বিনাশঃ) চ সৎ (স্থূলং দৃশ্যং, সাধু, যৎসম্বন্ধিতয়া যৎ বিদ্যতে তৎ তত্র সৎ বা যদ্বর্ত্ততে তৎ সৎ) অসৎ (সূক্ষ্মং অদৃশ্যং, অসাধু, যৎসম্বন্ধিতয়া যন্ন বিদ্যতে তৎ তত্র অসৎ, যদতীতমনাগতঞ্চ তৎ অসৎ) চ। ১৯

—*—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈরিষ্ট্বা
স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্
দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

ব্যাখ্যা। ত্রৈবিদ্যাঃ (ঋক্‌যজুঃ সামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাস্ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যা তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ) যজ্ঞৈঃ (অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈঃ) মাং ইষ্ট্বা (পূজয়িত্বা) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তি যে তে) পূতপাপাঃ (নিরস্তস্বর্ভোগপ্রতিবন্ধকপাপাঃ) [সন্তঃ] স্বর্গতিং (স্বরেব

এইরূপে নানা রূপে বিভক্ত হইয়া।
ভূতে ভূতে অবস্থিত জগৎ ব্যাপিয়া॥
এ বিশ্ব আমারি রূপ যে জানে এ তত্ত্ব।
প্রকৃত মহাত্মা বলি জেন তারে পার্থ!॥ ১৯
আর যারা ভগবদ্ আরাধনা ত্যজে।
বসু বাসবাদি মোরে রুদ্ররূপে ভজে॥
বেদত্রয়বিধানোক্ত অগ্নিষ্টোম আদি।
যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করে নিরবধি॥
যজ্ঞশেষ সোমরস করি তারা পান।
কলুষ-কলাপ হ'তে লভি পরিত্রাণ॥

গতিঃ স্বর্গতিস্তাং স্বর্গগমনং) প্রার্থয়ন্তে (সকামতয়া যাচন্তে, ন তু সত্ত্ব-শুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্ত্যাদি) তে পুণ্যং (পুণ্যফলরূপং) সুরেন্দ্রলোকং (শতক্রতো স্থানং স্বর্গং বা) আসাদ্য (সংপ্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ অপ্রাকৃতান্, মনুষ্যৈরলভ্যান্) দেবভোগান্ (দেবানাং ভোগাস্তান্) অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে)। ২০

—:—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

ব্যাখ্যা। তে (স্বর্গকামাঃ) তং (প্রর্থিতং) বিশালং (বিপুলং) স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যফলে হ্রপচিতে তদ্দেহনাশাৎ পুনর্দ্দেহগ্রহণায় ইতি ভাবঃ) [সতি] মর্ত্ত্যলোকং (ইমাং বসুন্ধরাং) বিশন্তি (প্রবিশন্তি, পুনর্গর্ব্ববাসাদিযাতনামনুভবন্তীত্যর্থঃ) এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) ত্রয়ীধর্ম্মং (ত্রয্যা বেদত্রয়েণ প্রতিপাদিতং ধর্ম্মং, বেদত্রয়-বিহিতং কাম্যং কর্ম্ম বা) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগতাঃ) কামকামাঃ গতাগতং (যাতায়াতং) লভন্তে (প্রাপ্নুবন্তি)। ২১

মূঢ় জন কমনীয়-কামনার বশে।
বাস করে দেবভোগ্য ত্রিদিব নিবাসে।
সুকৃতির বলে তথা সুখময় ফল।
দুর্লভ মর-জগতে ভুঞ্জে অবিরল॥ ২০
কিন্তু এ সুখ নিদান পুণ্য কাল-বশে।
অচির-স্থায়িত্ব-হেতু ক্ষীণ হয় শেষে॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহং ॥ ২২

ব্যাখ্যা : অনন্যাঃ (নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং যেষাং তে) মাং চিন্তয়ন্তঃ (ভাবয়ন্তঃ) যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে (পরি সর্ব্বতো হনবচ্ছিন্নতয়া পশ্যন্তি সেবন্তে বা) নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠানাং) তেষাং যোগক্ষেমং (অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং যোগঃ প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমং এতদুভয়ং) অহং বহামি (প্রাপয়ামি)। ২২

স্বর্গ-ভোগ অবসানে বিনাশ দশায়।
দেবোপম দেহ তার অপনীত হয় ॥
তখন নূতন দেহে প্রবেশে আবার।
অশেষ যাতনাময় গর্ভ-কারাগার ॥
বেদের বিহিত কর্ম্ম করি এই ক্রমে।
স্বর্গে যায় পুনরায় আসে মর্ত্তধামে ॥
কর্ম্ম অধীনতা পাশ ছিঁড়িতে না পারে।
বার বার এইরূপে যাতয়াত করে ॥ ২১
নহে যারা কিন্তু কোন কামনা অধীন।
অন্য দেব উপাসনা ত্যজি প্রতিদিন ॥
আমার চিন্তায় মন সমর্পণ করে।
কলুষিত নহে চিত ভেদ দৃষ্টি ভরে ॥
বিশ্বরূপী বাসুদেব সর্ব্বাত্মা ভাবিয়া।
ভাবে মোরে, প্রাণ মন আমাতে সঁপিয়া
জীবন যাপন দ্রব্য সংকুলান ভার।
প্রীত মনে পার্থ! আমি লই হে তাহার।

যে হ্প্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তে হ্পি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতাঃ যুক্তাঃ অনুগতাঃ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] যে হ্ন্য দেবতাঃ (বসুরুদ্রাদীঃ) অপি যজন্তে (পূজয়ন্তি) তে হ্পি মাং এব যজন্তি [কিন্তু] অবিধি-পূর্ব্বকং (অবিধিরজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকং, অজ্ঞানপূর্ব্বকং)। ২৩

—ঃ—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

যে প্রাপ্ত ধনের তার রক্ষা আবশ্যক।
আমি তার সে ধনের নিয়ত রক্ষক ॥
স্মিত মুখে স্বামী যথা করে হে স্বীকার।
পতিপ্রাণা-প্রণয়িনী-পালনের ভার ॥
আমি তথা ভক্ত জন অন্নাদি যোজন।
রক্ষণের ভার তার বহি অনুক্ষণ ॥
অপরের প্রয়োজন নির্ব্বাহ নিমিত্ত।
করাই তাহার যত্ন উৎপাদন নিত্য ॥
আমার ভক্তের কিন্তু বিনা প্রার্থনায়।
ভরণ পোষণ সব আমা হ'তে হয় ॥ ২২
অন্য দেব-ভক্ত যারা শ্রদ্ধা সহকারে।
পূজা করে ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবতারে ॥
যদিও সে পূজা নহে সম্যক্ আমার।
গৌণভাবে, কিন্তু আমি ফলদাতা তার ॥
আমারি সে পূজা সিদ্ধ প্রকার-অন্তরে।
অবিধি-বিহিত বলি জানিও তাহারে ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হি সর্ব্বযজ্ঞানাং (শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং) অহং এব ভোক্তা (তত্তদ্দেবতারূপেণ যজ্ঞসমর্পিতদ্রব্যোপ-ভোগকর্ত্তা) চ প্রভুঃ (ফলদাতা) চ তে তু মাং তত্ত্বেন (পরমার্থতঃ যথাবৎ) ন অভিজানন্তি (সম্যগ্ রূপেণ উপলভন্তে) অতঃ (মৎস্বরূপা-পরিজ্ঞানাৎ) চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে)। ২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনো
হপি মাম্ ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। দেবব্রতাঃ (ইন্দ্রাদিষু দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিশ্চ

ভাবার্থ—

শ্রদ্ধা সহ করি নানা যজ্ঞ আচরণ।
দেবোদ্দেশে দান যবে করে নরগণ ॥
পরম ঈশ্বর জ্ঞানে সেই দেবতাকে।
ইষ্ট ফল দাতা ভাবি পূজা করে থাকে ॥
কিন্তু যদি তারা সেই দেবতার রূপে।
ভাবে আরাধনা করে সেই বিশ্বরূপে ॥
সে দেব বিভূতি মম জানি সারোদ্ধার।
তত্ত্ব জ্ঞান সহ পূজা হইত তাহার ॥
একমাত্র আমি হই তাঁবতের ভোক্তা।
ফলদাতা অন্তর্যামী আমি মাত্র কর্ত্তা ॥
সকলি পর্য্যবসিত আমাতেই হয়।
না জানি এ গূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞ জীবচয়।
মর্ত্ত হতে স্বর্গলোকে স্বর্গ হ'তে মর্ত্তে।
ঘুরিতেছে অনিবার বিষম আবর্ত্তে ॥ ২৪

যেষাং তে যজ্ঞপরায়ণাঃ বা) দেবান্ (দেবলোকান্) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ পিতৃভক্তাঃ) পিতৃন্ (পিতৃলোকান্) যান্তি' ভূতেজ্যা (ভূতেষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে যক্ষরক্ষোবিনায়ক-মাতৃগণাদীনাং পূজকাঃ) ভূতানি (বিনায়কমাতৃগণচতুর্ভগিন্যাদীনি) যান্তি মদ্‌যাজিনঃ (মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে বৈষ্ণবাঃ) অপি মাং (অব্যয়ং পরমানন্দস্বরূপং মাং) যান্তি। ২৫

—*—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। যঃ মে ভক্ত্যা (প্রীত্যা) পত্রং (তুলস্যাদিকং) পুষ্পং ফলং তোয়ং (গঙ্গাদিজলং) প্রযচ্ছতি অহং প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্ত্যা সমর্পিতং) তৎ (পত্রপুষ্পাদি সর্ব্বং) অশ্নামি (গৃহ্লামি)। ২৬

ভাবার্থ—

দেবলোকে যায় যত দেবতা পূজকে।
পিতৃ-পূজা-পরায়ণ যায় পিতৃলোকে॥
যক্ষ-রক্ষো-ভূত-পূজা-পরায়ণ-গণ।
জীবনান্তে ভূতলোকে করে হে গমন॥
সে সব অনিত্য ফল কালে ক্ষয় হয়।
ভোগ অবসানে পুনঃ ঘূর্ণন নিশ্চয়॥
কিন্তু যারা কেন্দ্ররূপী নিত্য ভগবান্।
চরণে শরণ লয় তারা বুদ্ধিমান॥
অসার সংসারে এক বাসুদেব সার।
মজিলে তাঁহাতে নাহি যাতায়াত আর। ২৫

ভাবার্থ—

ভগবদ্ আরাধনা কষ্টকর নহে।
দুর্মূল্য আয়াস সাধ্য দ্রব্যের সংগ্রহে।
নাহি প্রয়োজন, সখে! প্রকৃতি আপনি।
সাজায়ে রেখেছে তাঁর পূজার বিপণি॥
বঞ্চিতা তুলসী কি হে পূত পত্র দলে?।
ফুটে না ফুলকুল ফুল-তরু ডালে?॥
ধরে না কি মিষ্টফল পাদপ সকল?।
বারিহীনা হয়েছে কি স্রোতস্বিনী-দল?॥
কিসের ভাবনা তবে আন যত্ন করে।
পত্র পুষ্প ফল জল মম পূজা তরে॥
ভক্তের ভগবান্ জান না কি হই?।
ভক্তি করে যে যা দেয় যত্ন করে লই॥
ব্রাহ্মণ তপস্বী ঋষি চণ্ডাল বাছিনে।
সমজ্ঞান বলবান ক্ষীণ ধনী দীনে॥
ভক্তির কাঙ্গাল মোরে ভবে জানে কে না?।
খাইয়াছি শ্রীদামের তণ্ডুলের কণা॥
এত দয়া দীনে তবে কোন মূঢ় নর।
ক্ষণ-সুখদাতা দেবে পূজিতে তৎপর॥
পরিহরি সুবিমল নির্ঝরিণী জল।
মায়া মরীচিকা পানে ধায় অবিরল॥
সুখময় রাজপথ ছাড়ি নিরন্তর।
কুপথে কণ্টকাঘাতে ক্ষত কলেবর॥
শান্তিপ্রদ হরিপদ সুশীতল ছায়া।
কর সমাশ্রয় তব তৃপ্ত হবে কায়া॥
ফল মূল আহরণে না থাকে শকতি।
যাও যথা পথহারা হয়ে স্রোতস্বতী॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥ ২৭

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! যৎ করোষি (আচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম স্বতঃ প্রাপ্তমিতি) যৎ অশ্নাসি (খাদসি) যৎ জুহোষি (হবনং নির্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা) যৎ দদাসি (প্রযচ্ছসি, ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ হিরণ্ময়পাত্র-রত্নাদি) যৎ তপস্যসি (তপঃ করোষি) তৎ মদর্পণং (ময়ি সমর্পণং) কুরুষ্ব। ২৭

—*—

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥ ২৮

ব্যাখ্যা। এবং (মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্) শুভাশুভফলৈঃ (ইষ্টানিষ্ট-ফলৈঃ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (বন্ধনরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি)

বিজনে সতত আছে ব্যস্ত অন্বেষণে।
প্রেমের পাথার সেই পুরুষ রতনে॥
ভক্তি করি তুলি বারি তটিনী হইতে।
তর্পণ করিলে আমি তৃপ্ত হ'ব ত'াতে॥ ২৬
নিত্য নৈমিত্তিক যাগ যজ্ঞ হোম তপ।
দান ভোজনাদি যাহা কর পরন্তপ!॥
লৌকিক বৈদিক ক্রিয়া সকলি আমাতে।
কর সদা সমর্পণ শ্রদ্ধার সহিতে॥
অধিক কি কব আর ইন্দ্রিয় বিষয়।
প্রাণ মন আত্মা সহ দাও হে আমায়॥
ভগবানে সমর্পণ সর্ব্ব কর্ম্ম পার্থ!
জেন তাঁর ভজনার যথাযথ অর্থ॥ ২৭

বিমুক্তঃ (সম্যগ্‌ দর্শনেনাজ্ঞানাবরণনিবৃত্তঃ) [সন্] সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা (সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতঃ) [ত্বং] মাং উপৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি)। ২৮

—:—

সমো ঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যো ঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ ২৯

ব্যাখ্যা। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ (তুল্যঃ) মে দ্বেষ্যঃ (দ্বেষবিষয়ঃ) ন প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) ন অস্তি যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে (ভক্তাঃ) ময়ি (ভগবতি) [বর্ত্তন্তে] অহং অপি চ তেষু [বর্ত্তে]। ২৯

ভাবার্থ—

ভগবানে সমর্পিত কর্ম্ম কাণ্ডে আর।
অর্পকের নাহি থাকে সম্বন্ধ-ব্যাপার॥
ফলে তারে নাহি করে আর বিজড়িত।
করেছে সে ভক্তি ভরে ঈশ্বরে অর্পিত॥
কেটেছে সে কর্ম্ম পাশ বন্ধন-কারণ।
নিগড় কাটে যেমতি মাতিলে বারণ॥
কর্ম্ম ফল সমর্পণ সন্ন্যাসে তাহার।
যোগ সম করে নাশ চিত্তের বিকার॥
অজ্ঞানের আবরণ করি উন্মোচন।
আমার সাক্ষাৎ লাভ করে সে তখন॥
তখন প্রারব্ধ কর্ম্ম হয় তার ক্ষয়।
বিদেহ কৈবল্য রূপ মোক্ষ লাভ হয়॥ ২৮
সিদ্ধ কিম্বা মুক্ত জীব বরঞ্চ সুলভ।
নারায়ণ-পরায়ণ অতি সুদুর্ল্লভ॥

কোটি সিদ্ধ মুক্ত মাঝে মাত্র এক জন।
মিলে কি না মিলে বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ ॥
মুক্তি কোন কোন জনে করেছি প্রদান।
ভক্তিধন কয় জনে করিয়াছি দান ? ॥

মুক্তির কামনা নাহি ভক্ত জন করে।
লোলুপ তাহারা মম প্রেম সেবা তরে ॥
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডময় স্থিত সর্ব্ব জীবে।
বিরাজিত অবিরত আমি সমভাবে ॥

গগনে উদিত যথা তপন কিরণে।
সমভাবে আলোকিত করে সর্ব্বজনে ॥
আমি তথা কোন জনে নহি অনুরক্ত।
কিম্বা নহি কোন জন উপরে বিরক্ত ॥

ভক্ত ও অভক্ত মধ্যে তবে তারতম্য।
নিজ নিজ দোষ গুণ জনিত বৈষম্য ॥
নিজ ধর্ম্ম বশে স্বচ্ছ দর্পণ যেমন।
করে বস্তু-প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ ॥

সেরূপ নিষ্কাম-কর্ম্ম-আচরণে যার।
বিদূরিত অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার ॥
সত্ত্বগুণ-আবির্ভাবে সে হৃদয় ধামে।
মদাকারা বৃত্তি হয় সমুদ্ভূত ক্রমে ॥

ঐকান্তিকী ভক্তি হেতু সখে! সেইজন।
আমাতেই বর্ত্তমান থাকে হে তখন ॥
আমিও তখন তার চিত্ত-ক্ষেত্রোপরে।
সতত বিরাজ করি প্রতিবিম্বাকারে ॥

ভকত-বাৎসল্যে নাহি মম গুণলেশ।
ভক্তের মহিমা তাহে ব্যক্তই বিশেষ ?

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজন্তে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

ব্যাখ্যা। সুদুরাচারঃ (সু সুষ্টু দুরাচারঃ অতীব কুৎসিতাচারঃ) অপি চেৎ (যদি) অনন্যভাক্ (নান্যভক্তিঃ) [সন্] মাং ভজতে স সাধুঃ এব (শ্রেষ্ঠঃ এব) মন্তব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ) হি সঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ (শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্)। ৩০

অনল পরশে বটে শৈত্য দূরে যায়।
সেবনেতে শৈত্য নাশ নতুবা কেথায় ? ॥
তেমতি যে জন কভু চাহেনা আমারে।
ভক্তি করা দূরে যাক্, থাকে সদা দূরে ॥
মলিন পঙ্কিল যার অন্তর সতত।
ঘটাদির মত, তাহে কেমনে পতিত।
হবে মম প্রতিবিম্ব, সেই বা কেমনে।
বল দেখি বর্ত্তমান রবে ভগবানে ॥ ২৯

মহাপাপী দুরাচার যে জন ভুবনে।
সে যদি অনন্য-মনে ভজে ভগবানে ॥
সাধু বলি করে তারে নিশ্চয় গণন।
সাধু পথে পথিক সে হয়েছে যখন ॥
ভক্তি পথে অগ্রসর হঁলে এক বার।
উন্নতির অভিমুখে ধায় অনিবার ॥
ভগবদ্-ভজনের এমনি প্রভাব।
প্রতিপদে সাধকের বাড়ে ভক্তি-ভাব ॥
বাঁরেক অসিলে এই আবর্ত্ত ভিতরে।
আর তার আকর্ষণ শিথিল কে করে ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

ব্যাখ্যা। [সুদুরাচারো ঽপি মাং ভজন্] ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মানুগতচিত্তঃ) ভবতি [ততশ্চ] শশ্বচ্ছান্তিং (শশ্বৎ নিত্যাং শান্তিঞ্চোপশমং, নিত্যাং বিষয়ভোগস্পৃহাবিনিবৃত্তিং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি, দুরাচারত্বদশায়ামপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। নন্বু যদি স ধর্ম্মাত্মা স্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ্দুরাচারো

হরি-প্রেম-মাদকের মত্ততা এমন।
অলক্ষিতে অভিভূত করে প্রাণ মন ॥
মত্ত হয়ে মনোভৃঙ্গ সদা ধায় তথা।
পূর্ণানন্দ পদ্মবন প্রস্ফুটিত যথা ॥
ঘৃণিত বিষয়-ভোগ-অঙ্গুলি-সঙ্কেতে।
গতি নাহি হবে তার আর পাপ পথে ॥
ভগবদ্ ভকতির মহিমা অপার।
ভকতি বিনা মিলেনা তুলনা তাহার ॥
মহাপাপী অজামিল নিত্য দেয় সাক্ষ্য।
হরি ভক্তি সম নাহি পাবন প্রত্যক্ষ ॥ ৩০

হইলেও ব্রহ্মঘাতী স্ত্রীঘাতী নারকী।
পরদার-পরায়ণ অশেষ পাতকী ॥
বাসুদেব ভজনার স্বাদ যদি পায়।
পাপ পথে আর তার চিত নাহি ধায় ॥
হরিভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত-প্রভাব এমন।
ভস্ম করে চির তরে পাপ আগণন ॥
পাপাত্মা ধর্ম্মাত্মা সাধু হয় হে অচিরে।
যায় ভ্রান্তি সুখশান্তি পায় চির তরে ॥

ভক্তো জন্মপর্য্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি তস্য কা বার্ত্তা ? ইত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ) হে কৌন্তেয়! মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি (প্রাণনাশে ঽপি অধঃপাতং ন যাতি) [ইতি] প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞাং কুরু, ননু কথং ভগবান্ স্বয়মপ্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জ্জুনমেবাদিদেশ ? উচ্যতে, ভগবতা তদানীমেব বিচারিতম্, ভক্তবৎসলেন ময়া স্বভক্তাপকর্ষলেশমপ্যসহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি

ভক্তির উত্থান কভু পতন না জানে।
অধঃপাত নাহি আছে ভক্তি-অভিধানে॥
জলদ-গম্ভীর নাদে ঘোষ ধনঞ্জয়!।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
দেবগণে ব'লো যেন দুন্দুভি বাজায়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
ব'লো যেন বলে রবি শশী তারকায়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশে ভয়॥
বিজলি অক্ষরে লিখ জলদের গায়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
বলিও বিমানে যেন গায় হিমালয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
ব'লো যেন বহে বার্ত্তা মৃদুল মলয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
লিখে যেন নীরনিধি তরঙ্গ মালায়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
ব'লো যেন কল্লোলিনী কল কলে কয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
শাখাকর তুলি যেন শাখী সাক্ষ্য দেয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥

স্বাপকর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্তপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা বহুত্র। অতো হর্জ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীতি শ্রীবিশ্বনাথঃ)। ৩১

কুহু রবে বলিবারে ব'লো কোকিলায়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
বলো যেন গুণ গুণে অলিগণ গায়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
ব'লো প্রতি পরমাণু দেয় পরিচয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
ভক্ত-কুল-শিরোমণি তুমি ধনঞ্জয়!।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তুমি ব'লো বসুধায়।
পূরবের রবি হলে পশ্চিমে উদয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
সদাগতি সদা গতি যদি রোধ হয়।
অনলের প্রদাহিকা যদি নাহি রয়॥
সুমেরু কখন যদি ধূলাতে মিশায়।
অথবা কখন যদি সমুদ্র শুখায়॥
তথাপি তথাপি তুমি ব'লো ধনঞ্জয়!।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
কল্পান্তে এ বিশ্বে যবে হইবে প্রলয়।
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সব হবে লয়॥
বলিও প্রতিজ্ঞা করি তথাপি নিশ্চয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥
বরঞ্চ সহিতে পারি লোকে যদি কয়।
বাসুদেব প্রতিজ্ঞায় না আছে প্রত্যয়॥
অসহ্য আমার কিন্তু হলে অপচয়।
ভক্তের মহিমা ভবে হে পৃথা তনয়!।

মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যে ৎপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তে ৎপি যান্তি পরাং গতিং॥ ৩২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! যে ৎপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টজন্মানঃ, জাতিদোষেণ দুষ্টাঃ বা) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে ৎপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (শরণমাগত্য) হি পরাং গতিং (মোক্ষং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ৩২

তাই অনুমতি করি তুমি ধনঞ্জয়!।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বল বিষ্ণুভক্ত জয়॥
ভক্ত-বাণী রক্ষা আমি করিব নিশ্চয়।
আমার ভক্তের নাহি বিনাশের ভয়॥ ৩১

আমার নিকটে নাহি জাতি কুল মান।
স্ত্রী পুরুষ বৈশ্য শূদ্র সকলে সমান॥
শরণ যে লয় মোর ভক্তি সহকারে।
আমি পার্থ! পরাগতি বিতরি তাহারে॥
নাহি থাক্ অধিকার শাস্ত্র অধ্যয়নে।
হ'ক্ জাতি-দোষে দুষ্ট সমাজ-নয়নে॥
ম্লেচ্ছ বলি বিশ্ববাসী ঘৃণা যারে করে।
ভক্ত হলে আমি তারে রাখি বক্ষোপরে॥
নতুবা কি বনবাসী চণ্ডালের সনে।
হইতাম বদ্ধ কভু মিত্রতা-বন্ধনে॥
সখা মম বিভীষণ রাক্ষস-প্রধান।
সখা মম শাখামৃগ পশু হনুমান॥
সখা মম গোকুলের রাখাল সকল।
সখী মম ব্রজবাসী গোপবধূ-দল॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। পুণ্যাঃ (সদাচারিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি সূক্ষ্মবস্তুবিবেকিনঃ) ভক্তাঃ [পরাং গতিং যান্তি] কিং পুনঃ (সন্দেহাভাবাৎ কিং পুনর্ব্বাচ্যম্) [অতঃ ত্বং] অনিত্যং (ক্ষণ-ভঙ্গুরং) অসুখং (সুখবর্জ্জিতং) ইমং লোকং (মনুষ্যলোকং পুরুষার্থ-সাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং) প্রাপ্য (লব্ধা) মাং ভজস্ব। ৩৩

বল সখে আর কত দিব পরিচয়?।
যে আমারে চায় ভবে সেই মোরে পায়॥ ৩২
সদাচার বিপ্র আর ভক্তি-পথ-গামী।
রাজ-ঋষি-গতি-কথা কি কহিব আমি॥
অসুখ অনিত্য দেহে থাকিতে জীবন।
সুখময় নিত্য ধনে করহ ভজন॥
পূর্ব্ব জন্ম পুণ্য ফলে রাজঋষি প্রায়।
পাইয়াছ বরবপু জ্ঞানে দীপ্তিময়॥
লভি উপযুক্ত ক্ষেত্র সাধ পুরুষার্থ।
বিফলে না যায় হেন শুভ-যোগ পার্থ!॥
ক্লেদাদি পুরীষ-পূর্ণ সমল শরীর।
অসুখের খনি সখে! সতত অস্থির॥
এ হেন অনিত্য দেহে নিত্য-সুখকর।
ভক্তি ধন উপার্জ্জন কর কুরুবর!॥
নবদ্বার মুক্ত তার কি জানি কখন।
বায়ু রূপী প্রাণ পাখী করে পলায়ন॥
এই বেলা সযতনে শিখাও তাহারে।
ভক্তি ভরে জগদিষ্ট কৃষ্ণ বুলি ধরে॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ্বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। মন্মনাঃ (ময়ি মনো যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ (ময়ি ভক্তির্যস্য সঃ) মদ্‌যাজী (মদ্‌যজনশীলঃ) ভব মাং নমস্কুরু (প্রণামং কুরু) এবং মৎপরা-

এ মাদকে এক বার মত্ত যদি হয়।
আত্মহারা হয়ে পরে হইবে মন্ময় ॥
ক্ষণধ্বংসী শরীরের সুখ শান্তি আশে।
কতই আয়াস ক্লেশ সহ অনায়াসে ॥
কিন্তু যাহা নিত্য-সুখ-শান্তির আলয়।
তার জন্য উদাসীন ছি ছি ধনঞ্জয়! ॥
এ দেহে যোগ্যতা আছে অঙ্গে আছে বল।
এখন ইন্দ্রিয়চয় আয়ত্ত সকল ॥
এখন সময় আছে কর অবধান।
মনেরে বুঝায়ে বল হ'তে সাবধান ॥
আপাততঃ সুখকর বিষ-পরিণাম।
বিষয় বাসনা ত্যজি কর হরিনাম ॥
নাহি দুঃখ বাড়ে সুখ ইহার সাধনে।
ভক্তি পথে অধোগতি কে শুনেছে কানে? ॥
চুম্বকের মত যত নিকটে যাইবে।
ভক্তি-আকর্ষণে তত আকৃষ্ট হইবে ॥
অতএব ক্ষণস্থায়ি-সুখচিন্তা ত্যজে।
মজহ পঙ্কজ-আঁখি-শ্রীপদপঙ্কজে ॥ ৩৩
জানি হে অর্জ্জুন! আমি জানি ভাল মতে।
তব সম ভক্ত মম বিরল জগতে ॥

য়ণঃ (মন্নিষ্ঠঃ) [সন্] আত্মানং (অন্তঃকরণং, মনঃ) [ময়ি] যুক্ত্বা (সমাধায়) মাং এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ৩৪

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজগুহ্যযোগো নামঃ নবমোঽধ্যায়ঃ।

তথাপি জগৎ বাসি-লোক-শিক্ষাতরে।
গীতার অবতারণা তাই হে তোমারে॥
করি লক্ষ্য মোক্ষ-পদ-প্রাপ্তির-সোপান।
ভক্তি পন্থা ব্যক্ত করি শুন শ্রদ্ধাবান্॥
আছে তব দারা সুত সোদর রাজত্ব।
ন্যূনাধিক অনুরক্ত আছ তাহে সত্য॥
সে সবাতে অনুরাগ কর পরিহার।
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত কর প্রত্যাহার॥
নির্ব্বাত শিখার সম মন কর স্থির।
বাসুদেব-নিষ্ঠ সদা হও কুরুবীর!॥
সর্ব্বভাবে মায়া মোহ করিতে বর্জ্জন।
এখনও নহে তুমি সমর্থ অর্জ্জুন!॥
এখন আমারে তুমি সময় সময়।
সখিভাবে সম্বোধন কর ধনঞ্জয়!॥
আর নহে এই বেলা হও সাবধান।
আমার স্বরূপ তত্ত্ব কর প্রণিধান॥

বসুদেব জাত আমি দেবকী-নন্দন।
এ ভাব হৃদয় হতে দাও বিসর্জ্জন॥
ভাব আমি জগতের কারণ কারণ।
হিরণ্ময় দেহ-ধারী সরসিজাসন॥
কেয়ূর-কিরীট-দিব্য-কুণ্ডল-ভূষিত।
সবিতৃ মণ্ডল মাঝে নিত্য বিরাজিত॥
এ সংসারে এক মাত্র আমি হই সৎ।
অনাদি অব্যয়, আর সকলি অসৎ॥
এই জ্ঞানালোকে করি মোহ বিদূরিত।
হৃদয়-মন্দির মাঝে কর প্রতিষ্ঠিত।
নবীন-নীরদ-নিভ-নয়ন-নন্দন।
সুর-নর-মুনিগণ-মানস-মোহন।
শ্যামল-সুন্দর-মূর্ত্তি, নিরখি যাহায়।
প্রেমে মত্ত বৃন্দাবনে গোপ গোপিকায়॥
ভক্তি রূপ চন্দনেতে মাখায়ে যতনে।
প্রীতির কুসুমাঞ্জলি দাও সে চরণে॥
অন্তরে এ ভক্তি ভাব হইলে উদয়।
বাহিরে ও পার্থ! তার দাও পরিচয়॥
মদ্‌যাজী হও মম পূজাতে নিরত।
পত্র পুষ্প ফল জল বিধান-বিহিত॥
করি আয়োজন নিত্য বসি নিরজনে।
পূজা কর যথা-রীতি লৌকিক বিধানে॥
সমতন্ত্রী যন্ত্র যথা বাজে সমস্বরে।
সেই মত যেন তব অন্তরে বাহিরে।

আমার অর্চ্চনা রূপ মধুর নিক্কণ।
সমভাবে বিধ্বনিত হয় অনুক্ষণ॥
অন্তরে বাহিরে এই ভক্তির আবেশে।
আপনি হইবে বিনা কা'র উপদেশে।
দেহ তব ফল-ভার-ভরে অবনত।
শাখা সম সদা মম চরণে প্রণত॥
তখন হইবে ধন্য চির-চরিতার্থ!
ভক্তি-নিষ্ঠা একাগ্রতা ধর তাই পার্থ!॥
ভূতলে লুন্ঠিত হয়ে কর নমস্কার।
আমা বিনা নাহি শুভ ফল-দাতা আর॥
সাধনা অভ্যাসে হবে মৎপরায়ণ।
তখন আহার নিদ্রা হাস্য আলাপন।
ভোগ চিন্তা কার্য্য আদি চেষ্টা সব যত।
আমারি উদ্দেশে পার্থ! হবে অনুষ্ঠিত॥
আমাতেই ভোগ তব হইবে সমাপ্ত।
আমাতে আকাঙ্ক্ষা হবে অবসান প্রাপ্ত॥
তখন হইবে তুমি একান্ত মন্ময়।
সাধনার শেষ তব হবে ধনঞ্জয়!॥
যখন হেরিবে তুমি নিকটে কি দূরে।
অন্তরে বাহিরে প্রতি পরমাণু'পরে।
প্রত্যক্ষ-গোচরে কিম্বা কল্পনা প্রভাবে।
মম সত্ত্বা বিনা নাহি উপলব্ধি হবে॥
সর্ব্বান্তরে আমাতেই হবে সমাহিত।
তখন হইবে তুমি আমাতেই যুক্ত॥

সকল ফলের সার, সিদ্ধি কামনার।
বাসনার পরাকাষ্ঠা শেষ আকাঙ্ক্ষার।
তখন পরম পদ লাভ হবে তব।
তোমাতে আমাতে নাহি বিভিন্ন থাকিব॥
বিশেষ না র'বে কিছু তোমা ভগবানে।
আমাকে পৃথক্ ভাবে না ভাবিবে মনে॥
তখন তোমাতে পার্থ! না রহিবে আর।
যাতায়াত কিম্বা কোন কাল-অধিকার॥
হইবে সে নিত্যধন অমর-বাঞ্ছিত।
পরম পদার্থ তব করতল-গত॥ ৩৪

ইতি নবম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো ! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—হে মহাবাহো ! (মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বাহূ যস্য তথাভূত) ভূয় এব মে পরমং বচঃ শৃণু যৎ প্রীয়মাণায় (প্রীতিমনুভবতে) তে ঽহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি)। ১

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

সংক্ষেপে বর্ণিত মম বিভূতি অপার।
শুনিয়া হয়েছে তব প্রীতির সঞ্চার ॥
ভাল মহাবাহো ! পুনঃ করহ শ্রবণ।
বিস্তারি বিভূতি মম করিব কীর্ত্তন ॥
ভগবন্মাহাত্ম্যের স্থূল পরিচয়।
শুনি কি ভক্তের মন পরিতৃপ্ত হয় ? ॥
অধিকারী শ্রদ্ধাশীল তুমি জ্ঞানবান্।
হিত তরে বলি পুনঃ কর অবধান ॥ ১

ন মে বিদুঃ! সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২

ব্যাখ্যা। সুরগণাঃ (দেবসমূহাঃ) ন মহর্ষয়ঃ (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিনঃ ভৃগ্বাদয়ঃ) [অপি] মে প্রভবং (প্রভবনং, উৎপত্তিং প্রভাবং বা) ন বিদুঃ (জানন্তি) হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ উৎপাদকত্বেন) আদিঃ (কারণং)। ২

—ঃ—

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।
অসংমুঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

ব্যাখ্যা। যঃ মাং অজং (জন্মরহিতং) অনাদিং (ন বিদ্যতে আদি-কারণং যস্য তং) লোকমহেশ্বরং (লোকানাং মহান্তমীশ্বরং) চ বেত্তি (জানাতি) স মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্যেষু) অসংমূঢ়ঃ (সম্মোহরহিতঃ) [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)। ৩

ভাবার্থ—

আমার উৎপত্তি নাহি জানে দেবগণ।
মহর্ষি না জানে মম শক্তি বিবরণ ॥
তা'রা ত আমারি মাত্র বিকার স্বরূপ।
কেমনে জানিবে তা'রা মম বিশ্বরূপ ॥
আমি যে সবার আদি, তবে উপাদানে।
উপাদেয় হ'য়ে তা'রা জানিবে কেমনে? ॥ ২
যে জন আমারে জানে জনম রহিত।
ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর বিভূতি সহিত ॥
ভক্তকুল-শিরোমণি সেই ইহলোকে।
মোহের তিমির নাশি জ্ঞানের আলোকে।
কলুষ-কলাপ হ'তে পায় পরিত্রাণ।
কোন্ জন ভাগ্যবান্ তাহার সমান? ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবো হভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিঃ (সূক্ষ্মার্থবিবেচনসামর্থ্যং) জ্ঞানং (আত্মানাত্ম-বিবেকঃ) অসংমোহঃ (ব্যগ্রত্বাভাবঃ) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সত্যং (যথা-দৃষ্টার্থবিষয়ং পরহিতভাষণং, যথার্থভাষণং বা) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ) শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) সুখং (অনুকূলসংবেদনীয়ং) দুঃখং (সুখস্য বিপরীতং) ভবঃ (উদ্ভবঃ) অভাবঃ (মৃত্যুঃ) ভয়ং (আগামি দুঃখকারণ-বীক্ষণাদ্বিত্রাসঃ) চ অভয়ং (ভয়স্য বিনিবৃত্তিঃ) এব চ অহিংসা (পর-পীড়নাজনকতা) সমতা (রাগদ্বেষশূন্যতা) তুষ্টিঃ (সন্তোষঃ) তপঃ (বেদোক্তকায়ক্লেশঃ) দানং (ন্যায়ার্জ্জিতধনাদেঃ পাত্রে অর্পণং) যশঃ (সৎকীর্ত্তিঃ) অযশঃ (দুষ্কীর্ত্তিঃ) [এতে] ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ (নানাবিধাঃ) ভাবাঃ (প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতবো মনোবৃত্তয়ঃ) মত্ত এব (মৎসংকল্পায়ত্তাঃ) ভবন্তি। ৪—৫

—ঃ—

ভাবার্থ—

এই যে মানব "বুদ্ধি" সূক্ষ্মাবধারণে।
হিতাহিত "জ্ঞান" আত্মানাত্ম বিচারণে ॥
"অসংমোহ", কর্ত্তব্যেতে অব্যাকুল ভাব
"ক্ষমা", সহিষ্ণুতা, যার তুলনা অভাব ॥
"সত্য", দৃষ্ট বিষয়ের যথার্থ ভাষণ।
"দম" শব্দে বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয় শাসন ॥
"শম" শব্দে অন্তরের ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি।
"সুখ" হয় অনুকূল বিষয়ের প্রাপ্তি ॥
"দুঃখ" হয় প্রতিকূল সংযোগ হইলে।
জনমেতে "ভবাভাব" বিয়োগ ঘটিলে ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬

ব্যাখ্যা। সপ্ত মহর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ সপ্ত) পূর্ব্বে (প্রথমে হন্থে বা) চত্বারঃ (সনকাদয়ঃ) তথা মনবঃ (স্বায়ম্ভূবাদয়শ্চতুর্দ্দশঃ) [এতে] মদ্ভাবাঃ

দুঃখ সম্ভাবনা হেতু মনে "ভয়" হয়।
ভয় হেতু না থাকিলে জনমে "অভয়"॥
"অহিংসা" পরপীড়ন-প্রবৃত্তি-অভাব।
রাগদ্বেষ-বিনিবৃত্তি "সমতার" ভাব॥
সন্তোষ লব্ধ বিষয়ে, উক্ত "তুষ্টি" নামে।
শরীর নিগ্রহ "তপঃ" শাস্ত্রের বিধানে॥
ন্যায়ার্জ্জিত ধন আদি যোগ্য-পাত্রে "দান"।
সুকীর্ত্তিজনিত খ্যাতি "যশ" অভিধান॥
"অখ্যাতি" অযশ আদি নানাবিধ ভাব।
বিস্তারিয়া জীবোপরি অমিত-প্রভাব॥
কভু আশা দিয়া লয় আকাশের কোলে
কভু বা ফেলে নৈরাশ্য-সাগরের তলে॥
হাসায় দেখায়ে কভু সুখের স্বপন।
ভাসায় আবার তা'রে অসুখে কখন॥
এইমত বার বার উত্থান পতন।
আমারি সঙ্কল্প মতে হয় সংঘটন॥
আমারি নিয়মে তা'রা হয় নিয়মিত।
আমারি ব্যবস্থা তা'রা বহে অবিরত॥
নতুবা কি পার্থ! এই দুঃখ-ভরা ধরা।
সুখ-নিকেতন ভাবি মূঢ়মতি যা'রা।
ভ্রমিত নয়ন-বদ্ধ-বৃষভ-সমান।
করিয়া অনিত্য সুখে নিত্য-সুখ জ্ঞান॥ ৪—৫

(মচ্চিন্তনপরাঃ, মদ্‌গতভাবনা বা মদীয়ঃ ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে) মানসা জাতাঃ (মনসৈব ময়া উৎপাদিতা, মনসঃ সংকল্পমাত্রাজ্জাতাঃ) লোক ইমা (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) যেষাং (ভৃগ্বাদীনাং) প্রজাঃ (প্রজায়তে ইতি প্রজাঃ অস্মিন্ লোকে জন্মনা চ বিদ্যয়া চ সন্ততিভূতা ইত্যর্থঃ)। ৬

—*—

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সো ঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

ব্যাখ্যা। যঃ মম এতাং (যথোক্তাং) বিভূতিং (বিস্তারং, বুদ্ধ্যাদি মহর্ষ্যাদিরূপং বিবিধভাবং) যোগং (ঐশ্বর্য্যং সামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং) চ

ভাবার্থ—

মহর্ষি ভৃগু মরীচি অত্রি ও পুলস্ত্য।
পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ মহাতেজা সপ্ত।
সনক সনন্দ ঋষি সনৎকুমার।
সনাতন মনু-পুত্র ছিল পূর্ব্বে তার॥
তৎপরে সায়ম্ভুব আর স্বারোচিষঃ।
উত্তম তামস তথা রৈবত চাক্ষুষ॥
বৈবস্বত সখে! যত শুনহ সাবর্ণি!।
দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম, রুদ্র, দেবেন্দ্র-সাবর্ণি
এই চতুর্দ্দশ মনু জন্মিল জগতে।
আমার মানস জাত সংকল্প হইতে॥
মম চিন্তা পরায়ণ ইহারা সতত।
তাই মম ঈশ্বরত্ব ভাবেতে ভূষিত॥
যে সব প্রকৃতি পুঞ্জ দেখিছ জগতে।
সমুদয় সমুদ্ভূত এ সব হইতে॥ ৬
এ মম বিভূতি আর ঐশ্বর্য্য বিষয়।
যথাযথ যেই জন অবগত হয়॥

তত্ত্বতঃ (যথাবৎ) বেত্তি (জানাতি) সঃ অবিকল্পেন (অপ্রচলিতেন, নিঃসংশয়েন বা) যোগেন (সম্যগ্‌দর্শনেন) যুজ্যতে (সংবধ্যতে যুক্তো ভবতি) অত্র সংশয়ঃ (প্রতিবন্ধঃ কশ্চিৎ) ন। ৭

—ঃ—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

ব্যাখ্যা। অহং সর্ব্বস্য (জগতঃ) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থানং) মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) বুধাঃ (অবগতপরমার্থতত্ত্বার্থাঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (ভাবেন পরমার্থতত্ত্বগ্রহণরূপেণ প্রেম্না সমন্বিতাঃ) [সন্তঃ] মাং ভজন্তে (সেবন্তে)। ৮

চরমে না হবে তার চিত বিচলিত।
যুক্ত হবে ভগবানে জানিও নিশ্চিত ॥ ৭
আমিই সবার স্রষ্টা আমা হ'তে সব।
ভূতগ্রাম অবিরাম লভিছে সম্ভব ॥
আমারি নিয়মাধীনে ভূত সমুদয়।
স্বকার্য্য সাধনে সবে বিনিযুক্ত হয় ॥
এই ভাব বুধ জন অন্তরে যখন।
বালার্ক কিরণ সম দেয় দরশন ॥
উথলে তখন পার্থ! আনন্দ পাথার।
ভক্তির বন্যাতে ভাসে হৃদয় তাহার ॥
অন্তরে সে অনুভব করে হে তখন।
ভগবদ্‌ ভজনার কত প্রয়োজন ॥
এই জ্ঞান, পরে ভক্তি সহ অনুষ্ঠান।
তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরণের প্রথম সোপান ॥ ৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। মচ্চিত্তাঃ (ময়ি চিত্তং যেষাং তে) মদ্গতপ্রাণাঃ [বুধাঃ] মাং পরস্পরং (অন্যোন্যং) বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তশ্চ তুষ্যন্তি (পরিতোষং যান্তি) চ রমন্তি (রতিং প্রাপ্নুবন্তি) চ। ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

ব্যাখ্যা। সততযুক্তানাং (নিত্যাভিযুক্তানাং) প্রীতিপূর্ব্বকং (প্রীতিঃ স্নেহস্তৎ পূর্ব্বকং) ভজতাং (সেবমানানাং) তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং জ্ঞানং, তেন যোগো বুদ্ধিযোগস্তং) দদামি যেন তে মাং উপযান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ১০

ভাবার্থ—

তখন সে ভক্ত জন করে নিজ মন।
অন্য চিন্তা পরিহরি আমাতে অর্পণ ॥
অন্তর বাহির-স্থিত ইন্দ্রিয় নিচয়।
চেষ্টা সহ করে যুক্ত আমার সেবায় ॥
পরস্পর কথা বার্ত্তা আলাপন কালে।
আমারি গুণ গরিমা গায় গল্প ছলে ॥
এইরূপে নিষ্ঠা লাভ করি ভগবানে।
পরম সন্তোষ লাভ করে দিনে দিনে ॥
কাম ভোগ সুখ আশা পরিহরি দূরে।
বিমল আনন্দ নিত্য সহচর করে ॥
প্রেয়সী সন্তুষ্ট যথা প্রিয় সমাগমে।
তৃপ্ত তথা হয় সেও আমাতে রমণে ॥ ৯

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

ব্যাখ্যা। তেষাং অনুকম্পার্থং (অনুগ্রহার্থং দয়াহেতোঃ) এব অহং আত্মভাবস্থঃ (আত্মনো ভাবো হন্তঃকরণাশয়স্তস্মিন্নেবস্থিতঃ, বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতো বা) [সন্] ভাস্বতা (দীপ্যমানেন বিস্ফুরতা) জ্ঞান-দীপেন (জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন) অজ্ঞানজং (অবিবেকতাজাতং) তমঃ (মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং) নাশয়ামি (দূরীকরোমি)। ১১

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—ভবান্ পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) পরং

ভাবার্থ—

মৎপরায়ণ হয়ে প্রীতি সহকারে।
আমার ভজনা পার্থ! নিত্য যা'রা করে॥
কৃপা করি তাহাদের করি আমি দান।
বুদ্ধি-যোগ, যা'তে মিলে অন্তে ভগবান্॥ ১০
চিত্তবৃত্ত্যুপরে তা'র হয়ে অবস্থিত।
জ্ঞান দীপালোকে করি চিত অলোকিত॥
করি অনুগ্রহ করে কৃতার্থ তাহারে।
অজ্ঞানান্ধকার তার নাশি চির তরে॥ ১১

অর্জ্জুন কহিলেন।—

তুমি হে পরম ব্রহ্ম পরম আশ্রয়।
সুপবিত্র তোমা হ'তে নাহি বিশ্বময়॥

(উৎকৃষ্টং) ধাম (আশ্রয়ঃ) পরমং (প্রকৃষ্টং) পবিত্রং (পাবনং) সর্ব্বে ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ ত্বাং শাশ্বতং (নিত্যং) পুরুষং (দেহান্তরস্থং পুরুষং তথাহি "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" কঠোপনিষৎ ৩ বল্লী ১০।১১।) দিব্যং (দিবি ভবং, দ্যোতনাত্মকং স্বপ্রকাশং বা) আদিদেবং (আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতং) অজং (অজন্মানং) বিভুং (ব্যাপকং সর্ব্বগতং) আহুঃ (বদন্তি) চ [ত্বং] স্বয়ং এব মে (মহ্যং ব্রবীষি। ১২—১৩

—*—

অশেষ কলুষ রাশি নিঃশেষ স্মরণে।
মোহ মায়া অপগত ওরূপ দর্শনে॥
তুমি নিত্য নির্ব্বিকার পরম ঈশ্বর।
তুমি মাত্র সনাতন পুরুষ প্রবর॥
জগতের যাবতীয় প্রপঞ্চ অতীত।
দিব্য ধামে তুমি সদা স্বতঃ প্রকাশিত॥
দেবের দেবতা তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
সকলের মূল তুমি কারণ কারণ॥
অজ তুমি তব জন্ম জ্ঞানী নাহি মানে।
সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী বেদেতে বাখানে॥
অলৌকিক স্বরূপত্ব মহত্ব তোমার।
ঋষিগণ মুক্ত কণ্ঠে গান অনিবার॥
দেবলাসিত দেবর্ষি নারদাদি তথা।
ব্যাস দেব ভক্তি ভরে গাণ গুণ-গাথা॥
তুমিও ত নিজমুখে করিলে কীর্ত্তন।
পরমাত্ম তত্ত্ব কথা অতি অনুপম॥ ১২।১৩

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ! ।
ন হি তে ভগবন্ ! ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। হে কেশব ! মাং যৎ বদসি এতৎ সর্ব্বং ঋতং (সত্যং) মন্যে (জানামি) হি [হে] ভগবন্ ! তে তব ব্যক্তিং (প্রভবং) দেবাঃ ন দানবাঃ ন বিদুঃ (জানন্তি)। ১৪

—*—

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ! ।
ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। হে পুরুষোত্তম ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ !) ভূতভাবন ! (ভূতোৎ-পাদক !) ভূতেশ ! (ভূতানামীশ ! প্রাণিনিয়ামক !) দেবদেব ! (দেবানামপি প্রকাশক !) জগৎপতে ! (বিশ্বপালক !) ত্বং স্বয়ং এব আত্মনা (স্বেন) আত্মানং (স্বং) বেত্থ (জানাসি)। ১৫

—*—

ভাবার্থ—

সত্য তুমি সর্ব্বব্যাপী তুমি সর্ব্বময়।
সত্যই অনাদি তুমি অচ্যুত অব্যয় ॥
কৃপাকরি তত্ত্ব যাহা দিলে উপদেশ।
সত্য সে সকলি, নাহি সংশয়ের লেশ ॥
বুঝেছি প্রভব তব দেবতা না জানে।
বুঝিতে দানব-বুদ্ধি পরাভব মানে ॥ ১৪
কোন্ সম্বোধনে তোমা করি সম্বোধন।
না পায় অর্জ্জুন আর করি অন্বেষণ ॥
এই বিশ্বচরাচরে প্রাণী মাত্র সব।
তুমিই করিছ সৃষ্টি, তোমাতে উদ্ভব ॥
তাই কি "ভূতভাবন" বলিব তোমারে
বল নাথ ! অর্জ্জুনেরে বল কৃপা করে ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। যাভিঃ বিভূতিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ) ত্বং ইমান্ লোকান্

অবিরাম ভূতগ্রাম তোমারি নিয়মে।
হয় নিয়মিত, তব ব্যবস্থার ক্রমে।
নিয়ত পরিচালিত, তুমি সর্ব্বেশ্বর।
ভূতে তব ঐশী শক্তি ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
তাই কি ভূতেশ বলি সম্বোধি তোমারে।
বল নাথ! অর্জ্জুনেরে বল কৃপা করে॥
অমর নিকর বটে নরের আরাধ্য।
তুমি সুরগণ-গুরু সদা দেবারাধ্য॥
"দেব-দেব" নামে তাই ডাকিব তোমারে!।
বল নাথ! অর্জ্জুনেরে বল কৃপা করে॥
বিশ্বের পালক তুমি বিশ্বের রক্ষক।
জগতের উপদেষ্টা সবার শিক্ষক॥
তাই কি "জগৎ-পতি" বলিব তোমারে।
বল নাথ! অর্জ্জুনেরে বল কৃপা করে॥
অপার বিভূতি তব যে দিকেতে চাই।
ভাবিয়া না পাই নাথ! কি ব'লে সুধাই॥
বিশ্ব বিভূষিত তব বিশেষণ-হারে।
সাধ্য কি বর্ণের-হারে গাঁথে হেন হারে॥
অনন্ত মহিমা তব ঐশ্বর্য্য অপার।
তোমা বিনা পরপারে কে যাইবে তার?॥
ব্রহ্ম বিনা কে করিবে ব্রহ্ম নিরূপণ?।
আপনি আপন তত্ত্ব জান জনার্দ্দন!॥ ১৫
কৃপা করি দেহ ধরি হয়েছ উদয়।
কৃতার্থ করহ পার্থে দীনদয়াময়!॥

(জগতঃ) ব্যাপ্য (আক্রম্য) তিষ্ঠসি দিব্যাঃ (অসর্ব্বজ্ঞৈর্জ্ঞাতুমশক্যা) আত্মবিভূতয়ঃ (স্বীয়ৈশ্বর্য্যাণি) হি অশেষেণ (সমগ্রেণ) বক্তুং (কথয়িতুং) অর্হসি (শক্নোষি, যোগ্যোভবসি)। ১৬

—*—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। হে যোগিন্! (যোগো নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিশক্তিঃ সোঽস্যাস্তীতি নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিন্) অহং সদা ত্বাং পরিচিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্) কথং বিদ্যাং (জানীয়াং) হে ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু (চেতনাচেতনাত্মকেষু বস্তুষু) চ (ত্বং) ময়া চিন্ত্যঃ (ধ্যেয়ঃ) অসি। ১৭

—*—

বিস্তরেণাত্মনোযোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন!।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতং ॥ ১৮

কর সংকীর্ত্তন কোন্ বিভূতি প্রভাবে।
ব্যাপিয়া আছ এ বিশ্বে, বিরাজিত সবে ॥ ১৬
যোগিবর! এ জগতে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান।
তোমা বিনা সমর্থ কে করিতে প্রদান? ॥
অসীম মহিমা তব, অমিত প্রভাব।
কল্পনা অতীত ক্রিয়া, অন্তহীন ভাব ॥
চিত্ত ক্ষেত্রে এ ভাবের করিতে ধারণা।
নাহি দেব! এ দীনের আছে সম্ভাবনা ॥
সকাতরে তাই নাথ! করি নিবেদন।
বল তোমা কোন্ ভাবে করিব চিন্তন? ॥
কি উপায়ে আলোচনা করি নিরন্তর।
তোমার মাহাত্ম্য মম হইবে গোচর! ॥
দৃশ্যমান্ এই সব চেতনাচেতন।
পদার্থে কি ভাবে তোমা ভাবি ভগবন্! ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ (স্বস্য) যোগং (সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্ব-শক্তিত্বাদিলক্ষণং) বিভূতিং (ঐশ্বর্য্যং) চ বিস্তরেণ (বাহুল্যেন) ভূয়ঃ (পুনঃ) কথয় হি (যস্মাৎ) অমৃতং (অমৃতবৎ পদে পদে স্বাদু মাধুর্য্যাতি-শয়ানুভবেনোৎকণ্ঠাতিশয়ং ব্যনক্তি) শৃণ্বতঃ (শ্রবণপথেন পিবতঃ) মে তৃপ্তিঃ (নিরাকাঙ্ক্ষত্বং) ন অস্তি। ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! নাস্ত্যন্তোবিস্তরস্য মে ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—হন্ত (ইদানীং অনুকম্পাসম্বোধনং) কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ (দিবিভবাঃ প্রসিদ্ধাঃ বা) বিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ (যত্র-যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং অবিস্তরেণ বা) তে (তুভ্যং) কথয়িষ্যামি হি মে [বিভূতেঃ] বিস্তরস্য অন্তঃ (শেষঃ) ন অস্তি। ১৯

ভাবার্থ—

অমিত ঐশ্বর্য্য তব বিভূতি অপার।
বিস্তারি বর্ণনা নাথ! করনা আবার॥
তব মুখ-বিগলিত কথা-সুধা পানে।
পিপাসী শ্রবণ মম তৃপ্তি নাহি মানে॥ ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

হে বিপুল কুরুকুল-শিরোমণি পার্থ!।
প্রিয় শিষ্য তুমি মম বলেছ যথার্থ॥
সুধা-হ্রদে না ডুবিলে, বিন্দু সুধা পানে।
শান্তি কি হে মানে কভু পিপাসিত প্রাণে?॥
হইয়াছি তুষ্ট তব শুনিয়া প্রার্থনা।
শুন করি লোকাতীত বিভূতি বর্ণনা॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

ব্যাখ্যা। হে গুড়াকেশ! (গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আশয়ে হৃন্তঃকরণেষু স্থিতঃ) আত্মা অহং ভূতানাং আদিঃ (জন্মকারণং) চ মধ্যঃ (স্থিতিঃ) চ অন্তঃ (প্রলয়ঃ সংহারঃ) চ এব। ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

ব্যাখ্যা। অহং আদিত্যানাং (দ্বাদশাদিত্যানাং) [মধ্যে] বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুনামকঃ বামনাবতারো বা ইতি শ্রীমধুসূদনঃ) জ্যোতিষাং (প্রকাশ-

বিস্তারিত বিবরণ অসম্ভব অতি।
প্রধান প্রধান মাত্র বলিব সম্প্রতি ॥ ১৯
ওহে জিতনিদ্র! আমি আত্মা রূপ ধরি।
প্রতি ভূত-অন্তরেতে অবস্থান করি ॥
আমি জীব-কুল-আদি আমা হতে পার্থ!।
প্রারব্ধ সৃষ্টি-প্রবাহ প্রবাহিত নিত্য ॥
আমি মধ্য, জীবগণ আমারি বিধানে।
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ভুঞ্জে ধরাধামে ॥
আমি অন্ত, তাহাদের ইহ দেহ ক্ষয়।
আত্মা অন্য গতি প্রাপ্ত আমা হ'তে হয় ॥
হে অর্জ্জুন! এই ভাবে করি প্রণিধান।
একান্ত অন্তরে মোরে কর সদা ধ্যান ॥ ২০
দেব মাতা অদিতির গর্ব্ভ সমুদ্ভব।
দ্বাদশ আদিত্য নামে দেবতা যে সব ॥
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু নাম ধরি।
পঞ্চমে বামন রূপে আমি অবতরি ॥

কানাং) অংশুমান্ (বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো) রবিঃ মরুতাং (বায়ুনাং সপ্ত-সপ্তকানাং) মরীচিঃ (মরীচি নামা পবনবিশেষঃ) অহং নক্ষত্রাণাং শশী অস্মি। ২১

—ঃ—

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

ব্যাখ্যা। অহং বেদানাং (সামাদিচতুর্ণাং) [মধ্যে] সামবেদঃ অস্মি দেবানাং বাসবঃ (ইন্দ্রঃ), অস্মি ইন্দ্রিয়াণাং (চক্ষুরাদ্যেকাদশানাং) মনঃ চ অস্মি ভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিসম্বন্ধিনাং) চেতনা অস্মি। ২২

বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুত জ্যোতিষ্ক নিকরে।
তেজোময় রবি রূপে জানিও আমারে॥
মরীচি আমারি নাম মরুৎ-মণ্ডলে।
সুধা-রাশি শশী আমি তারকার দলে॥ ২১
যদিও চারিটি বেদ সমান পাবন।
সাম বেদ গান কিন্তু বড়ই মোহন॥
অনুদাত্ত উদাত্ত কি স্বরিত সুস্বরে।
মুনি বালকেরা যবে মিলি সমস্বরে।
প্রভাত-গগনে হেরি অরুণ বয়ান।
নাচিতে নাচিতে গায় বিভুগুণ গান॥
মনে হয় শান্তি সহ যেন সরলতা।
বিরলে বিরাজ করে মূর্ত্তি ধরি তথা॥
সাম বেদ গান শক্তি কি যে মহীয়সী।
মরি মরি! আমি তারে বড় ভাল বাসি॥
তাই বলি চতুর্ব্বিধ বেদের ভিতরে।
সামবেদ বলি পার্থ! জানিও আমারে॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩

ব্যাখ্যা। অহং রুদ্রাণাং (একাদশানাং রুদ্রাণাং) [মধ্যে] শঙ্করঃ যক্ষরক্ষসাং (যক্ষাণাং রক্ষসাঞ্চ) বিত্তেশঃ (কুবেরঃ ধনাধিপঃ)† চ অস্মি বসূনাং (অষ্টানাং বসূনাং) পাবকঃ (অগ্নিঃ) শিখরিণাং (শিখরবতাং অত্যুচ্ছ্রিতানাং পর্ব্বতানাং বা শিখরাণি রত্নবিশেষাস্তদ্বতাং) মেরুঃ (সুমেরুঃ স্বর্ণাচলোনা) চ অস্মি। ২৩

অমর নিকর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল।
বাসব আমার নাম বিক্রমে বিশাল॥
একাদশ ইন্দ্রিয়ের আমি সর্ব্বোপরি।
সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন নাম ধরি॥
চিচ্ছক্তি ভূতে যাহা দেখ বিদ্যমান।
আমিই চেতনা সেই শকতি-প্রধান॥ ২২
যোগে যিনি যোগিবর ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বর।
বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি ধনে ধনী নিরন্তর॥
সদানন্দ, শান্তি যাঁর নিত্য সহচরী।
দূরে যায় ভ্রান্তি যাঁরে চির পরিহরি॥
† রুদ্রগণ মধ্যে সেই দেবাদি দেবতা।
শঙ্কর আমারি নাম কল্যাণ বিধাতা॥

† রুদ্র—জন্ম মাত্র রোদন করায় রুদ্র নামে খ্যাত। এইরূপ আরও সপ্তবার রোদন করায় ভব, সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সাতটি নামান্তর প্রাপ্ত হন। ইহাদের আধার অষ্ট মূর্ত্তি যথা—সূর্য্য, জল, ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান এবং সোম। ইহাদের পত্নী যথা—সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা ও রোহিণী এই অষ্ট জন। এই অষ্ট মূর্ত্তি-বিশিষ্ট রুদ্র দক্ষ-কন্যা সতীকে বিবাহ করেন। একাদশ রুদ্র যথা—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্রহররুদ্র ইতি বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৮ অঃ।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ! বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! মাং পুরোধসাং (রাজপুরোহিতানাং) চ মুখ্যং (প্রধানং) বৃহস্পতিং বিদ্ধি অহং সেনানীনাং (সেনাপতীনাং) স্কন্দঃ (দেবসেনাপতিকার্ত্তিকেয়ঃ) সরসাং (যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং স্থিরজলাশয়ানাং বা) সাগরঃ (সগরপুত্রৈঃ খাতো জলাশয়ঃ) অস্মি। ২৪

—:—

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞো হস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

যক্ষ রক্ষ গণে আমি কুবের বিখ্যাত।
ব্রহ্মাণ্ডের বিত্ত মম করতল-গত॥
অষ্ট † বসু গণ মধ্যে আমিই পাবক।
তাপ-দাতা সর্ব্ববিধ শুদ্ধি বিধায়ক॥
সমুন্নত শৃঙ্গশালী শিখরী সমাজে।
সুমেরু আমারি রূপে এ বিশ্বে বিরাজে॥ ২৩
রাজ-পুরোহিত যত আছে ত্রিজগতে।
বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠ অতি সে সবার হতে॥
আমি সেই বৃহস্পতি পূজ্য দেবতার।
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে নাহি তুলনা যাহার॥
সেনাপতিগণ মধ্যে বিপুল-বিক্রম।
দেবসেনাপতি আমি কৃত্তিকানন্দন॥
সরিৎ তড়াগ হ্রদ স্রোতস্বিনী হতে।
সাগর সম্যক্ শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব বিষয়েতে॥
রত্নের আকর তাই নাম রত্নাকর।
আমি সেই রত্নাকর সাগর সুন্দর॥ ২৪

† অষ্ট বসু যথা—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস।

ব্যাখ্যা। অহং মহর্ষীণাং (ব্রহ্মপুত্রাণাং মরীচ্যাদীনাং) ভৃগুঃ গিরাং (বাচাং পদলক্ষণানাং) একং অক্ষরং (ওঙ্কারঃ) অস্মি যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ (যথাবিধিমন্ত্রোচ্চারণরূপযজ্ঞঃ) অস্মি স্থাবরাণাং (স্থিতিমতাং) হিমালয়ঃ [অস্মি]। ২৫

—*—

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। [অহং] সর্ব্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ দেবর্ষীণাং (দেবা এব সন্ত

ভাবার্থ—

ন্যায়বান্ ধর্ম্মশীল পরম তেজস্বী।
সপ্তঋষি-মণ্ডলেতে আমি ভৃগু ঋষি॥
বাক্য মধ্যে জেন পার্থ! আমার আকার।
একাক্ষর ব্রহ্ম-মন্ত্র পরম ওঙ্কার॥
যজ্ঞ যত এ জগতে হয় যজমান্।
আমি তার শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জপ অভিধান॥
সমভাবে এক স্থানে অবস্থিত যারা।
স্থাবর নামেতে উক্ত হয় পার্থ! তারা॥
উচ্চতায় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সবার গরিষ্ঠ।
সৌন্দর্য্যে কিম্বা ঐশ্বর্য্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ॥
হী শব্দে শ্রী বুঝায় মা লক্ষ্মীর নাম।
হী-মালয় হিমালয় রূপ-রত্ন-ধাম॥
বিটপী-বসনে যার কটী বিভূষিত।
বক্ষে ভাগীরথী যার পূত উপবীত॥
শিরেতে তুষার যার উষ্ণীষ সুন্দর।
আমি সেই হিমালয় স্থাবর-প্রবর॥ ২৫
পাদপ নিকর মধ্যে শুন মতিমান্।
আমিই অশ্বত্থ হই পাদপ প্রধান॥

ঋষিত্বং প্রাপ্তাঃ মন্ত্রদর্শিত্বাদেতে দেবর্ষয়ঃ তেষাং) চ নারদঃ গন্ধর্ব্বাণাং (দেবগায়কানাং) চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং (আজন্মতত্ত্বজ্ঞানাং, অধিগতপরমার্থ-তত্ত্বানাং বা) কপিলঃ মুনিঃ। ২৬

—ঃ—

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

ব্যাখ্যা। অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং (অমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবং) উচ্চৈঃশ্রবসং (অমৃতমথনোদ্ভবং উচ্চৈঃশ্রবোনামাশ্বং) গজেন্দ্রাণাং (হস্তীশ্বরাণাং) ঐরাবতং (ইরাবত্যা অপত্যং) নরাণাং চ নরাধিপং (রাজানং) বিদ্ধি (জানীহি)। ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। আয়ুধানাং (অস্ত্রাণাং) অহং বজ্রং (দধীচেরস্থিসম্ভবমস্ত্রং)

যে জন অসীম যোগ শকতি প্রভাবে।
দেবত্ব ঋষিত্ব লাভ করিয়াছে ভবে॥
সপ্তলোকে সদা যার অব্যাহত গতি।
দেবগণ নতশিরে করে যাঁর স্তুতি॥
জ্ঞানিগণ বরণীয় ভক্ত চূড়ামণি।
আমিই নারদ সেই বৈষ্ণব অগ্রণী॥
গন্ধর্ব্ব কুলের গর্ব্ব আমি চিত্ররথ।
সিদ্ধমুনিগণে আমি কপিল মহৎ॥ ২৬
অমৃত হেতু ক্ষীরোদ-মন্থনে উত্থিত।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব আমি নানা গুণ যুত॥
আমি হই ঐরাবত গজরাজ-পতি।
নরকুল মধ্যে হই আমিই নৃপতি॥ ২৭

ধেনূনাং (দোগ্ধ্রীণাং) কামধুক্ (কামান্ দোগ্ধীতি বাঞ্ছিতপূরয়িত্রী) অস্মি [অহং] প্রজনঃ (প্রজোৎপত্তিহেতুঃ) কন্দর্পঃ (কামঃ) চ (চ শব্দাৎ-রতিসুখমাত্রহেতুঃ স নাহমিতি) অস্মি সর্পাণাং (সবিষাণাং) বাসুকিঃ (সর্পরাজঃ) অস্মি। ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

ব্যাখ্যা। নাগানাং (নির্ব্বিষাণাং) অনন্তঃ (শেষঃ) অস্মি যাদসাং (জলচরাণাং) অহং বরুণঃ চ পিতৃণাং অর্য্যমা (অর্য্যমানামপিতৃরাজঃ) চ অস্মি সংযমতাং (সংযমং ধর্ম্মাধর্ম্মফলদানেনানুগ্রহং নিগ্রহং চ কুর্ব্বতাং মধ্যে) অহং যমঃ [অস্মি] ২৯

ভাবার্থ—

অস্ত্র যত সুবিদিত আছে হে তাহাতে।
বজ্র আমি বিনির্ম্মিত দধীচি অস্থিতে॥
পয়স্বিনী ধেনু যত আছে ধরাধামে।
আমি তাহে কামধেনু নন্দিনীর নামে॥
প্রবাহিত রাখিবারে প্রজার প্রবাহ।
আমিই মদন রূপে স্থিত অহরহ॥
ভূমণ্ডলে আছে যত ভুজঙ্গ সমাজ।
আমিই বাসুকি তাহে ভুজঙ্গম রাজ॥ ২৮
অনন্ত অনন্ত ফণা করিয়া বিস্তার।
প্রলয়ে পাতিয়া দেয় শয়ন আমার॥
নির্ব্বিষ নিয়ত সেই আশীবিষ-পতি।
তাহার রূপেতে মম নাগকুলে স্থিতি॥
অগাধ জলধি মধ্যে যত জীব চরে।
বরুণ তাহার রাজা জানিও আমারে॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

ব্যাখ্যা। দৈত্যানাং (দিতিবংশ্যানাং) প্রহ্লাদঃ (প্রকর্ষেণ হ্লাদয়ত্যানন্দয়তি পরমসাত্ত্বিকত্বেন সর্ব্বানিতি) চ অস্মি অহং কলয়তাং (কলনং গণনং কুর্ব্বতাং) কালঃ (মৃত্যুঃ) মৃগাণাং (পশূনাং) চ অহং মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং বৈনতেয়ঃ (বিনতাপুত্রঃ গরুড়ঃ)। ৩০

যে অর্য্যমা সদা সাধে মানবের হিত।
আমি সেই পিতৃরাজ নামে অভিহিত॥
নিয়মে যাহার কভু নাহি ব্যভিচার।
নতশিরে নিত্য জীব বহে আজ্ঞা যার॥
ভাগ্য-চক্র-নিয়ামক অমিত-বিক্রম।
আমি সেই দণ্ডধারী ধর্ম্মরাজ যম॥ ২৯
ভীষণ তিমির-গর্ত্ত ভয়ঙ্কর খনি।
স্বপ্রভায় প্রভাময় করে যথা মণি॥
আশীবিষ-বিষময় মলয় বাতাস।
সুখময় করে যথা চন্দন সুবাস॥
তমোময়ী নিশিথিনী বিকাশে যেমতি।
প্রকাশিলে শরতের শশধর-ভাতি॥
পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ সমল সলিলে।
বিস্তারে সুষমা যথা কমল ফুটিলে॥
সেইরূপ দৈত্যকুল করি কান্তিময়।
যে প্রহ্লাদ সত্যযুগে হয়েছে উদয়।
দানবকুল-কণ্টক-মৃণাল উপরে।
আমি সেই পদ্মফুল প্রহ্লাদ আকারে॥
দুরন্ত দানব পতি দলিতে যাহায়।
প্রমত্ত-বারণ ভীম-পদতলে দেয়॥

পাথরে বাঁধিয়ে যারে ভাসায় পাথারে।
আমি সেই পদ্মফুল প্রহ্লাদ আকারে॥
মহাকাল-কীট সম, করিতে নিধন।
মহোরগ বিষ, যারে করিল অর্পণ॥
ছেদিতে উদ্যত যারে ভীম তরবারে।
আমি সেই পদ্মফুল প্রহ্লাদ আকারে॥
সহি যত দৈত্যপতি দণ্ড নির্যাতনে।
গেয়েছে যে হরিনাম অম্লান বদনে॥
রেখেছি যে ফুলটিরে আমি বুকে ধরে।
আমি সেই পদ্মফুল প্রহ্লাদ আকারে॥
অব্যয় অক্ষয় ধাতা-কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রায়।
অখণ্ড দাঁড়ায়ে যেই সদা সাক্ষ্য দেয়॥
নাহি যার আদি মধ্য নাহি অবসান।
আমি সেই কালরূপে আছি বিদ্যমান॥
পলে পলে দণ্ড যায় দণ্ডে দণ্ডে দিন।
দিনে দিনে বর্ষ গিয়া যুগে হয় লীন॥
যুগ গিয়া প্রলয়েতে হয় অবসান।
সমভাবে কাল কিন্তু আছে বিদ্যমান॥
হয়েছে প্রলয় কত, হবে কত আর।
কালচক্র অব্যাহত ঘুরে অনিবার॥
সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বোপরি যার অধিষ্ঠান।
আমি সেই কালরূপে আছি বিদ্যমান॥
যোগিজন ভাবে যার পলকে প্রলয়।
প্রলয়ে পলক যার ভাবে ভোগিচয়॥
সুরনর ব্রহ্মা যার না পান প্রমাণ।
আমি সেই কালরূপে আছি বিদ্যমান॥
বনবাসী পশু যত আছে মহীতলে।
পশুরাজ রূপে আছি তাহাদের দলে॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

ব্যাখ্যা। পবতাং (পাবয়িতৃণাং, গমন স্বভাবানাং বা) পবনঃ (বায়ুঃ) অস্মি শস্ত্রভৃতাং (অস্ত্রধারিণাং) রামঃ (দাশরথী রামঃ, পরশুরামো বা) অহং ঝষাণাং (মৎস্যানাং) মকরঃ চ অস্মি স্রোতসাং (স্রোতস্বিনীনাং) জাহ্নবী অস্মি। ৩১

বিমান-বিহারী যত বিহঙ্গ নিচয়।
তাহাদের মধ্যে আমি বিনতা তনয় ॥ ৩০
বেগেতে তুলনা যার নাহি বিশ্বময়।
পরশে পবিত্র যার পদার্থ নিচয় ॥
প্রাণরূপে প্রাণী-দেহে করে সঞ্চরণ।
আমি সেই সদাগতি পাবন পবন ॥
পিতা দশরথ যাঁর কৌশল্যা জননী।
লক্ষ্মণ সোদর যাঁর সীতা প্রণয়িনী ॥
ভীষণ রাক্ষস কুল করিয়া নিধন।
ত্রেতা যুগে পৃথ্বীভার হরিল যে জন ॥
আজানুলম্বিত বাহু দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
অস্ত্রধারি-কুল-শ্রেষ্ঠ আমি সেই রাম
অথবা যে ধনুর্ধর মহাবলবান্।
পিতৃহত্যা ক্রোধানল করিতে নির্ব্বাণ।
করিলেন কার্ত্তবীর্য্যে করিয়া সংহার।
নিঃক্ষত্রিয়া বসুন্ধরা একবিংশবার ॥
সমর উদ্যমে যাঁর না ছিল বিরাম।
আমি সেই মহাবাহু জামদগ্ন্য রাম ॥
বিরাজে সলিলে মীন যতেক প্রকার।
মকর আমারি নাম শ্রেষ্ঠ সে সবার ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! সর্গাণাং (সৃজ্যন্ত ইতি সর্গাস্তেষাং সৃষ্ট-বস্তূনাং) আদিঃ (উৎপত্তিঃ) অন্তঃ (লয়ঃ) চ মধ্যং (স্থিতিঃ) চ অহম্ এব বিদ্যানাং (অঙ্গানিবেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ইত্যুক্তাণাং বিদ্যানাং) অধ্যাত্মবিদ্যা

শৈলসানু বিহারিণী স্রোতস্বিনী যত।
নহে কেহ পূত-বারি জাহ্নবীর মত॥
শাপগ্রস্ত সগরের বংশধরগণে।
উদ্ধারিতে ভগীরথ মর্ত্তে গঙ্গা আনে॥
নিস্তারিতে পাপী তাপী বিতরিতে মুক্তি।
বিষ্ণুপদোদ্ভবা বিনা কার আছে শক্তি॥
নামে যার নাহি লয় অন্তিমেতে যমে।
আমি সেই ভাগীরথী খ্যাত গঙ্গা নামে॥ ৩১
দেবতা মনুষ্য পক্ষী তির্য্যক্ সর্পাদি।
কানন সরিৎ সিন্ধু নগ নদ নদী।
ত্রিজগতে চেতন কি যত অচেতন।
রচিত পদার্থ পার্থ! আছে অগণন॥
আমি হই একমাত্র জেন তাহাদের।
পরম কারণ সৃষ্টি স্থিতি সংহারের॥
চতুর্দ্দশ * বিদ্যা মধ্যে আত্ম বিদ্যা নামে।
আমিই বিরাজ করি এই বিশ্বধামে॥

* চতুর্দ্দশবিদ্যা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই চারিটি বেদ এবং মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

(আত্মনির্ণয়াত্মিকা বেদান্তবিদ্যা) প্রবদতাং (বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যানাং) বাদঃ (তত্ত্বনিরূপণকরাত্মকঃ) অহং। ৩২

—:—

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। অক্ষরাণাং (বর্ণানাম্) [অহম্] অকারঃ অস্মি সামাসিকস্য (সমাসসমূহস্য) চ দ্বন্দ্বঃ (তন্নামকসমাসঃ; উভয়পদার্থপ্রধানঃ) অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বতোমুখঃ) ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা) অহম্। ৩৩

বাদ জল্প ও বিতণ্ডা তিনের ম‍ধ্যেতে।
বাদরূপে স্থিতি মম বিবুধ মুখেতে॥ ৩২
অকার বর্ণের আদি সর্ব্ব অবয়ব।
অকার সকল বাক্ অকার মাধব॥
অ বিনা ব্যঞ্জন নাহি হয় উচ্চারণ।
অকার শ্রেষ্ঠত্ব করে শ্রৌত সংকীর্ত্তন॥
প্রণবের আদ্যক্ষর জানিও অকার।
বর্ণ মধ্যে তাই মম অকার আকার॥

তর্ক ও বিচার স্থলে ৩ প্রকার কথা হয় যথা বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা।

বাদ—তত্ত্বাববোধন সত্য নির্ণয় করা যে বিচারের উদ্দেশ্য তাহাই বাদ। জ্ঞানী গুরু ও শিষ্য অথবা তত্ত্বদর্শী মহাত্মা ও জ্ঞান-পিপাসু শ্রোতা বিজিগীষা ত্যাগ করিয়া তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ যে সুসঙ্গত বিচার দ্বারা সত্য নির্ণয় করেন তাহার নাম বাদ।

জল্পনা—বিজিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া সত্য নির্ণয় উদ্দেশ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে অসঙ্গত বিচার তাহার নাম জল্পনা।

বিতণ্ডা—সত্য ত্যাগ করিয়া যুক্তি ও বিচার ছাড়িয়া পরপক্ষের উপর দোষারোপ করা বিতণ্ডা।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। অহং সর্ব্বহরঃ (সর্ব্বসংহারকঃ) মৃত্যুঃ ভবিষ্যতাং (ভাবিকল্পানাং) উদ্ভবঃ চ নারীণাং কীর্ত্তিঃ (খ্যাতিঃ) শ্রীঃ (ধর্ম্মার্থকাম-সম্পৎ, শরীরশোভা বা) বাক্ (সরস্বতী সর্ব্বস্য অর্থস্য প্রকাশিকা

অব্যয়ীভাবেতে পূর্ব্ব পদের প্রাধান্য।
উত্তর পদ প্রাধান্যে তৎপুরুষ গণ্য ॥
বহুব্রীহি অন্য পদ করে হে প্রধান।
দ্বন্দ্ব রাখে সকলের প্রাধান্য সমান।
সমাসের মধ্যে তাই জানিও স্বরূপ।
সমাস-প্রধান দ্বন্দ্ব হয় মম রূপ ॥
আমিই কাল-প্রবাহ অনন্ত অক্ষয়।
আমি কর্ম্ম-ফল-দাতা ধাতা ধনঞ্জয়! ॥ ৩৩
মৃত্যু যাহা সর্ব্ব জীবে করিছে সংহার।
ওহে পার্থ! সেই মৃত্যু আমারি আকার ॥
হ'লে সব সমানীত সংহার দশায়।
কল্পান্তে যে সমুদ্ভব হবে পুনরায় ॥
আমি সেই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ব্যাপার।
উদ্ভব তাইত আমি ভাবি কল্পনার ॥
অথবা যে অভ্যুদয় লক্ষ্য নিরন্তর।
করি জীব কর্ম্ম পথে হয় অগ্রসর ॥
উদ্যম আয়াস যত্ন করে যার তরে।
আমি সেই ভবিষ্যৎ উন্নতি আকারে ॥
ধর্ম্ম পত্নী (১) কীর্ত্তি আমি নারীর ভিতরে।
ধর্ম্মাদি সদ্গুণ পণে লোকে পায় মোরে ॥

(১) ধর্ম্মপত্নী—"শ্রদ্ধা লক্ষ্মীঃ ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধাঃ তথা ক্রিয়া। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশী" ॥

সংস্কৃতা বাণী) স্মৃতিঃ (স্মরণশক্তিঃ) মেধা (অর্থধারণা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) ক্ষমা (ক্ষান্তিঃ, হর্ষবিষাদয়োরবিক্রিয়চিত্ততা) চ (নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্তদেবতারূপাঃ স্ত্রিয়ো হহং যাসামাভাসযোগমাত্রেণ প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি)। ৩৪

শ্রী আমি জীবের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
শরীরের শোভা কিম্বা সকলের লক্ষ্য॥
বাক্ আমি দেব-ভাষা আমারি কৃপায়।
ভবের ভাবার্থ যত পরিব্যক্ত হয়॥
আমিই স্মরণশক্তি স্মৃতি নাম ধরি।
স্মরে নর পূর্ব্ব কথা কৃপায় আমারি॥
মেধা আমি, জীবকুল অনুগ্রহে মম।
অধীত শাস্ত্রের অর্থ ধারণে সক্ষম॥
ধৃতি আমি ধৈর্য্য বলি ধরি নামান্তর।
চপল ইন্দ্রিয় চয় শাসি নিরন্তর॥
ক্ষমা আমি ক্ষান্তি কিম্বা অন্য নাম যার।
হর্ষ কি বিষাদে নাহি চিত্তের বিকার॥
এই সপ্ত নারী মূর্ত্তি ধরিয়া ধরায়।
আমিই বিরাজ করি শুন ধনঞ্জয়!॥ ৩৪
সাম বেদ মধ্যে মম বৃহৎসাম নাম।
দেবেন্দ্র মহিমা যাতে গীত অবিরাম॥
গায়ত্রী বৃহতী পংক্তি ত্রৈষ্টুপ জগতে।
জগতী ছন্দে গ্রথিত বেদ কুরুপতে!॥
গায়ত্রী তাদের শ্রেষ্ঠ বেদের জননী।
ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব-ধন পরম পাবনী॥
ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে হয় গায়ত্রী সাধন।
কে পারে গায়ত্রী গুণ করিতে বর্ণন॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। অহং সাম্নাম্ (ঋগক্ষরারূঢ়ানাং গীতবিশেষাণাং মধ্যে) বৃহৎসাম তথা ছন্দসাং (ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং) গায়ত্রী (গায়তি ত্রায়তে চ, গানাত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বং সাবিত্রী বা) অহং মাসানাং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণঃ) ঋতূনাং কুসুমাকরঃ (সর্ব্বসুগন্ধিকুসুমানাং আকরঃ বসন্তঃ)। ৩৫

তাই আমি ছন্দোবদ্ধ ঋকের ভিতরে।
নিয়ত বিরাজ করি গায়ত্রী আকারে॥
হায়ন শব্দের অর্থে বৎসর বুঝায়।
অগ্র শব্দে শ্রেষ্ঠ তার শুন ধনঞ্জয়!॥
অতএব বৎসরের শ্রেষ্ঠ মাস যেই।
বিখ্যাত অগ্রহায়ণ নামে আমি সেই॥
ষড় ঋতু গণে পার্থ! আমি ঋতুরাজ।
বসন্ত রূপেতে করি সুখেতে বিরাজ॥
নবীন উদ্গত কত কিশলয়-বাসে।
তরু-রাজি সুখে সাজি মনের উল্লাসে॥
এই কালে পুষ্প ছলে দেয় উপহার।
প্রীতির অঞ্জলি তুলি চরণে আমার॥
মলয় সমীর বহি ঝর ঝর ঝরে।
চূত-কলি করে, করে ব্যজন অমারে॥
আবরিয়া কায় গায় কোকিল নিচয়।
আমরি! সে গানে মন প্রাণ হরি লয়॥
ফল ফুলে সুশোভিত বিজন বিপিনে।
ভ্রমিয়া তটিনী ধনী আপনার মনে।
হেরি মোরে কল কলে কত কথা কয়!
মর্ম্মে গাঁথা মনোব্যথা আমারে জানায়॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

ব্যাখ্যা। ছলয়তাম্ (অন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং) দ্যূতং (অক্ষ-সেবনাদিলক্ষণং পাশকম্) অস্মি অহং তেজস্বিনাং (প্রভাববতাং) তেজঃ (প্রভাবঃ) [জেতৃণাং] জয়ঃ অস্মি [ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ অস্মি অহং সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকানাং) সত্ত্বং (মহামনস্ত্বং)। ৩৬

আনন্দে প্রকৃতি-পরে কত মত সাজ।
ষড় ঋতু মধ্যে তাই আমি ঋতুরাজ॥ ৩৫
করি সবে পরস্পর ছলনা বঞ্চন।
পরস্ব হরণ কার্য্যে রত যত জন॥
আমি তাহাদের তাহে করি প্রণোদিত।
প্রবঞ্চক মধ্যে আমি দ্যূত অভিহিত॥
নতুবা কি শকুনির মন্ত্রণায় ম'জে।
দুর্য্যোধন আমন্ত্রিত দ্যূতে ধর্ম্মরাজে॥
কুরুক্ষেত্র রণরূপ মহা-হলাহল।
সেই অক্ষ-সাগরের মন্থনের ফল॥
শকুনির পাশাখেলা কেবলোপলক্ষ্য।
সে খেলা আমারি খেলা আমি মূল অক্ষ।
তেজোরূপে তেজস্বীর হৃদে বাস করি।
বিজেতার জয় নাম জানিও আমারি॥
নতুবা ত শৌর্য্য বীর্য্য অহঙ্কার ভরে।
স্ফীত বক্ষে শূরগণ স্পর্দ্ধা সহকারে।
করিবারে জয় লক্ষ্মী নিজ অঙ্ক-গত।
সাজিয়াছে রণসাজে সবে সাধ্যমত॥
ক্ষণ পরে ভাগ্য-চক্র ঘুরিবে কি ভাবে।
এ জগতে কে তাহার সমাচার দিবে॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশোদ্ভবানাং) বাসুদেবঃ অস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ অহং মুনীনাম্ অপি ব্যাসঃ কবীনাং (শাস্ত্রদর্শিনাম্) উশনা (শুক্রঃ) কবিঃ। ৩৭

বাঁধিবে বিজয়-লক্ষ্মী নিজ ভুজ-পাশে।
অতিথি হইবে কিম্বা কৃতান্ত-নিবাসে॥
তাই এ আরব্ধ রণে মম কৃপা বিনা।
নাহি আছে বিজয়ের লাভ-সম্ভাবনা॥
বিদ্যা যশ কীর্ত্তি ধর্ম্ম অর্থের কারণ।
অমিত অধ্যবসায় অদম্য উদ্যম।
আশ্রয় যে করে ভবে জানিও নিশ্চয়।
পূর্ণ করি রূপ ধরি তার ব্যবসায়॥
সাত্ত্বিকী প্রকৃতি যারা সমাশ্রয় করে।
আমি তাহাদের সত্ত্ব পার্থ! এ সংসারে॥ ৩৬
বৃষ্ণিকুল-সমুদ্ভূত বাসুদেবাকারে॥
রথের সারথি তব দেখিছ যাহারে॥
শুনিছ যাহার কাছে তত্ত্ব উপদেশ।
সে আমি বিভূতি মম জানিও বিশেষ॥
যদিও পাণ্ডবগণে সম্পর্ক সমান।
কিন্তু সে সবার হ'তে শুন মতিমান্॥
সশরীরে স্বর্গধামে গিয়াছিল যেবা।
লভিল যে পাশুপত করি শিব সেবা॥
গাণ্ডিব কোদণ্ড সদা শোভে যার হাতে।
বেঁধেছে যে বাসুদেবে মিত্রতা সূত্রেতে॥

দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। অহং দময়তাং (দমনকর্ত্তৃণাং) দণ্ডঃ (যেন অসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডঃ) জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) নীতিঃ (সামাদ্যুপায়ঃ) অস্মি গুহ্যানাং (গোপ্যানাং) মৌনং (সম্যক্ সন্ন্যাসঃ শ্রবণমননপূর্ব্বকমাত্মনো নিদিধ্যাসনলক্ষণং মৌনং) চ এব অস্মি জ্ঞানবতাং (তত্ত্বজ্ঞানিনাং) জ্ঞানং। ৩৮

কৃষ্ণসারথিস্বরূপে পুরোভাগে যেই।
পাণ্ডব মধ্যেতে আমি ধনঞ্জয় এই ॥
নতুবা কি হইতাম বান্ধব তোমার।
অথবা কি বর্ণিতাম অনন্ত অপার ?।
গীতা-তত্ত্ব উপদেশ আপনার মুখে।
বিষ্ণু-মুখে বিষ্ণু-গুণ কে শুনেছে লোকে ॥ ?
শাস্ত্রেতে মননশীল মুনিগণ যত।
ব্যাসই বিভূতি মম তাহে সুবিদিত ॥
বেদের বিভাগ কর্ত্তা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।
ভারত প্রণেতা ব্যাস-রূপী নারায়ণ ॥
পণ্ডিত যাহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্র-মর্ম্ম জানে।
স্তুতি নতি করে নিত্য শ্রদ্ধা ভগবানে ॥
তারাই প্রকৃত কবি, তাদের সমাজে।
শুক্রাচার্য্য রূপে মম বিভূতি বিরাজে ॥ ৩৭
উচ্ছৃঙ্খল পাপমতি জনগণ যত।
সদা যে দণ্ডের ভয়ে আছে সঙ্কুচিত ॥
পাপ-নিবর্ত্তক সেই দণ্ডধারী করে।
আমারি বিভূতি আছে দণ্ডরূপ ধরে ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! যৎ চ অপি সর্ব্বভূতানাং বীজং (প্ররোহ-কারণং) তৎ অহং ময়া বিনা যৎ স্যাৎ (ভবেৎ) তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি (ন বিদ্যতে যতঃ সর্ব্বং মৎকার্য্যমেবেত্যর্থঃ)। ৩৯।

সাম দান ভেদ দণ্ড এই চারি নামে।
নীতি সুবিদিত পন্থা আছে ধরাধামে।।
যথাস্থানে তাহাদের করি নিয়োজন।
জিগীষু মানব করে অভীষ্ট সাধন।।
শত্রু জয়ে যাহা ভিন্ন নাহি অন্য গতি।
বিজয়-পিপাসু জনে আমি সেই নীতি ॥
ধ্যান ধারণাদি পরে সমাধি-দশায়।
যোগী জন পার্থ! যবে সমাগত হয়।।
বাগিন্দ্রিয় ব্যবহারে নাহি থাকে রতি।
আমি সেই মৌন ভাব গোপনীয় অতি ॥
গুরু-মুখে শাস্ত্র ধর্ম্ম উপদেশ শুনে।
নিয়ত কামনাহীন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
যম নিয়মেতে হয় যে জ্ঞান উদয়।
আমি সেই তত্ত্ব-জ্ঞানিজ্ঞান ধনঞ্জয়!।। ৩৮
চেতন কি অচেতন উদ্ভিদ্ আকারে।
এ ভবে যে ভাবে ভূত আছে যে প্রকারে ॥
বীজ আমি তাহাদের প্ররোহ কারণ।
সকলের মূল আমি করিহে ধারণ ॥
হইলেও এক আমি শাস্ত্রে সুবিদিত।
সংখ্যা-হীন রূপে সদা হই প্রতিভাত ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।।

এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তোবিভূতের্বিস্তরোময়া ॥ ৪০

ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ! (অরিন্দম!) মম দিব্যানাং (অলৌকিকানাং) বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি এষ তু বিভূতেঃ (ঐশ্বর্য্যস্য) বিস্তরঃ (বিস্তারঃ) ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ। ৪০

—০—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং ॥ ৪১

ব্যাখ্যা। বিভূতিমৎ (বিভূতিযুক্তং) শ্রীমৎ (শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ তয়া

হইলেও নিরাকার আমারি মহিমা।
কত যে আকার ধরে কে করিবে সীমা ॥
নিষ্ক্রিয় আমারে সবে বলে নিরন্তর।
ক্রিয়া স্রোত কিন্তু মম বহে খরতর ॥
বেদেতে আমারে বটে বলে নির্ব্বিকার।
আমারি বিকার কিন্তু নিখিল সংসার ॥
এহেন পদার্থ কোন নাহিক জগতে।
আমার অস্তিত্ব পার্থ! নাহিক যাহাতে ॥ ৩৯
সংক্ষেপে বিভূতি এই শুন ধনঞ্জয়!।
নতুবা এ বিভূতির অন্ত নাহি হয় ॥
অনন্ত যাঁহার শক্তি ঐশ্বর্য্য অনন্ত।
অনন্ত যাঁহার ক্রিয়া জ্ঞানে নাহি অন্ত ॥
অনন্ত যাঁহার ব্যাপ্তি সমাপ্তি না আছে।
প্রতি পরমাণু যাঁর মহিমা ঘোষিছে ॥
তাঁহার বিভূতি কি হে শেষ করা যায়।
সাগর লহরী কবে আসে গণনায় ॥ ৪০

সহিতম্ উৎসাহোপেতং সম্পত্তিযুক্তং) বা যৎ যৎ এব সত্ত্বং (বস্তুজাতং) তৎ তৎ [পদার্থঃ] এব মম তেজোঽংশসম্ভবং (তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন লেশেন সংভবং সিদ্ধং) ত্বং অবগচ্ছ (জানীহি)। ৪১

—o—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন!।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥ ৪২

ব্যাখ্যা। অথবা হে অর্জ্জুন! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিং (পৃথগ্‌জ্ঞানেন তব কিং কার্য্যং) অহম্ কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (একদেশমাত্রেণ, একাবয়বেনৈকপাদেন বা) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা) স্থিতঃ (তৎ কিং অনেন পরিচ্ছিন্নদর্শনেন সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিমেব কুরু ইত্যভিপ্রায়ঃ)। ৪২

ইতি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থ—

সসাগরা সুবিপুলা ধরার উপরে।
গুণে রূপে লাবণ্যে কি আকার প্রকারে॥
বিদ্যা বুদ্ধি তেজে কিম্বা ধনে কুলে মানে।
শৌর্য্য বীর্য্য উচ্চতায় যে কোন বিধানে॥
প্রভূত প্রভাবশালী ভূত-গ্রাম যত।
সকলি আমারি তেজ-অংশ-সমুদ্ভূত॥
এ নহে মম বিভূতি পূর্ণ পরিচয়।
এক-দেশ মাত্র ইহা জেন ধনঞ্জয়!॥ ৪১

ভাবার্থ—

একে একে কত আর করিব বর্ণন।
জানিয়া তোমার তাহা কিবা প্রয়োজন ॥
সংক্ষেপে জানিয়া রাখ একাংশ আমার।
ব্যাপক, পালক আর বিশ্বের আধার ॥ ৪২

ইতি দশম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায় (ময়ি অনুগ্রহার্থং, ময়ি করুণাং নিমিত্তীকৃত্যোপকারো হনুগ্রহস্তদর্থমিতি) পরমং (নিরতিশয়ং) গুহ্যং (গোপনীয়ং) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং) যৎ বচঃ (বাক্যং) ত্বয়া উক্তং তেন (বচসা) মম অয়ং মোহঃ (ভ্রান্তিঃ অবিবেক-বুদ্ধিঃ) বিগতঃ। ১

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

তপনের তাপময় ময়ুখ-মালায়।
বিগলিত হয় যথা নীহার নিচয় ॥
পূরব গগনে কিম্বা দিলে দরশন।
নিশীথিনী তমো যথা করে পলায়ন ॥
অথবা অনল যোগে তৃণ রাশি যথা।
ভস্মচয়ে পরিণত, ভগবন্! তথা।

তব মুখ-বিগলিত বিভূতি-বর্ণন ।
শুনিয়া হইল মম ভ্রমাপনোদন ॥
প্রেমের পুলকে স্ফীত হইছে হৃদয় ।
ভাবাবেশে বুঝি নাথ ! হৃদয় ভাসায় ॥
সামান্য গগন-চন্দ্র অকর্ষণ গুণে ।
বন্যা যদি দেখা দেয় জলধি জীবনে ॥
নিখিল-গগন-চন্দ্র সম্মুখে আমার ।
করুণার করজাল করিয়া বিস্তার ॥
নিজগুণে আকর্ষণ করিছেন যদি ।
উদ্বেলিত কেন নাহি হবে প্রেম-নদী ? ॥
সামান্য এ রণ-রথে সারথী তোমায় ।
দেখি ধনঞ্জয় আর তৃপ্ত নাহি হয় ॥
চর্ম্ম চক্ষে কৃষ্ণ রূপে হেরিতে তোমারে ।
পার্থের নয়ন আর বাসনা না করে ॥
যে রূপে এ বিশ্ব-রথ করিছ চালন ।
যে রূপে এ বিশ্বভার করিছ ধারণ ॥
যে রূপের পরিচয় শুনালে আমায় ।
নিরখিতে সেই রূপ চিত মম চায় ॥
এ নহে শিশুর সাধ বিধুর গ্রহণে ।
এ নহে পঙ্গুর আশা গিরি উল্লঙ্ঘনে ॥
এ যে চকোরের সাধ চাঁদের কিরণে ।
চাতকের অধিকার মেঘ-বারি পানে ॥
পূর্ব্ব কথা কৃষ্ণ ! যবে করিহে স্মরণ ।
রৈবতক শৈল হতে সুভদ্রা হরণ ॥
বলভদ্র-নিয়োজিত-বীর-শর-জালে ।
আকুল হইল প্রাণ, তুমি সেই কালে ।
কোথা হ'তে অযাচিত ভাবেতে আসিয়া ।
রক্ষক হইল মোর কৃপা বিতরিয়া ॥

ভাবিলে এ কথা মনে নাহি হয় কার।
কৃষ্ণের কৃপাতে আছে পার্থ অধিকার ? ॥
স্বয়ম্বর সভা মধ্যে পাঞ্চালের পুরে।
লক্ষ্য ভেদি লাভ করি যবে পাঞ্চালীরে।
লইয়া বিপদগ্রস্ত হ'লাম তখন।
না করিতে দয়াময়! তোমার স্মরণ ॥
সাগর সমান সেই ভীষণ সমরে।
উদ্ধার করিলে আসি তুমি কৃপা করে ॥
ভাবিলে এ কথা মনে নাহি হয় কার।
কৃষ্ণের কৃপাতে আছে পার্থ অধিকার ? ॥
কৌরব সভাতে যবে করে দুঃশাসন।
একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ ॥
অনন্ত-বসন-রূপ তখনি ধরিলে।
কৃপা করি হরি! তার লজ্জা নিবারিলে! ॥
ভাবিলে এ কথা মনে নাহি হয় কার।
কৃষ্ণের কৃপাতে আছে পার্থ অথিকার ? ॥
বিরাট-ভবনে যবে ওহে শ্রীনিবাস!।
হইল অজ্ঞাত বাস পূর্ণ বারমাস ॥
সামান্য দূতের প্রায় গিয়াছিলে হায়।
পঞ্চগ্রাম।ভিক্ষা তরে কৌরব-সভায়! ॥
ভাবিলে এ কথা মনে নাহি হয় কার।
কৃষ্ণের কৃপাতে আছে পার্থ অধিকার ? ॥
যাক্ অতীতের কথা ধর বর্ত্তমান।
এ ঘোর সমরে মোরে করিবারে ত্রাণ ॥
সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডের হয়ে অধিপতি।
কেন আজি রথে মম হয়েছ সারথি ? ॥
ভাবিলে এ কথা মনে নাহি হয় কার।
কৃষ্ণের কৃপাতে আছে পার্থ অধিকার ? ॥

যোগে যাঁরে নাহি পায় মহাযোগিগণ।
আজি সেই যোগিবর-যোগারাধ্য-ধন।
আপনি করুণা করি শিষ্য সম্বোধনে।
কৃতার্থ করিলে যদি আত্ম-তত্ত্ব-দানে।
কার সাধ্য এ জগতে নাহি বলে আর।
কৃষ্ণের কৃপাতে আছে পার্থ-অধিকার ? ॥
শ্রীমুখচন্দ্রমা হ'তে বিগলিত সুধা।
করিয়াছি সুখে পান, নাহি আর ক্ষুধা॥
বিগত পিপাসা যত, মোহ অন্ধকার।
অজ্ঞান-দীনতা তথা, নাহি হৃদে আর॥
এইত অধ্যাত্ম-বিদ্যা, ইহকাল সহ।
পরকাল সম্বন্ধ যে বলে অহরহ॥
জগতের যাবতীয় অলীক অসার।
ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যজাত করি পরিহার।
যে বিদ্যা-প্রভাবে নিত্য শিখায় মানবে।
সার-তত্ত্ব, সত্য যাহা এ নশ্বর ভবে॥
এ হেন অধ্যাত্ম বিদ্যা অনুগ্রহ করি।
নিজ মুখে ব্যক্ত যদি করিলে শ্রীহরি ! ॥
বলিবে কেমনে তুমি ইহাতেও আর।
কৃষ্ণের কৃপাতে নাহি পার্থ অধিকার ? ॥
সেই অধিকার-সীমা বিস্তার কারণ।
বদ্ধ পরিকর নাথ ! অর্জ্জুন এখন॥
নিষ্কাম-করম-ব্যূহ করেছে রচনা।
রাখিয়াছে দ্বারে তার চিত্তশুদ্ধি-সেনা॥
ব্রহ্ম-অববোধ-রূপ ধনুতে আপন।
করেছে ভক্তির গুণ যতনে যোজন॥
ব্যাকুলতা বাণ তাহে করেছে সন্ধান।
হবে পূর্ণ অধিকার করিতে প্রদান॥ ১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

ব্যাখ্যা। হে কমলপত্রাক্ষ! (কমলস্য পত্রং তদ্বৎ অক্ষিণী যস্য) ত্বত্তঃ (ত্বৎ সকাশাৎ) হি ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (ভব উৎপত্তিঃ অপায়ঃ প্রলয়ঃ তৌ) ময়া বিস্তরশঃ (ন সংক্ষেপতঃ) শ্রুতৌ অব্যয়ং (অক্ষয়ং) মাহাত্ম্যং (মহিমা) অপি চ। ২

এবমেতদ্ যথাত্থত্বমাত্মানং পরমেশ্বর!।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম!॥ ৩

ব্যাখ্যা। হে পরমেশ্বর! ত্বং আত্মানং (স্বং) যথা আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবং (এবংবিধং) [এব] (এতন্নান্যথা, তদ্বচসি কুত্রাপি মমা বিশ্বাসশঙ্কানাস্ত্যেব) [তথাপি] হে পুরুষোত্তম! তে (তব) ঐশ্বরং (জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং) রূপং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি। ৩

ভাবার্থ—

জীব-সৃষ্টি-সংহারের সব বিবরণ।
সবিস্তারে ওহে পদ্ম-পলাশ-লোচন!॥
শুনিয়াছি তব মুখে তোমার মাহাত্ম্য।
অসীম অব্যয়, তথা আত্মজ্ঞান-তত্ত্ব॥ ২
জ্ঞান-নেত্রে চিত্ত ক্ষেত্রে করি দরশন।
বিপুল বিভূতি যাহা করিলে বর্ণন॥
বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা নাহিক সংশয়।
অপরূপ তব রূপ ওহে বিশ্বময়!॥
হেরিতে সে বিশ্বরূপ পুরুষপ্রবর!।
অর্জ্জুনের চর্ম্ম-চক্ষু চাহে নিরন্তর॥ ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।।
যোগেশ্বর! ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

ব্যাখ্যা। হে প্রভো! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং ইতি মন্যসে (চিন্তয়সি) ততঃ (তর্হি) হে যোগেশ্বর! ত্বং মে অব্যয়ং (নিত্যং) আত্মানং (স্বরূপং) দর্শয়। ৪

ভাবার্থ—

একমাত্র বাসনার করিতে দমন।
না পারি শ্রীহরি! আর তাই জনার্দ্দন!।
চপল বালক সম তোমার চরণে।
করি আত্ম নিবেদন, কি ফল গোপনে?॥
অন্তর্যামী দেব তুমি, অন্তর যা'চায়।
সকলিত অবগত আছ দয়াময়!।
কি ফল লুকায়ে আর, যোগ্যাযোগ্যতার।
বিচারে পার্থের নাহি অবসর আর॥
বিচারে তোমার যদি সম্ভব না হয়।
বিশ্বরূপ দরশনে যোগ্য ধনঞ্জয়॥
কাজ নাই সে বিরাট-বিভূতি-দর্শনে।
কাজ নাই অর্জ্জুনের বাসনা পূরণে॥
অসম্ভব তাহার সে কামনা বিষম।
মিলাইয়া যা'ক্ মৃগ-মরীচিকা সম॥
কিন্তু যদি যোগ্য পাত্র হয় ধনঞ্জয়।
কৃপা করি বিশ্বরূপ দেখাও তাহায়॥
কৃতার্থ করহ পার্থে এই নিবেদন।
পুরাও বাসনা পদ্মপলাশলোচন!॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশো হথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ! মে দিব্যানি (অলৌকিকানি অত্যদ্ভুতানি বা) নানাবিধানি (অনেকপ্রকারাণি) নানাবর্ণাকৃতীনি (নানানীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাস্তথা আকৃতয়ো হবয়ব সংস্থানবিশেষা যেষাং রূপাণাং তানি) চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ '(অনেকশঃ অপরিমিতানি বা) রূপাণি পশ্য। ৫.

—*—

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

প্রভূত স্বকৃতি পুণ্য সাধন প্রভাবে।
ধন্য কীর্ত্তি ধনঞ্জয়! রাখিলে এ ভবে॥
নিষ্কাম করম রূপ ভিত্তির উপরে।
সাধনা রূপ ইষ্টক রাখি পরে পরে॥
ভক্তির সুরম্য হর্ম্ম্য করিলে নির্ম্মাণ।
বিশ্ববাসী নিত্য যার গাবে গুণগান॥
যে রূপের স্বরূপত্ব করিতে ধারণা।
পারেনা জগতে কোন কবির কল্পনা॥
অবসন্ন প্রাণ মন বাক্ বুদ্ধি হারে।
মিলেনা তুলনা যার ভুবন ভিতরে॥
সেই রূপ দরশনে হয়েছে বাসনা।
ভাল পার্থ! পূরাইব তোমার কামনা॥
স্থির চিত্তে সাবধানে হের ধনঞ্জয়!।
লোকাতীত রূপ মম ব্যাপ্ত বিশ্বময়॥
কত বর্ণ সমাবিষ্ট আছে হে তাহাতে।
বিভিন্ন আকৃতি কত পাবে নিরখিতে॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত!॥ ৬

ব্যাখ্যা। হে ভারত! আদিত্যান্ (দ্বাদশসূর্য্যান্) বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ (সপ্তসপ্তকানেকোনপঞ্চাশদ্বায়ূন্) পশ্য বহূনি (অনেকানি অন্যানি) অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (ত্বয়া চান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি আশ্চর্য্যানি) পশ্য। ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

ব্যাখ্যা। হে গুড়াকেশ! ইহ (অস্মিন্) মম দেহে একস্থং (একস্মিন্ স্থিতং) কৃৎস্নং (সমস্তং) সচরাচরং (সহ চরেণাচরেণ

ভাবার্থ—

দেখিবে দ্বাদশ সূর্য্য বিরাজে তথায়।
প্রজ্বলিত কর-জালে করি দীপ্তিময়॥
অষ্টবসু মূর্ত্তি যেন ধরি তার পাশে।
সুখময় সুশীতল সুষমা বিকাশে॥
একাদশ রুদ্র তাহে পাবে নিরখিতে।
এ বিশ্ব প্রতপ্ত যার প্রখর তাপেতে॥
দেখিবে যুগল তাহে অশ্বিনী-কুমার।
দরশনে কমনীয় কান্তি হয় যার॥
একোনপঞ্চাশ বায়ু বিরাজিত তায়।
বেগের তুলনা যার নাহি বসুধায়॥
দেখিবে আশ্চর্য্য কত অপূর্ব্ব ব্যাপার।
দেখে নাই লোকে যাহা, দেখ নাই আর॥ ৫—৬
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-চরাচর।
হবে ধনঞ্জয়! তব নয়ন-গোচর॥

চ বর্ত্ততে, স্থাবরজঙ্গমাত্মকং বা) জগৎ অন্যচ্চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি [তৎ] অত্র পশ্য। ৭

—ঃ—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

ব্যাখ্যা। অনেন স্বচক্ষুষা (স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা) এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে (শক্তো ভবসি) [অতঃ] তে দিব্যম্ (অলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং) চক্ষুঃ দদামি মে ঐশ্বরম্ (অসাধারণং) যোগং (যুক্তিম-ঘটনঘটনাসামর্থ্যং) পশ্য। ৮

শত শত বর্ষ ধরি করি পর্য্যটন।
পর্য্যটক যাহা নাহি করে দরশন॥
একাধারে সেই সব নিখিল পদার্থ।
মম অনুগ্রহে তুমি নিরখিবে পার্থ!॥
বাস্তব কল্পিত কিম্বা শাস্ত্রাদি বিবৃত।
দৃষ্ট কিম্বা শ্রুত-পূর্ব্ব ভাব দশা ভূত।
নিরখিতে হবে যাহা বাসনা তোমার।
পাইবে দেখিতে নাহি অন্যথা তাহার॥
অধিক কি কব তব জয় পরাজয়।
দেখ সাবধানে আর যাহা ইচ্ছা হয়॥ ৭
অপরূপ বিশ্বরূপ করিতে দর্শন।
প্রতিবাদী কিন্তু তব পার্থিব নয়ন॥
অসীম বিরাট রূপ বিশ্বময় ব্যাপী।
সসীম নয়ন নারে হেরিতে কদাপি।
দৃশ্য নয় এ দৃশ্য বিনা দিব্য দরশন।
এ'স, তব দিব্য নেত্র করি উন্মীলন॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্! মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ—হে রাজন্! (ধৃতরাষ্ট্র!) মহাযোগেশ্বরঃ (মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ) হরিঃ (ভক্তানাং সর্ব্বক্লেশাপহারী ভগবান্) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমং (দিব্যম্) ঐশ্বরং (মায়াবিসম্বন্ধি ন তু মায়াতীতং) রূপং দর্শয়ামাস। ৯

—*—

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

ব্যাখ্যা। অনেকবক্ত্রনয়নং (অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তৎ) অনেকাদ্ভুতদর্শনং (অনেকান্যদ্ভুতানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তৎ বা অনেকানাং অদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ) অনেক দিব্যাভরণম্ (অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং

দেখিবে বিভূতি কত ঐশ্বর্য্য অপার।
অঘটন সংঘটনে চাতুর্য্য আমার ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন—

এত বলি মহারাজ্! অর্জ্জুনে তখন।
ভকত-বাসনা-পূর্ণ-কারী নারায়ণ ॥
যোগমায়া বলে ধরি যোগেশ্বর রূপ।
দেখান ঐশ্বর্য্য কত অতি অপরূপ ॥ ৯
কত যে বদন তাঁর কত যে নয়ন।
কত স্থানে শোভে কত দিব্য আভরণ

(দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তৎ) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণি অম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন তৎ) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্যা গন্ধা অনুলেপনং যস্মিন্ তৎ) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (অনেকাদ্ভুতপ্রচুরং) দেবং (দ্যোতনাত্মকং) অনন্তং (নাস্যান্তোঽস্তীতি) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বভূতাত্মত্বাৎ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিন্ তদ্রূপং)। ১০।১১

—*—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

ব্যাখ্যা। দিবি (অন্তরীক্ষে) যদি সূর্য্যসহস্রস্য (সূর্য্যাণাং সহস্রং তস্য) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একদৈব) উত্থিতা (উদিতা)

ক্ষেপণে উদ্যত কত আয়ুধ নিকর।
স্বর্গ-তেজে তেজোময়, শোভা করে কর ॥
হেরিলে সে অপরূপ অদ্ভুত দর্শন।
বিষম বিস্ময়ে নাহি মজে কার মন ? ॥
সুগন্ধি কুসুম মালা কত শোভে তায়।
কতই বিচিত্র বাস তাহে শোভা পায় ॥
বিলেপিত বরবপু সুরভি চন্দনে।
আমোদিত দশদিক্ সে মধুর ঘ্রাণে ॥
মহা তেজঃপুঞ্জ তনু অন্ত মিলা ভার।
সর্ব্বভূতাশয় মুখ সর্ব্বত্র তাঁহার ॥
অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড যত আছে চরাচরে।
বিরাজে সে বিশ্বরূপে সব একাধারে ॥ ১০।১১
কি দিব সে প্রভাময়-প্রভার তুলনা।
সে প্রভা-তুলনা কোন জগতে মিলে না ॥
সহস্র তপন যদি গগন মণ্ডলে।
যুগপৎ সমুদিত হয় কোন কালে ॥

ভবেৎ [তদা] সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী (তুল্যা) স্যাৎ (যদি স্যাৎ যদি বা ন স্যাৎ ততোঽপি নূনং বিশ্বরূপস্যৈব ভা অতিরিচ্যেতেত্যহং মন্যে ঽন্যা উপমা নাস্ত্যেব)। ১২

—*—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

ব্যাখ্যা। তদা পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র (তস্মিন্ বিশ্বরূপে) দেবদেবস্য (বিশ্বমূর্ত্তেঃ) শরীরে অনেকধা (নানা প্রকারেণ, দেবপিতৃমনুষ্যাদিনানাপ্রকারৈঃ) প্রবিভক্তং (নানাবিভাগেনাবস্থিতং) কৃৎস্নং (নিখিলং সমস্তং) জগৎ একস্থম্ (একস্মিন্ স্থিতম্) অপশ্যৎ। ১৩

—:—

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

ব্যাখ্যা। ততঃ স ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়েন অদ্ভুতদর্শনপ্রভবেণ অলৌকিক-চিত্ত-চমৎকার-বিশেষেণ আবিষ্টঃ ব্যাপ্তঃ, বিস্মিতঃ) হৃষ্টরোমা (হৃষ্টানি রোমাণি অস্য সো ঽয়ং রোমাঞ্চিতঃ) [সন্] দেবং শিরসা প্রণম্য (প্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা) কৃতাঞ্জলিঃ (সংপুটীকৃত-হস্ত-যুগঃ) [সন্] অভাষত (উক্তবান্)। ১৪

বটে সে প্রচণ্ড প্রভা এ বিশ্বে অতুল।
হয় কি না বিশ্বরূপ প্রভা সমতুল॥ ১২
দেখিলেন ধনঞ্জয় সেই বিশ্বরূপে।
এ বিশ্ব বিভক্ত হয়ে আছে নানারূপে॥
দেখিলেন নরলোক আর পিতৃলোক।
ভূরাদি বিরাজে তথা যত সপ্তলোক॥ ১৩
হেরিয়া অদ্ভুত এই আশ্চর্য্য নিচয়।
হইল বিস্ময়ে মগ্ন অর্জ্জুন-হৃদয়॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসংঘান্ (ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানা সংস্থানবিশেষাণাং সংঘান্ সমূহান্) ঈশং (সর্ব্বনিয়ামকং) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থং) ব্রহ্মাণং (ধাতারং) দিব্যান্ ঋষীণ্ (বশিষ্ঠাদীন্) চ সর্ব্বান্ উরগান্ (বাসুকি প্রভৃতীন্ সর্পান্) পশ্যামি। ১৫

—:—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ!॥১৬

ব্যাখ্যা। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং (অনেকে বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তং) অনন্তরূপং

রোমাঞ্চিত-কলেবরে সিদ্ধ মনস্কাম।
ভূতলে লুণ্ঠিত হয়ে করিল প্রণাম॥
বিস্ময়-আনন্দ-ভক্তি-পরিপ্লুত-চিতে।
যুগ্ম-করে পার্থ পুনঃ লাগিল বলিতে॥ ১৪

অর্জ্জুন কহিলেন।

দেখিতেছি দেব! তব দিব্য কলেবরে।
ইন্দ্র চন্দ্র আদি কত দেবতা বিহরে॥
নানাবিধ ভূতগ্রাম আছে তব দেহে।
আপনি কমল-যোনি বিরাজিত তাহে॥
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সমাসীন তায়।
পন্নগ বাসুকি দেখি তক্ষক তথায়॥ ১৫
কত শত আঁখি দেখি কত যে উদর।
কত যে বদন তব কত শত কর॥

(অনন্তানি রূপাণি অস্যেতি অনন্তরূপস্তং) ত্বাং সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি পুনঃ তব ন অন্তং (অবসানং) ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-

দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। কিরীটিনং (কিরীটোনাম শিরোভূষণবিশেষঃ যস্যাস্তি স কিরীটী তং) গদিনং (গদা যস্য বিদ্যতে স গদী তং) চক্রিণং (চক্র মস্যাস্তীতি চক্রী তং) সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং (সর্ব্বতঃ দীপ্তির্যস্যাস্তীতি স তং) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জং) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুঃ দুঃখেন নিরীক্ষ্যঃ তং সুদুর্দর্শং) দীপ্তানলার্কদ্যুতিং (অনলশ্চার্কশ্চ অনলার্কৌ, দীপ্তৌ অনলার্কৌ দীপ্তানলার্কৌ তয়োঃ দীপ্তানলার্কয়োদ্যুতিরিব দ্যুতিঃ তেজো হস্য তং) অপ্রমেয়ং (ন প্রমেয়ঃ তং অপরিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ) ত্বাং সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) পশ্যামি। ১৭

যে দিকে ফিরিয়া দেখি একি অপরূপ।
অনন্ত অসীম তব সর্ব্বগত রূপ ! ॥
কোথা এ রূপের আদি কোথা মধ্যদেশ।
নির্ণয় করিতে নারি কোথা তার শেষ ॥
সর্ব্বদিকে সমভাবে আছ বিদ্যমান।
ধন্য তব বিশ্বরূপ বিশ্বরূপবান্ ! ॥ ১৬
মরি মরি ! শিরোপরি কিরীটের আভা।
করে করে গদা করে সুদর্শন শোভা ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোরাশি মূর্ত্তি ধরি যেন।
দিকে দিকে বিরাজিত মনে হয় হেন ॥
হরি ! হরি ! কার সাধ্য করে দরশন।
কর-কর-রবি সহ রাজে হুতাশন ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। ত্বং অক্ষরং (ন ক্ষরতীতি) পরমং [ব্রহ্ম] বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্যং) ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (কার্য্যাবসানে প্রবেশ-স্থানং পরমাশ্রয়ঃ) ত্বং অব্যয়ঃ (ন চ তব ব্যয়ো বিদ্যতে) শাশ্বতধর্ম্ম-গোপ্তা (শাশ্বতঃ নিত্যঃ ধর্ম্ম স্তস্য গোপ্তা পালকঃ) ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ [ইতি] মে মতঃ (অভিপ্রেতঃ)। ১৮

একে একে নাহি যার তুলনা জগতে।
সম সমবায় তার কে পারে সহিতে ॥
দেব দেব! দিব্য চক্ষে যে দিকে নিরখি।
রাশি রাশি রূপ তব ঝলসিছে আঁখি ॥ ১৭
হেরি তব বিশ্বরূপ বুঝিলাম সার।
অনিত্য সকলি বিশ্বে, সকলি অসার ॥
সকলি বিকার গ্রস্ত মরণ অধীন।
নির্ব্বিকার অবিনাশী তুমি চিরদিন ॥
তুমি জ্ঞান জ্ঞেয়-বস্তু বিজ্ঞানের সার।
তুমিই চরম লক্ষ্য যত সাধনার ॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয়ে তোমারি আশ্রয়।
স্বকার্য্য সাধনে সদা বিনিযুক্ত র'য় ॥
কে বলে রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা গণে।
ঘুরিছে আকৃষ্ট হয়ে মাধ্য আকর্ষণে ॥
কে বলেরে এ জগতে পরমাণুগণ।
পরস্পর পরস্পরে করে আকর্ষণ? ॥
কে করে সে আকর্ষণ? কোথা তার স্থিতি?।
কে দিয়াছে তাহারে সে অপূর্ব্ব শকতি? ॥

আকর্ষণ করি সবে লইছে কোথায় ? ।
কোথা সেই কেন্দ্ররূপী সবার আশ্রয় ? ॥
আমিত হে দিব্য চক্ষে করি দরশন।
তুমিই করিছ দেব! সবে আকর্ষণ ॥
ধুলিকণা হতে সেই হিম-গিরি-রাজ।
তোমারি বিশাল দেহে করিছে বিরাজ ॥
সর্ব্বশক্তে! তুমি সেই শকতি-বিধাতা।
সবার আশ্রয়, বিশ্বকেন্দ্ররূপী ধাতা ॥
পরিপূর্ণতম তুমি ওহে ভবধব!।
নাহি ব্যয় পরিচ্ছেদ পরিমাণ তব ॥
বেদে যে পবিত্র ধর্ম্ম করেছে প্রতিষ্ঠা।
পরমার্থ সাধকের নিত্য যাহে নিষ্ঠা ॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিদেব নিত্য সাক্ষ্য যাঁর।
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে যাঁর নাহি ব্যভিচার ॥
তুমি সেই ধর্ম্মরূপী সত্য সনাতন।
তোমারি আশ্রিত ধর্ম্ম ওহে জনার্দ্দন ॥
কালে যবে জীব-শূন্য হ'বে চরাচর।
ভূধর বিলীন হবে শুখা'বে সাগর ॥
জ্বলিবেনা অগ্নি আর, ব'বে না পবন।
লুকা'বে সুধাংশু অংশু, তপন কিরণ ॥
নাহি দেখা দিবে দিবা, না রহিবে রাতি।
তারকার দীপে আর না রহিবে ভাতি ॥
নির্ব্বাণ জ্যোতিষ্কগণ হইবে বিমানে।
বিলীন হইবে কার্য্য আপন কারণে ॥
বিদগ্ধ গোময়-পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইবে।
মহাপ্রলয়ের পথে সকলে ছুটিবে ॥
তুমি দেব! এক মাত্র থাকি বিদ্যমান।
নিরখিবে সাক্ষি-সম বিশ্ব-পরিণাম ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

ব্যাখ্যা। অনাদিমধ্যান্তং (আদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য তং উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতং) অবন্তবীর্য্যং (বীর্য্যস্যান্তো নাস্তি যস্য স অনন্তবীর্য্যস্তং অনন্তপ্রভাবং) অনন্তবাহুং (অনন্তা বাহবো যস্য স তং) শশিসূর্য্যনেত্রং (শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য স তং চন্দ্রাদিত্যনয়নং) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চ তদ্বৎ বক্ত্রং যস্য স তং প্রদীপ্তাগ্নিতুল্যবদনং) স্বতেজসা (স্বীয়কান্ত্যা) ইদং বিশ্বং তপন্তং (সন্তাপয়ন্তং) ত্বাং পশ্যামি। ১৯

বিশ্বের আদিতে ছিলে আছ বর্ত্তমানে।
সমভাবে বর্ত্তমান রবে পরিণামে॥
তাই বিশ্বরূপ দেখি হেন লয় মন।
পরম পুরুষরূপী তুমি সনাতন॥ ১৮
না আছে উৎপত্তি স্থিতি নাহি আছে লয়।
অনন্ত প্রভাব তব ব্যাপ্ত বিশ্বময়॥
কে জানে হে সর্ব্বশক্তে! এত শক্তি ধর।
লোমকূপ-পথে কত ধর ধরাধর॥
অগণিত বাহু কত ক'রেছ ধারণ।
শোভিছে নয়ন রূপে সুধাংশু তপন॥
শ্রীমুখ-মণ্ডল হ'তে ক্ষরিছে নিয়ত।
জ্বালাময় অনলের তাপ রাশি যত॥
সন্তাপিত করিছে এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।
তব বপু-বিগলিত প্রতাপ প্রচণ্ড॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্! ॥ ২০

ব্যাখ্যা। হে মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গভূমণ্ডলয়োঃ) ইদং অন্তরং (অবকাশং আকাশমিত্যর্থঃ) একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং (আক্রান্তং) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ [ব্যাপ্তাঃ] তব ইদং অদ্ভুতং (অদৃষ্টপূর্ব্বং) উগ্রং (ঘোরং ভয়ানকং) রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং (লোকানাং ত্রয়ং) প্রব্যথিতং (ভীতং প্রচলিতং) পশ্যামি। ২০

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

ব্যাখ্যা। অমী (যুধ্যমানাঃ) সুরসঙ্ঘাঃ (ভূভারাবতারার্থং মনুষ্য-রূপেণাবতীর্ণা বস্বাদিদেবগণাঃ) হি ত্বাং বিশন্তি (প্রবিশন্তোদৃশ্যন্তে)

ভাবার্থ—

ব্যাপিল ও বিশ্বরূপে আকাশ মণ্ডল।
স্বর্গ-মর্ত্ত-অবকাশ, ব্যাপ্ত দিক্ দল ॥
মরি মরি বিশ্বরূপ সাগরে তোমার।
অন্তরীক্ষ দশদিক্ দিতেছে সাঁতার ॥
বিস্ময়জনক রূপ দরশন করি।
ভয়াকুল জীবকুল কাঁপে থর থরি ॥
ওহে মহাত্মন্! হেরি অদ্ভুত ব্যাপার।
ব্যথিত ত্রিলোকবাসী দেখি অনিবার ॥ ২০

কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলয়ঃ) [সন্তঃ] গৃণন্তি (স্তুবন্তি) মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষীণাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ সঙ্ঘাঃ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (প্রচুরাভিঃ) স্তুতিভিঃ ত্বাং বীক্ষন্তে (অবলোকয়ন্তি) ২১

—:—

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যাঃ
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২

ব্যাখ্যা। রুদ্রাদিত্যা বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ (গণদেববিশেষাঃ) বিশ্বে (বিশ্বসংজ্ঞকাঃ গণদেবতাঃ) অশ্বিনৌ মরুতঃ (বায়বঃ) চ উষ্মপাঃ (উষ্মাণং পিবন্তি যে তে পিতরঃ) চ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ (গন্ধর্ব্বণাং

ভাবার্থ—

দেখিতেছি দৃশ্যমান সমর কারণ।
ভীষ্ম আদি অবতীর্ণ যত দেবগণ।
সাধ্যমত দূর করি বসুধার ভার।
শরণ লইছে ঐ রূপেতে তোমার ॥
অসুর সমান ক্রূর দুর্য্যোধন আদি।
তোমাতে প্রবেশ সবে করে নিরবধি ॥
কেহ ভয়াকুল চিতে পলায়ন-পর।
অসক্ত হইয়া কিন্তু যুগ্ম করি কর ॥
ত্রাণ কর ত্রাণ কর জয় হ'ক্ তব।
এই মত বাক্যে করে কত শত স্তব ॥
নারদাদি মহাঋষি সিদ্ধগণ সবে।
স্বস্তি স্বস্তি স্তুতি তব করে উচ্চ রবে ॥ ২১
কত রুদ্র আদিত্য ও বসুগণ আর।
সাধ্য বিশ্বদেবগণ অশ্বিনী-কুমার ॥

হা হা হূ হূ প্রভৃতীনাং যক্ষাণাং কুবেরপ্রভৃতিনাং অসুরাণাং বিরোচন প্রভৃতীনাং সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং সঙ্ঘাঃ) সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে (পশ্যন্তি) চ। ২২

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো! বহুবক্ত্রনেত্রং (বহূনি বক্ত্রাণি মুখানি নেত্রাণি চক্ষূংষি চ যস্মিংস্তৎ) বহুবাহূরুপাদং (বহবো বাহবঃ উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তৎ) বহূদরং (বহূনি উদরাণি যস্মিন্ রূপে তৎ) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহ্বীভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং তৎ) তে মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্ [অপি]। ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো!॥ ২৪

মরুৎ উষ্মপা আদি পিতৃ-দেবগণ।
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ সিদ্ধ অগণন॥
হেরি তব বিশ্বরূপ মানি চমৎকার।
বিস্ময় সাগরে ভাসে অন্তর সবার॥ ২২
অসংখ্য বদন নেত্র বাহূরু চরণ।
অসংখ্য উদর ভীম দন্ত অগণন।
বিভুষিত বিশ্বরূপ নিরখি নয়নে।
ত্রিলোক নিবাসিগণে মনে ভীতি গণে॥
মহাবাহো! ভয়ে তারা অভিভূত যথা।
আমিও হয়েছি নাথ! ভয়ে ভীত তথা॥ ২৩

ব্যাখ্যা। হে বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং (নভঃ স্পৃশতীতি নভঃ-স্পৃক্ তং) দীপ্তমনেকবর্ণং (প্রজ্বলিতং অনেকে বর্ণা যস্মিন্ ত্বয়ি তং ত্বাং) ব্যাত্তাননং (ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি মুখানি যস্মিন্ ত্বয়ি ত্বং ত্বাং) দীপ্তবিশালনেত্রং (দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিন্ ত্বয়ি তং ত্বাং) ত্বাং দৃষ্টা হি প্রব্যথিতান্তরাত্মা [অহং] ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমং (শান্তিং মনস্তুষ্টিং) চ ন বিন্দামি (লভে)। ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!॥ ২৫

ব্যাখ্যা। দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাভিঃ ঘোরদশনৈঃ করালানি বিকৃতানি) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়কালে লোকানাং দাহকো হগ্নিঃ

ভাবার্থ—

বিষ্ণো! তব তেজোময় বিরাট মূরতি।
ব্যাপিয়া বিশাল ব্যোম করিতেছে স্থিতি॥
লোহিত হরিৎ পীত বিবিধ বরণে।
কিবা ভয়ঙ্কর দীপ্তি দেয় স্থানে স্থানে॥
যে দিকে নিরখি দেখি অসংখ্য বদন।
উন্মুক্ত বিকট গ্রাস করিয়া ব্যাদান॥
চারি দিকে প্রজ্বলিত বিস্ফারিত নেত্র।
অহো! কিবা অলৌকিক ভয়ঙ্কর চিত্র॥
ব্যথিত অন্তর আত্মা নিরখি ও রূপে।
বল নাথ! ধৈর্য্য শান্তি ধরিব কি রূপে॥ ২৪
প্রলয়ের নিদারুণ কালানল সম।
দেখি ও বিকট মুখ অতীব ভীষণ।

কালানলসন্নিভানি প্রলয়াগ্নিসদৃশানি) চ তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] দিশঃ না জানে (পূর্ব্বাপরাদিবিবেকেন ন জানামি) শর্ম্ম (সুখং তদ্রূপদর্শনে হপি) চ ন লভে [হে] দেবেশ! (দেবানামপি ঈশ্বর !) [হে] জগন্নিবাস! (জগতাং নিবাস! জগদাশ্রয়!) প্রসীদ (প্রসন্নোভব)। ২৫

—:—

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে অবনিপালসঙ্ঘৈঃ (অবনিপালানাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ) সহ এব তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ

ভীম দরশন তাহে দশন নিচয়।
চঞ্চল হয়েছে মম ব্যথিত হৃদয়॥
প্রতি পলে বিভীষিকা বাড়িতেছে অতি।
দিক্ নিরূপণে আর নাহিক শকতি॥
বিবেক এ মন হৈতে লয়েছে বিদায়।
বিস্মৃতির অধিকার এখন তাহায়॥
মানেনা ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রভুতা আমার।
সুখ শান্তি লাভ নাথ! নাহি করি আর॥
দেবেশ প্রসন্ন হও কর শান্তি দান।
ভয়াকুল চিতে কর অভয় প্রদান॥ ২৫

চ অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ (যোধপ্রধানৈঃ) সহ অপি ত্বরমাণাঃ (ত্বরাযুক্তাঃ) তে দংষ্ট্রাকরালানি (দশনৈঃ বিকৃতানি) ভয়ানকানি (ভয়ঙ্করাণি) বক্ত্রাণি বিশন্তি (প্রবিশন্তি) কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণীকৃতৈঃ) উত্তমাঙ্গৈঃ (শিরোভিঃ) [বিশিষ্টাঃ] দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) বিলগ্নাঃ (সংশ্লিষ্টাঃ) সংদৃশ্যন্তে (সম্যগীক্ষ্যন্তে) ২৬। ২৭

—:—

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮

ব্যাখ্যা। যথা নদীনাং বহবঃ (অনেকে) অম্বুবেগাঃ (অম্বূনাং বেগাঃ প্রবাহাঃ) অভিমুখাঃ [সন্তঃ] সমুদ্রম্ এব দ্রবন্তি (প্রবিশন্তি) তথা অমী নরলোকবীরাঃ (মনুষ্যলোকপালাঃ) অভিতঃ (সর্ব্বতঃ) জ্বলন্তি (প্রকাশমানানি প্রদীপ্তানি বা) তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৮

—*—

ভাবার্থ—

দেখিতেছি ধৃতরাষ্ট্র-সুত দুর্য্যোধন।
ভ্রাতা সহ মিলি যত নৃপ অগণন॥
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য কর্ণ শল্য জয়দ্রথ।
বিপক্ষ কিম্বা স্বপক্ষ যোধগণ যত॥
করিছে প্রবেশ সবে আসি পরে পরে।
ভীষণ দশন-যুত ও মুখ-বিবরে॥
তাই কি শিথিল গতি! অতীব ভীষণ।
প্রলয়ে প্রচণ্ড বহে পবন যেমন॥
অথবা কি দিগন্তরে আছে গতি-শক্তি।
সর্ব্বদিকে মুখ তব কোথা পাবে মুক্তি ?॥
দশন-সন্ধিতে কেহ হইয়া সংলগ্ন।
দন্ত-নিষ্পেষণে শির হইতেছে ভগ্ন॥ ২৬। ২৭

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

ব্যাখ্যা। যথা পতঙ্গাঃ (শলভাঃ) সমৃদ্ধবেগাঃ (সমৃদ্ধঃ উদ্ভূতঃ বেগো গতির্যেষাং তে) [সন্তঃ] নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং (প্রজ্বলিতম্ অগ্নিং) বিশন্তি (প্রবিশন্তি) তথা [এতে] লোকা অপি সমৃদ্ধবেগাঃ [সন্তঃ] নাশায় (মরণায়) এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৯

—*—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো!॥ ৩০

ভাবার্থ—

নদী যথা বহু মুখে, আকর্ষণ গুণে।
অবশ গতিতে ছুটে সাগরের পানে॥
তুমুল এ বীরকুল-প্রবাহ তেমতি।
করিছে নিয়ত তব মুখ পানে গতি॥
প্রদীপ্ত বদন তব দীপ্ত চারি দিকে।
যে দিক্ হইতে আসে পড়ে তব মুখে॥ ২৮
রূপান্ধ শলভ যথা রূপ দরশনে।
উন্মত্ত হইয়া ধায় অনলের পানে॥
অবোধ পতঙ্গ নাহি মানে অন্তরায়।
বেগে গিয়া করে তায় সমর্পণ কায়॥
সেই মত সমাগত সমর কারণ।
দৃশ্যমান এই সব নরবীর গণ॥
স্বেচ্ছায় ছুটিছে হায় মরিবার তরে।
কৃতান্ত-সদন সম বদন-বিবরে॥ ২৯

ব্যাখ্যা। জ্বলদ্ভিঃ (প্রদীপ্তৈঃ) বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ (অন্তঃপ্রবেশয়ন্ গিলন্ বা) সমন্তান্ লেলিহ্যসে (আস্বাদয়সি) হে বিষ্ণো! তব উগ্রাঃ (প্রখরাঃ) ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) তেজোভিঃ সমগ্রং (সমস্তং) জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপ্য) প্রতপন্তি (সন্তাপয়ন্তি)। ৩০

—*—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর! প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥ ৩১

ব্যাখ্যা। উগ্ররূপঃ (রৌদ্রাকারঃ) ভবান্ কঃ মে (মহ্যং) আখ্যাহি (কথয়) তে (তুভ্যং) নমোঽস্তু হে দেববর! (দেবানাং প্রধান!) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব বা প্রসাদং কুরু) আদ্যং (আদৌ ভবং) ভবন্তং বিজ্ঞাতুং (বিশেষণ জ্ঞাতুং) ইচ্ছামি হি (যস্মাৎ) তব প্রবৃত্তিং (চেস্টাং) ন প্রজানামি। ৩১

ভাবার্থ—

কালানল-পূর্ণ তব বিশ্ব-ব্যাপি মুখে।
লোক সমূহকে তুমি গ্রাস করি সুখে।
করিছ কি বারংবার আস্বাদগ্রহণ।
শোণিতে সুসিক্ত ওষ্ঠ করিয়া লেহন॥
ওহে বিশ্বরূপ! তব তেজের প্রভায়।
পরিপূর্ণা বসুন্ধরা তপ্তা অতিশয়॥
কে তুমি? এ বিশ্বরূপ করেছ ধারণ।
না জানি এ অনুষ্ঠান কিসের কারণ॥
করুণ নয়নে নাথ! কর দৃষ্টিপাত।
ভক্তি ভরে বার বার করি প্রণিপাত॥
প্রণমি প্রসাদ ভিক্ষা করিছে অর্জ্জুন।
দেবেশ! প্রপন্ন জনে প্রসন্ন হউন্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ

লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতে ঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে

যে ঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। লোকক্ষয়কৃৎ (লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি) প্রবৃদ্ধঃ (বৃদ্ধিং গতঃ, অত্যুৎকটো বা) কালঃ [অহম্] অস্মি লোকান্ সমাহর্ত্তুং (সংহর্ত্তুম্)· ইহ (অস্মিন্ কালে) প্রবৃত্তঃ ত্বাম্ ঋতে (বিনা) অপি প্রত্যনীকেষু (অনীকমনীকং প্রত্যনীকং তেষু প্রতিপক্ষভূতেষু অনীকেষু) যে যোধাঃ (যোদ্ধারঃ) অবস্থিতাঃ সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি। ৩২

হে বিশ্ব-আদি-কারণ! তব বিবরণ।
জানিতে বিশেষ রূপে বাঞ্ছা করে মন॥ ৩০—৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

শ্রুতি মুখে শুনেছ যে বিক্রম-বিশাল।
জীবকুল-নিসূদন, আমি সেই কাল॥
এই যে বিরাট দেহ করেছি ধারণ।
সমাগত নরগণ সংহার কারণ॥
আমার প্রবৃত্তি বিনা কভু না সম্ভবে।
জীবের জীবন নাশ জানিও এ ভবে॥
অথবা যতই ক্লেশ করনা স্বীকার।
কাল যারে নাশ করে কোথা রক্ষা তার॥
তব সহায়তা নাহি চাহি ধনঞ্জয়!।
অথবা বাধায় তব কিবা আসে যায়?॥
জে'ন এই মহাকাল-চেষ্টার প্রভাবে।
ঘটিবার যোগ্য যাহা অবশ্য ঘটিবে॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্! ৩৩

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ যশঃ (কীর্ত্তিং ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়ঃ অতিরথাঃ অজেয়াঃ দেবৈরপি, অর্জ্জুনেন জিতা ইতি যশঃ) লভস্ব (প্রাপ্নুহি) শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং (অকণ্টকং) রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব (স্বোপার্জ্জনত্বেন ভোগ্যতাং প্রাপয়) ময়া এব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ হে সব্যসাচিন্! (সব্যেন বামেন হস্তেন সাচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্য স ত্বং) ত্বং নিমিত্তমাত্রং (ময়া হন্যমানানাং শস্ত্রাদিস্থানীয়ঃ) ভব। ৩৩

—*—

ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধন কর্ণ আদি রথী।
নিশ্চয় কৃতান্ত-পুরে করিব অতিথি॥
কি সাধ্য তোমার তাহে কর বাধা দান।
তুমি ত বিরাট-দেহে বিন্দু পরিমাণ॥ ৩২
অতএব উঠ মম উপদেশ লও।
প্রস্তুত সমর জন্য সযতন হও॥
বিপুল বিক্রমে কর শত্রু নিহনন।
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি কর উপার্জ্জন॥
হইয়া সাগরাম্বরা ধরা অধীশ্বর।
বীরোচিত সুখ ভোগ কর কুরুবর!॥
করিতে নিধন যারে ভীত হয়েছিলে।
আমা হ'তে হত সেই এই ত দেখিলে॥
করিবার যাহা কিছু করিয়াছি আমি।
কেবল নিমিত্ত মাত্র হও পার্থ! তুমি॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথা অন্যান্ যোধবীরান্ (যোদ্ধৃন্) অপি ময়া হতান্ (পূর্ববিনাশিতান্) ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ (তেভ্যঃ ভয়ং মা কার্ষীঃ) রণে সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতা অসি [ততঃ] যুধ্যস্ব। ৩৪

—:—

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ। কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] কৃষ্ণং নমস্কৃত্য ভীতভীতঃ (অতিশয়েন ভীতঃ) প্রণম্য ভূয়ঃ এব সগদ্গদং (ভয়েন

ভাবার্থ—

দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মদেব কর্ণ জয়দ্রথ।
আর আর গণনীয় যোধগণ যত॥
অনায়াসে রণে তুমি করহ সংহার।
ব্যথার কারণ কোন নাহি পার্থ! আর॥
দেখিলেত এই মাত্র তারা ধনঞ্জয়!।
আমা হ'তে সমানীত নিধন-দশায়॥
আর তারা তব কাছে শত অপরাধী।
আততায়ী বোধে তুমি বধ কর যদি॥
নৃশংসতা লেশ নাহি ঘটিবে তোমায়।
অধিকন্তু জয়লক্ষ্মী করিবে আশ্রয়॥ ৩৪

হর্ষেণ চাশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি কফরুদ্ধকণ্ঠতয়া বাচো মন্দত্ব সকম্প-নাদি বিকারঃ সগদ্‌গদস্তদ্ব্যক্তং যথা স্যাৎ তথা) আহ। ৩৫

ভাবার্থ—

সঞ্জয় কহিলেন—

এ সব কেশব-বাণী করিয়া শ্রবণ।
ধরিলেন নব ভাব অর্জ্জুন তখন॥
এত দিন যাঁকে তিনি সখা ভাবি মনে।
করিতেন সম্বোধন প্রাকৃত বিধানে॥
এ নয় সে সখা তাঁর চির সহচর।
এ যে বিশ্বব্যাপি-মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর॥
এ নয় সে কৃষ্ণ তাঁর সোদর-প্রতিম।
এ কৃষ্ণ বিরাট রূপী অনাদি অসীম॥
এ নয় সে প্রিয়তমা সুভদ্রা সোদর।
এ যে পূর্ণ পরাৎপর পর হ'তে পর॥
এ নয় সে অর্জ্জুনের রথের সারথি।
এ যে ভ্রূভঙ্গেতে বিশ্বরথ চালায় সম্প্রতি।
বায়ুতে বিকার-গ্রস্ত হ'লে কুলনারী।
শীতলা সরম ভয় দূরে পরিহরি।
করে যথা প্রগল্‌ভতা হেরি গুরুজনে।
প্রকৃতি বিকৃত দেখে রক্তিম নয়নে॥
কিন্তু যবে মন্ত্রৌষধি প্রয়োগের বলে।
বায়ুর বিকার তার দূরে যায় চ'লে॥
প্রকৃতিস্থ হইয়া সে রমনীর মন।
দ্বিগুণ সরমে মরে মরমে তখন॥
আপনারে বার বার দেয় সে ধিক্কার।
বসনে বদন ঢাকে বাক্য নাহি আর॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশোদ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—হে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্য-

তেমনি হইল এবে অর্জ্জুনের মন।
বিষম সরম আসি দিল দরশন॥
যুগপৎ দেখা দিল সম্ভ্রম বিস্ময়।
ভয়-ভক্তি-পরিপূর্ণ হইল হৃদয়॥
আবেশে অবশ তনু বাক্য নাহি সরে।
ভাবে গদগদ ভাসে প্রেমের পাথারে॥
কি এক অপূর্ব্ব ভাব দিল দরশন।
আপাদ মস্তক তাঁর করিল কম্পন॥
ঝটিকার কালে ভীম প্রভঞ্জন ভরে।
পাদপ পত্রক যথা কাঁপে থরথরে॥
কিম্বা খরতর স্রোত-নীরে পড়ি যথা।
ললিতা লতিকা ভয়ে কম্পিতা সর্ব্বথা॥
কাঁপে কিম্বা মহীরুহ ঘোর ভূকম্পনে।
কাঁপিলেন তথা পার্থ হেরি ভগবানে॥
শিষ্য যথা লয় গুরুচরণে শরণ।
ইষ্টদেব অনুগত যথা ভক্ত জন॥
প্রভুপদে নমে যথা সেবক সুধীর।
কৃষ্ণ পদে নমিলেন তথা পার্থ বীর॥
করি কৃতাঞ্জলি অতি ভয়াকুল চিতে।
লাগিলেন ভগবানে আবার বলিতে॥ ৩৫

কীর্ত্তনেন) জগৎ প্রহৃষ্যতি (প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি) অনুরজ্যতে (অনুরাগমুপৈতি) চ রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ দ্রবন্তি (দিশঃ প্রতি পলায়ন্তে) সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (সিদ্ধানাং যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং কপিলাদীনাং সঙ্ঘাঃ সমুদায়াঃ) নমস্যন্তি চ [যৎ এতৎ] স্থানে (যুক্তং)। ৩৬

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক সর্ব্বগুণধাম !।
সার্থক ধরেছ তুমি হৃষীকেশ নাম ॥
যে নামের গুণে ভক্ত ধায় অভিমুখে।
সেই নাম গুণে পুনঃ অভক্ত বিমুখে ॥
এই যে সম্মুখ রণ করিতে দর্শন।
সমাগত দেবতাদি যোগী ঋষিগণ ॥
ভক্তি-পথ-গামী যারা হেরি অপরূপ।
অসীম-বিভূতি-যুত তব বিশ্বরূপ ॥
হর্ষভরে করে তব জয় জয় ধ্বনি।
অনুরাগে নত শিরে পরশে ধরণী ॥
তুমি কর সে সবার মানস পূরণ।
সমুচিত তাহাদের হেন আচরণ ॥
আবার অপর দিকে রাক্ষস যাহারা।
পিশাচ দানব দৈত্য ভক্তি-পথ-হারা ॥
দূরে থাক দরশন দূর হ'তে শুনি।
ভক্ত জন মুখে তব বিভূতি কাহিনী ॥
পলাইছে দিকে দিকে অতি ভীত মন।
সমুচিত তাহাদের হেন আচরণ ॥
এক রূপ দরশনে কেন দেখি হয়।
জীব ভেদে নানা বিধ ভাবের উদয় ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। হে মহাত্মন্! (উদারমতে!) হে ঽনন্ত! (সর্ব্ব-পরিচ্ছেদশূন্য!) হে দেবেশ! (হিরণ্যগর্ব্বাদীনামপি দেবানাং নিয়ন্ত!) হে জগন্নিবাস! (সর্ব্বাশ্রয়!) ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ব্বস্য) অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে (আদিকর্ত্তা কারণমতস্তস্মৈ) তে (তুভ্যং) কস্মাৎ

কেহ বা বিকৃষ্ট হয় কেহ বা আকৃষ্ট।
কেহবা হইছে ভীত কেহ হয় হৃষ্ট ॥
কেহ বা নিকটে আসি লইছে শরণ।
দূর হতে দূরে কেহ করে পলায়ন ॥
বুঝেছি মহিমা তব হে মহিমাময়!।
ভক্ত কি অভক্ত তোমা যে ভাবে যে চায় ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি বুঝি তার মন।
সক্ষম হেরিলে কর অভীষ্ট পূরণ ॥
সিংহী যথা অন্য জীবে কৃতান্ত রূপিনী।
আপন সন্তানে কিন্তু স্নেহের জননী ॥
তুমি তথা শিষ্ট জনে কর অনুগ্রহ।
অশিষ্ট জনেরে তথা কর হে নিগ্রহ ॥
দেখি তাই নমস্কার করে সিদ্ধগণ।
সমুচিত তাহাদের হেন আচরণ ॥ ৩৬
তুমি সর্ব্ব-আত্ম-ভূত তুমি বিশ্ব-রূপ।
অনন্ত মহিমা তব কে জানে স্বরূপ ॥
নিয়ন্তা সবার তুমি ঈশ দেবতার।
ব্রহ্মার পরম গুরু জনক তাঁহার ॥

চ ন নমেরন্ (নমস্কুর্য্যুঃ) সৎ (ব্যক্তং বিদ্যমানং, বিধিমুখেন প্রতীয়মানমস্তীতি) অসৎ (অব্যক্তং নিষেধমুখেন প্রতীয়মানং নাস্তীতি) পরং (সদসতঃ মূলকারণং) যৎ অক্ষরং (ন ক্ষরতীতি ব্রহ্ম) তৎ ত্বং। ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ! ৩৮

ব্যাখ্যা। হে অনন্তরূপ! (অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ!) ত্বং আদিদেবঃ (দেবতানাং আদিঃ দেবোজগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ) পুরাণঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ

অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তি তুমি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ।
তুমি মাত্র সর্ব্বব্যাপী সবার গরিষ্ঠ॥
নিত্য তুমি স্বপ্রকাশ সত্য সনাতন।
বিকার ভয় রহিত, রহিত বন্ধন॥
ব্যক্ত বা অবক্ত বস্তু, এ জগতে যত।
ইন্দ্রিয়-গোচর কিম্বা ইন্দ্রিয়-অতীত॥
তুমি সকলের মূল তোমারি ইচ্ছায়।
আবির্ভাব তাহাদের নিয়মিত হয়॥
সদসৎ হতে তুমি হও পরতর।
অনাদি অনন্ত তুমি পরম অক্ষর॥
বিশ্বের আশ্রয় তুমি ত্রিজগৎ পতি।
কেন তাঁরা তোমারে না করিবেন নতি॥ ৩৭
দেবতা মানব পশু পক্ষী পতঙ্গাদি।
উদ্ভব কারণ তুমি সকলের আদি॥
অনাদি অনন্ত রূপে তুমি বিদ্যমান্।
সকলের মূল তুমি পুরুষ-প্রধান॥
জগতের যাবতীয় ভূত সমুদয়।
মহা প্রলয়েতে লয় তোমারি আশ্রয়॥

(পুরি শয়নাৎ) ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (নিধীয়তে হস্মিন্ ইতি লয়স্থানং আশ্রয়ো বা) বেত্তা (জ্ঞাতা) অসি বেদ্যং (জ্ঞেয়ং) চ পরং ধাম (বিষ্ণোঃ পরমং পদং) চ [অতঃ] ত্বয়া বিশ্বং ততং (ব্যাপ্তং)। ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥৩৯

ব্যাখ্যা। ত্বং বায়ুঃ (পবনঃ) যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ (জলাধিপঃ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) প্রজাপতিঃ (কশ্যপাদিঃ) প্রপিতামহঃ (পিতামহস্য হিরণ্যগর্ব্ভস্য ব্রহ্মণঃ অপি পিতা) চ তে সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবারান্ সহস্রশঃ) নমঃ অস্তু পুনঃ চ ভূয়ঃ অপি (পুনরপি) তে নমঃ। ৩৯

তুমি চরাচর বেত্তা সর্ব্ব অন্তর্যামী।
সকলের মনোভাব অবগত তুমি ॥
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটানু হইতে।
ব্রহ্মার রহস্য তুমি জ্ঞাত বিধিমতে ॥
তুমিই পরম জ্ঞেয় তোমা হতে তাই।
অপর জ্ঞাতব্য বস্তু আর কিছু নাই ॥
কোন রূপে অববোধ করিলে তোমারে।
অভাব আকাঙ্ক্ষা সব মিটে চিরতরে ॥
বিষ্ণুর পরম পদ শ্রেষ্ঠ অতিশয়।
তুমি সে পরম ধাম সদানন্দময় ॥
সৎরূপে সত্ত্বা তব ব্যাপ্ত চরাচরে।
তুমি হে অনন্ত রূপী কে জানে তোমারে ॥ ৩৮
রাখিবারে বিশ্ববাসি-প্রাণিগণ প্রাণ।
বায়ু রূপে সদা তুমি আছ বহমান ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব!।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০

ব্যাখ্যা। হে সর্ব্ব! (সর্ব্বাত্মন্!) তে নমঃ পুরস্তাৎ (পূর্ব্বস্যাং দিশি, অগ্রভাগে সম্মুখে বা) অথ পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ তে সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু) এব নমঃ অস্তু হে অনন্তবীর্য্য! (অনন্তং বীর্য্যং শারীরবলং যস্য সঃ) অমিতবিক্রমঃ (অমিতঃ বিক্রমঃ ধীবলং শস্ত্রপ্রয়োগাদিকৌশলং যস্য সঃ) ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি (ব্যাপ্নোষি) ততঃ (অতস্তস্মাৎ) সর্ব্বঃ (সর্ব্বস্বরূপঃ, ত্বয়া বিনা ভূতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ) অসি। ৪০

—:—

তুমি কালান্তক যম নিয়মে তোমার।
ছুটিছে বিনাশ পথে প্রাণী অনিবার॥
তুমি নাথ! সর্ব্বভুক্ দেব হুতাশন।
পরশে পবিত্র তব হয় ত্রিভুবন॥
তুমিই বরুণ রূপী সলিল দেবতা।
শীতল শশাঙ্ক তুমি হিম-কর-দাতা॥
কশ্যপাদি রূপে দেব! তুমি প্রজাপতি।
তোমারি সৃজিত জীব-প্রবাহিনী-গতি॥
জগতের পিতামহ হিরণ্যগর্ভের।
জনক, প্রপিতামহ তুমি এ বিশ্বের॥
সবার প্রণম্য তুমি করি নমস্কার।
অসংখ্য প্রণতি তোমা করি বার বার॥ ৩৯
নমস্কার করি তব পুরোদেশ হতে।
নমস্কার বার বার করি হে! পশ্চাতে॥
বিচারিতে নারি কিন্তু ওহে বিশ্বমুখ॥
কোথা তব পৃষ্ঠদেশ কোথা বা সম্মুখ॥
তাই সর্ব্বাত্মন্ আমি সর্ব্ব দিক্ হ'তে।
ভক্তি ভরে নমস্কার করি নানা মতে॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

ব্যাখ্যা। তব ইদং (বিশ্বরূপং) মহিমানং (মাহাত্ম্যং) অজনতা (অজ্ঞানিনা মূঢ়েন) ময়া প্রমাদাৎ (বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া) প্রণয়েন (প্রণয়োনাম স্নেহ স্তন্নিমিত্তো বিস্রম্ভস্তেনাপি কারণেন) বা অপি সখা (সমানবয়াঃ প্রাকৃতঃ সখা) ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা) হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে ইতি প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারেণ) যৎ

কে জানে ও বর-দেহে ধর কত বল।
অস্ত্র প্রয়োগের জান কতই কৌশল ॥
অমিত বিক্রম আর অন্ত-হীন বীর্য্য।
একাধারে সমাবিষ্ট অতীব আশ্চর্য্য ॥
সৎরূপে সর্ব্ব ভূতে বিকাশ তোমার।
অভিন্ন ভাবেতে ব্যাপ্ত নিখিল সংসার ॥
সদসৎ যাহা কিছু পদার্থ সম্ভবে।
তুমি সে সকলি নাহি তোমা ভিন্ন ভবে ॥ ৪০
আগে যদি জানিতাম মাহাত্ম্য তোমার।
তা হলে কি মূঢ় সম করি ব্যবহার ॥
তা' হলে কি একত্রেতে করিতাম বাস।
তা হলে কি বন্ধু বোধে করি উপহাস ॥
তা হলে কি তব সহ বসি একাসনে।
তা' হলে কি দেখি তোমা অজ্ঞান নয়নে ॥

উক্তং হে অচ্যুত! বিহারঃ (বিহরণং পাদব্যায়ামঃ) শয্যা (শয়নং) আসনং ভোজনেষু (ভোজন মদনম্ ইতি এতেষু) একঃ (সখায়ং বিনা বিজনে স্থিতঃ) অথবা তৎ সমক্ষং (তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতো ঽপি বা) অবহাসার্থং (পরিহাসপ্রয়োজনায়) যৎ চ অসৎ কৃতঃ (পরিভূতঃ তিরস্কৃতঃ বা) অসি অহং অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্য-প্রভাবং) ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি)। ৪১।৪২

তা হলে কি তব সহ করিতাম খেলা।
তা হলে কি অযতনে করিতাম হেলা॥
তা হলে কি সখা বলি করি সম্বোধন।
তা হলে কি করিতাম একত্র ভোজন॥
তা হলে কি আলিঙ্গন করি প্রেমভরে।
কমলা সেবিত তব কম কলেবরে॥
তা হলে যে জন এই বিশ্বের উপাস্য।
তাহাকে বিরলে পা'য়ে করি কি রহস্য॥
তা হলে কি তোমা সহ বয়স্য সভায়।
পরিহাস শ্রীনিবাস! করিতাম হায়॥
তা' হ'লে কি ডাকিতাম যাদব বলিয়া।
তা' হলে কি খাইতাম তোমাকে না দিয়া॥
তা' হলে কি বলিতাম তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ!।
তা' হলে কি দিই তোমা ভোজন উচ্ছিষ্ট॥
অজ্ঞানে মোহের বশে ওহে ভবধব!
কত যে অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি তব॥
স্মরিলে সে সব কথা কি কব শ্রীহরি!।
ক্ষোভে, লাজে, মনস্তাপে মরমেতে মরি॥
আমা সম মূঢ় কেবা আছে অবনীতে।
হাতে পায়ে পরমার্থ পারি না চিনিতে॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব!॥ ৪৩

ব্যাখ্যা। হে অপ্রতিমপ্রভাব! (প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য সঃ অপ্রতিমঃ, অপ্রতিমঃ প্রভাবো যস্য সঃ অপ্রতিমপ্রভাবঃ) ত্বম্ অস্য চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমস্য) লোকস্য (প্রাণিজাতস্য) পিতা অসি পূজ্যঃ (পূজার্হঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা) গরীয়ান্ (গুরুতরঃ) চ [অসি] লোকত্রয়ে ঽপি ত্বৎসমঃ (ভবৎসদৃশঃ) ন অস্তি অভ্যধিকঃ (ত্বত্তঃ অধিকঃ) অন্যঃ কুতঃ (যস্য সমোঽপি নাস্তি দ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্যাভাবাৎ তস্যাধিকো ঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ সর্ব্বথা ন সম্ভাব্যত এবেত্যর্থঃ)। ৪৩

অনুতাপানল-তাপে পুড়িতেছে প্রাণ।
ক্ষমা কর দীনবন্ধো করুণা-নিদান!॥
বচন না সরে মুখে বুক ফেটে যায়।
ক্ষমা কর অন্তর্যামী দীন দয়াময়!॥
ক্ষমা কর অপ্রমেয়! মূঢ়মতি জনে।
ভকত-বৎসল! ক্ষম অধম অর্জ্জুনে॥ ৪১। ৪২
তুমি এই চরাচর জগতের পিতা।
তুমি শাস্ত্র-উপদেষ্টা জ্ঞান বুদ্ধিদাতা॥
তুমি অতি পূজনীয় সকলের ইষ্ট।
গুরু তুমি, গুরু হতে হও হে গরিষ্ট॥
কি কব তুলনা তব মিলেনা জগতে।
অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিময় বিশ্বপতে!॥
তোমার প্রভাবে সবে মানে পরাভব।
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ থাকা অতি অসম্ভব॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব! সোঢ়ুম্ ৪৪

ব্যাখ্যা। হে দেব! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় (প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা) প্রণম্য (নমস্কৃত্য) ঈশং (নিয়ন্তারং) ঈড্যং (স্তুত্যং) ত্বাং প্রসাদয়ে (প্রসাদং কারয়ে) পুত্রস্য পিতা ইব (পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্ব্বং) সখ্যুঃ সখা ইব (সখ্যুরপরাধং যথা সখা ক্ষমতে) প্রিয়ায়া প্রিয়ঃ [ইব] (প্রিয়ায়াঃ অপরাধং প্রিয়ঃ যথা ক্ষমতে) [অপরাধং] সোঢ়ুং (প্রসহিতুং) অর্হসি (যুজ্যসে)। ৪৪

ভাবার্থ—

তুমি সর্ব্ব স্তবনীয় বিশ্বের ঈশ্বর।
আন্তরিক ভক্তি ভরে যুগ্ম করি কর॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি লুটায়ে ধরায়।
তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করে ধনঞ্জয়॥
তব প্রীতি, স্তব স্তুতি অথবা প্রণামে।
এ জগতে কেহ নাহি পায় কোন ক্রমে॥
তোমার করুণা বিনা উপায় না হেরি।
প্রসন্ন কি হবে দীনে কৃপা দৃষ্টি করি।
করুণার অবতার স্নেহময় পিতা।
অপরাধী পুত্র দোষ নাহি লন যথা॥
বার বার বন্ধু যথা না করিয়া রোষ।
ক্ষমা করে প্রেম ভরে বন্ধু জন দোষ॥
অথবা উপেক্ষা যথা করে থাকে পতি।
সহসা করিলে দোষ পতিরতা সতী॥
তেমতি জগৎ পিতঃ আমি পুত্র তব।
কেন তবে তব কাছে ক্ষমা নাহি পাব॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥ ৪৫

ব্যাখ্যা। হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং (ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বং) [তব রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ (হৃষ্টঃ) অস্মি ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং (প্রপীড়িতং) তৎ রূপং এব মে দর্শয় হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! (জগদাশ্রয়!) প্রসীদ। ৪৫

করুণার সিন্ধু তুমি ত্রিজগৎ বন্ধু।
বন্ধু বলি কেন নাহি দিবে কৃপা বিন্দু ॥
চরাচর ভর্ত্তা তুমি প্রকৃতির পতি।
ক্ষুদ্র আমি নাথ! তব প্রকৃতি-বিকৃতি ॥
প্রণয় প্রমাদ বশে করেছি যে দোষ।
ভুলে যাও, ক্ষমা কর, করিওনা রোষ ॥
গত অপরাধে কত আছি অপরাধী ॥
কৃপাময়! নিজ গুণে কৃপা কর যদি ॥ ৪৪
ওহে বিশ্বরূপ! করি কখন দর্শন।
অসীম সৌন্দর্য্য তব, বিমোহিছে মন ॥
মহা রৌদ্র ভাব পুনঃ নিরখি নয়নে।
অবসন্ন মনঃ প্রাণ শান্তি নাহি মানে ॥
অদৃষ্ট অশ্রুত-পূর্ব্ব মহিমা দেখিয়া।
কখন বিস্ময়-রসে বিমোহিছে হিয়া ॥
আবার কখন তব দংষ্ট্রা-করাল।
কালানন দীপ্ত দেখি মুখ সুবিশাল ॥
শঙ্কায় আকুল প্রাণ সতত শিহরে ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপে থরথরে ॥
অপরূপ দরশনে হর্ষ আর ভয়।
যুগপৎ অধিকার করেছে হৃদয় ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো! ভব বিশ্বমূর্ত্তে!॥ ৪৬

ব্যাখ্যা। অহং কিরীটিনং (কিরীটবন্তং) গদিনং (গদাহস্তং) চক্রহস্তং ত্বাং তথা (পূর্ব্ববৎ) এবং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি (প্রার্থয়ে) হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে তেন এব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব (ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন বসুদেবপুত্ররূপেণ আবির্ভব)। ৪৬

সহিতে না পারি আর হৃদয়ের ভার।
হে দেবেশ! বিশ্বরূপ কর প্রত্যাহার॥
লইলাম ত্রিজগৎ-শরণ্য শরণ।
দীন জনে সুপ্রসন্ন হও জনার্দ্দন!॥
চাহিনা দেখিতে আর তব বিশ্বরূপ।
দেখাও আমারে তব বাসুদেব রূপ॥
দেখাও আমারে সেই শান্তির আলয়।
নয়ন-মন-রঞ্জন রূপ দয়াময়!॥ ৪৫
কৃপা করি কৃপানিধে! কর হে সংহার।
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী এ মূর্ত্তি তোমার॥
হে সহস্র ভুজ-ধর এ রূপ লুকাও।
চতুর্ভুজ রূপ ধরি পুনঃ দেখা দাও॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত শ্রীকরে।
কনক কিরীট সেই চারু শিরোপরে॥
গলেতে কেয়ূর হার কুণ্ডল শ্রবনে।
দেখিতে বাসনা হয় ধনঞ্জয় মনে॥
অদৃষ্ট এ মূর্ত্তি প্রভো! সংহর সংহর।
দৃষ্ট-পূর্ব্ব সেই মূর্ত্তি পুনঃ ধর ধর॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন (কৃপাবিষ্টেন) ময়া আত্মযোগাৎ (অসাধারণান্নিজসামর্থ্যাৎ) তব ইদং তেজোময়ং (তেজঃ-প্রচুরম্) অনন্তম্ (অন্তরহিতম্) আদ্যম্ (আদৌ ভবং) মে পরং বিশ্বরূপং দর্শিতং যৎ ত্বদন্যেন (ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন) [কেন] ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বং দৃষ্টং)। ৪৭

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

আন্তরিক ভক্তি ভরে ভক্ত যদি চায়।
অদেয় তাহাকে কিছু নাহি ধনঞ্জয়!॥
তাই তব প্রর্থনার করিতে পূরণ।
অপরূপ বিশ্বরূপ করেছি ধারণ॥
নহে তব অন্তরেতে ভীতির সঞ্চার।
বিস্ময় উদ্রেক কিম্বা উদ্দেশ্য আমার॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস-ভূমে করিয়া যতন।
বিমল জ্ঞানের স্তম্ভ করিয়া স্থাপন।
একান্ত ভকতি-ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে।
সে দৃঢ় প্রণয়-পাশ ছিঁড়িতে কি পারে?॥
কিনিয়াছ ভক্তাধীনে দিয়া ভক্তি-পণ।
বালুকার বাঁধ নহে ভক্তির বন্ধন॥
ভালবাসি তোরে আমি প্রাণের সহিতে।
তাই তোরে সখা বলি ফিরি সাথে সাথে॥
তাই তোর দৌত্য কার্য্য করেছি স্বীকার।
তাই তোরে রণে বনে করিরে উদ্ধার॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যোঽহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥৪৮

ব্যাখ্যা। হে কুরুপ্রবীর! বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (চতুর্ণামপি বেদানামধ্যয়নৈ র্যথাবদ্ যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ, বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্ গ্রহণং বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চ অধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ) ন দানৈঃ (তুলাপুরুষাদিপ্রদানৈঃ) ন ক্রিয়াভিঃ (অগ্নিহোত্রাদিভিঃ) ন

তাই তোর সঙ্গ-সুখ বড় ভালবাসি।
তাই সদা তোর সঙ্গে একাসনে বসি॥
তাই রে উচ্ছিষ্ট তোর মিষ্ট লাগে অতি।
সখে! কৃষ্ণ! বলে ডাক ভাবি স্তব স্তুতি॥
তাইরে সারথ্য তোর করেছি স্বীকার।
প্রসন্ন তোমাতে আমি কি চিন্তা তোমার॥
যোগবলে বিশ্বরূপ করেছি ধারণ।
কেবল করিতে তব মানস পূরণ॥
আমার প্রকৃত তত্ব অনন্ত অপার।
বুঝাতে তোমায় এই মায়ার বিস্তার॥
যাঁহার ইচ্ছায় হয় বিশ্বের বিকাশ।
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি হয় নাশ॥
তাঁর পক্ষে ধনঞ্জয়! জেন চিরদিন।
কোন রূপ মূর্ত্তি ধরা না হয় কঠিন॥
অনাদি অমধ্য দীপ্ত হুতাশন সম।
দেখিলে যে বিশ্বরূপ বিরাট অসীম॥
তোমা বিনা অপরেনা ওহে কুরুবর!।
করিয়াছে পূর্ব্বে ইহা নয়ন গোচর॥
হইলে সাধনা জ্ঞান ভক্তির মিলন।
ঘটে কি না ঘটে কার এ রূপ দর্শন॥ ৪৭

উগ্রৈঃ (ঘোরৈঃ) তপোভিঃ চ ন এবং রূপঃ (যথাদর্শিতং বিশ্বরূপং যস্য সো ঽহমেবং রূপঃ) অহং ত্বদন্যেন (তস্মিন্নেন) নৃলোকে (মনুষ্য-লোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ (যোগ্যঃ)। ৪৮

—:—

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

ব্যাখ্যা। ঈদৃক্ (যথাবদ্দর্শিতং) ঘোরং (ভয়ঙ্করং) মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা (পীড়া) মা [অস্তু] বিমূঢ়ভাবঃ (ব্যাকুলচিত্তত্বং) চ মা [অস্তু] ত্বং পুনঃ ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়ঃ) প্রীতমনাঃ (স্বচ্ছন্দচিত্তঃ) [সন্] মে ইদং তৎ এবং রূপং (চতুর্ভুজরূপং) প্রপশ্য। ৪৯

—:—

ভাবার্থ—

করিলেও যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন।
করিলেও শত যাগ যজ্ঞ আচরণ ॥
তুলাপুরুষাদিদান জীব করে যদি।
নিত্য যদি ক্রিয়া করে অগ্নিহোত্র আদি ॥
সুকঠিন তপস্যার অনুষ্ঠান করে।
তথাপি এ বিশ্বরূপ নাহি দেখে নরে ॥
এ রূপ দেখিতে নাহি সাধনা শকতি।
মম কৃপা-দৃষ্টি বিনা নাহি অন্যগতি ॥ ৪৮
ঘোর রূপ দরশনে পায়েছ বেদনা।
স্থির হও ধনঞ্জয়! সম্বর আপনা ॥
এ বিষম ব্যাকুলতা কর পরিহার।
উপশম কর তব মোহের বিকার ॥
বিগত হয়েছে তব ভয়ের কারণ।
প্রীত মনে পার্থ! পুনঃ কর দরশন।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ। বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা (কথয়িত্বা) ভূয়ঃ (পুনঃ) তথা (পূর্ব্বোক্তং) স্বকং (বসুদেবগৃহজাতং স্বকীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস, মহাত্মা (উদারমনাঃ, পরমকারুণিকঃ) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নদেহঃ শান্তমূর্ত্তিঃ) ভীতম্ এনম্ (অর্জ্জুনং) পুনঃ আশ্বাসয়ামাস (আশ্বাসিতবান্)। ৫০

সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কৃষ্ণ রূপ ধরি ॥
দাঁড়ায়ে সম্মুখে আমি সারথি তোমারি ॥ ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন—

মধুর সান্ত্বনা বাণী বলি ভগবান্।
ভীত অর্জ্জুনেরে করি আশ্বাস প্রদান ॥
পরিহরি বিশ্বরূপ মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী।
হইলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ॥
কোথা সে বিরাট রূপ কালানল আভা।
এ যে শান্তিময়ী মূর্ত্তি মুনি-মনোলোভা ॥
কোথা সেই জ্বালাময়ী প্রচণ্ড স্ফুরণ।
এ যে নীলকান্ত জিনি কান্তি সুশোভন ॥
কোথা সে বিকট মুখে ভীম দন্তরাশি।
এ সুখ-চন্দ্রমা ক্ষরে সুধাময় হাসি ॥
কোথা সেই বিঘূর্ণিত অরুণ নয়ন।
এ যে কৃপাদৃষ্টি-পূর্ণ রাজীবলোচন ॥
যে পদ ব্যাপিল বিশ্ব সে পদ কোথায়।
এ পদ-সৌরভে ভক্ত-মধুপ মাতায় ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন!।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে জনার্দ্দন! তব ইমং সৌম্যং (মনোজ্ঞং সুন্দরং) মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং (অধুনা) [অহং] সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (সংজাতঃ) অস্মি প্রকৃতিং (স্বভাবং স্বাস্থ্যং) গতঃ (প্রাপ্তঃ)। ৫১

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। মম যৎ ইদং সুদুর্দর্শং (সুষ্টু দুঃখেন দর্শনমস্যেতি, অতি দুর্লক্ষ্যং) রূপং [ত্বং] দৃষ্টবান্ অসি দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনপ্রয়াসিনঃ)। ৫২

—:—

করিতে ভকত-জন-হৃদয় রঞ্জন।
করিলেন হরি বিশ্ব-মূর্ত্তি সংবরণ॥ ৫০

অর্জ্জুন কহিলেন—

সুন্দর মানব মূর্ত্তি করি দরশন।
এতক্ষণে পরিতুষ্ট হ'ল প্রাণ মন॥
বিগত হইল মম বেদনা নিচয়।
জনার্দ্দন! প্রকৃতিস্থ হ'ল ধনঞ্জয়॥ ৫১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

যে রূপের দরশন করিলে সম্প্রতি।
সে রূপ স্বরূপ পার্থ! দুরদর্শ অতি॥
এ তোমার অসামান্য সুকৃতির ফলে।
অপরূপ বিশ্বরূপ স্বচক্ষে দেখিলে॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩

ব্যাখ্যা। যৎ মম দৃষ্টবান্ অসি এবং বিধঃ অহং বেদৈঃ (বেদাধ্যয়নৈঃ) ন তপসা (চান্দ্রায়ণাদিনা) ন দানেন (গোভূহিরণ্যাদিপ্রদানেন) ন ইজ্যয়া (যজ্ঞেন পূজয়া বা) চ ন দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৫৩

—*—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঙ অহমেবংবিধো হর্জ্জুন!।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ! ॥ ৫৪

ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ! (পরন্তপ সম্বোধনেন অজ্ঞানশত্রুদমনে হৃতিপ্রবেশযোগ্যতাং সূচয়তি) অর্জ্জুন! অনন্যয়া (অপৃথগ্‌ভূতয়া

নতুবা দেখিতে যাহা নিত্য বাঞ্ছা করে।
ত্রিদিব-নগরবাসী অমর-নগরে ॥
নর হয়ে কে কোথায় দেখেছে নয়নে।
এমন দুর্লভ দৃশ্য এ মর-ভবনে ॥ ৫২
বেদ পাঠে জ্ঞান-নেত্র হয় উন্মীলিত।
বিশ্বরূপ দৃষ্ট তাহে নাহি হয় পার্থ! ॥
তপোবলে দেব-কৃপা-লাভ হয় বটে।
কিন্তু তাহে এ রূপের দর্শন না ঘটে ॥
দানেতে দুর্গতি খণ্ডে শুভ ফল পায়।
বিরাট দর্শন শক্তি নাহি জন্মে তায় ॥
যজ্ঞ অনুষ্ঠান-পথে শুভ গতি হয়।
বিশ্ব-রূপ-দৃষ্টি-পথ সে নয় সে নয় ॥ ৫৩
এক মাত্র পন্থা তার শুন কুরুপতে!।
অব্যভিচারিণী ভক্তি একান্ত আমাতে ॥
ভক্তি-ভাগীরথী যার ধায় একধারে।
পাদ্য ছলে পদ মম সিক্ত করিবারে ॥

ভগবতো হন্যত্র পৃথঙ্‌ন কদাচিদপি ভবতি সা ত্বনন্যা ভক্তিস্তয়া ঐকান্তিক্যা মদেকনিষ্ঠয়া বা) ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ (বিশ্বরূপপ্রকারঃ এতাদৃশরূপধারী) অহং তত্ত্বেন (স্বরূপেণ) জ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) দ্রষ্টুং (সাক্ষাৎকর্তুং) চ প্রবেষ্টুং (মোক্ষং লব্ধুং মদ্রূপতয়ৈবাপ্তুং) চ শক্যঃ। ৫৪

—::—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমোমদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব! ॥ ৫৫

প্রীতির প্রসূন নিত্য সযতনে তুলি।
প্রেমভরে আমারে যে দেয় পুষ্পাঞ্জলি ॥
বাক্য মাত্র ভাবে মম ভজানার মন্ত্র।
স্থান মাত্র ভাবে মম আসন পবিত্র ॥
ধন জন দারা সুত পূজোপকরণ।
গৌরব সম্মান ভাবে অগুরু চন্দন ॥
করমে বিশ্রামে কিম্বা স্বপ্নে জাগরণে।
ধ্যানে জ্ঞানে করে পূজা বিহিত বিধানে ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস অথবা গন্ধেতে।
পবিত্র বিকাশ মোর দেখে প্রতিভূতে ॥
বিভোর নিয়ত মম চিন্তায় যে জন।
ভক্ত শ্রেষ্ঠ সে আমার আদরের ধন ॥
অদেয় তাহাকে কিছু নাহিক আমার।
বিশ্বরূপ দরশনে তার অধিকার ॥
সক্ষম সে পরিজ্ঞানে হয় মম তত্ত্ব।
প্রবেশিতে সে আমাতে সতত সমর্থ ॥
করিয়া কীর্ত্তন পূজা মনন চিন্তন।
আমার রহস্য সদা জানে যেই জন।
ভগবদ্ জ্ঞান হেতু হইয়া মন্ময়।
সতত আমার ভাবে লীন হয়ে রয় ॥ ৫৪

ব্যাখ্যা। হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎ করোতীতি) মৎপরমঃ (অহমেব পরমা গতির্যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ (মামেব সর্ব্বপ্রকারৈঃ সর্ব্বাত্মনা ভজতে ইতি) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (ধনবিত্ত-পুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গঃ প্রীতিঃ তদ্বর্জ্জিতঃ স্নেহরহিত ইত্যর্থঃ) সর্ব্ব-ভূতেষু নির্ব্বৈরঃ (শত্রুভাবরহিতঃ) স মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি)। ৫৫

ইতি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-
যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থ—

শারীরিক যাবতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
আমারি জন্যেতে যার হয় অবসান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য ভক্তি সহকরে।
স্তুতি নতি করে নিত্য বিশ্বমূলাধারে॥
যত্ন করি করি নানা কুসুম চয়ন।
আমার পূজার জন্য করে আয়োজন॥
পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর নীরে করি স্নান।
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাধান॥
হরি-নামাঙ্কিত দেহে পরি পূত বাস।
আমারি বিগ্রহ পূজা করে বার মাস॥
যথাযোগ্য উপচারে করিয়া অর্চ্চন।
নিত্য নিয়মিত করে প্রসাদ ভক্ষণ॥
আমারি প্রসঙ্গ লয়ে সদা কাল হরে।
কটাক্ষ নাহিক যার অন্য সুখ তরে॥
দারা-সুত-মায়া-সূতে বদ্ধ নহে যেবা।
আমাকে আত্মীয় ভাবি করে নিত্য সেবা॥

পূজা পরিভব কিম্বা মান অপমান।
শত্রু মিত্র যার কাছে সকলে সমান॥
আমার প্রীতির জন্য জীবন যে ধরে।
আমার মহাত্ম্য সদা সংকীর্ত্তন করে॥
অধিক কি কব প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে।
সত্তা মম উপলব্ধি করে অনায়াসে॥
আমি যার এ জগতে একমাত্র গতি।
আমাতে নিয়ত যার অচলা ভকতি॥
কামিনী-কাঞ্চন-সঙ্গ করি পরিহার।
ভগবৎ-সঙ্গ বাঞ্ছা একান্ত যাহার॥
যে জন অজাতশত্রু এ মর ভবনে।
ভূত-গ্রাম বদ্ধ যার প্রেম-আলিঙ্গনে॥
একমাত্র সেই জন হে পাণ্ডুতনয়!।
চরমে আমারে প্রাপ্ত হইবে নিশ্চয়॥ ৫৫

ইতি একাদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। এবং (উক্তপ্রকারেণ) সতত-যুক্তাঃ (নিরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ সারধনতয়া প্রবৃত্তাঃ) যে ভক্তাঃ (সাকারবন্বৈকশরণাঃ) ত্বাং (এবংবিধং সাকারং) পর্য্যুপাসতে (সততং চিন্তয়ন্তি) যে (সর্ব্বতো বিরক্তাস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণঃ) চ অপি অব্যক্তং অক্ষরং (সর্ব্বোপাধিরহিতং নির্গুণং ব্রহ্ম) [পর্য্যুপাসতে] তেষাং (উভয়েষাং) [মধ্যে] কে যোগবিত্তমাঃ (অতিশয়েন যোগবিদঃ যোগং সমাধিং বিদন্তীতি বা যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠযোগিনঃ)। ১

—*—

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

ভগবন্। নিরাকার অথবা সাকার।
উপাসনা বলিলে ত উভয় প্রকার॥
অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া আশ্রয়।
কেহবা সগুণ ব্রহ্ম সেবা রত হয়॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মষ্যাবেশ্য মনো মে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। যে (ভক্তাঃ) ময়ি (বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে) মনঃ আবেশ্য (সমাধায়) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যং মদ্‌যোগং ইচ্ছন্তঃ মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ) পরয়া (প্রকৃস্টয়া) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঃ) [সন্তঃ] মাং (সর্ব্বযোগেশ্বরানামধীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) তে যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠযোগিনঃ) মে মতাঃ (অভিপ্রেতাঃ)। ২

চিত্ত নিবেশিত করি শ্রীহরে! তোমাতে।
এই বিশরূপ সেবা করে নানা মতে॥
অর্চ্চনা বন্দনা পূজা করি ভক্তি ভরে।
তোমারি সাকার রূপ উপাসনা করে॥
কেহ নিরাকার ব্রহ্ম পরম অক্ষর।
নির্গুণ সাধনা রত রহে নিরন্তর॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভাবিয়া তোমায়।
সমাধি ধ্যান ধারণা যুক্ত সদা রয়॥
উভয় সাধক মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
নিশ্চয় করিয়া মোরে বল ভগবন্!॥ ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

অর্জ্জুন! যে জন এই সর্ব্ব-শক্তিমান্।
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বমুখ, বিশ্বরূপবান্।
ভগবানে সমাহিত, অথবা আমার।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত সাকার।
নীলোৎপলদল-নিভ-রূপ সেবা করে।
অনন্যা ভকতি প্রীতি শ্রদ্ধা সহকারে॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ব্যাখ্যা। যে তু সর্ব্বত্র (সর্ব্বস্মিন্ কালে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষাং ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে) [সন্তঃ] ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (সম্যক্ নিয়ম্য সংহৃত্য) অনির্দ্দেশ্যং (শব্দেন ব্যপদেষ্টুমশক্যং) অব্যক্তং (রূপাদিহীনং ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তং) সর্ব্বত্রগং (সর্ব্বব্যাপিনং) অচিন্ত্যং (চিন্তাতীতং) চ কূটস্থং (কুটে মায়াপ্রপঞ্চে হ্বধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতং) অচলং (বিকাররহিতং) ধ্রুবং (নিত্যং)

কায়মন-প্রাণে সদা ভজে ভগবানে।
ভগবান্ বিনা অন্য গতি নাহি জানে ॥
নির্ম্মল হৃদি মন্দিরে করিয়া যতন।
প্রতিষ্ঠিত করি মম মূর্ত্তি সুশোভন ॥
মানসোপচারে সদা পূজা করে যেবা।
বাহিরেও সেইরূপ নিত্য করে সেবা ॥
সুখ, দুঃখ, ধন, মান, সুত, পরিজন।
দক্ষিণা স্বরূপ মোরে করিয়া অর্পণ।
ভগবৎ প্রেমানন্দে সদা যে মগন।
জগতে সাধক শ্রেষ্ঠ জানিও সে জন ॥ ২
নির্গুণ সাধক যারা এ ভব-ভবনে।
শত্রু মিত্র জনে দেখে সম দরশনে ॥
দুরন্ত ইন্দ্রিয়-দল করিয়া দমন।
মোরে নিরাকার-ভাবে ভাবে অনুক্ষণ ॥
বিকার বিহীন ব্রহ্ম যিনি পরমেশ।
শব্দ আদি শুদ্ধ যাঁকে করিতে নির্দ্দেশ ॥

অক্ষরং (ব্রহ্ম) পর্য্যুপাসতে (পরি সমন্তাদুপাসতে উপাসনং নাম যথা শাস্ত্র মুপাস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সমীপমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমান-প্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদাসনন্তদুপাসনমাচক্ষতে ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করা-চার্য্যঃ) সর্ব্বভূতহিতে (সর্ব্বভূতকল্যাণে) রতাঃ তে মাং (পরমাত্মানং) এব প্রাপ্নুবন্তি (লভন্তে)। ৩।৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

ব্যাখ্যা। অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্তে নির্ব্বিশেষে হক্ষরে আসক্তং সমাহিতং চেতঃ চিত্তং যেষাং তে তেষাং নির্গুণব্রহ্মসমাহিত-

মূর্ত্তরূপে ব্যক্ত যিনি নহেন জগতে।
বাক্য মন হারে যাঁর বর্ণনা করিতে॥
সর্ব্বত্রগ যিনি এই চরাচর-ব্যাপী।
চিন্তা নাহি পারে যাঁরে ধরিতে কদাপি।
কূটরূপা ছদ্মবেশা মায়া-অন্তরালে।
নিখিল অধ্যক্ষ রূপে অতীব বিরলে।
অবস্থিত সাক্ষী যেই কূটস্থ চৈতন্য।
অবিকারী বলি যিনি জ্ঞানিগণগণ্য॥
এক মাত্র সত্য সেই নির্গুণ ব্রহ্মেরে।
আত্ম-সমর্পণ করি উপাসনা করে॥
জীব-উপকার তরে রত সদা যারা।
পরমাত্মা আমাকেও প্রাপ্ত হয় তারা॥ ৩।৪
কিন্তু তাহাদের এই সাধন-পদ্ধতি॥
কুরুকুল-ধুরন্ধর! ক্লেশকর অতি॥
নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম-উপাসকগণ।
নাহি পায় ভাবনার কোন আলম্বন॥

চিন্তানাম্) তেষাং ক্লেশঃ (আয়াসঃ) অধিকতরঃ (অতিশয়োধিকঃ) হি দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানিভিঃ) অব্যক্তা (নির্গুণব্রহ্মবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখং (দুঃখং যথা স্যাত্তথা দুঃখেন কৃচ্ছ্রেণ ইত্যর্থঃ) অবাপ্যতে (প্রাপ্যতে)। ৫

সোপান-বিহীন সৌধ-শিরোপরি যথা।
আরোহণ ক্লেশকর, শুন পার্থ! তথা।
বাঙ্-মনো-জ্ঞানাতীত অতীত-কল্পনা।
সুকঠিনা নিরাকার-ব্রহ্ম-উপাসনা॥
সগুণ-সাধক কিন্তু আলম্বন রূপে।
আশ্রয় করে আমারে প্রতিমাদি রূপে॥
সে চৈতন্য-সাগরের জানিও নিশ্চিত।
অনুকল্প মাত্র জড়-প্রতিমাদি যত॥
কঠিন দুর্গম দেশ করিয়া লঙ্ঘন।
ইষ্ট দেশে উপনীত হইতে যেমন।
যত্ন করি অতিবাহী করে হে আশ্রয়।
বিবেচক সুচতুর পথিক যে হয়॥
সেই মত চিদাভাস উপরে সমস্ত।
মায়া দ্বারা বিশ্বরূপ আছে সমধ্যস্ত॥
অতিবাহী রূপে তাহে জড় সমুদয়।
অধ্যাসিত অনুক্ষণ জেন ধনঞ্জয়!॥
এই জড়ে ভগবৎ-চিন্তাপর যারা।
ক্রমশঃ চিন্মাত্রে হবে উপনীত তারা॥
সহসা দেখিলে পথে রজ্জু-অধিষ্ঠান।
প্রথমতঃ হয় বটে সর্প-ভাব জ্ঞান॥
স্থির নেত্রে কর তার গতি আলোচনা।
সে রজ্জুতে সর্প ভ্রম আর রহিবে না॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭.

ব্যাখ্যা। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি (সগুণে বাসুদেবে) সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরাঃ (অহং পরো প্রীতিবিষয়ঃ যেষাং তে) [সন্তঃ] অনন্যেন (অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং যস্য তাদৃশেন, কেবলেন, একান্তেন বা) এব যোগেন (ভক্তিযোগেন) মাং (ভগবন্তং বাসুদেবং সকলসৌন্দর্য্যাসারনিধানমানন্দঘনবিগ্রহং দ্বিভুজং চতুর্ভুজং বা নরসিংহরাঘবাদিরূপং বা যথাদর্শিতরূপং মাং) ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) উপাসতে (সমানাকারমবিচ্ছিন্নং চিত্তবৃত্তিপ্রবাহং সংতন্বতে সমীপবর্ত্তিতয়া আসতে তিষ্ঠন্তি বা) হে পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ (ময়ি বাসুদেবে আবেশিতং

তখন প্রকৃত রজ্জু পাবে নিরখিতে।
সেই রূপ যারা এই জড় প্রতিমাতে।
দীর্ঘকাল বিনিবিষ্ট করি মনঃ প্রাণ।
প্রভু, সখা ভাবি করে ভক্তি ভরে ধ্যান ॥
ক্রমেতে জড়তা ভাব হয় অপগত।
বিকাশে চিত্তেতে তার শুদ্ধ চিন্ময়ত্ব ॥
সগুণ সাধনা হতে তাই ধনঞ্জয়!।
নিগুর্ণ সাধনা পথ কষ্টকর হয় ॥ ৫
সাকার সাধক যারা করিয়া যতন।
আমাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম করে সমর্পণ ॥
বাসুদেব রূপী আমি যাদের নিশ্চয়।
এ জগতে এক মাত্র প্রীতির বিষয় ॥
নাহি যাহাদের কভু বাসুদেব ভিন্ন।
অপর অবলম্বন অথবা শরণ্য ॥

একাগ্রতয়া প্রবেশিতং চেতো যৈ স্তেষাং) অহং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্তঃ যঃ সংসারঃ মিথ্যাজ্ঞানং তৎকার্য্যপ্রপঞ্চঃ স এব সাগর ইব দুরুত্তরস্তস্মাৎ) ন চিরাৎ (ক্ষিপ্রমেব) সমুদ্ধর্ত্তা (সম্যগনায়াসেন তদূর্দ্ধে শুদ্ধে ব্রহ্মণি ধর্ত্তা ধারয়িতা) ভবামি। ৬।৭

—*—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

একান্ত ভকতিরূপ যোগ সহকারে;
আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত যারা এ সংসারে॥
আনন্দ ঘন বিগ্রহ সৌন্দর্য্যের সার।
দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি যে আমার॥
নৃসিংহ বামন রাম বিরাট অথবা।
ভক্তি ভরে করে যারা সে রূপের সেবা॥
যাহাদের চিত্ত-নদী প্রবাহ নিয়ত।
আমারি চরণোদ্দেশে হয় প্রবাহিত॥
একাগ্রতা হেতু যারা নিবিষ্ট আমাতে।
আমি তাহাদের রক্ষা করি বিধিমতে॥
জরা-মরণাদি-যুক্ত অতি ভয়ঙ্কর।
দুস্তর সাগর সম কষ্টের আকর।
দুর্গম সংসার হ'তে আমিই অচিরে।
সমুদ্ধার তাহাদের করি চির তরে॥
বিঘ্ন-বাধা-বিরহিত শুদ্ধ সনাতন।
অজর অমর ব্রহ্মে করি হে ধারণ॥
এ হেন সৌভাগ্য ধন করিতে অর্জ্জন।
বহু-জন্ম-সাধনার নাহি প্রয়োজন!
নিষ্কলা ভকতি মাত্র উন্মেষিত হ'লে।
এ জনমে শুভ-গতি সাধকের মিলে॥ ৬।৭

ব্যাখ্যা। ময়ি (সগুণে ব্রহ্মণি) এব মনঃ (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ) আধৎস্ব (স্থিরীকুরু সর্ব্বা মনোবৃত্তীর্ম্মদ্বিষয়া এব কুরু) ময়ি বুদ্ধিং (ব্যবসায়লক্ষণাং বুদ্ধিং) নিবেশয় (স্থাপয় মদ্যোবাধ্যবসায়ং কুরু, বিষয়ান্তরপরিত্যাগেন সর্ব্বদা মাং চিন্তয় ইত্যর্থঃ) অতঃ (শরীরপাতাৎ ঊর্দ্ধং (পরং) ময়ি এব নিবসিষ্যসি (নিবাসং করিষ্যসি) ন সংশয়ঃ। ৮

ভাবার্থ—

যদি সে পরম ধামে করিতে গমন।
লভিতে পরম পদ সাধ করে মন॥
তরিতে দুস্তর এই সংসার পাথার।
অভিপ্রায় ধনঞ্জয়! হয় হে তোমার॥
তবে এ সগুণ ব্রহ্মে শুন কুরুবীর!।
সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন কর স্থির॥
বিষয় বাসনা সব দিয়া বিসর্জ্জন।
হৃদি পটে মূর্ত্তি মম কর হে স্থাপন॥
সর্ব্ব-রূপাধার সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার।
আমারি রূপ-সাগরে মজ অনিবার॥
আমাতেই বুদ্ধি তব কর সন্নিবেশ।
স্বরূপ জানিতে যত্ন কর সবিশেষ॥
অসার অনিত্য সুখ বিষ সম ত্যজ।
নিত্যানন্দময় সেই নিত্য-সুখে মজ॥
এই রূপে মনোবুদ্ধি করিবে যখন।
একনিষ্ঠ ভাবে সদা আমাতে অর্পণ॥
স্থূল দেহ অবসানে তখন নিশ্চয়।
আমাতেই বাস তব হবে ধনঞ্জয়!॥
নিয়তির বশে যবে সে দিন আসিবে।
ভব-লীলা-ভূমে তব লীলা শেষ হবে॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়! ॥ ৯

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং (অচলং) [যথা স্যাত্তথা] সমাধাতুং (স্থাপয়িতুং) ন শক্নোষি (সমর্থোভবসি) ততঃ অভ্যাস

জীবনের অভিনয় করি সমাপন।
মরণের যবনিকা হইবে পতন ॥
ধন, জন, সখা, সুত, দারা, দুহিতারা।
ইহকাল-স্রোত-পারে পড়ে রবে তারা ॥
এ মায়া প্রপঞ্চ কিছু সঙ্গে নাহি যাবে।
ভূতে গড়া স্থূল দেহ ভূতে মিশাইবে।
অন্যের সে দিন বটে দারুণ দুর্দ্দিন।
সে দিন তোমার কিন্তু বড় শুভ দিন ॥
পূর্ব্বের ভজন, সেবা, নিষ্ঠা, সাধনায়।
ফল রূপে পাবে মোরে সে দিনে নিশ্চয় ॥
বিষম সংসার-তরু-বিষময়-ফল।
ভোজনে তোমারে নাহি করিবে বিকল ॥
জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণার অধিকার হ'তে।
পরিত্রাণ চির তরে পাবে কুরুপতে! ॥
কালের শাসন-ভার বহিবেনা আর।
সংসার-তরুর মুল ছিঁড়িবে তোমার ॥
নিশ্চয় আনন্দ ভরে হইবে তখন।
নিত্যানন্দ-সিন্ধুরূপী আমাতে মগন ॥ ৮
কিন্তু যদি মনস্থির করিতে সক্ষম।
সম্যক্ প্রকারে নাহি হও অরিন্দম! ॥
বিষয়-বাসনা ত্যজি তব চিত্ত যদি।
মম অভিমুখে নাহি ধায় নিরবধি ॥

যোগেন (একস্মিন্ প্রতিমাদাবালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য চেতসঃ পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাস স্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধিস্তেন) মাং আপ্তুং (প্রাপ্তুং ইচ্ছ (যতস্ব)। ৯

—*—

মত্ত হয়ে দারা সুত ধন জন মানে।
অবোধ বারণ মন বারণ না মানে॥
করিতে আমাতে স্থির মন আপনার।
অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় হে তোমার।
তবে এক পন্থা তার শুন ধনঞ্জয়!।
যতনে অভ্যাস-যোগ কর হে আশ্রয়॥
মনোমত করি মম প্রতিমা নির্ম্মাণ।
চেষ্টা করি চিত্ত তাহে কর সমাধান॥
তাহারি পূজন কর তাহারি সেবন।
চঞ্চল চিত্তেরে কর তাহে সমর্পণ॥
নিরখিতে রূপ যবে নয়নে চাহিবে।
সেই রূপ সাগরেতে তাহাকে ডুবাবে॥
শুনিতে মধুর গান কর্ণ যদি চায়।
আমারি গুণ-গরিমা শুনাবে তাহায়॥
উদয় স্নেহ মমতা হইলে অন্তরে।
কোমল মমতা-পাশে বাঁধনা আমারে॥
পুত্র মুখ দেখিবারে হইলে বাসনা।
আমারে অপত্য-ভাবে করনা ভাবনা॥
মনোব্যথা বলিবারে সখা যদি চাও।
প্রাণ সখা ভাবি মোরে প্রাণ কথা কও॥
ধন উপার্জ্জনে যদি সাধ করে মন।
পরম ধন আমারে কর উপার্জ্জন॥
মনের সকল আশা সকল কামনা।
সম্মুখী করিতে কেন অভ্যাস কর না॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

ব্যাখ্যা। [যদি] অভ্যাসে হপি অসমর্থঃ (অক্ষমঃ) অসি (ভবসি) [তর্হি] মৎকর্ম্মপরমঃ (মদর্থং মৎপ্রীণনার্থং যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাসব্রত-পূজাপরিচর্য্যানামসংকীর্ত্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশঃ) ভব মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থং) কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ (অনুতিষ্ঠন্) অপি সিদ্ধিং (মোক্ষং) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি)। ১০

ক্রমেতে অভ্যাস যোগে চিত্ত স্থির হবে।
ভক্তি দিবে দেখা শেষে আমাকে পাইবে ॥ ৯
এ হেন অভ্যাস-যোগে না হও সমর্থ।
সহজ উপায় তা'র আছে এক পার্থ। ॥
আমার প্রীতির তরে কর অনুক্ষণ।
নানাবিধ সেবনাদি কর্ম্ম আচরণ ॥
একাদশী তিথি যোগে কর উপবাস।
মন্দির মার্জ্জনা আদি কর বার মাস ॥
যতনে পুষ্প-বাটিকা কর হে রক্ষণ।
তুলসীর মঞ্চে জল কর হে সেচন ॥
ফল ফুল জলে কর পূজার বিধান।
ঘৃত তিল তৈল যোগে কর দীপ দান ॥
যথা সাধ্য আরত্রিক কর আয়োজন।
বাদ্যাদি বাদন কর নাম সংকীর্ত্তন ॥
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ কর যত্ন করে।
আনন্দে বন্দনা স্তব কর ভক্তি ভরে ॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি হবে।
তখন পাইবে সিদ্ধি আমাকে লভিবে ॥ ১০

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

ব্যাখ্যা। অথ (পুনঃ) এতৎ (যথোক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং) কর্ত্তুং অপি অসক্তঃ অসি (অক্ষমঃ ভবসি) ততঃ (অনন্তরং) মদ্‌যোগং (মদেক-শরণত্বং) আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ (সংযতেন্দ্রিয়ঃ) [সন্] সর্ব্বকর্ম্মফল-ত্যাগং (সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলসন্ন্যাসং) কুরু। ১১

ভাবার্থ—

আমার প্রীতির তরে কর্ম্ম আচরণ।
করিতেও যদি তুমি হও হে অক্ষম॥
তা' হলে উপায় তার আছে পার্থ! আর।
সর্ব্ব কর্ম্ম-ফল-আশা কর পরিহার॥
উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণ করিয়া সংযত।
সতত বিবেক-বলে কর বিচালিত॥
ফল হেতু করিবেনা কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
ফলত্যাগ শান্তিধাম লাভের সোপান॥
অনলে স্বর্ণের মলা দূর করে যথা।
বিবেক মনের ভ্রান্তি দূর করে তথা॥
এমন বিবেক বুদ্ধি করিয়া সহায়।
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে যেবা অনুরত হয়॥
সকলি তাঁহার ইচ্ছা, আদেশে তাঁহার।
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত হয় অনিবার॥
এ ভাবে যে রত সদা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
ফলাফল সমর্পণ করি ভগবানে॥
প্রসন্ন শ্রীভগবান্ তাহারে নিশ্চয়।
কৃতার্থতা লাভে সেই সমর্থতা পায়॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

ব্যাখ্যা। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং (নিদিধ্যাসনং) শ্রেয়ঃ (প্রশস্যতরং) হি জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে (অতিশয়িতং ভবতি) ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ ত্যাগাৎ অনন্তরং (পরং) শান্তিঃ (সংসারোপরমঃ)। ১২

ভাবার্থ—

ভগবানে একাগ্রতা অভ্যাস হইতে।
জ্ঞানযোগ ধনঞ্জয়! শ্রেষ্ঠ বিধিমতে ॥
অভ্যাসে জ্ঞান-সম্পর্ক না থাকিতে পারে।
শুকে যথা বিনা বোধে কৃষ্ণ নাম করে ॥
এ রূপ অভ্যাস হতে নহে কিহে শ্রেষ্ঠা।
পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞাতা ভগবৎ-নিষ্ঠা ? ॥
হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব করি প্রণিধান।
তাঁহাতে একান্ত প্রীতি আসক্তিই জ্ঞান ॥
এবং বিধ জ্ঞান কেন আসক্তি হইতে।
শ্রেষ্ঠতর না হইবে বল কুরুপতে! ॥
জ্ঞানযোগ হতে আরও শ্রেষ্ঠ হয় ধ্যান।
কারণ তাহার পার্থ! কর অবধান ॥
হৃদয়ে ধ্যেয় বস্তুর সম্যক্ প্রতীতি।
উপজাত হলে তারে ধ্যান বলে যতি ॥
ধ্যানে ধ্যেয় বস্তু নিজ মূর্ত্তি যেন ধরি।
বিরাজে সজীব ভাবে হৃদয় উপরি ॥
সেই হেতু ধ্যান-পথে হলে অগ্রসর।
ধ্যেয় বস্তু অবশ্যই মিলিবে তৎপর ॥
অতএব সর্ব্ব-বিধ শাস্ত্র মতে ধ্যান।
ব্রহ্ম সাক্ষাতের ঠিক পূর্ব্ব অনুষ্ঠান ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী। ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। সর্ব্বভূতানাং অদ্বেস্টা (সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেনপশ্যন্নাত্মনো দুঃখহেতাবপি প্রতিকূলবুদ্ধ্যভাবাৎ দ্বেষরহিতঃ) মৈত্রঃ (মৈত্রী স্নিগ্ধতা

নিশ্চয় জানিও তাই জ্ঞান যোগ হতে।
ধ্যানই প্রশংসনীয় সর্ব্ব বিধায়েতে॥
এই মত ধ্যান যোগ হইতে ও আর।
শ্রেষ্ঠ পথ আছে কর্ম্মফল পরিহার॥
এ পথে পথিক সদা হয়েছে যে জন।
পরিণাম চিন্তা তার নাহি প্রয়োজন॥
নাহি তার প্রয়োজন কার্য্য কি কারণে।
নাহি তার প্রয়োজন অভ্যাসে কি জ্ঞানে॥
নাহি তার প্রয়োজন ধ্যানে ধারণায়।
আয়াসের ধন সে যে অনায়াসে পায়॥
কোন কর্ম্ম-ফলে আশা করেনা যে জন।
বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার সংসার-বন্ধন॥
মরণ জনন রূপ যাতায়াত হ'তে।
করেছে নিষ্কৃতি লাভ সে যে এ জগতে॥
কর্ম্ম বন্ধনেতে বাঁধা জীব এ সংসারে।
কর্ম্ম ফলে ঘুরাইছে তারে বারে বারে॥
হেন কর্ম্ম-ফল যেবা দেয় বিসর্জ্জন।
কে তারে করিবে আর সংসারে বন্ধন॥
হইয়া জীবন-মুক্ত সতত বিহরে।
চিরশান্তি পথ সেই সমাশ্রয় করে॥ ১২

তদ্বান্) করুণঃ (করুণা দুঃখিতেষু দয়া তদ্বান্, সর্ব্বভূতাভয়দাতা পরমহংসপরিব্রাজক ইত্যর্থঃ) এব চ নির্ম্মমঃ (দেহে ঽপি মমেতি প্রত্যয়রহিতঃ) নিরহঙ্কারঃ (বৃত্তস্বাধ্যায়াদিকৃতাহঙ্কারান্নিষ্ক্রান্তঃ) সমদুঃখসুখঃ (সমে দুঃখসুখে রাগদ্বেষয়োরপ্রবর্ত্তকে যস্য সঃ) ক্ষমী (ক্ষমাশীলঃ তত্তৎ সহিষ্ণু র্বা) সততং (নিরন্তরং) সন্তুষ্টঃ (যদৃচ্ছোপনীতেন যেন কেনাপি দেহধারণদ্রব্যেণ সন্তুষ্টঃ প্রসন্নচিত্তঃ) যোগী (সমাহিতচিত্তঃ) যতাত্মা (সংযতস্বভাবঃ) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়ঃ স্থিরঃ নিশ্চয়ঃ অধ্যবসায়ো যস্য সঃ অনন্যভক্তিরেব মে কর্ত্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ) ময়ি (ভগবতি) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (সঙ্কল্পাত্মকং মনো ঽধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিস্তে অর্পিতে স্থাপিতে মনোবুদ্ধী যস্য সঃ মৎস্মরণমননপরায়ণ ইত্যর্থঃ) মদ্ভক্তঃ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। ১৩।১৪

ভাবার্থ—

দ্বেষ ভাব নাহি যার যাবতীয় ভূতে।
অধিকন্তু মিত্রভাব আছে তত্তাবতে॥
অনিষ্ট বা অধোগতি নাহি হয় কার।
এই হেতু কৃপাবান্ হৃদয় যাহার॥
ধন জন দারা সুত দেহেতে আপন।
সতত মমত্ব ভাব বর্জ্জিত যে জন॥
অহঙ্কার হৃদে যার বাস নাহি করে।
সুখ দুঃখ তুল্যরূপ যাহার অন্তরে॥
আপন প্রারব্ধ লব্ধ ভাবিয়া তাহাতে।
নহে বিচলিত-চিত যে জন জগতে॥
অনায়াসে কিম্বা অতি সামান্য আয়াসে।
লব্ধ দ্রব্য নিরন্তর যারে পরিতোষে॥
ভক্তি যোগ যুক্ত সদা চিত্ত সমাহিত।
বিজিত-ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্বভাব-সংযত॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। যস্মাৎ (সন্ন্যাসিনঃ) লোকঃ ন উদ্বিজতে (উদ্বেগং প্রাপ্নোতি সন্তপতি বা) যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষশ্চামর্ষশ্চ ভয়ঞ্চোদ্বেগশ্চ তৈঃ আনন্দদ্বেষত্রাসচিত্তক্ষোভৈঃ) মুক্তঃ (বর্জ্জিতঃ) স চ মে প্রিয়ঃ। ১৫

—*—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

অনন্য-ভকতি প্রতি দৃঢ় যার মন।
আমা বিনা স্বপনে না জানে অন্য জন॥
আমাতে বিশ্বাসে নাহি শিথিলতা যার।
আমাতে অর্পিত মন বুদ্ধি অনিবার॥
চিন্তনে, স্মরণে যে বা মৎ-পরায়ণ।
সে ভক্ত আমার পার্থ! অতি প্রিয় জন॥ ১৩।১৪
যার ব্যবহারে বিশ্ববাসি জীবগণ।
ব্যাকুল, ব্যথিত ভীত নহে কদাচন॥
অথবা জগতবাসি-মানবনিচয়।
পরুষ আচারে যারে পীড়া নাহি দেয়॥
জাগতিক সুখে যার হর্ষ-ভাব নাই।
ভগবৎ প্রেমানন্দে বিভোর সদাই॥
তাড়নায় নাহি যার হয় ক্রোধোদয়।
বিপৎ-সম্পাতে চিত্ত ভীত কভু নয়॥
জগতে অজাত-শত্রু হয় যেই জন।
নাহি যার উদ্বেগের কোনই কারণ॥
এমন মহাত্মা পার্থ! জানিও নিশ্চয়।
জগতে আমার অতি প্রিয় পাত্র হয়। ১৫

ব্যাখ্যা। অনপেক্ষঃ (সর্ব্বেষু ভোগোপকরণেষু যদৃচ্ছোপনীতেষ্বপি নিস্পৃহঃ) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ উপস্থিতেষু জ্ঞাতব্যেষু চ সদ্য এব জ্ঞাতুং কর্ত্তুং চ সমর্থো বা) উদাসীনঃ (পক্ষপাত-রহিতঃ) গতব্যথঃ (গতভয়ঃ পরৈস্তাড্যমানস্যাপি গতা নোৎপন্না ব্যথা পীড়া যস্য সঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (আরভ্যন্ত ইতি আরম্ভা ইহামুত্র ফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাস্তান্ পরিত্যক্তুং শীলম-স্যেতি, সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ বা সর্ব্বান্ আরম্ভান্ কর্ম্মফলানি পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ [ভবতি]। ১৬

ভাবার্থ—

ভোগ সুখ সাধনের স্বতঃ সমাগত।
বিষয় ভোগেতে যেই স্পৃহা বিরহিত॥
অনুক্ষণ সাধনার প্রভাবে যাহার।
অপগত মলিনতা চিত্তের বিকার॥
অন্তরের পবিত্রতা হেতু নিরন্তর।
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় কান্তি পূত কলেবর॥
অলস অথবা তন্দ্রা দিয়া বিসর্জ্জন।
ক্ষিপ্র কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম যে জন॥
গুরু উপদিষ্ট যত জ্ঞাতব্য বিষয়।
জ্ঞানে সম্পাদনে সদ্য সমর্থ যে হয়॥
শত্রু-মিত্র ভাব বোধ নাহি আছে যার।
পক্ষপাত বিরহিত যাহার আচার॥
ভ্রূক্ষেপ নাহিক যার বিপদ সম্পদে।
নির্লিপ্ত সতত কোন বাদবিসম্বাদে॥
অবিচার অত্যাচার পরের তাড়না।
নাহি দিতে পারে যার অন্তরে বেদনা॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। যঃ ন হৃষ্যতি (ইষ্টপ্রাপ্তৌ আনন্দতি) ন দ্বেষ্টি (অনিষ্ট-প্রাপ্তৌ দ্বেষ্টি) ন শোচতি (ইষ্টার্থনাশে প্রিয়বিয়োগে বা শোচতি) ন কাঙ্ক্ষতি (অপ্রাপ্তমর্থং কাময়তে) শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভে পুণ্যপাপে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি) যঃ ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ। ১৭

ইহ কিম্বা পরকালে ফল প্রত্যাশায়।
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে যেবা রত কভু নয়॥
পরব্রহ্ম পরিজ্ঞান উদ্দেশ্য যাহার।
ঈশ্বর প্রীতির কর্ম্ম কার্য্য অনিবার॥
সেই ভগবদ্ভক্ত জেন ধনঞ্জয়!।
জগতে আমার অতি প্রিয় পাত্র হয়॥ ১৬
পার্থিব বিভব কিম্বা অর্থ উপার্জ্জনে।
প্রিয়তম পুত্র কিম্বা প্রিয়া-সমাগমে॥
জগতের যত ইষ্ট হইলে ঘটন।
যার চিত হরষিত নহে কদাচন॥
অথবা অনিষ্ট পাত হলেও অশেষ।
চিতে যার অনুমাত্র নাহি দ্বেষ-লেশ॥
রাজ্য যশ কুল মান ধনের নিধনে।
এক মাত্র পুত্রে কিম্বা সংহারে শমনে॥
অথবা সংসার-সরে প্রেমের মৃণালে।
সোহাগ-সমীরে ফুল্ল প্রেয়সী-কমলে।
কৃতান্ত-হেমন্ত হরে সহসা আসিয়া।
তথাপি না শোকে যার বিচলিত হিয়া॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

ব্যাখ্যা। শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ (পূজাপরিভবয়োঃ) সমঃ (একরূপঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ) সমঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ) সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (কচিদপ্যনাসক্তঃ) তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (তুল্যা নিন্দাস্তুতিশ্চ যস্য সঃ, নিন্দা দোষকথনং স্তুতির্গুণ-

অপ্রাপ্ত প্রিয় পদার্থ লাভ করিবারে।
যাহার অন্তর কোন কামনা না করে॥
পুণ্য পাপ আদি শুভ অশুভ কল্পনা।
হেয় বোধে স্থান দান হৃদয়ে করেনা।
সেই ভক্তিমান্ জন জানিও নিশ্চয়।
জগতে আমার অতি প্রিয় পাত্র হয়॥ ১৭
শত্রু মিত্রে সমভাব, মান অপমান।
শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, যাহার সমান॥
অকাতরে যে বা সব সক্ষম সহিতে;
কিছুতেই নাহি পারে আসক্ত করিতে॥
দোষ সংকীর্ত্তনে কিম্বা গুণ গান শুনে:
নাহি হয় ভাবান্তর যে জনের মনে।
জীবনের যাত্রা যার নির্ব্বাহ কারণ।
নাহি হয় প্রয়োজন বাক্যাদি কথন॥
প্রবল অপরিহার্য্য প্রারব্ধ প্রভাবে।
যে কিছু অশন আদি উপস্থিত হবে॥
তাহাতে পর্য্যাপ্ত-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে জন।
নির্দ্দিষ্ট নিবাসে যার নাহি প্রয়োজন॥

কথনং তে দুঃখসুখজনকতয়া তুল্যো যস্য স) মৌনী (সংযতবাক্) যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ) অনিকেতঃ (নিকেতো নিবাসঃ ন বিদ্যতে যস্য সঃ) স্থিরমতিঃ (স্থিরা পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য সঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ) ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ (তথাচোক্তং—"যেন কেন চিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র কচন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ॥ ইতি শ্রুতিঃ)। ১৮।১৯

—*—

পরমার্থ বস্তু বোধে বুদ্ধি যে জনার।
সন্দেহ-সম্বন্ধ-শূন্য স্থির অনিবার ॥
এবং বিধ ভক্তিমান্ যে জন ধরায়।
সে জন আমার অতি প্রিয় পাত্র হয় ॥
ভগবদ্ ভকতের যে যে বিশেষণ।
আমার নিকটে পার্থ! করিলে শ্রবণ ॥
স্থূলতঃ একার্থবাচী যদিও অনেকে।
সূক্ষ্ম ভাবে ভাবান্তর দৃষ্ট হ'য়ে থাকে ॥
এ গূঢ়-ভাব-প্রসঙ্গ করিয়া যতন।
তোমার হৃদয় পটে করিতে অঙ্কন ॥
ভাষার বিবিধ বর্ণে করেছি রঞ্জিত।
সংস্কার জনমে যাহে চিরদিন মত ॥
গুরু যথা ক্রীড়াশীল অবোধ শিশুরে।
ভুলাইয়া খেলানায় গল্পের ভিতরে।
বর্ণ-বোধ আদি হিত উপদেশ কথা।
ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দেয়, আমি পার্থ! তথা ॥
সংসার অনিত্য-সুখে মোহিত জীবেরে।
ক্রমে মম ভক্তি পথে অনিবার তরে ॥
নানাবিধ বিশেষণে করি বিভূষিত।
ভক্তির পবিত্র পথ করিতে অঙ্কিত।

দেখাইতে ফলাফল করিয়া বিচার।
সগুণ কিম্বা নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার ॥
করেছি অবতারণা এই অধ্যায়ের।
ক্ষুদ্র বটে, কার্য্যে কিন্তু গুরু সকলের ॥
এই এক মাত্র পথ সর্ব্ব সাধনার।
প্রেম জ্ঞান ভকতির একমাত্র দ্বার ॥
ক্ষীরোদ-মন্থন-লব্ধ অমৃতের প্রায়।
ধর্ম্ম শাস্ত্রে পার্থ! এই দ্বাদশ অধ্যায় ॥
বলিও অল্পাধিকারী যতেক মানবে।
দীর্ঘযোগ তাহাদের যদি না সম্ভবে ॥
করে যেন সংসারের যোগের ভিতর।
বর্ণিত সংযম পথ চিন্তা নিরন্তর ॥
কাজ নাহি অনুষ্ঠান, কাজ কি সাধনা।
সুদীর্ঘ সন্ন্যাস যোগ যারে সম্ভবে না ॥
সে যেন প্রাণের সহ আপনার মনে।
বিরলেতে করে রণ সংযম কারণে ॥
বিবেকে করিলে সদা সেনাপতি তায়।
অপগত হবে যত মোহ অন্তরায় ॥
উদ্দাম প্রবৃত্তিগণ হইবে সংযত।
আসিবে আপন বশে ইন্দ্রিয়াদি যত ॥
বিধিমতে এই পথে হলে অগ্রসর।
এ মর ভবনে লভে অমরত্ব নর ॥
ভক্তির অমরাবতী দেখে সে নয়নে।
প্রেমময় ইন্দ্র বসি যার সিংহাসনে ॥
যতটুকু অগ্রসর এ জীবনে হবে।
ততটুকু শুভফল পরিণামে পাবে ॥
নাহি ক্ষয়, অপচয়, জন্ম জন্মান্তরে।
রাজদ্বারে ন্যস্ত ধন তস্করে কি হরে ॥

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তে হতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ব্যাখ্যা। যে তু যথোক্তং (উক্ত প্রকারং) ইদং ধর্ম্ম্যামৃতং (ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যঞ্চ তদমৃতঞ্চ তদমৃতহেতুত্বাদিদং, ধর্ম্মামৃতমিতি পাঠান্তরং ধর্ম্মরূপমমৃতং অমৃতসাধনত্বাৎ, অমৃতবদাস্বাদ্যত্বাদ্বা ধর্ম্মামৃতং) পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবন্তঃ) মৎপরমাঃ (অহমেব পরমো নিরতিশয়ো গতির্যেষাংস্তে) তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ (অতিশয়সুখকরাঃ ভবন্তীতি শেষঃ)। ২০

ইতি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

হতাশ হবার কোন কারণ না হেরি।
মম উপদেশ-ধ্রুব-তারা লক্ষ্য করি।
ভাসুক সতত এই সংসার-সাগরে।
অবশ্য ভক্তির কূল মিলিবে অচিরে॥ ১৮।১৯
যে জন এই সুখময় অমৃত-নিদান।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে হ'য়ে শ্রদ্ধাবান্॥
আন্তরিক ভক্তি সদা আমাকে যে করে।
আমি যার এক মাত্র গতি এ সংসারে॥
চরমে পরম ফল পায় সে নিশ্চয়।
সে জন আমার অতি প্রিয় পাত্র হয়॥
সংসার সমর ক্ষেত্র অতীব ভীষণ।
পায় পায় ফিরে তায় শত্রু অগণন॥
ভীরু কাপুরুষ প্রায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
সাজে কি মানব! তব সন্ন্যাস গ্রহণে?॥

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে কর তুমি রণ।
বীর হয়ে বীর সম কর আচরণ॥
আনন্দ অন্তরে যথা বীর-প্রসবিনী।
অসি-বর্ম্ম-আবরণে সাজায়ে আপনি।
সন্তান-সুন্দর-কায়, পাঠান তাহারে।
শুভ আশীর্ব্বাদ করি ভীষণ সমরে॥
অরাতি দলন করি লভিয়া বিজয়।
আপন সদনে দেখা দিতে পুনরায়॥
আমিও তেমতি কর্ম্ম-জ্ঞান-আবরণে।
আবরিত ভক্তি তত্ত্ব অতীব যতনে।
করি উন্মোচন, নানা বিধ মনোমত।
বিশেষণ-খরশাণে করিয়া শাণিত।
সাজায়ে তাহাতে যত মানব সন্তানে।
পাঠায়েছি জয়ী হতে সংসারের রণে॥
ভঙ্গ দিয়া রণে ভীরু কাপুরুষ মত।
পৃষ্ঠ প্রদর্শন মম নহে অভিমত॥
মম উপদেশ বর্ম্ম করিয়া সম্বল।
দেখাইয়া জগতেরে কর্ম্মবীর-বল॥
জনক রাজার মত বিজয় কেতনে।
উড়ায়ে অনন্দ ভরে সহাস্য বদনে।
মা বলিয়া ভক্তি লয়ে সন্তান সকল।
কাছে আসে এই মম উদ্দেশ্য কেবল॥ ২০

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

* প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব!॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ—হে কেশব! প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকাং) পুরুষং (জীবং) চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং এব চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ এতৎ (এতৎ সর্ব্বং) বেদিতুং (জ্ঞাতুং) ইচ্ছামি। ১

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন—

শুনিয়াছি দেব! তব শ্রীমুখ-গলিত।
তত্ত্বজ্ঞান-সাধনের বিধেয়তা যত॥
শুনিয়াছি তব মুখে জীব যে অনাদি।
নিত্য-স্বরূপত্ব তার স্থায়ী নিরবধি॥

* ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটী এতদ্দেশীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে কোন কোন গ্রন্থে ইহা দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ভাষ্য ও টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহাশয় এই শ্লোকের বিবৃতি করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি কোন কোন টীকাকার সূচনায়, গীতায় ৭০০ শ্লোক স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এই শ্লোকটী না লইলে গীতায় ৬৯৯ শ্লোক হয়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ॥ ২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ—হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রং (ভোক্তুর্জীবস্য ভোগ্যসুখদুঃখাদিপ্ররোহকত্বাৎ ক্ষেত্রং) ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে) যঃ এতৎ (ক্ষেত্রং) বেত্তি (জানাতি) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ) তং ক্ষেত্রজ্ঞং ইতি প্রাহুঃ। ২

শুনিয়াছি তব মুখে স্বরূপতত্ত্ব তব।
দেখিয়াছি বিশ্বরূপে বিপুল বিভব॥
শুনিলাম তব মুখে কত উপদেশ।
বুঝিবারে কিন্তু, নাথ! না পারি বিশেষ॥
দৃশ্যমান দেহ-তত্ত্ব না হ'লাম জ্ঞাত।
জীবাত্মা সম্বন্ধ কিবা দেহ-মধ্যস্থিত॥
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে বহে সৃষ্টিধার।
প্রকৃত মরম নাহি বুঝিলাম তার॥
নাহি জানি লব্ধ-জ্ঞান সাহায্যে কেমন।
জ্ঞাতব্য সহিত হয় সম্বন্ধ স্থাপন॥
চরম-জ্ঞাতব্য-বস্তু জানিবারে অতি।
বাসনা হয়েছে নাথ! মম বলবতী॥
তাবতের সামঞ্জস্য করি ভগবন্!।
বিশদ করিয়া মর্ম্ম কর হে বর্ণন॥ ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

সুগভীর তত্ত্ব সিন্ধু করিয়া মন্থন।
উপদেশ-রত্ন-হার করিয়া গ্রন্থন॥

পরায়েছি সযতনে সখে! তব গলে।
বিশ্বরূপ দরশন হয় যার ফলে॥
ইহাতেও মনসাধ পূর্ণ নহে তব।
এ হ'তে অধিক আশা অতি অসম্ভব॥
যোগিগণ যোগে বসি যোজনা মনেরে।
করিলে আমাতে, ভাবে ধন্য আপনারে॥
হৃৎ-পটে মম রূপ করিলে অঙ্কন।
আপনাকে কৃতকৃত্য ভাবে জ্ঞানিগণ॥
স্বচক্ষে যে বিশ্বরূপ দেখেছে আমার।
জগতে জ্ঞাতব্য কি হে! আর আছে তার ?॥
অবিদিত কোন্ তত্ত্ব তার ধনঞ্জয়!।
নহি! নহি! বুঝিয়াছি তব অভিপ্রায়॥
বিশরূপ দরশন করিলে যখনি।
বুঝিয়াছ এ গীতার সমাপ্তি তখনি॥
তবে যে তত্ত্বের প্রশ্ন কর পুনরায়।
অজ্ঞজন-জ্ঞান মাত্র বৃদ্ধি কামনায়॥
আভাসে কথিত-পূর্ব্ব নিগূঢ় রহস্য।
বলিব বিশদ রূপে করি সামঞ্জস্য॥
তত্ত্ব উপদেশ-স্রোত থাক্ বহমান।
করুক্ জগৎবাসী আ'র সুধা পান॥
পরা ও অপরা ভেদে দ্বিভাগে বিভক্ত।
যে দুই প্রকৃতি কথা হইয়াছে উক্ত॥
তাহাদের ভেদ জ্ঞান হারাইলে পরে।
যে দশায় উপনীত হইবে অচিরে॥
জীব-ভাব-গ্রস্ত চিৎ অংশ এ জগতে।
তাহাই সংসার দশা জেন কুরুপতে!॥
এই যে জীবের ভোগ করণ নিমিত্ত।
হয়েন পুরুষ এই সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত!।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩

ব্যাখ্যা। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (জানীহি) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং [ইদং] মম মতং

প্রকৃতিকে সমাশ্রয় করিলে তখন।
ঘটে থাকে দেহেন্দ্রিয়-গ্রাম-সম্মিলন ॥
এ শরীর মাত্র সেই সংঘাত পদার্থ।
বিস্তারিত বিবরণ শুন বলি, পার্থ! ॥
কৃষিজীবিগণ উপ্ত বীজচয় যথা।
ক্ষেত্রোপরি অঙ্কুরিত হয়ে থাকে তথা।
ক্ষেত্র অভিহিত এই শরীর নিচয়।
সংসার অঙ্কুর তাহে উৎপাদিত হয় ॥
কর্ম্মাত্মক, অনাদি এ সংসার-বিটপী।
বহুধা বিভক্ত আর চরাচর-ব্যাপী ॥
উচ্চতায় পরশয় মিহির-মণ্ডলে।
ঊর্দ্ধে তার গতি আর ইহার না চলে ॥
এই যে বিস্তৃত মহা মহীরুহোপরে।
জীবাত্মা ও পরমাত্মা পক্ষী বাস করে ॥
ইহার প্ররোহ ক্ষেত্র ধরে দেহ নাম।
এ কথা তোমারে আমি পূর্ব্বে বলিলাম ॥
এই দেহ অভ্যন্তরে থাকিয়া যে জন।
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ভাবে অনুক্ষণ ॥
আপাদ মস্তক এই শরীরের তত্ত্ব।
যে জন বিশদ রূপে আছে অবগত ॥
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব-বিজ্ঞায় বিদ্বান্।
ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া তারে দেয় অভিধান ॥ ২

(অভিমতং মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানং মম মতং, অন্যত্তু বৃথাপাণ্ডিত্যং বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ, তদুক্তম্ "তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণমিতি"।)। ৩

ভাবার্থ—

হে ভারত! ক্ষেত্র যত আছে এ জগতে।
ক্ষেত্রজ্ঞ রূপেতে স্থিত, জেন, আমি তা'তে॥
আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নানা ক্ষেত্র মাঝে।
এক হইয়াও, সবে যে জন বিরাজে॥
অনেক উপাধি-যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে।
অবিকৃত ভাবে যিনি স্থিত সকলেতে॥
সর্ব্বোপাধি রূপ সেই সর্ব্ব-ক্ষেত্র-গত।
বিভিন্নতা-পরিশূন্য, অনাদি, অচ্যুত।
সৎ কি অসৎ শব্দ অগোচর যিনি।
পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞই জেন, পার্থ! তিনি॥
ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপ-ঈশ্বর-পরিজ্ঞান ভিন্ন।
নাহি জ্ঞান সাধনার প্রয়োজন অন্য॥
অতএব উপলব্ধি যে জ্ঞানেতে হয়।
ক্ষেত্র-ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব প্রকৃত বিষয়॥
তাহাই প্রকৃত জ্ঞান সংসার ভিতরে।
কহিলাম কুরুবর নিশ্চয় তোমারে॥
অথবা অপর ভাবে দেখ মতিমান্!।
প্রতি দেহ ক্ষেত্র, তাহে আছে বিদ্যমান।
জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে, আমিও তাহাতে।
পরমাত্মা হয়ে আছি ক্ষেত্রজ্ঞ রূপেতে॥
দৃশ্যমান দেহ ক্ষেত্র, তাহে অবিরল।
জনমিছে ভোগ মোক্ষ সুখ দুঃখ ফল॥

ক্ষেত্রতত্ত্ব-পরিজ্ঞাত প্রজার সমান।
এ দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব রহে বিদ্যমান ॥
সর্ব্বেশ্বর রাজা রূপে সেই সব ক্ষেত্রে।
অন্তর্যামী আছি আমি ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বত্রে ॥
চিত্রাম্বর হয় যথা বিশুভ্র প্রথমে।
অন্ন বিলেপনে হয় বিলেপিত ক্রমে ॥
পরেতে মসীতে হয় একধা লাঞ্ছিত।
বিবিধ বরণে শেষে হয় সুরঞ্জিত ॥
সেই রূপ পরমাত্মা একই চৈতন্য।
প্রথমতঃ চিৎ অতি শুভ্র ভাবাপন্ন ॥
অনন্তর মায়া লেপ বিলেপন পর।
হন তিনি অন্তর্যামী মায়াবী ঈশ্বর ॥
পরেতে সূত্রাত্মা হ'ন্ সূক্ষ্ম সৃষ্টি কালে।
লোকেতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম যাঁরে বলে ॥
স্থূল সৃষ্টি কালে হন্ পরিণত পরে।
বিবিধবরণ পূর্ণ বিরাট আকারে ॥
ভোগকর্ত্তা জীব কিম্বা ভোগ্য এ প্রকৃতি।
প্রেরয়িতা পরমাত্মা ইতি বলে শ্রুতি ॥
যখন জীবের হয় এই জ্ঞানোদয়।
তাহা হ'তে প্রেরয়িতা আত্মা ভিন্ন হয় ॥
অক্ষয় অমৃত রূপী, সে জীব তখনি।
মুক্তিলাভ করে এই শুন কুরুমণি ! ॥
প্রথমোক্তে† জীব ব্রহ্মে নাহি ভেদ ভাব।
দ্বিতীয়েতে‡ জীব ব্রহ্মে সে ভাব অভাব ॥
স্থূলে কিন্তু বিচারিয়া দেখ ধনঞ্জয় ! ।
মূলেতে মীমাংসা এক অভিন্নই হয় ॥
পরমাত্মা এক কিম্বা শত শত হ'ন।
সে বিচারে কাল ক্ষেপে নাহি প্রয়োজন ॥

† অদ্বৈতবাদ। ‡ দ্বৈতবাদ।

দেহ-স্থিত আত্মা সহ অভিন্ন ভাবেতে।
কিম্বা প্রণিধান কর স্বতন্ত্র ভাবেতে॥
তাঁহারি সম্যক জ্ঞান করা উপার্জ্জন।
মুমুক্ষু জনের হয় একই সাধন॥
ফল কথা ক্ষেত্রে যথা কর্ষণে বপনে।
ইষ্ট ফল লাভ করে কালেতে কৃষাণে॥
তথা এই ক্ষেত্রোপম কলেবরে কালে।
সাধুসঙ্গ উপদেশ সাধনাদি ফলে॥
ফলেহে পরম ফল দুর্লভ জগতে।
নিঃশ্রেয়ঃ স্বরূপ এই শুন মহামতে!॥
ক্ষেত্রের সহিত যথা আছে কৃষকের।
সম্বন্ধ, ফলের প্রাপ্তি বারম্বারের॥
ফল প্রাপ্তি মাত্র তথা দেহের সহিত।
সম্বন্ধ এ দেহস্থিত আত্মার নিশ্চিত॥
এই ক্ষেত্র তত্ত্ব হলে পরিজ্ঞান পূর্ণ।
আত্মরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের লাভ হয় তূর্ণ॥
তখন ক্ষেত্রজ্ঞ সেই বুঝে অনায়াসে।
ক্ষেত্র সহ স্থায়ি-সূত্র-নিবদ্ধ নহে সে॥
হইলে ও ক্ষেত্র মধ্যে সদা অবস্থিত।
প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তিনি ক্ষেত্রাতীত॥
হইলেও ক্ষেত্রবদ্ধ, নির্ম্মুক্ত সদাই।
হইলে ও ক্ষেত্র রূপ, ক্ষেত্র ধর্ম্ম নাই॥
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব অত্যল্প ও ভাবে।
হৃদয়েতে উপজাত যে জনের হবে॥
পরমার্থ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নিরূপণে।
প্রবল বাসনা তার উপজিবে মনে॥
তখন সে অদ্বিতীয় পূর্ণানন্দ নিত্য।
সত্য স্বরূপ পরম ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪

ব্যাখ্যা। তৎ ক্ষেত্রং যৎ (যৎস্বরূপং) চ যাদৃক্ (যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদি-ধর্ম্মকং) চ যৎ বিকারি (যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈ র্যুক্তং) যতঃ (যস্মাৎ) [কারণাৎ] যৎ চ [উৎপদ্যতে] স চ যঃ (যৎস্বরূপঃ) যৎপ্রভাবঃ (যাদৃশ-শক্তিসম্পন্নঃ) চ তৎ সমাসেন (সংক্ষেপেণ) মে (মৎ সকাশাৎ) শৃণু। ৪

—*—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৫

ব্যাখ্যা। ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহুধা (যোগশাস্ত্রেষু ধ্যান-ধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিস্বরূপেণ) গীতং (নিরূপিতং) বিবিধৈঃ (বিচিত্রৈঃ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈঃ) ছন্দোভিঃ (ঋগাদিভিঃ

হৃদয়ের অন্ধকার করিয়া বিনষ্ট।
সাধকে লইয়া যায় যথায় অভীষ্ট॥
অভেদ কি ভেদ ভাবে যে ভাবে বলনা
নাহি পরমার্থ জ্ঞান ফলের তুলনা॥ ৩
ক্ষেত্রের লক্ষণ কিবা ধর্ম্ম কিবা তার।
কি রূপ বিকার আর উৎপত্তি তাহার॥
তাহা হতে সমুৎপন্ন পদার্থই কিবা।
কিরূপ সে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ অথবা॥
সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ তাঁর শক্তি বা কেমন।
সংক্ষেপে আমার কাছে কর হে শ্রবণ॥ ৪
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞান গূঢ় কথা।
বশিষ্টাদি ঋষিগণ কথিত সর্ব্বথা॥
যোগশাস্ত্রে নানা ভাবে বিবিধ প্রকারে।
ধ্যান ধারণার বস্তু বলেছে আত্মারে॥

বেদৈঃ নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ) পৃথক্ [গীতং] হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্তৈঃ) বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধৈঃ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মসূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি তটস্থ লক্ষণপরাণি, তথা ব্রহ্মপদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি, ব্রহ্মনিরূপক-শাস্ত্রবচনৈর্বা) চ এব [গীতং]। ৫

—*—

বেদাদি বিহিত যত যাগ হোম ক্রিয়া।
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য বিশেষ করিয়া॥
সমুদায়ে বহুবিধ দেবতার রূপে।
পরমাত্ম-উপাসনা ব্যক্ত নানা রূপে॥
আত্মতত্ত্ব সুসম্মত কর্ম্মকাণ্ড মতে।
নিশ্চয় জানিও নাহি সংশয় ইহাতে॥
যে শাস্ত্রের বিধিমতে আলোচনা কালে।
ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয় পার্থ! কালে॥
তাহাইত ব্রহ্মসূত্র, সেই † সূত্রবাণী।
যাঁহা হতে সমুদ্ভূত হয় সব প্রাণী॥
জাত জীব যাহা দ্বারা ধরিছে জীবন।
যাঁহাতে প্রয়াণ করে তিনি ব্রহ্ম হন॥
বিবিধ উপনিষদ রূপ ব্রহ্মসূত্রে।
ব্রহ্মের মাহাত্ম্য আছে ব্যক্ত নানা সূত্রে॥
ব্রহ্ম সাধক পদও বলিছে স্বরূপ॥
ব্রহ্মইত সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ॥
এবং বিধ নানা বাক্যে ব্রহ্ম-বাদি-গণ।
পরমার্থ তত্ত্বকথা করিছে কীর্ত্তন॥ ৫

† "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি তৈত্তিরিয়োপনিষৎ তৃতীয় বল্লী।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৭

ব্যাখ্যা। মহাভূতানি (সর্ব্ববিকারব্যাপকত্বাদ্ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি-পঞ্চ) [চ সূক্ষ্মাণি] অহঙ্কারঃ (মহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণঃ) বুদ্ধিঃ (অহঙ্কারকারণং জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বং) অব্যক্তং (বুদ্ধেঃ কারণমব্যাকৃতমীশ্বরশক্তিঃ, মূলপ্রকৃতিঃ) এব চ দশ ইন্দ্রিয়াণি একং (মনঃ) চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (পঞ্চ তন্মাত্ররূপা স্থূলভূতানি শব্দাদয়ঃ) চ ইচ্ছা-

—:—

ভাবার্থ—

ক্ষেত্র-তত্ত্ব-উপদেশ বর্ণিত যেমন।
শুন সংক্ষেপেতে তার সার বিবরণ ॥
পঞ্চ-মহাভূত সহ হইয়া মিলিত।
অহঙ্কার বুদ্ধি মূল-প্রকৃতি অব্যক্ত ॥
অষ্টধা-প্রকৃতি নাম করে হে ধারণ।
এ তত্ত্ব পূর্ব্বে ত আমি করেছি কীর্ত্তন ॥
মিলে যবে দশেন্দ্রিয় ইহাতে আসিয়া।
মন আর পঞ্চবিধ বিষয় লইয়া।
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চৈতন্য,।
ধৈর্য্য সহ সবিকার ক্ষেত্র সমুৎপন্ন ॥
সাংখ্য ও বেদান্ত মতে প্রকৃতি লইয়া।
নানাবিধ মত ভেদ আসিছে চলিয়া ॥
স্থূল কথা পার্থ! তার রাখিও স্মরণ।
স্বতন্ত্র সত্য-স্বরূপা করেন গ্রহণ।

দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতঃ (ভূতসমষ্টিশরীরং) চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) এতৎ সবিকারং (ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপেণ) উদাহৃতং (উক্তং)। ৬।৭

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০
ময়িচানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতো হন্যথা ॥ ১২

ব্যাখ্যা। অমানিত্বং (গুণশ্লাঘারাহিত্যং) অদম্ভিত্বং (লাভপূজাখ্যাত্যর্থং স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বং তদভাবঃ) অহিংসা (পরপীড়না-

প্রকৃতিরে, সাংখ্য মত অবলম্বী যারা।
কিন্তু বেদান্তের মত সত্য বলে যারা।
প্রকৃতিকে তারা ভাবে ঈশ্বর অধীনা।
মায়া, মিথ্যা বলি তারে করে হে বর্ণনা ॥
ইন্দ্রিয়াদি বিকারী সহিত ক্ষেত্র-তত্ত্ব।
সংক্ষেপে উপসংহার করিলাম পার্থ! ৬।৭
অতঃপর বলিতেছি জ্ঞান বিবরণ।
অজ্ঞানতা কথা আর কর আকর্ণন ॥
দম্ভ পরিহার, আত্ম-শ্লাঘা-বিহীনতা,।
পর-পীড়ন-বর্জ্জন, ক্ষমা, সরলতা,।

ভাবঃ) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (অবক্রতা সারল্য মিত্যর্থঃ) আচার্য্যোপাসনং (সদ্‌গুরুসেবনং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরমলক্ষালনং) স্থৈর্য্যং (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযমঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দস্পর্শাদীন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়েষু) বৈরাগ্যং (বিরক্তিঃ) অনহঙ্কার এব চ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ (প্রীতিত্যাগঃ) অনভিষঙ্গঃ (মমেত্যধ্যাসরহিতঃ) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (শুভাশুভপ্রাপ্তিষু) নিত্যং সমচিত্তত্বং চ অনন্যযোগেন ময়ি চ অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ

ভাবার্থ—

সদ্‌গুরু-সেবা, শৌচবাহ্য-অভ্যন্তর।
স্থিরতা চিত্তের, দেহ-ইন্দ্রিয়-নিকর ॥
সংযম, শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে বিরাগ, ।
অকারণ শ্লাঘা রূপ অহঙ্কার ত্যাগ।
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখে অনিবার।
দোষ দরশন করা, করিয়া বিচার।
দারা, সুত, পরিজন, ভবনেতে প্রীতি- ।
পরিহরি, পার্থ ! তার আখ্যান অসক্তি ॥
তাহাদের সুখে সুখ দুঃখে দুখঃহীন ।
সতত অনভিষঙ্গ, মমত্ব বিহীন ॥
শান্তির আধার চিত্ত স্থির অনিবার।
শুভাশুভ সমাগমে না আছে বিকার ॥
পরম ঈশ্বর জ্ঞানে আমার চরণ ।
ঐকান্তিকী ভক্তি যোগে মনন সেবন ॥
দেহ হ'তে যাবৎ না ঘটে প্রাণাত্যয়।
তাবৎ অনন্য যোগে আমারি আশ্রয় ॥
পুণ্যতোয়া সুরধুনী পুলিন প্রদেশ।
নাহি যথা কুটীলতা দ্বেষ হিংসা লেশ ॥

বিবিক্তদেশসেবিত্বং (বিজনদেশবাসিত্বং) জনসংসদি (প্রাকৃতজনসভায়াং) অরতিঃ অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মবিষয়কজ্ঞাননিষ্ঠতা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং (তত্ত্বজ্ঞানার্থানুশীলনং) এতৎ জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং অতঃ (অস্মাৎ) অন্যথা (বিপরীতং) যৎ [তৎ] অজ্ঞানং। ৮—১২

—*—

কিম্বা যথা সুশীতল-গিরিগুহা রয়।
শ্বাপদ-আপদ নাহি, নাহি দস্যুভয়॥
বিজন বিপিন কিম্বা জন-মনোহারী।
নাহি যথা রাজভয় নাহি মহামারী॥
নয়ন-নন্দন স্থান দেবের আবাস।
চিত্তপ্রসাদনকারী দেশেতে নিবাস॥
প্রাকৃত-জন-সমাজ যতনে বর্জ্জন।
শেষেতে মানবমাত্র-সঙ্গ বিসর্জ্জন॥
একনিষ্ঠ-পরমাত্ম-জ্ঞানে অনিবার।
আলোচনা, তত্ত্বজ্ঞান-অর্থ জেন আর॥
এই যে বিংশতি দশা করিলে শ্রবণ।
ইহারাই তত্তাবৎ জ্ঞানের সাধন॥
সেই জন্য জ্ঞান নামে হয় অভিহিত।
ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান কথিত॥
প্রথমোক্ত অষ্টাদশ গুণ ধনঞ্জয়!।
জ্ঞানী ভক্ত উভয়ের সাধারণ হয়॥
শেষোক্ত দুইটী গুণ কেবল জ্ঞানীর।
বিশেষ ধরম মাত্র জেন কুরুবীর!॥
ভক্ত বলে জ্ঞান যোগে তপাদি সাধনে।
নিরন্তর ভক্তি ভাব হলে ভগবানে।
অনন্যা ভকতি নামে হয় অভিহিত।
পূর্ব্বোক্ত সকল গুণ তার অনুগত॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩

ব্যাখ্যা। যৎ জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) তৎ প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং (মোক্ষং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) তৎ অনাদিমৎ (আদি-রহিতং) পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে। ১৩

অনন্যা ভকতি যথা প্রেমের সাধন।
তত্ত্ব দর্শনেও তথা অনুকূলা হন্॥
জ্ঞানী বলে সপ্তদশ জ্ঞান অঙ্গগুণ।
অভ্যাসে একান্ত ভক্তি উপজে অর্জ্জুন!।
পরে পরমার্থ-ফলপ্রদ আত্মজ্ঞানে।
নিরন্তর-নিষ্ঠাভাব দেখা দেয় ক্রমে॥
গুণগণ পরিপাক হইবে যখন।
তত্ত্ব-দর্শনের দশা দিবে দরশন॥
তখন পরমানন্দ জ্ঞানী ভোগ করে।
সংসার-দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে চিরতরে॥ ৮—১২
সংক্ষেপে শুনিলে এই জ্ঞানের লক্ষণ।
জ্ঞাতব্যের বিবরণ শুন হে এখন॥
এ তত্ত্বের পরিজ্ঞানে পায় মুক্তিদ্বার।
মরণের অধীনতা থাকে না ক আর॥
অনাদি পরম ব্রহ্ম কেবল জ্ঞাতব্য।
সৎ কি অসৎ তিনি নন্ কোন দ্রব্য॥
শাস্ত্রে বলে বিধি-মুখে প্রমেয় বিষয়।
সৎ এই অভিধানে অভিহিত হয়॥
ব্রহ্ম-নির্দ্দেশের বিধি কোথা পাবে নর!।
তিনি যে বচন-মন-বুদ্ধি অগোচর॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতো ঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪

ব্যাখ্যা। তৎ সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (করচরণবিশিষ্টং) সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়সংযুক্তং) লোকে (বিশ্বে) সর্ব্বং আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি। ১৪

-*-

অতএব কি রূপেতে সৎ বলি তাঁরে।
অসৎই বা কি প্রকারে বলিব তাঁহারে॥
শাস্ত্রেতে নিষেধ মুখে প্রমেয় বিষয়।
অসৎ বলিয়া পার্থ! অভিহিত হয়॥
কোন্ নিষেধেতে তাঁরে করিব নিষিদ্ধ।
তাঁহারে নিষেধ করে কার হেন সাধ্য॥
নাহি যাঁর জাতি গুণ সম্বন্ধ কি ক্রিয়া।
অপ্রমেয় যিনি, তাঁরে মানেতে আনিয়া॥
কেমনে নিষেধ মুখে প্রমাণ করিবে।
নহেন অসৎ ব্রহ্ম নিশ্চয় জানিবে॥ ১৩
অথচ যে দিকে দৃষ্টি কর প্রসারণ।
দেখিবে তাঁহারি কর, তাঁহারি চরণ॥
সর্ব্বত্র দেখিবে তাঁর, নয়ন-কমল।
যে দিকেতে দেখ তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল॥
তাঁহারি মস্তক ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে।
প্রকৃতি না শ্রুতি তাঁর আবরণ করে॥
চেতনাচেতন সবে করি সমবেত।
স্বকীয় শক্তিতে সেই ব্রহ্ম বিরাজিত॥
অধ্যাসিত সম্বন্ধের করিয়া স্থাপন।
নিত্য তিনি নির্ব্বিকার ভাবেতে আপন॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। [তৎ] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং গুণানাং ভাসকং) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং অসক্তং (সঙ্গশূন্যং) সর্ব্বভৃৎ (সর্ব্বাধারভূতং) চ এব নির্গুণং (সত্ত্বাদিত্রিগুণবর্জ্জিতং) গুণভোক্তৃ (গুণপালকং) চ। ১৫

অনন্ত সত্ত্বার যোগে স্ফুরিত হইয়া।
বর্ত্তমান দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ॥
নতুবা জড়-প্রপঞ্চ দোষ কিম্বা গুণে।
নিবদ্ধ নহেন তিনি কোনই কারণে ॥ ১৪
নাহি বটে কোনরূপ ইন্দ্রিয় তাঁহার।
কিন্তু সেই সর্ব্বগত সর্ব্ব-মূলাধার ॥
বহিরন্তরেন্দ্রিয় কার্য্য সমুদায়ে।
ব্যাপৃত, প্রযোক্তা তিনিই বিধাতা হইয়ে ॥
নির্লিপ্ত সতত বটে এ বিশ্ব-ব্যাপারে।
আধার পোষক কিন্তু তিনিই সংসারে ॥
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি কথিত।
সগুণা প্রকৃতি হয় তাঁহারি আশ্রিত ॥
কিন্তু তিনি তাহাদের প্রলেপ-বিযুক্ত।
তাই ব্রহ্মশাস্ত্র মতে নির্গুণই উক্ত ॥
অথচ পরম ব্রহ্ম, ত্রিগুণ সঙ্ঘাত।
অদ্ভুত ব্যাপার যাহা কল্পনা অতীত ॥
তত্তাবৎ সুখ-দুঃখ-শব্দ-স্পর্শ আদি।
করেন নির্লিপ্ত ভাবে ভোগ নিরবধি ॥ ১৫

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। ভূতানাং বহিঃ অন্তশ্চ অচরং (স্থাবরং) চরং (জঙ্গমং) এব চ সূক্ষ্মত্বাৎ (রূপাদিহীনত্বাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) অবিজ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাং জ্ঞানার্হং ন ভবতীতি) দূরস্থং (অবিজ্ঞাততয়া যোজনলক্ষান্তরিতং অবিদুষামপ্রাপ্যং) চ অন্তিকে (সমীপে তদাত্মত্বাৎ বিদুষাং নিত্য-সন্নিহিতং) চ তৎ। ১৬

—:—

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। ভূতেষু অবিভক্তং (কারণাত্মনা অভিন্নং, ব্যোমবদেকং) অপি বিভক্তং (কার্য্যাত্মনা ভিন্নং) ইব চ স্থিতং তৎ ভূতভর্ত্তৃ (ভূতানি

ভাবার্থ—

যে যে ভাবে ভূতচয় আছে চরাচরে।
বিরাজিত ব্রহ্ম তার অন্তরে বাহিরে॥
অবস্থিত পরব্রহ্ম ধরিয়া আবার।
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতের আকার॥
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তিনি রূপাদি বিহীন॥
অজ্ঞানের অগোচর তিনি চিরদিন॥
দূরবর্ত্তী বটে, তত্ত্ব যে না জানে তাঁর।
নিকটে আছেন, তত্ত্ব যে জানে তাঁহার॥ ১৬
অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত যেমতি।
*ভূতেভূতে ভিন্নভাবে করেন বসতি॥

* ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" ভাগবত ৩।২৯।২৯।

বিভর্ত্তীতি স্থিতিকালে পোষকং) চ গ্রসিষ্ণু (গ্রসনশীলং প্রলয়কালে) প্রভবিষ্ণু (প্রভবনশীলং সৃষ্টিকালে স্রষ্টৃ) চ জ্ঞেয়ং। ১৭

—*—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং॥ ১৮

ব্যাখ্যা। তৎ জ্যোতিষাং (আদিত্যাদীনাং) অপি জ্যোতিঃ (প্রকাশকং আত্মপ্রভাবরূপং জ্ঞানং, আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরং (অসংস্পৃষ্টং) উচ্যতে জ্ঞানং (অমানিত্বাদি, বুদ্ধিবৃত্তিরূপেণাভিব্যক্তং) জ্ঞেয়ং (রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞানস্য বিষয়ঃ) জ্ঞানগম্যং (অমানিত্বাদি লক্ষণেন জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যং) সর্ব্বস্য (মনুষ্যাদেঃ প্রাণিজাতস্য হৃদি (বুদ্ধৌ) বিষ্ঠিতং (বিশেষেণ স্থিতং, অপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতং, সন্নিহিতং বা)। ১৮

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯

ব্যাখ্যা। ইতি ক্ষেত্রং (শরীরং) তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ

স্থিতিকালে সেই ব্রহ্ম ভূতের পালক।
প্রলয়ে তিনিই পুনঃ ভূত সংহারক॥
পুনরায় সেই ব্রহ্ম সৃজন সময়।
জগতের জনয়িতা হন ধনঞ্জয়!॥ ১৭

আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থনিচয়ে।
বিরাজিত সেই ব্রহ্ম প্রকাশক হ'য়ে॥
অজ্ঞান-তামসে স্পৃষ্ট নন্ তিনি কভু।
তিনি জ্ঞান তিনি জ্ঞেয় তিনি সর্ব্বপ্রভু॥
জ্ঞানযোগে প্রাপ্য তিনি সবার হৃদয়ে।
অবিরত বিরাজিত আত্মরূপ হ'য়ে॥ ১৮

(সংক্ষেপতঃ) উক্তং মদ্ভক্তঃ (অস্মিংশ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমগুরৌ সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবো মদেকশরণঃ) এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় (ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়) উপপদ্যতে (উপযুক্তো ভবতি) ॥ ১৯

—:—

ক্ষেত্রের স্বরূপ আর জ্ঞানের লক্ষণ।
জ্ঞেয়-বস্তু-তত্ত্ব এই কর আকর্ণন ॥
সংক্ষেপে সঙ্কেত মাত্র কহিলাম সব।
নতুবা এ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা অসম্ভব ॥
অভিধান হারে যাঁর অভিধান দিতে।
শাস্ত্র অপমান মানে প্রমাণ করিতে ॥
বিশেষণ দিতে যাঁর নাহি মিলে শব্দ।
বলিতে স্বরূপ তাঁর সকলেই স্তব্ধ ॥
তবে যে তাঁহার তত্ত্ব বুঝাইতে যাওয়া।
উদ্দেশ্য লক্ষণ তাঁর আভাসেতে দেওয়া
যে গূঢ় তত্ত্বের কথা বহুকাল ধ'রে।
ভাবিতে ভাবুক ভক্ত কথঞ্চিৎ পারে ॥
সে ভাব সম্পূর্ণ কি হে প্রকটিত হয় ?।
অসম্ভব, সুসম্ভব কখনই নয় ॥
শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশ কেবল তাহার।
পথপ্রদর্শক-মাত্র জেন ইহা সার ॥
সাধকের যতনের আতিশয্য বিনা।
ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে নাহি সম্ভাবনা ॥
যে সকল ভক্ত মম পরম যতনে।
সঁপিয়াছে প্রাণ মন আমার চরণে ॥
তারাই বিবেক-বলে এ নিগূঢ় তত্ত্ব।
পূর্ণভাবে পরিজ্ঞানে হইয়া সমর্থ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০

ব্যাখ্যা। প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী (আদি-রহিতে অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষো হপি তদংশত্বাদনাদিরেব। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈবেশ্বরস্য প্রকৃতী তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ। (৭মঃ অঃ ৬ শ্লোকঃ) সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে উপন্যস্য এতদ্যোনীনি ভূতানীত্যুক্তং তত্রাপরাপ্রকৃতিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা, পরাতু জীবলক্ষণেতি, তয়োরনাদিত্বমুক্ত্বা তদুভয়যোনিত্বং ভূতানা-মুচ্যতে, প্রকৃতির্মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা যা প্রাগপরা প্রকৃতিরিত্যুক্তা যা তু পরা প্রকৃতির্জীবাখ্যা প্রাগুক্তা স ইহ পুরুষ ইত্যুক্তঃ অতঃ ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ ইতি শ্রীমধুসূদনঃ) বিদ্ধি (জানীহি) বিকারান্ (দেহেন্দ্রিয়াদীন্) চ গুণান্ (গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্) বিদ্ধি। ২০

সর্ব্বানর্থ-পরিশূন্য পূর্ণানন্দময়।
মদ্ভাব-ব্রহ্মত্ব লাভে অধিকারী হয় ॥ ১৯
পূর্ব্বে যে অপরা পরা প্রকৃতির তত্ত্ব।
সপ্তম অধ্যায়ে আমি করিয়াছি ব্যক্ত ॥
তাহারি পরাপ্রকৃতি জীবরূপা যিনি।
এখানে পুরুষরূপ ক্ষেত্রজ্ঞই তিনি ॥
আর যে অপরা-ক্ষেত্র লক্ষণ যাঁহার।
প্রকৃতিই অভিধান জানিও তাঁহার ॥
পুরুষ প্রকৃতি এই জানিও উভয়।
অনাদি বলিয়া পার্থ! অভিহিত হয় ॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১

ব্যাখ্যা। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যং শরীরং কারণানি সুখ-দুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে পুরুষঃ (জীবঃ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে। ২১

নাহি এতদুভয়ের কিছুই কারণ।
নিত্য-রূপে যুক্ত তাঁরা ঈশ্বরেতে হন্ ॥
ইঁহাদের অনাদিত্ব অসিদ্ধ হইলে।
ইঁহারা ছিলেন নাহি যবে সৃষ্টিকালে।
ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব-শক্তি সে সময়।
কোন্ প্রয়োগের স্থলে নিয়োজিত হয় ? ॥
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ইঁহারা দুজনে।
নতুবা ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কেমনে ॥
জগৎ-কারণরূপা অনাদি প্রকৃতি।
দৃশ্যমান বিশ্ব সব তাঁহারি বিকৃতি ॥
ইন্দ্রিয়াদি সুশোভিত পঞ্চভূতময়।
এই যে প্রপঞ্চীকৃত দেহ সমুদয়।
সত্ত্ব-রজ-তমো-গুণ সুখ দুঃখ যত।
নিশ্চয় জানিও সেই প্রকৃতি-সম্ভূত ॥ ২০
এ দেহ কার্য্যস্বরূপ, তাহাতে কারণ।
সুখ-দুঃখাদি-সাধন ইন্দ্রিয়াদিগণ ॥
তাহাদের উৎপাদন তদাকার প্রাপ্তি-।
কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে হেতু জানিও প্রকৃতি ॥
আর তার সুখ দুঃখ ভোক্তৃত্বে কারণ।
জীবরূপী পুরুষই উক্ত সদা হন ॥

শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতে প্রকৃতির কৃত।
কর্ম্ম-ফল ভোক্তা হন পুরুষ নিয়ত॥
যদি বল অচেতনা প্রকৃতি তাহাতে।
স্বতঃ ক্রিয়া সম্পাদন হয় কি রূপেতে॥
উত্তরে তাহার এই শাস্ত্রে উক্ত হয়।
অচেতন সমীরণ কি রূপেতে বয়॥
জ্বলন্ত অনল-শিখা বল কি প্রকারে।
আপনা হইতে গতি উর্দ্ধ পথে করে॥
অথবা অপর যুক্তি আর এক আছে।
ক্ষুধাতুর বৎস যবে আসে গাভী কাছে॥
পয়স্বিনী-স্তন হ'তে কেন কুরুমণি!।
অচেতন ক্ষীরধারা নিঃসরে আপনি॥
সেইরূপ চেতনের সহ সম্মিলনে।
ক্রিয়া-সম্পাদনে শক্তি পায় অচেতনে॥
আর এক পূর্ব্বপক্ষ এই হ'তে পারে।
যে পুরুষ এ শরীর সমাশ্রয় ক'রে।
বিদ্যমান, তিনি নিত্য-বিকার-বিহীন।
জীবাত্মাই তিনি, সর্ব্ব-পরিণাম-হীন॥
এ হেন চৈতন্যরূপী নিত্য পুরুষেরে।
সুখ-দুঃখ-ভোগ হর্ষ-বিষাদাদি করে॥
কেন বা করিতে হয়? কিম্বা কি কারণে।
আবদ্ধ থাকেন তিনি সংসার-বন্ধনে॥
ইহার উত্তরে পার্থ! কর হে স্মরণ।
পূর্ব্বে সবিস্তারে আমি করেছি কীর্ত্তন।
জীবের সংসার-দশা প্রাপ্তি কেন হয়।
অবিদ্যা-প্রভাবে জীব এ হেন দশায়।
স্বভাব ক্ষমতা পদ সব ভুলে থাকে।
সুখাদি-ভোগ-নিরত ভাবে আপনাকে॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গো হস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২২

ব্যাখ্যা। হি (যস্মাৎ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (মায়োপগতঃ) [সন্] প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতি জনিতান্) গুণান্ (সুখদুঃখাদীন্) ভুঙ্‌ক্তে (উপলভতে) অস্য (জীবস্য) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু উৎকৃষ্টনিকৃষ্টযোনৌ জন্মপরিগ্রহেষু) গুণসঙ্গঃ (গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ বিষয়াভিলাষঃ) কারণং (হেতুঃ)। ২২

জ্ঞানালোক-যোগে যবে হয় অপগত।
মোহরূপ অন্ধকার অবিদ্যা-সম্ভূত॥
ভোক্তৃত্বের অবসান হইয়া তখন।
জীব এ সংসার-দশা-বিনির্ম্মুক্ত হন॥
এ কথাও আছে পার্থ! শাস্ত্র মতে উক্ত।
জগতের যত কার্য্য কারণ কর্তৃত্ব।
তাবতের হন্ সেই প্রকৃতি কারণ।
সুখ দুঃখ ভোগে হন্ পুরুষ কারণ॥
অহঙ্কার কৃত বটে এই সমুদয়।
কিন্তু কার্য্য কারণাদি জড়ত্ব যিষয়,।
এজন্য তাহাতে আছে প্রকৃতি কর্তৃত্ব।
আর সুখ দুঃখ ভোগ জ্ঞান কার্য্য যত,।
তাবতে চৈতন্যরূপী পুরুষ প্রধান্য।
কপিলাদি মহর্ষিও বুধগণ গণ্য॥ ২১
এই যে ভোক্তা পুরুষ জীবাত্মা রূপেতে।
অবস্থিত অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিতে॥
আত্মজ্ঞান-পরিহীন, প্রকৃতি-সম্ভূতণ
সুখ দুঃখ গুণ ধর্ম্ম ভোগেতে নিরত॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহে ঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ (ভিন্নঃ) উপদ্রষ্টা (পৃথগ্-ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ) অনুমন্তা (অনুমোদিতা, সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রহকারকঃ) চ ভর্ত্তা (বিধায়কঃ) ভোক্তা (পালকঃ) মহেশ্বরঃ (ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি) পরমাত্মা (অন্তর্যামী) চ ইতি অপি উক্তঃ। ২৩

যদিও আপনি নাহি করেন সম্ভোগ।
প্রকৃতি-সম্বন্ধ হেতু ঘটে এই ভোগ॥
এই যে অবিদ্যারূপ মোহ-অন্ধকার-।
জাত ভোক্তৃত্বাভিমান, ইহাতে আত্মার*।
গুণত্রয় তারতম্যে ঘটে সংসারেতে।
জনম উত্তম কিম্বা অধম যোনিতে॥ ২২
দেহ-পুরে জীব বটে থাকেন নিয়ত।
সম্বন্ধবিহীন কিন্তু প্রকৃতি সহিত॥
দেহ রূপা প্রকৃতির গুণে অসংস্পৃষ্ট।
পুরুষ প্রকৃতিপর, তাহা হতে শ্রেষ্ঠ॥
নির্লিপ্ত সতত তিনি সাক্ষীর সমান।
উপদ্রষ্টা ভাবে সর্ব্ব ঘটে বিদ্যমান॥
অপ্রবৃত্ত হইয়াও কার্য্য কি কারণে।
সান্নিধ্য বশতঃ সেই ব্যাপার সাধনে।
প্রবৃত্ত প্রতীয়মান হন তিনি তাই।
অভিহিত অনুমন্তা নামে সর্ব্বদাই॥
দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারের তিনি মাত্র ভর্ত্তা।
তিনিই আবৎ সুখ-দুঃখ-ভোগ-কর্ত্তা॥

* আত্মার=জীবাত্মার।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানো হ‌পি ন স ভূয়ো হ‌ভিজায়তে ॥ ২৪

ব্যাখ্যা। যঃ এবং পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ (সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ) সহ বেত্তি স সর্ব্বথা (বিধিমভিলঙ্ঘ্য) বর্ত্তমানঃ অপি ন ভূয়ঃ (পুনরপি) অভিজায়তে (উৎপদ্যতে)। ২৪

—:—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেণ চাপরে ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহে) আত্মনা (মনসা)

পরম ঈশ্বর তিনি সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ।
ব্রহ্মাদিরও অধিপতি সর্ব্বস্বামি-রূপ ॥ ২৩
এ হেন পুরুষ আর বিকার সহিত।
প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে যে বা অবগত।
অবিদ্যার আবরণ করি উন্মোচন।
প্রকৃতির অলীকত্ব দেখেছে যে জন।
নিঃশেষে নির্ম্মূল তার অজ্ঞান আঁধার।
কোথা পুনর্জ্জন্ম-লাভ-সম্ভাবনা তার ? ॥
করুক্ যে কোন ভাবে ভবে বিচরণ।
দেহান্তর-প্রাপ্তি তার না হবে কখন ॥
বারেক অনলে বীজ দগ্ধ হ'লে যথা।
অঙ্কুর তাহার আর নাহি হয় তথা।
একবার জ্ঞানানলে কর্ম্ম দগ্ধ হলে।
আর না জনম তার হয় কোন কালে ॥ ২৪
কোন কোন আত্মজ্ঞান-অভিলাষী জন।
এই দেহে করি ধ্যান-যোগাবলম্বন।
দেহ-মধ্যস্থিত কিন্তু দেহের অতীত।
ভিন্ন উপলব্ধি করি আত্ম-স্বরূপত্ব।

আত্মানং (পরমেশ্বরং) পশ্যন্তি অন্যে সাংখ্যেন (জ্ঞানেন) যোগেন অপরে চ কর্ম্মযোগেণ [পশ্যন্তি]। ২৫

—*—

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তে হ্পি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

ব্যাখ্যা। অন্যে (সাধকাঃ) তু এবং অজানন্তঃ (অজ্ঞাত্বা) অন্যেভ্যঃ

প্রত্যগাত্মা-দ্বারা সেই পরমাত্মধ্যান।
করিয়া এ মর দেহে অমরত্ব পা'ন॥
অর্থাৎ ভোগের আশা করি পরিহার।
বিষয় হইতে চিন্তা করিয়া সংহার।
হইয়া একাগ্র-মন পরমাত্মা সহ।
স্বকীয় একত্ব রূপ ধ্যানে অহরহ।
পাত্র হ'তে পাত্রান্তরে তৈল ধারা যথা।
অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-সূত্রে বদ্ধ হন তথা॥
অপরে কেহবা জানি মিথ্যা এ সংসার।
মিথ্যা এ শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাত ব্যাপার॥
সত্য সেই এক মাত্র পুরুষ রতন।
প্রকৃতি হইতে তিনি স্বতন্ত্রই হ'ন॥
এই জ্ঞান-পরিপাক-করণের পরে।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন অচিরে॥
অথবা যখন যোগী জানিবে নিশ্চয়।
প্রকৃতি পুরুষে কত বৈলক্ষণ্য হয়॥
তখন অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন-প্রভাবে।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অবশ্য হইবে॥
কা'র বা নিষ্কাম-কর্ম্ম- অনুষ্ঠান-ফলে।
চিত্ত-শুদ্ধি হলে আত্ম-দরশন মিলে॥ ২৫

(আচার্য্যেভ্যঃ উপদেশতঃ) শ্রুত্বা উপাসন্তে (ধ্যায়ন্তি) শ্রুতিপরায়ণাঃ (শ্রদ্ধয়া গুরূপদেশশ্রবণপরাঃ) তে হ্পি চ মৃত্যুং (মৃত্যুযুক্তসংসার-সাগরং) অতিতরন্তি (শনৈঃ অতিক্রামন্তি) এব। ২৬

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ! ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! (ভরতকুলশ্রেষ্ঠ!) যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং (চরাচরাত্মকং) সত্ত্বং (বস্তু) সংজায়তে (সমুৎপদ্যতে) তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (সঙ্গমাৎ) [ভবতি ইতি] বিদ্ধি। ২৭

—ঃ—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

ব্যাখ্যা। সর্ব্বভূতেষু সমং (নির্ব্বিশেষং) [যথা স্যাত্তথা] তিষ্ঠন্তং

ভাবার্থ—

না জানে সাধনা যারা নাহি আছে জ্ঞান।
নাহি জানে কর্ম্ম যোগ নাহি জানে ধ্যান ॥
অথচ যাহার আছে জ্ঞানের বাসনা।
সদ্‌গুরু উপদেশ শুনিয়া সে জনা।
তাঁহারি আদেশ মত অনুষ্ঠান করি।
ক্রমে ক্রমে জ্ঞানলাভে হয় অধিকারী ॥
কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় সাহায্যের বলে।
সে সাধক জন্ম-মৃত্যু-পরপারে চলে ॥ ২৬
স্থাবর-জঙ্গম-আদি যে কোন প্রকারে।
জন্ম লয় জীব চয় এই চরাচরে ॥
জানিও তাহার নহে কোনটি উৎপন্ন।
প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন ভিন্ন ॥ ২৭

বিনশ্যৎস্থ (বিনাশশীলেষু) [অপি] অবিনশ্যন্তং (অবিনাশিনং) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি (স এব সম্যক্ পশ্যতি)। ২৮

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥ ২৯

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) সমং [যথা তথা] সমবস্থিতং (তুল্যতয়া অবস্থিতং) ঈশ্বরং পশ্যন্ (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্) আত্মনা (স্বেন) আত্মানং (স্বং) ন হিনস্তি (অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং ন বিনাশয়তি) ততঃ হি পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি)। ২৯

ভাবার্থ—

হে ভরতকুল-রবি! যে জন জগতে।
জনম-মরণ-ধর্ম্মী তত্তাবৎ ভূতে।
সমভাবে অবস্থিত পরম ঈশ্বরে,।
অবিনাশী নিত্যরূপে দরশন করে,।
তারি দরশন হয় দরশন সত্য।
সেই জন আত্মদর্শী জগতে যথার্থ॥
কিন্তু যিনি জানিয়াও ঈশ্বরের তত্ত্ব।
অন্য তত্ত্ব অন্বেষণে থাকেন ব্যাপৃত॥
দ্বৈতভাব বিরাজিত অন্তরে যাহার।
বিফল দর্শন, জ্ঞান সিদ্ধ নয় তার॥ ২৮
সর্ব্বভূতে সমভাবে দেখিয়া ঈশ্বরে।
যে জন আত্মার হিংসা আপনি না করে॥
কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি নিষ্ক্রিয় আত্মায়।
সংসারে বাঁধিয়া নাহি আত্মঘাতী হয়॥
যে জন শাস্ত্রের অর্থ বোধ সহকারে।
আত্মজ্ঞান, গুরু উপদেশ-অনুসারে।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

ব্রহ্ম অববোধ লাভ করিয়াও শেষে।
পরম উন্নতি অভিমুখে নাহি আসে ॥
ফলের কামনা আদি দিয়া বিসর্জ্জন।
ক্রমোন্নতি উপায় না করে অন্বেষণ ॥
বিষম-বিষয়-পঙ্ক হতে আপনাকে।
বিনির্ম্মুক্ত করিবার উপায় না দেখে ॥
মোক্ষ লাভে বীতযত্ন, এমন যে জন।
স্বেচ্ছায় অনিষ্ট নিজ করিছে সাধন ॥
থাকুক্ তাহার জ্ঞান অনন্ত অসীম।
আত্মঘাতী এ জগতে নাহি তার সম ॥
উত্তাল তরঙ্গময় সংসার সাগর।
তরিতে তরণী তাহে নর কলেবর ॥
বাসনার অনুকূল স্রোত মুখে যে'তে।
ইহার সমান নাহি দ্বিতীয় জগতে ॥
হইলেও সুদুর্লভ ভঙ্গুর সতত।
সাধিতে স্বকার্য্য কিন্তু পটু অবিরত ॥
এ তরির একমাত্র গুরু কর্ণধার।
আমি অনুকূল বায়ু সতত ইহার ॥
স্মরণ করিবা মাত্র করি হে চালন।
এমন সাধের তরি পাইয়া যে জন।
এ হেন সুযোগ ত্যাগ করে ইচ্ছা করে।
আত্মঘাতী বিনা কিবা বলিব তাহারে ॥
এ রূপে আপনা বধ করে না যে জন।
সে জন পরম গতি করে উপার্জ্জন ॥ ২৯

ব্যাখ্যা। যঃ চ কর্ম্মাণি (বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি) প্রকৃত্যা (ভগবতো মায়য়া) এব ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিতানি) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) পশ্যতি তথা আত্মানং অকর্ত্তারং (সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং কর্ত্তৃত্বরহিতং) [পশ্যতি] স পশ্যতি। ৩০

—*—

ভাবার্থ—

এই যে বিশাল বিশ্ব মধ্যে অনুক্ষণ।
বিপুল কর্ম্ম লইয়া করিছে নর্ত্তন॥
পুত্র লভি কোলে কেহ হাসিতেছে হাসি।
পুত্রহারা তুলিতেছে ক্রন্দনের রাশি॥
কাম-ভরে কেহ করে কামিনীর সেবা।
কামিনী কাঞ্চনে কা'র বৈরাগ্য অথবা॥
কোথা বা বহিছে রঙ্গে মিলন উচ্ছ্বাস।
কোথা বিদরিছে বক্ষ বিরহ নিশ্বাস॥
ক্রোধেতে করিছে কেহ অপরে পীড়ন।
পর দুঃখে নেত্রনীরে ভাসে কোন জন॥
লোভেতে ব্যাকুল কেহ হরে পর বিত্ত।
কেহ বা পরের জন্য ত্যাগ করে স্বার্থ॥
মোহে অভিভূত কেহ করে হাহাকার।
কেহ বা নাশিছে জ্ঞানে অজ্ঞানান্ধকার॥
অহঙ্কারে কেহ দেখে ধরা শরা প্রায়।
বিনয়েতে নত কেহ ধরণী লুটায়॥
এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্রতাময়।
ঘটিছে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনানিচয়॥
প্রকৃতিই তাহাদের করে সম্পাদন।
ঈশ্বর প্রেরক তার সাক্ষী সর্ব্বক্ষণ॥
এরূপ অকর্ত্তৃ ভাবে যে দেখে আত্মারে।
যথার্থই আত্মদর্শী বলে হে তাহারে॥ ৩০

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১

ব্যাখ্যা। যদা ভূতপৃথগ্ভাবং (ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং ভেদং) একস্থং (একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতং) অনুপশ্যতি (আলোচয়তি) ততঃ (তস্যাঃ প্রকৃতেঃ সকাশাৎ) এব বিস্তারং (উৎপত্তিং) চ তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (প্রাপ্যতে)। ৩১

ভাবার্থ—

জগতে যে কোন বস্তু কর পরিদৃষ্ট।
সকলি সে পরমাত্মা অন্তরে নিবিষ্ট॥
লইয়া তাঁহারি শক্তি সবে শক্তিমান্।
তাঁরি প্রাণে প্রাণিগণ পাইয়াছে প্রাণ।
তিনিই অবলম্বন তিনিই আশ্রয়।
স্বকার্য্য-সাধনে মাত্র তিনিই সহায়॥
ভিন্ন ভাবাপন্ন ভূত যা আছে যেখানে।
অবস্থিত মাত্র সেই পরম-রতনে॥
পরমা প্রকৃতি রূপা তাঁহারি কুক্ষিতে।
নিদ্রাগতা ছিল ভূত সৃষ্টির অগ্রেতে॥
পরে তাঁরি ইচ্ছাক্রমে হয়ে জাগরিত।
বিশ্বের গঠন-কার্য্যে হয়েছে ব্যাপৃত॥
যে অন্ন ভোজনে ক্ষুধা করে নিবারণ।
যে জল তৃষ্ণায় করে শান্তি বিতরণ॥
যে অনলে শৈত্যনাশ করিছে বিধান।
যে অনিলে অবহেলে রাখিয়াছে প্রাণ॥
প্রাণের আশা ভরসা সুখ, ইষ্টানিষ্ট।
সব ছিল বিশ্ব-কেন্দ্রি-অন্তরে নিবিষ্ট॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থো হ্পি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩২

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ (আদিরহিতত্বাৎ) নির্গুণত্বাৎ (গুণসম্বন্ধশূন্যত্বাৎ) অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ (দেহস্থিতঃ) অপি ন করোতি (কর্ম্মানুতিষ্ঠতি) ন লিপ্যতে (কর্ম্মভির্লিপ্তো ভবতি)। ৩২

-*-

ধূলি কণা সম এই কীটাণু সকল।
পতগ, উরগ, কিম্বা বিহগের দল।
গভীর সাগরে যত জলচর চরে।
ভীষণ ভল্লূক, সিংহ কানন ভিতরে।
গো, অশ্ব, মহিষ, মেষ, বারণ বানর।
মানব, দানব, দৈত্য, কিন্নর নিকর।
ভূচর, খেচর কিম্বা ত্রিদিব-নিবাসী।
নগ, নদী, কাননাদি, তারা, রবি, শশী।
বিশ্বময় তাহাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়।
তাঁরি মহাকুক্ষিগত এ ভূতনিচয়।
এক ভাবে এক নামে একমাত্র রূপে।
ছিল যাহা পূর্ব্বে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে।
ভিন্ন নামে, ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন অবস্থায়।
পরিণত হইয়াছে তাঁহারি ইচ্ছায়॥
এক হইলেও তিনি তাঁহারি বিকাশ।
বিবিধ আখ্যায় মাত্র হয়েছে প্রকাশ॥
ভেদ-দৃষ্টি-বিরহিত হইয়া যে জন।
ভূতে এ একত্বভাব করে দরশন।
সার্থক দর্শন তার এ ভব-মণ্ডলে।
সুদুর্লভ-ব্রহ্ম-ভাব তাহারি ত মিলে। ৩১

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। যথা সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপকং) আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মভাবাৎ অসঙ্গত্বাৎ) ন উপলিপ্যতে (সম্বধ্যতে) তথা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে। ৩৩

—*—

ভাবার্থ—

ভিন্ন ভিন্ন দেহে তিনি অবস্থিত বটে।
কিন্তু তার দোষগুণ তাঁহাতে না ঘটে॥
অনন্ত অনাদি তিনি জনম-রহিত।
নির্গুণ সতত তিনি ত্রিগুণ-অতীত॥
ষড়বিধ বিকারেতে বিকারী না হ'ন।
কর্ম্মাকর্ম্মফলাফলে লিপ্ত তিনি ন'ন॥
হইলেও দেহস্থিত দেহ হ'তে ভিন্ন।
দেহ-ধর্ম্ম-গুণ-কর্ম্ম-সম্বন্ধই শূন্য॥ ৩২
বিকচ-সরোজ-পূর্ণ সরসী-সলিলে।
প্রফুল্ল প্রমোদ-বনে ফুল্ল ফুল-ফলে।
পূতি-গন্ধ-পরিপূর্ণ পয়োনালী জল।
কিম্বা যথা কৃমিময় পঙ্কিল পল্বল।
সর্ব্ব স্থানে সম ভাবে করিছে বসতি।
অবিরল অব্যাহত আকাশ যেমতি॥
অথচ বস্তুর গুণ-প্রলেপ কখন।
সূক্ষ্ম বলি আকাশে না হয় বিলেপন॥
সেইরূপ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অতিশয়।
হইলেও সর্ব্বব্যাপী সেই সর্ব্বময়।
পরমাত্মার নিশ্চয় জানিও এ ভবে।
বস্তুর প্রলেপ লিপ্ত হওয়া না সম্ভবে॥ ৩৩

* যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত!॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং (সমগ্রং) লোকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (দেহং) প্রকাশয়তি (ভাসয়তি)। ৩৪

—ঃ—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যাতি তে পরং॥ ৩৫

ভাবার্থ—

দিনমণি এক মাত্র তথাপি যেমন।
সর্ব্ব প্রকাশক তিনি, আলো বিতরণ।
করেন সকল ভূতে, ভেদাভেদ নাশি।
বিকীর্ণ এ বিশ্বময় সৌরকর রাশি॥
গ্রহণে কাহার গুণ কিন্তু উদাসীন।
সকল পদার্থ সহ সম্বন্ধ বিহীন॥
সর্ব্ব প্রকাশক তথা পরমাত্মা বটে।
কখন না হন তিনি লিপ্ত কোন ঘটে॥
বিরাজিত বটে তিনি ভূতে ভিন্ন ভিন্ন।
পরমাত্মা এক কিন্তু সম ভাবাপন্ন॥ ৩৪

* অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
কঠোপনিষৎ ৫ বল্লী ৯।১০।১১ শ্রুতি।

ব্যাখ্যা। এবং (উক্তপ্রকারেণ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ভেদং) জ্ঞানচক্ষুষা (বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা) যে বিদুঃ ভূত-প্রকৃতিমোক্ষং (ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মুক্ত্যুপায়ং ধ্যানাদিকং) চ [বিদুঃ] তে পরং (ব্রহ্ম) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ৩৫

ইতি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থ—

শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশ মতে অনুষ্ঠান।
সাধনে অর্জ্জন করি আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান॥
ক্ষেত্রও ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে প্রভেদ যে জন
প্রণিধান করিবারে হয়েছে সক্ষম॥
প্রকৃত প্রতীয়মান কার্য্য সমুদায়।
অসার অলীক মাত্র, ভুলিয়া মায়ায়।
অসত্যকে সত্য-বোধে জীব-মধুকর।
চিত্র-পদ্মে পদ্ম-ভ্রমে মত্ত নিরন্তর॥
ভূত প্রকৃতির এই কার্য্য সমুদায়।
অবিদ্যা-প্রসূত জানি মুক্তির উপায়।
নির্ণয় করিতে হয় সক্ষম যে জন।
সেই সে পরম ব্রহ্ম করে উপার্জ্জন॥
এমন মহাত্মা যেবা পুনর্ব্বার তার।
জনন মরণ দুঃখ নাহি হয় আর॥ ৩৫

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞান মুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

ব্যাখ্যা। জ্ঞানানাং উত্তমং পরং (পরমাত্মবিষয়ং) জ্ঞানং ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ (দেহবন্ধনাৎ) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)। ১

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

ইতি পূর্ব্বে নানা ভাবে বিবিধ বিধানে।
বলিয়াছি জ্ঞান কথা, পার্থ! নানা স্থানে ॥
তব সুখ-বোধ হেতু তাহার রহস্য।
সবিস্তর বর্ণনা এ অধ্যায়-উদ্দেশ্য ॥
ভোজনের সার যথা দুগ্ধ হয় উক্ত।
দুগ্ধ মধ্যে পুনরায় সার নবনীত ॥
জ্ঞান-উপার্জ্জন তথা সার সাধনার।
বক্ষ্যমাণ জ্ঞান পুনঃ সর্ব্বজ্ঞান সার ॥
এ জ্ঞানের তত্ত্ব জ্ঞানে সন্ন্যাসী সকলে।
এ দেহ বন্ধনে মুক্তি পায় অবহেলে। ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গে ৎপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

ব্যাখ্যা। ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য (অনুষ্ঠায়) মম সাধর্ম্ম্যং (স্বরূপত্বং আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গে (সৃষ্টিকালে, ব্রহ্মাদিষূৎপাদ্যমানেষু) অপি ন উপজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) প্রলয়ে ন ব্যথন্তি (লীয়ন্তে প্রলয়দুঃখং ন অনুভবন্তি) চ। ২

—ঃ—

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ! ॥ ৩

ব্যাখ্যা। হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম (সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষয়া অধিকত্বাৎ কারণং মহৎ সর্ব্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুরূপাৎ ব্রহ্ম অব্যাকৃত ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থানং) তস্মিন্ (প্রকৃতৌ,

---

ভাবার্থ—

এ জ্ঞানের অধিকারী হইলে সাধকে।
পরম ব্রহ্মের অংশ বুঝে আপনাকে ॥
ক্রমে ক্রমে ক্রমোন্নতি সহকারে তার।
মম-স্বরূপতা প্রাপ্তি ঘটে অনিবার ॥
তখন জীবাত্মা সহ অভেদের ভাবে।
পরমাত্মা ভাবে, আত্মজ্ঞানের প্রভাবে ॥
পাইয়া সে ব্রহ্মভাব অমরত্ব পায়।
নাহিক মরণ তার হইলে প্রলয় ॥
সৃজন সময়ে কিম্বা না আছে জনন।
জন্ম-মৃত্যু-অধিকার-অতীত সে জন ॥ ২
পিতা যথা পুত্রলাভ কামনার বশে:
রেতঃ-সেক করে নিজ পত্নী-যোনিদেশে ॥
পিতৃরূপী পরব্রহ্ম আমিও তেমতি।
পত্নীরূপা, পার্থ! মোর পরমা প্রকৃতি ॥

মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ) অহং গর্ব্ভং (হিরণ্যগর্ব্ভস্য জম্মনো বীজং, সর্ব্বভূত-জম্মকারণং বীজং) দধামি (নিক্ষিপামি) ততঃ (গর্ব্ভাধানাৎ) সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি। ৩

—*—

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যা।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু (মনুষ্যাদিসর্ব্বভূতেষু) যা মূর্ত্তয়ঃ (জীবাঃ) সম্ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) তাসাং (মূর্ত্তীনাং) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) যোনিঃ (কারণং) অহং বীজপ্রদঃ(গর্ব্ভাধানকর্ত্তা) পিতা। ৪

মহদ্ব্রহ্মরূপা সেই প্রকৃতি-যোনিতে।
চিদাভাস রেতঃ-সেক করি বিধিমতে॥
অর্থাৎ সৃষ্টি বাসনা হইলে উদয়।
চিদাভাসরূপে করি প্রকৃতি আশ্রয়॥
হিরণ্যগর্ব্ভের হয় সম্ভব তখন।
যাহা হ'তে সমুৎপন্ন স্থাবর জঙ্গম॥
পিতা যথা পুত্ররূপে হয় আবির্ভূত।
সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্ম তথা বিশ্বে বিরাজিত॥ ৩
এইরূপে সৃষ্টি-চক্র করিয়া চালন।
নহি ক্ষান্ত তিল মাত্র হে কুন্তী-নন্দন!॥
নিজ কর্ম্মফলে জীব যে কোন যোনিতে।
জনম লউক বিশ্বে যে কোন মূর্ত্তিতে॥
পরম-কারণ-রূপা জগৎ-জননী।
মাতৃ-স্বরূপিণী তার মহদ্রূপ-যোনি॥
আর আমি সে জীবের গর্ব্ভাধান-কারী।
পরব্রহ্মরূপী পিতৃ-আখ্যা-অধিকারী॥ ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতি-সম্ভবাঃ (প্রকৃতি-জাতাঃ) গুণাঃ দেহে হব্যয়ং (বিকাররহিতং) দেহিনং নিবধ্নন্তি (বদ্ধং কুর্ব্বন্তি)। ৫

ভাবার্থ—

স্থষ্টিপূর্ব্বে সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ ত্রয়।
সাম্যভাবে প্রকৃতির কোলেতে ঘুমায় ॥
সৃজন বাসনা পরে, করিয়া যখন।
পরব্রহ্ম চিৎশক্তি করেন অর্পণ।
ত্রিগুণ-ধারিণী নিজ মহাপ্রকৃতিতে।
স্থষ্টির প্রারম্ভ, পার্থ! তখন হইতে ॥
নিদ্রাগত জীব হয় প্রবুদ্ধ যেমতি।
প্রকৃতির কোলে লীন ত্রিগুণ তেমতি ॥
পরব্রহ্ম অধ্যাসিত চিৎ-শক্তি-যোগে।
সাম্যাবস্থা পরিহরি নিদ্রা হতে জাগে ॥
তখন বৈষম্য ভাব করে হে ধারণ।
অঙ্গাঙ্গি-ভাবেতে ঘটে স্বতন্ত্র মিলন ॥
ক্ষেত্র নাম ধারী এই শরীর নিচয়।
গুণময়ী প্রকৃতির কার্য্য সমুদয় ॥
পরিণাম-পরায়ণ দেহাদি ব্যাপার।
প্রকৃতি-সম্ভূত সেই গুণের বিকার ॥
যদিও বিকার হীন পুরুষ নিশ্চয়।
কিন্তু দেহে বদ্ধ তাঁরে করে গুণত্রয় ॥
তাই নির্ব্বিকার যেন কতই বিকারী।
নিঃসঙ্গ লইয়া সঙ্গ কতই সংসারী ॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ!॥ ৬

ব্যাখ্যা। হে অনঘ! (নিষ্পাপ!) তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (স্ফটিক ইব স্বচ্ছত্বাৎ) প্রকাশকং (ভাস্বরং) অনাময়ং (নিরুপদ্রবং শান্তং) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন (সুখভোগেন) জ্ঞানসঙ্গেন (জ্ঞানসংযোগেন) চ [দেহিনং] বধ্নাতি (সংযোজয়তি অর্থাৎ অহং জ্ঞানী সুখী চেতি মনো ধর্ম্মাংস্তদভিমানানি ক্ষেত্রজ্ঞং সংযোজয়তি)।৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! রাগাত্মকং (অনুরাগস্বভাবং) রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তে হর্থে প্রীতিবিশেষেণা-

অতি সূক্ষ্ম গুণ সেই পরম চেতনে।
কেমনে নিবদ্ধ করে সংসার বন্ধনে॥
জড় দেহ সহ করে কেমনে নিবদ্ধ।
শুনিলে এ তত্ত্ব তাহা হবে উপলব্ধ॥ ৫
নির্ম্মল স্ফটিক যথা কালিম-বিহীন।
সত্ত্বগুণ সেই মত স্বচ্ছ চিরদিন॥
সত্ত্ব গুণ প্রকাশক, স্ফটিকের সম।
প্রতিবিম্ব কিম্বা জ্যোতি গ্রহণে সক্ষম॥
এ গুণ দুঃখ-বিরোধী সদা সুখ চায়।
উপদ্রব বিরহিত জীবে শান্তি দেয়॥
হৃদয়ে জ্ঞান-পিপাসা উপজাত করে।
আমি সুখী আমি জ্ঞানী এমন প্রকারে।
সুখ-অভিলাষে জীবে করে আকর্ষণ।
ওহে মহাবাহো! এই সত্ত্ব-গুণ-গুণ॥ ৬

সক্তি স্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং) বিদ্ধি তৎকর্ম্ম সঙ্গেন (কর্ম্মাসক্ত্যা) দেহিনং নিবধ্নাতি (সংযোজয়তি)। ৭

—:—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত!॥ ৮

ব্যাখ্যা। হে ভারত! তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্ব্বদেহিনাং মোহনং (ভ্রান্তিজনকং) বিদ্ধি তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদেন অনবধানেন অবিবেকেন বা আলস্যেন অনুদ্যমেন নিদ্রয়া চিত্তস্যাবসাদেন চ) [জীবং] নিবধ্নাতি। ৮

ভাবার্থ—

রজোগুণে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় ক্রমে।
জীবের বিষয় ভোগে আসক্তি জনমে॥
আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এমত বিধায়।
এ গুণে জীবের নানা কর্ত্তৃত্ব ঘটায়॥
কর্ত্তৃত্বাভিমানে করে তৃষ্ণা আনয়ন।
তৃষ্ণা সংঘটন করে করম বন্ধন॥
প্রাপ্তের রক্ষণে আর অপ্রাপ্ত প্রয়াসে।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান জীব করে অনায়াসে॥
তৃষ্ণা তরে জীবে করে কর্ম্মেতে বন্ধন।
হে কুন্তীনন্দন! এই রজোগুণ-গুণ॥ ৭
তমোগুণ সমুদ্ভূত হয় এ জগতে।
অজ্ঞানের আবরণ শকতি হইতে॥
বিবেকের পথ রোধ তমোগুণ করে।
জীবকে ডুবায় তমঃ মোহ অন্ধকারে॥
তমোতে ঘটে প্রমাদ অনবধানতা।
তমোতে ঘটে আলস্য উদ্যম-হীনতা॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত!।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

ব্যাখ্যা। হে ভারত! সত্ত্বং [জীবং] সুখে সঞ্জয়তি (সংশ্লেষয়তি) রজঃ কর্ম্মণি [সঞ্জয়তি] তমস্তু জ্ঞানং আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) প্রমাদে (মহদ্ভি-রুপদিশ্যমানস্বার্থস্যানবধানে) উত (অপি) সঞ্জয়তি। ৯

তমোতে ঘটায় নিদ্রা চিত্ত-অবসাদ।
তমো হ'তে হয় যত বিবিধ প্রমাদ ॥
জীবে ঘটাইতে মোহ সতত নিপুণ।
হে ভারত! শুনিলেত তমোগুণ-গুণ ॥ ৮
সত্ত্বগুণ করে জীবে সুখ-অভিমুখী।
ইহার বন্ধনে দেহী দেহে হয় সুখী ॥
ধর্ম্মশীল হয় সদা সত্য-পরায়ণ।
জ্ঞান পথে করে গতি মোক্ষের কারণ ॥
রজোগুণ করে জীবে নানা কর্ম্মে রত।
বার বার কর্ম্ম-বন্ধে করে বিজড়িত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মাকর্ম্মে সংলিপ্ত করিয়া।
দেহীকে নিবদ্ধ করে দেহেতে আনিয়া ॥
তমোগুণ করে জীবে মোহ আনয়ন।
নিকৃষ্ট অধম যোনি করে সংঘটন ॥
সত্ত্বগুণ জ্ঞান-শক্তি করে সমাচ্ছন্ন।
তম করে তদ্বিরোধী প্রমাদ উৎপন্ন ॥
ঘৃণিত অসৎ কর্ম্ম করায় দেহীরে।
বার বার যাতায়াত ঘটায় সংসারে ॥
নিষ্পেষিত করে কর্ম্ম কঠিন পেষণে।
প্রাক্তনের কর্ণ নাহি আর্ত্তস্বর শুনে ॥ ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

ব্যাখ্যা। হে ভারত! সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভূয় (পরাভূয়) ভবতি রজঃ সত্ত্বং তমশ্চ এব তমঃ সত্ত্বং রজঃ তথা (অভিভূয় উদ্ভবতি)। ১০

সর্ব্বদ্বারেষু দেহে ঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

ব্যাখ্যা। যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (সর্ব্বেষপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু) জ্ঞানং (শব্দাদিজ্ঞানাত্মকং) প্রকাশঃ (বুদ্ধিপরিণামবিশেষো

ভাবার্থ—

দেহীর হৃদয় ক্ষেত্রে হয় যে সময়।
রজঃ-তমঃ-পরাভব সত্ত্ব-গুণ-জয় ॥
তখন সত্ত্বের কার্য্য দেয় দরশন।
সুখকর কর্ম্ম করে জ্ঞান উদ্দীপন ॥
আবার যখন রজঃ হইয়া প্রবল।
সত্ত্ব-তমোগুণ দ্বয়ে করে হীনবল ॥
কার্য্য তার তৃষ্ণা আদি আসিয়া তখন।
রজোগুণ অধিকার করে বিঘোষণ ॥
সেই রূপ সত্ত্ব রজঃ প্রশমিত করি।
তমোগুণ হয় যবে দেহ অধিকারী।
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দেয় দরশন।
তমোগুণ কার্য্য হয় আরম্ভ তখন ॥ ১০
দেহ পুরে দ্বারে দ্বারে হইবে যখন।
এক মাত্র সুখময় জ্ঞানের স্ফুরণ ॥

বিষয়াকারঃ স্ববিষয়াবরণবিরোধী দীপবৎ তদেব) উপজায়তে (উৎপদ্যতে) তদা উত (অপি) সত্বং বিবৃদ্ধং (উদ্ভূতং) ইতি বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)। ১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ!॥ ১২

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ (কর্ম্মোদ্যমঃ কর্ম্মণাং অশমঃ (অনুপশমঃ অনিবৃত্তি র্বা) স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা) এতানি রজসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে। ১২

বিচিত্র বিশ্ব ব্যাপারে নেত্র যে সময়।
চিন্ময়ের পরকাশ দেখিবারে পায়॥
সংসারের কোলাহল কলকণ্ঠধ্বনি।
শোকের অন্তর ভেদী আর্ত্তস্বর শুনি।
না হইয়া বিচলিত, শ্রবণ যখন।
পূর্ণানন্দ গুণ মাত্র করিবে শ্রবণ॥
চন্দন অথবা পূতি গন্ধে হয়ে অন্ধ।
নাসা পাবে সে পবিত্র পরিমল-গন্ধ॥
পরিহরি কটু তিক্ত সুমধুর স্বাদে।
রসিবে রসনা রসময়-রসাস্বাদে॥
অবহেলি সুত-দারা-প্রেম-পরশন।
অঙ্গ চাবে প্রেমময় প্রেম আলিঙ্গন॥
ঘৃণিত ক্ষণিক সুখ না ধরিবে মনে।
লোলুপ হইবে নিত্য সুখের কারণে॥
তখন জানিবে সেই হয়েছে সময়।
সত্বগুণ হৃদে যবে বিবর্দ্ধিত হয়॥ ১১

অপ্রকাশো ঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!॥ ১৩

ব্যাখ্যা। হে কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (অবিবেকঃ) অপ্রবৃত্তিঃ (ক্রিয়াবিমুখতা অনুদ্যমঃ) চ প্রমাদঃ (অনবধানতা কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধান-রাহিত্যং) মোহঃ (মূঢ়তা) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে। ১৩

ভাবার্থ—

বিপুল বিষয় বিত্ত করিতে অর্জ্জন।
ব্যাকুল নিয়ত হবে মানস যখন॥
সুন্দর সুরম্য হর্ম্ম্য করিতে নির্ম্মাণ।
লভিতে অতুল বল হয় হস্তী যান॥
বাসনার পরে পরে বাসনা-লহরী।
হৃদয়-রাজত্ব লবে অধিকার করি॥
বহিবে প্রবৃত্তি-স্রোত ক্রমে খরতর।
উদ্যম আসক্তি কর্ম্মে হবে গুরুতর॥
তখন ভরতর্ষভ! হইবে সময়।
রজোগুণ হৃদে যবে বিবর্দ্ধিত হয়॥ ১২
শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশে প্রবৃত্তি না থাকে।
বিচার-ক্ষমতা লোপ করে অবিবেকে॥
করিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম না থাকে আগ্রহ।
উদ্যম হারায় জীব না থাকে উৎসাহ॥
নিদ্রা তন্দ্রা আলস্যের হয় অধিকার।
বিপরীত বুদ্ধি আনে মোহের বিকার।
তখন কুরুনন্দন! হইবে সময়।
তমোগুণ হৃদে যবে বিবর্দ্ধিত হয়॥ ১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (বৃদ্ধিং প্রাপ্তে) [সতি] দেহভৃৎ (জীবঃ) প্রলয়ং (বিনাশং) যাতি তদা উত্তমবিদাং (উত্তমান্ হিরণ্যগর্ব্ভা-দীন্ বিদন্ত্যুপাসতে ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং মহদাদিতত্ত্বজ্ঞানাং) অমলান্ (প্রকাশময়ান্ রজস্তমোরহিতান্) লোকান্ (সুখোপভোগস্থানবিশে-ষান্) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)। ১৪

—*—

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। রজসি [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত-লোকেষু) জায়তে তথা তমসি [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলীনঃ [সন্] মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিযোনিষু) জায়তে। ১৫

ভাবার্থ—

হৃদয়েতে সত্ত্বগুণ হইলে বর্দ্ধিত।
দেহীর বিচ্ছেদ হলে দেহের সহিত ॥
মরণ-উত্তর কালে সে জন নিশ্চয়।
পাপ-তাপ-পরিশূন্য শুভ লোক পায় ॥
মহদাদি তত্ত্বজ্ঞানে মহাজ্ঞানিগণ।
যেই দেবভোগ্য-লোকে করে বিচরণ ॥
আজীবন সত্ত্বগুণ-বিরোধি-কর্ম্মেতে।
থাকি কেহ লিপ্ত, যদি অন্তিম কালেতে।
অনুতপ্ত-হৃদে করে সত্ত্বগুণাশ্রয়।
সেই শুভলোক সেও পাইবে নিশ্চয় ॥ ১৪
দেহ হতে প্রাণ যবে করিবে প্রয়াণ।
সে সময় রজোগুণ হলে বলবান্ ॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং॥ ১৬

ব্যাখ্যা। সুকৃতস্য (শোভনস্য কৃতস্য পুণ্যস্যেত্যর্থঃ সাত্ত্বিকস্য বা) কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং (প্রকাশবহুলং সুখং) সাত্ত্বিকং ফলং আহুঃ রজসস্তু ফলং দুঃখং (দুখবহুলং অল্পসুখং, কার্য্যস্য কারণানুরূপ্যাদ্ দুঃখপ্রচুরং, কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থঃ) তমসঃ ফলং অজ্ঞানং (মূঢ়ত্বং) [আহুঃ]। ১৬

কর্ম্মাসক্তি-পরিপূর্ণ মানবের কুলে।
জন্ম লাভ করে জীব জন্মান্তর কালে॥
শ্রুতি-স্মৃতি-সুবিহিত অথবা নিষিদ্ধ।
কর্ম্মকাণ্ডে রত থাকে রজোগুণবৃদ্ধ॥
সেই মত তমোগুণ-প্রাবল্যে যখন।
দেহীতে দেহেতে ঘটে বিচ্ছেদ-ঘটন॥
সে দেহী নিশ্চয় পায় পুনর্জ্জন্মকালে।
নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম তমোগুণ ফলে॥ ১৫
দান-ধর্ম্ম-পুণ্যকর্ম্ম-পরায়ণগণ।
পরিণামে সত্ত্বফল অধিকারী হন॥
জ্ঞানানন্দ-পরিপূর্ণ পরম উৎকৃষ্ট।
লভি সুদুর্লভ জন্ম পূর্ণ হয় ইষ্ট॥
রজোগুণে কর্ম্মমার্গগামী হয় যারা।
বহু-দুঃখ অল্প-সুখফল পায় তারা॥
অন্ধকারে পথহারা পথিকের প্রায়।
ঘুরে সে দুরাশা সনে সুখের আশায়॥
কখন বিজলি সম সুখ দেখা দিয়া।
দ্বিগুণ দুঃখেতে তার তপ্ত করে হিয়া॥
তমোগুণ-প্রণোদিত হইয়া যাহারা।
জীবন যাপন করে, জগতে তাহারা।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতো হজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। সত্ত্বাৎ জ্ঞানং (প্রকাশরূপং জ্ঞানং) সংজায়তে (সমুৎপদ্যতে) রজসঃ লোভঃ (বিষয়কোটিপ্রাপ্ত্যা অপি নিবর্ত্তয়িতুমশক্যো হভিলাষবিশেষঃ) এব চ [সম্ভবতি] তমসঃ প্রমাদমোহৌ অজ্ঞানং এব চ ভবতঃ। ১৭

উন্নতি অযোগ্য সদা অজ্ঞান আচ্ছন্ন।
লাভ করে নীচ যোনি দুঃখ-পরিপূর্ণ॥
আহার মৈথুন ভয় নিদ্রানুসরণ।
জানে মাত্র, নাহি জানে উন্নতি কি ধন॥
নাহি হয় তাহাদের জ্ঞানের সংযোগ।
সর্ব্ব সুখবিরহিত-ফল করে ভোগ॥ ১৬
সত্ত্বগুণে নষ্ট করে অজ্ঞান আঁধার।
সত্ত্বগুণে নষ্ট করে মনের বিকার॥
সত্ত্বেতে বস্তু-বিবেক করে বলবান্।
সত্ত্বজ্ঞানালোকে চিত্ত করে জ্যোতিষ্মান্॥
রজোগুণে বৃদ্ধি করে বিষয়-পিপাসা।
ভোগে নাহি ক্ষয় হয়, বৃদ্ধি হয় আশা॥
সসাগরা বসুন্ধরা ধন জন মান।
না পারে লোভের ক্ষুধা করিতে নির্ব্বাণ॥
তমোতে বস্তু বিচার করিতে না দেয়।
তমঃ অভিভূত করে আলস্য নিদ্রায়॥
তমঃ সত্ত্বরতা নাশে কর্ম্ম-সম্পাদনে।
অজ্ঞানতা বিবর্দ্ধিত করে তমোগুণে॥ ১৭

ঊৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ) ঊৰ্দ্ধং (দেবাদিলোকং) গচ্ছন্তি রাজসাঃ (রজোগুণবৃত্তিস্থাঃ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণান্বিতাঃ) তামসাঃ অধোগচ্ছন্তি (পশ্বাদিষু জায়ন্তে)। ১৮

—※—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সো হধিগচ্ছতি॥ ১৯

ব্যাখ্যা। যদা (যস্মিন্ কালে) দ্রষ্টা (বিবেকী) গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং

ভাবার্থ—

সত্ত্বগুণশালী লোক ঊৰ্দ্ধগতি পায়।
দেহান্তে তাহারা পিতৃদেব-লোকে যায়॥
ক্রমে ক্রমে সত্যলোকে করিয়া গমন।
ক্রমোন্নতি পথে মোক্ষফল প্রাপ্ত হন॥
রজোগুণবান্ লোক, হ'লে দেহান্তর।
পুনঃ পরিগ্রহ করে নর কলেবর॥
তাহারি অধম কিম্বা উত্তম যোনিতে।
সত্ত্বগুণ পরিমাণে জনমে জগতে॥
নাহি হয় তাহাদের পরম উন্নতি।
অথবা না পায় তারা হেয় অধোগতি॥
তমোগুণান্বিত জীব নিজ কর্ম্ম দোষে।
ঘৃণিত ইতর যোনি পায় দেহ শেষে॥
অজ্ঞান জনিত দোষে অধোগতি হয়।
ত্রিগুণের গুণাগুণ এই ধনঞ্জয়॥ ১৮

ন অনুপশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং (ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণং) [আত্মানং] বেত্তি [তদা] সঃ মদ্ভাবং (ব্রহ্মত্বং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তো হমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

ব্যাখ্যা। দেহী দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোদ্ভবকারণভূতান্) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য (অতিক্রম্য) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (সম্বন্ধরহিতঃ) [সন্] অমৃতং (পরমানন্দমোক্ষং) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)। ২০

ভাবার্থ—

যে জন বিবেক-নেত্রে করে দরশন।
ত্রিগুণ ঘটায় যত সংসার বন্ধন ॥
গুণেরি প্রাবল্যে কিম্বা উচ্চ নীচতায়।
ভাল মন্দ নানা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় ॥
বিচ্ছিন্ন হইলে এই গুণের বন্ধন।
ছিন্ন ভিন্ন কর্ম্মপাশ হইবে তখন ॥
অতএব গুণ বিনা নাহি কর্ত্তা আর।
পরমাত্মা গুণাতীত সর্ব্ব-বস্তু-সার ॥
সার্থক দর্শন তার সে জন নিশ্চয়।
মৎস্বরূপতা, ব্রহ্মভাব মোক্ষ পায় ॥ ১৯
গুণত্রয় হতে এই দেহের উদ্ভব।
গুণত্রয় করে যত কর্ম্মের প্রসব ॥
এই তত্ত্ব অবগত হইয়া যে জন।
বিবেকের বলে করে সম্যক্ দর্শন ॥
উপলব্ধি করি সার, অসার হইতে।
জীবকে বিমুক্ত করে গুণ-বন্ধ হতে ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো!।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

ব্যাখ্যা। হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) ভবতি কিমাচারঃ (কঃ আচারঃ অস্য) কথং (কেন প্রকারেণ) চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে (অতিক্রামতি)। ২১

—*—

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

অপকৃষ্ট তমঃ কিম্বা রজঃ সত্ত্বগুণে।
অক্ষম যাহার জ্ঞান-নেত্র আবরণে ॥
বিমুক্ত হইয়া মায়া মোহ অন্ধকার।
জন্ম মৃত্যু জরা হতে সেই হয় পার ॥
নির্ব্ব্যাধি হইয়া পার্থ! তখন সে জন।
পরম-অমৃত-মোক্ষ করে উপার্জ্জন ॥ ২০

অর্জ্জুন কহিলেন—

বিবেক-জ্ঞান প্রভাবে গুণের বন্ধন।
ছেদিতে সমর্থ হন যে যে মহাজন ॥
বল প্রভো! তাঁহাদের চিহ্ন কি প্রকার।
কি লক্ষণ গুণাতীত জ্ঞানী মহাত্মার ? ॥
কোন্ কোন্ সদাচার করি আচরণ।
এমন প্রার্থিত দশা তাঁরা প্রাপ্ত হন্ ? ॥
কোন্ কোন্ নিষ্ঠা, কোন্ সাধনার বলে।
গুণাতীত হওয়া যায় এ মহীমণ্ডলে ? ॥
তুমি হে পরম প্রভু অনন্য-শরণ।
কর অনুগত-শিষ্য-মানস-পূরণ ॥ ২১

ব্যাখ্যা। হে পাণ্ডব! প্রকাশং (সত্ত্ব কার্য্যং) চ প্রবৃত্তিং (রজঃ-কার্য্যং) চ মোহং (তমঃকার্য্যং) এব চ সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ প্রবৃত্তানি) ন দ্বেষ্টি (হিনস্তি) নিবৃত্তানি (বিনষ্টানি) ন কাঙ্ক্ষতি (কাময়তে)। ২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

ব্যাখ্যা। যঃ উদাসীনবৎ (সাক্ষিতয়া) আসীনঃ (স্থিতঃ) গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ) ন বিচাল্যতে (বিচলিতো ভবতি) গুণা বর্ত্তন্তে (গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্ম্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেক-জ্ঞানেন) ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি (তুষ্টমবতিষ্ঠতে) ন ইঙ্গতে, (চলতি. স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ) [সঃ গুণাতীত উচ্যতে]। ২৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

প্রকৃতির বশ ক্রমে হয় যে সময়।
প্রকাশ-আত্মক সত্ত্বগুণের উদয়॥
অথবা আপনা হ'তে হয় বলবতী।
রজোগুণ-তাড়নায় কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি॥
অথবা আলস্য নিদ্রা আসিয়া যখন।
স্বতঃ পরকাশে তমো গুণের লক্ষণ॥
তাহাদের সঙ্গজাত-সুখ-আকাঙ্ক্ষায়।
লোলুপ যাহার মন কখন না হয়॥
অথবা হইলে পরে দুঃখ-সংঘটন।
বীতরাগ নহে তায় যে জনের মন॥
অর্থাৎ ত্রিগুণ-জাত সুখ দুঃখ আদি।
অবিকৃত-দরশনে দেখে নিরবধি॥ ২২
এক দিকে উচ্চজ্ঞান সত্যের স্বরূপ।
অন্য দিকে অতি তুচ্ছ অজ্ঞানতা রূপ॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। সমদুঃখসুখঃ (সমে দুঃখসুখে যস্য সঃ) স্বস্থঃ (স্বরূপ এব স্থিতঃ) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (সমানি তুল্যানি মৃৎপিণ্ডপ্রস্তরসুবর্ণানি যস্য সঃ) তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যে সমে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সঃ) ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ নিন্দাত্মসংস্তুতী দোষগুণকীর্ত্তনে তে তুল্যে যস্য সঃ) মানাপমানয়োঃ (মানে ঽপমানে চ) তুল্যঃ মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষে ঽরিপক্ষে চ) তুল্যঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ আরম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) সঃ (সাধকঃ) গুণাতীতঃ উচ্যতে। ২৪।২৫

এতদুভয়ের মধ্যে হ'য়ে অবস্থিত।
উদাসীন সম যিনি আসীন সতত ॥
অবিরত গুণগণ প্রকৃতির ধর্ম্মে।
নিয়োজিত আপনার নিয়মিত কর্ম্মে ॥
বস্তুতঃ গুণের কিম্বা কর্ম্মের সহিত।
নাহিক আত্মার কোন সম্বন্ধ নিশ্চিত ॥
জানিয়া এ তত্ত্ব নিজ বিবেক-বিজ্ঞানে।
নাহি হয় বিচলিত ত্রিগুণের গুণে ॥ ২৩
সুখ সমাগমে কিম্বা দুঃখের সম্পাতে।
সমভাব প্রিয়াপ্রিয় ইষ্টানিষ্ট পাতে ॥
আপনার অসামান্য ধীশক্তির গুণে।
সতত সক্ষম সত্যাসত্য নির্ব্বাচনে ॥
চারিদিকে ঘোরতর নিন্দার নিশান।
প্রশংসা সংবাদ কিম্বা, যার সম জ্ঞান ॥

মাঞ্চ যো হব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

ব্যাখ্যা। যঃ চ মাং অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিকেন) ভক্তিযোগেন সেবতে স এতান্ সমতীত্য (অতিক্রম্য) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়) কল্পতে (সমর্থো ভবতি)। ২৬

মনুজ সমাজে মান অপমান আর।
তুল্যরূপ ভার ধরে তুলাদণ্ডে যার॥
যে চক্ষে অরাতি পক্ষ করে দরশন।
সেই চক্ষে মিত্রপক্ষ যে করে দর্শন॥
জীবন ধারণ-দ্রব্য আয়োজন ভিন্ন।
নাহি যার কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান অন্য॥
ওহে পাণ্ডুকুলমণি! শুন সুনিশ্চয়।
সেই জন গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হয়॥ ২৪।২৫
সে পদবী পাইবার পরম সাধন।
একমাত্র ভগবদ্‌ভক্তিরূপ ধন॥
করনা যতই কর্ম্ম যতই সাধনা।
ভক্তি বিনা ব্রহ্মভাব কিছুতে মিলেনা॥
ভক্তির তুলনা নাই ভক্তি অপ্রমেয়।
ভক্তি ভিন্ন অনুষ্ঠান সকলিই হেয়॥
বিনা ঐকান্তিকী ভক্তি বল কে কোথায়।
ব্রহ্ম ভাব মোক্ষ লাভে অধিকারী হয়?॥
পরিহরি অন্য কর্ম্ম, নিখিল সংসার।
শ্রীমধুসূদন-সেবা প্রিয় কার্য্য যার॥
যে কর্ম্মেতে প্রীত হন শ্রীনন্দনন্দন।
সে কর্ম্ম যে প্রাণপণে করে সম্পাদন॥

হৃদিপটে মূর্ত্তি তাঁর অঙ্কিত করিয়া।
দিবা নিশি ধ্যানে রত চিত সমর্পিয়া॥
বিশ্বময় সমুদয় বস্তুর বিকাশে।
অনল-বিজলি-রবি শশী পরকাশে॥
যে জন সচ্চিদানন্দ জ্যোতিঃ নিরমল।
হেরি আত্মহারা হয় আনন্দে বিহ্বল॥
সপ্তস্বরা-বীণা-বেণু-বাদিত্র-ঝঙ্কারে।
কোকিল-কাকলী অলি গুণ গুণ স্বরে।
কল্লোলিনী-কলকলে, পবন হিল্লোলে।
উত্তাল নীলাম্বু-নিধি গভীর কল্লোলে।
প্রেমময় পরব্রহ্ম প্রেমগুণ গান।
নিয়ত যে জন পার্থ! শুনিবারে পান॥
চারিদিকে বিশ্বশিল্পি-রচনা-কৌশল।
নিরখি নয়নে, হয় বিস্ময়-বিহ্বল॥
বিশাল বিশ্বেতে পঞ্চ ভূতের প্রপঞ্চে।
হেরি সে মহামহিম মহিমার মঞ্চে॥
প্রেমানন্দে নৃত্য করে অন্তর যাহার।
দর দর প্রেমধারা বহে অনিবার॥
বাহির-অন্তর-স্থিত ইন্দ্রিয় নিচয়।
মন্ত্রমুগ্ধ-ফণি-সম স্থির হয়ে রয়॥
ভাবিয়া সে ভাবময়-ভাবের ব্যাপার।
বিভোর হইয়া থাকে ভাবেতে তাঁহার॥
অঙ্গ সঞ্চালন হলে পাছে চিত চলে।
এই ভয়ে আঁখি-পাতা ফেলে কি না ফেলে॥
তৈলধারা যে প্রকার বহে অবিচ্ছিন্ন।
ভক্তি যার ভগবানে সেই ভাবাপন্ন॥
সে হৃদয়ে কৃতান্তের নাহি অধিকার।
কেমনে থাকিবে তথা গুণের সঞ্চার॥

পরিণামে পরিহরি বিনশ্বর দেহ।
সে মহাত্মা মোক্ষ পাবে নাহিক সন্দেহ ॥
জ্ঞান, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের অধীন।
ভক্তি কিন্তু গুণাতীত জেন চিরদিন ॥
শিশু মূক প্রভৃতির জ্ঞান তামসিক।
দেহ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধরে রাজসিক ॥
কৈবল্য সাত্ত্বিক জ্ঞান পরমাত্মতত্ত্ব।
আমাতে ভক্তের নিষ্ঠা নির্গুণ সতত ॥
তামসিক কর্ত্তা হয় সদা স্মৃতিভ্রষ্ট।
রাজসিক কর্ত্তা হয় বিষয়ে নিবিষ্ট ॥
সত্ত্বগুণময় কর্ত্তা সঙ্গাদি রহিত।
গুণাতীত কর্ত্তা ভক্ত আমারি আশ্রিত ॥
অধর্ম্মে তামস শ্রদ্ধা ধর্ম্ম জ্ঞান করে।
রাজস লৌকিক কর্ম্মে শ্রদ্ধা সদা ধরে ॥
সাত্ত্বিকের শ্রদ্ধা হয় আত্ম বিষয়েতে।
নির্গুণ ভক্তের শ্রদ্ধা কেবল আমাতে ॥
দ্যূতময়-হীনস্থান তামস-আবাস।
বিষয়-সঙ্কুল গ্রাম রাজসের বাস ॥
নির্জ্জন বনেতে বাস সাত্ত্বিকেতে করে।
নির্গুণ ভক্তের বাস আমারি মন্দিরে ॥
তামসিক সুখ হয় মোহ দৈন্য-জাত।
রাজসিক সুখ হয় বিষয় জনিত ॥
আত্মজ্ঞান-জাত সুখ সাত্ত্বিক অর্জ্জুন!।
ভগবৎ চিন্তা-সুখ সতত নির্গুণ ॥
জ্ঞানের সহিত আসি মিলিবে যখনি।
ভক্তির এ রূপ স্ফূর্ত্তি জানিও তখনি ॥
ত্রিগুণের গুণাগুণ করি অতিক্রম।
ব্রহ্মভাব লাভে জীব হইবে সক্ষম ॥ ২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ব্যাখ্যা। হি অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা, ঘণীভূতং ব্রহ্মৈবাহং, যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) অব্যয়স্য (অবিকারিণঃ) চ শাশ্বতস্য (নিত্যস্য) ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য (অব্যভিচারিণঃ) সুখস্য (আনন্দরূপস্য) চ [প্রতিষ্ঠা ভবামীতি শেষঃ]। ২৭

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়-
বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

—:—

ভাবার্থ—

বিনাশ বিহীন আত্মা নাহি পরিণাম।
অনন্ত-সুখ-নিবাস নিত্য-সত্য-ধাম ॥
সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে নাহি ব্যভিচার।
অক্ষয় অব্যয় যিনি মোক্ষের আধার ॥
এ ব্রহ্ম প্রতিমা যদি সম্ভবিত হয়।
আমি সেই ঘনীভূত ব্রহ্ম ধনঞ্জয়! ॥
তাই ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে জীবে।
কায়মন-বাক্যে যদি আমাকেই সেবে ॥
ভাগ্যবান্ তার সম আছে কোন্ জন।
পরব্রহ্ম প্রাপ্তি তার কে করে বারণ? ॥ ২৭

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

ব্যাখ্যা। [সংসারং] ঊর্দ্ধমূলং (ঊর্দ্ধং উত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং উৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তং, বা ঊর্দ্ধং মূলং কারণং যস্য তং) অধঃশাখং (অধঃ অর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে, তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তং, বা অর্ব্বাচীনাঃ শাখাঃ জীবরূপাঃ যস্য তং) অশ্ব-

---

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই যে সংসার।
অব্যয়, অশ্বত্থ নাম জানিও ইহার॥
অশ্বত্থের মূল যথা সুদূর-প্রোথিত।
শাখা প্রশাখাদি শূন্যে বহু প্রসারিত॥
তেমতি সংসার মূল বহুদূরস্থিত।
পরম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-সমুদ্ভূত॥
পরন্তু পার্থক্য এই আছে তাহাদের।
অধোতে অশ্বত্থ-মূল ঊর্দ্ধে সংসারের॥
যে রস কর্ষণে ধরে অশ্বত্থ জীবন।
সে রস ধরণী করে গর্ভেতে ধারণ॥

খং (ন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তং অপি স্থাস্যতি ইতি তং) [শ্রুতয়ঃ] অব্যয়ং (প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাদব্যয়ং, মায়াময়ং অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ বা অয়ং সংসারবৃক্ষো হব্যয়ঃ) প্রাহুঃ (কথয়ামাসুঃ) ছন্দাংসি (ছাদনাদস্য ঋগ্‌যজুঃ সামলক্ষণানি) যস্য (সংসারবৃক্ষস্য) পর্ণানি (পর্ণানীব পত্রস্বরূপাণি) তং (সংসাররূপমশ্বত্থং) যঃ বেদ (জানাতি) সঃ বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ)। ১

তাই অশ্বত্থের মূল রসের আশায়।
অন্য দিক পরিহরি ভূগর্ব্বেই ধায়॥
সংসার পাদপ কিন্তু তার বিপরীত।
পরব্রহ্ম-মায়াশক্তি-প্রভাবে সৃজিত॥
তাহা হ'তে সুরক্ষিত তাহা হ'তে পুষ্ট।
তাই এ সংসার-মূল ঊর্দ্ধে সন্নিবিষ্ট॥
আর তার কাণ্ড শাখা কোটর কি পত্র।
নিম্নদেশে অবস্থিত যত কর্ম্মক্ষেত্র॥
তাই এ সংসার রূপ বৃক্ষ ধনঞ্জয়!।
অধঃ-শাখ এই নামে অভিহিত হয়॥
অপর পার্থক্য আছে অশ্বত্থের সনে।
অশ্বত্থ ক্ষণ-বিধ্বংসী মরে অল্পদিনে॥
অনন্ত কালের সহ করিলে তুলনা।
ইহার অস্তিত্ব কল্য প্রভাতে রবে না॥
কিন্তু কত বর্ষ যুগ হ'ল অবসান।
সংসার সমান ভাবে আছে বর্ত্তমান॥
আসিল শরৎ শীত গ্রীষ্ম কতবার।
দেখা দিয়া পলাইয়া গেল কতবার॥
কত বার দিনমণি গগনে উদিল।
কত বার নিশানাথ আসি দেখা দিল॥

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

ব্যাখ্যা। তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিঃ জলসেচনৈরিব যথাযথং বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লব-স্থানীয়া যাসাং তাঃ শব্দস্পর্শাদিপল্লববিশিষ্টাঃ) শাখা অধঃ (পশ্বাদি-যোনিষু) চ ঊর্দ্ধং (মনুষ্যেভ্যঃ এব উপরি দেবাদিযোনিষু হিরণ্যগর্ভ-পর্য্যন্তং) চ প্রসৃতাঃ (বিস্তারং গতাঃ) মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি

অনন্ত কালের স্রোতে তৃণের মতন।
আসি দেখা দিল কত জীব অগণন॥
রঙ্গ-ভূমে রঙ্গ করি করিল প্রস্থান।
সংসার সমান কিন্তু আছে বর্ত্তমান॥
সংসারের আদি কিম্বা অন্ত মিলা ভার।
দিয়াছে অব্যয় নাম তাইত তাহার॥
বৃক্ষ সম সংসারের ব্যাপার নিচয়।
সুবিপুল তার মূল প্রোথিত মায়ায়॥
বুদ্ধি রূপ স্কন্ধ তার ইন্দ্রিয় কোটর।
আকাশাদি মহাভূত শাখা সুবিস্তার॥
ঋক্ সাম যজুরাদি বেদ চতুষ্টয়।
বিশাল সংসার বৃক্ষ পর্ণ সম হয়॥
এই বেদ রূপ পত্র আশ্রয় যে করে।
বেদের তত্ত্বজ্ঞ বলি জানিও তাহারে॥ ১
অধোভাগে অবস্থিত এই যে ভূলোক।
ঊর্দ্ধ পথে ভুব হতে যথা সত্যলোক॥
সপ্তলোকে সমভাবে আছে প্রতিষ্ঠিত।
সংসার-পাদপ-শাখা-প্রশাখাদি যত॥
ত্রিগুণ জল সেচনে বৃদ্ধি করে তায়।
শোভিছে বিষয় তাহে নব কিশলয়॥

(পশ্চাৎ কর্ম্মজনকানি কর্ম্ম এব অনুবন্ধি উত্তরভাবি যেষাং তানি) মূলানি অধঃ চ (চ শব্দাৎ ঊর্দ্ধঞ্চ) অনুসন্ততানি (বিরূঢ়ানি অনুপ্রবিষ্টানি, মুখ্যং মূলং ঈশ্বর এব ইমানি তু অন্তরালানি মূলানি তত্তৎ ভোগবাসনালক্ষণানি)। ২

—*—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্ত্বা॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪

ব্যাখ্যা। ইহ (সংসারে) তস্য (সংসারবৃক্ষস্য) রূপং (যাথার্থ্যং) ন উপলভ্যতে (জ্ঞায়তে) তথা অন্তঃ (অবসানং) ন আদিঃ চ ন সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) চ ন এনং সুবিরূঢ়মূলং (সু সুষ্ঠু বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি

নবীন পল্লবে যথা মন মুগ্ধ করে।
বিষয়-বাসনা তথা মজায় জীবেরে॥
কালেতে প্রবাল ধরে শাখা-রূপ যথা।
বাসনা ও পরিণত জন্মান্তরে তথা॥
তার পরিসর ক্রমে হয়ে প্রসারিত।
দেব হ'তে পশু যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত॥
অবান্তর মূল যথা চারিদিক হ'তে।
বিস্তৃত হইয়া ক্রমে পড়ে দৃষ্টিপথে॥
তথা এ সংসার বৃক্ষ বাহ্য মূলাকারে।
বাসনা সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে॥
ইহলোকে এই কর্ম্ম সাধনের স্থানে।
বাসনাই বাঁধে জীবে কর্ম্মের বাঁধনে॥ ২
শুনিয়াছ ধনঞ্জয় লোক মুখে বলে।
গন্ধর্ব্ব নগর কথা গগন মণ্ডলে?॥

মূলানি যস্য তং অত্যন্তবদ্ধমূলং) অশ্বত্থং দৃঢ়েন (সম্যগ্ বিচারেণ) অসঙ্গশস্ত্রেণ (অসঙ্গঃ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ) ছিত্ত্বা (পৃথক্ কৃত্বা) ততঃ (পশ্চাৎ) তৎ পদং (বস্তু) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষ্টব্যং) যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি (আবর্ত্তন্তে) যতঃ পুরাণী প্রবৃত্তিঃ (সংসারবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ) প্রসৃতা (বিস্তৃতা) তং এব আদ্যং (আদিকারণং) পুরুষং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি)। ৩।৪

উত্তপ্ত বালুকা-পূর্ণ মরুভূমি পরে।
দেখেছ কি যথা মৃগমরীচিকা চরে ? ॥
দেখেছ কি যাদুকরে করিতে কখন।
বিদ্যাবলে করতলে পর্ব্বত স্থাপন ? ॥
অথবা স্বপন যোগে হয়েছ কি প্রাপ্ত।
অমরাবতীর সুখ কল্পনা-অতীত ? ॥
শুনে থাক ! দেখে থাক ! কিম্বা পেয়ে থাক।
প্রাচীন সে স্মৃতি তবে একবার ডাক ॥
হৃদি পটে চিত্র তার অঙ্কিত করিয়া।
সংসারের চিত্র সহ দেখ মিলাইয়া ॥
সুশোভন এ সংসার মাত্র কাল্পনিক।
মায়াময় সমুদয় অসার অলীক ॥
ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বিশেষণ নানা।
কেবল ইহার হয় রূপক বর্ণনা ॥
সংসারের অবসান করিতে নির্ণয়।
সাধ্য নাই, সবে তাই অন্তহীন কয় ॥
অথবা ইহার আদি কেহ নাহি জানে।
ভাবিতে মানব-মন পরাভব মানে ॥
এই যে প্রকাণ্ড কাণ্ড শাখা পত্র সহ।
সপ্ত লোকে ব্যাপ্ত হয়ে মহামহীরুহ।

শোভিছে সম্মুখে তব নয়ন-নন্দন।
মূল তার জানিবারে পারে কোন্ জন॥
কোথা সে পরম বীজ যে বীজ হইতে।
এ হেন মহান্ তরু পারে সম্ভবিতে॥
কি রূপে, কি ভাবে, কার, কোন্ প্রয়োজন
সাধিতে এ তরুবর লয়েছে জনম॥
কোথা বা প্ররোহ-ভূমি বপন কে করে।
এ সংসার মহাবৃক্ষ কোন্ ফল ধরে॥
এ সকল তত্ত্ব লওয়া নহে সুখ-সাধ্য।
তত্ত্বজ্ঞান বিনা কা'র নাহি আছে সাধ্য॥
আদি অন্ত নিরূপণ সুকঠিন যথা।
নির্ণয় সহজ নয় স্থিতিকাল তথা॥
মূল তার মহত্তত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।
নাহি হয় রূপান্তর কিম্বা বিচলিত॥
নিপাতন দূরে থাক্, শিথিল করণে।
প্রলয়ের ঝটিকায় পরাজয় মানে॥
মূলের দূরত্ব তার করিতে নির্ণয়।
যতনে বসিয়া যত যোগী ঋষি চয়।
সাধের মানব জন্ম করিছে ক্ষেপণ।
তথাপি না হয় তার অন্ত নিরূপণ॥
কাটিয়া এ সুকঠিন মায়ার বিটপী।
ব্রহ্ম লাভ নরে করে বাসনা যদ্যপি।
বলো তারে জ্ঞানোন্নতি করিয়া বিধান।
ধরিতে সুদৃঢ় করে বৈরাগ্য কৃপাণ॥
দারা-সুত-মমতায় ধন-জন-মানে।
নশ্বর-বিশ্বাস রূপ পাষাণ ঘর্ষণে।
করিয়া শাণিত এই অসঙ্গ-কুঠার।
ছেদন করে সে জন মায়ার সংসার॥

ব'লো তারে তার পরে করিয়া যতন।
অব্যয় পরম পদ করে অন্বেষণ॥
যেই নিরাময় স্থানে গেলে এক বার।
আবর্ত্তন মানবের নাহি ঘটে আর॥
জন্ম-মৃত্যু-অধিকার নাহিক যেখানে।
যেখানে যাইলে জীব পড়েনা বন্ধনে॥
যেখানে নাহিক কোন রোগ শোক ভয়।
সমুদিত সদা সুখ-সবিতা যথায়॥
নিয়ত বহিছে যথা আনন্দ লহরী।
লয় যেন জীব তাহা অন্বেষণ করি॥
নতুবা সংসার-বৃক্ষে আসক্তি থাকিতে।
পরম পদের পথ পাবেনা দেখিতে॥
শুভাশুভ যত কার্য্য কর অনিবার।
এক শাখা হতে যাওয়া শাখান্তরে তার॥
পরিণাম আশা কোন নাহিক কখন।
নেত্র-বদ্ধ-বলদের ঘূর্ণন যেমন॥
সে পথ দেখিতে যদি বাঞ্ছা কেহ করে।
শ্রীহরি শরণ যেন লয় সকাতরে॥
দয়াময় দীনবন্ধু অনুকম্পা বিনা।
সংসারে নিস্তারে আর নাহি সম্ভাবনা॥
ভক্তি-বিগলিত চিতে ভাসি নেত্রনীরে।
আর্ত্তস্বরে যেন আত্ম-নিবেদন করে॥
"কোথা হে! আদিপুরুষ! অনন্ত অব্যয়!।
কোথা সর্ব্বশক্তিমন্! সবার আশ্রয়!॥
কোথা সত্য সনাতন! করুণা-জলধে!।
কারণ-কারণ! কোথা হে বিধির বিধে!॥
প্রবীণ সংসার-বৃক্ষ নামে অভিহিত।
এই সনাতনী সৃষ্টি তোমা হতে জাত॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

ব্যাখ্যা। নির্ম্মানমোহা (মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যঃ তে মানমোহবর্জ্জিতাঃ) জিতসঙ্গদোষাঃ (সঙ্গ এব দোষঃ সঙ্গদোষঃ জিতঃ সঙ্গদোষো যৈ স্তে ত্যক্তসর্ব্বসঙ্গাঃ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানালোচনে তৎপরাঃ) বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষতো নির্লেপৈন নিবৃত্তাঃ কামা যৈষাং তে নিবৃত্তবিষয়কামনাঃ) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখাভিধৈঃ) দ্বন্দ্বৈঃ (শীতোষ্ণৈঃ, প্রিয়াপ্রিয়াদিভিঃ) বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ (বিবেকিনঃ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫

—*—

অসীম অনন্ত-ব্যাপী কত কাল ধরে।
তোমার ব্যবস্থা মাত্র বহিতেছে শিরে ॥
তুমি হে বিশ্বের কেন্দ্র বিশ্বের সহায়।
তাই নাথ! লইলাম তোমার আশ্রয়" ॥ ৩।৪
এ ভাবে যে ভক্ত লয় শরণ আমার।
কৃপা করি আমি হই সহায় তাহার ॥
সমাজে পাইতে পূজা কিম্বা উচ্চস্থান।
ব্যাকুল না হয় আর লভিতে সম্মান ॥
জ্ঞানের উন্মেষে হয় মোহ অপগত।
প্রমাদ আলস্য ভ্রম হয় তিরোহিত ॥
ধন-জন-সুত্রী-দারা-সুত-মায়াসূতে।
আসঙ্গ-লিপ্সাতে তারে পারে না বাঁধিতে ॥
আপাত-মধুর যত বিষয়-নিকর।
পরিহরি তাহার সে মনো-মধুকর।
চির-পরিমল-পূর্ণ পাদপদ্ম তরে।
তখন লোলুপ হয়ে সতত বিহরে ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

ব্যাখ্যা। তৎ (পদং) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ ন যৎ (ধাম) গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে (আবর্ত্তন্তে) তৎ মম পরমং ধাম (পরমবিষ্ণোর্ম্মম পদং)। ৬

নিত্য সত্য চিরস্থায়ী প্রেম-সুধাপানে।
হইয়া ব্যাকুল-চিত ধায় তার পানে ॥
জীবাত্মার সদ্গতির করিতে উপায়।
আত্মজ্ঞান লাভ হেতু আকুল সে হয় ॥
সে হৃদয়ে ভোগ-সুখ-কামিনী-কাঞ্চন।
কামনা নাহিক পায় স্থান কদাচন ॥
যে প্রেমে বিরক্তি আছে, মিলনে বিচ্ছেদ।
যে সুখে অসুখ আছে, যে অভেদে ভেদ ॥
যে প্রণয়ে অপ্রণয়, জয়ে পরাজয়।
যে স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্য আছে, যে বৃদ্ধিতে ক্ষয় ॥
যে সুধা গরল হয়, যে শৈত্যেতে তাপ।
যে রাগে বিরাগ আছে, পুণ্য পরে পাপ ॥
যে আদরে কিছু পরে ঘটে অনাদর।
যে তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা আনি ঘটায় তৎপর ॥
যে শান্তি অশান্তি বলি অনুমিত হয়।
যে ভাবে অভাব আছে যে সাহসে ভয় ॥
যে আনন্দে পরিণামে হয় নিরানন্দ।
হইয়া তখন মুক্ত অসার এ দ্বন্দ্ব।
সারাৎসার নির্ব্বিকার পুরুষ রতন।
আত্মজ্ঞান বলে লাভ করে সেই জন ॥ ৫

ভাবার্থ—

তিমিরারি হরে বটে ধরণী-আঁধার।
নাহি সে পরম ধামে তার অধিকার॥
নহে সে মার্ত্তণ্ড তাপ প্রচণ্ড বিধায়।
প্রকাশিতে দিনকরে দিই না তাহায়॥
তা'হলে ত সুধাংশুর বাড়িত আদর।
প্রবেশ করিত গিয়া সে পুরী ভিতর॥
সুবিমল সুধাময় কিরণ প্রভায়।
করিত যে রমণীয় পুরী জ্যোতির্ম্ময়॥
তাহার ত অধিকার নাহিক সে স্থানে।
তবে কি বঞ্চিয়া রবি শশী দুই জনে।
ভাবিতেছ হুতাশনে দিয়াছি আসন।
বিষ্ণুর পরম পদ প্রকাশ কারণ॥
নহি! নহি! কা'র নাহি অধিকার তথা।
নাহি চাহি রবি, শশী, বহ্নি সহায়তা।
উজ্জ্বল করিতে তায়; সে যে অবিরত।
আপন প্রভায় নিত্য আছে প্রভান্বিত॥
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।
যাঁর তেজে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্ক নিকর॥
যাঁর অংশু লয়ে হাসে সুধাংশু কিরণ।
যাঁর তাপে এত তাপ ধরে হুতাশন।
যাঁহার বিকাশে করে বিশ্ব পরকাশ।
যাঁহার মননে করে তমোরাশি নাশ॥
যাঁর নাম স্মরণেতে অজ্ঞান মোচন।
তাঁর ধাম প্রকাশিতে কার প্রয়োজন॥
কোটি কোটি রবি শশী অনল প্রভায়।
পরাজয় মানে যায়, হলে সমবায়॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

ব্যাখ্যা। মম (পরমাত্মনঃ) এব সনাতনঃ (নিত্যঃ) অংশঃ জীবভূতঃ (জীবরূপঃ) [সন্] জীবলোকে (সংসারে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি) কর্ষতি (আকর্ষতি)। ৭

সেই নিত্য স্বপ্রকাশ চিচ্ছক্তি যথা।
রাজ-রাজেশ্বর-রূপে বিরাজেন তথা।
নাহি সাধ্য তমসার করিতে প্রবেশ।
নাহি তথা অজ্ঞানতা মলিনতা লেশ ॥
যে ধামেতে গেলে আর আসিতে না হয়।
সেই সে পরম ধাম মম ধনঞ্জয়! ॥ ৬
সত্য বটে সকলেই প্রলয় সময়।
ব্রহ্মের পরম পদে সমাগত হয় ॥
কিন্তু জ্ঞান-বিরহিত সেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি।
নাহি করে সে জীবের সংসার নিবৃত্তি ॥
যদিও পরম আত্মস্বরূপ আমার।
নিত্য অংশ জীব রূপ ধরে অনিবার ॥
কিন্তু সে জীবের দেহ-বিনাশ সময়।
ইন্দ্রিয় ও মন নাহি অকর্ম্মণ্য হয় ॥
প্রলয়ে প্রকৃতি কোলে সুপ্তেন্দ্রিয়গণ।
সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনঃ করি জাগরণ।
আপন সামর্থ্য মত পরমাত্মা হতে।
চিচ্ছক্তি আকর্ষণ করি বিধিমতে।
লয়ে সে জীবাত্মা এই সংসার তরঙ্গে।
জীব দেহে খেলা করে নানাবিধ রঙ্গে ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরঃ (দেহাদীনাং স্বামী) যৎ (যদা) শরীরং অবাপ্নোতি

অর্থাৎ বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত গুণত্রয়-।
সহ, সমাকৃষ্ট চিৎশক্তি যে সময়।
মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সহিত মিলিবে।
তখন জীবের পুনঃ আবর্ত্তন হবে॥
অতএব যতদিনে বিবেকের সহ-।
ব্রহ্মজ্ঞানে, না হইবে ইন্দ্রিয়সমূহ।
বিরত আপন কার্য্য করিতে সাধন।
ব্রহ্মে অবিছিন্ন লীন না হইবে মন॥
ততদিন শত শত হইলে প্রলয়।
নাহি তার ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ঘূর্ণন নিশ্চয়॥
জলাশয়ে যতদিন সলিলের স্থিতি।
ততদিন প্রতিবিম্ব করিবে বসতি॥
সলিল হইলে মুক্ত সরসী হইতে।
সে আধারে আর তারে পাবেনা দেখিতে॥
যার প্রতিবিম্ব তা'তে আসিবে ফিরিয়া।
সেই মত ধনঞ্জয়! দেখ বিচারিয়া॥
যে সকল উপাদান হইয়া মিলিত।
জীব ব্রহ্মে ভেদ ভাব করে সংঘটিত।
সে সকল উপাদান না থাকিলে পরে।
জীব ব্রহ্মে ভিন্ন ভাব থাকে কি প্রকারে॥
তখন জীবাত্মা মিলে পরমাত্মা সনে।
অন্যথায় যাতায়াত ঘুচিবে কেমনে॥ ৭
জীব যবে করে নব দেহকে গ্রহণ।
সে দেহের পূর্ব্বাবস্থাস্থিত সেই মন।

(গৃহ্লাতি) যৎ (যস্মাৎ শরীরাৎ) চ অপি উৎক্রামতি (নির্গচ্ছতি) বায়ুঃ আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ) গন্ধান্ ইব এতানি (ইন্দ্রিয়াণি) গৃহীত্বা সংযাতি। ৮

—ঃ—

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

ব্যাখ্যা। অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণং এব চ অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দস্পর্শাদিভোগান্) উপসেবতে (ভুঙ্‌ক্তে)। ৯

—*—

তথা ইন্দ্রিয়-নিকর লইয়া সহায়।
নব ভাবে করে সেই দেহকে আশ্রয় ॥
আবার যখন এই দেহের ঈশ্বর।
জীব, দেহ ত্যজি হয় গমনে তৎপর ॥
সে সময়ে সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন।
দেহ পরিহরি করে জীবানুসরণ ॥
ফুল্ল ফুলদল হ'তে মধুর সুগন্ধ।
কিম্বা বিগলিত-শব-জনিত দুর্গন্ধ।
আসিয়া মিশায় যথা অনিলের সনে।
আশয় পড়িয়া থাকে আপনার স্থানে ॥
সেরূপ ইন্দ্রিয় মন প্রয়াণ সময়।
জীবাত্মা সহিত চলে দেহ পড়ে রয় ॥ ৮
দেহাধারে জীব যবে করে বসবাস।
ঘ্রাণেন্দ্রিয় যোগে লয় নানাবিধ বাস ॥
রসনায় রস লয়, ত্বকে পরশন।
নয়নে দর্শন করে কর্ণেতে শ্রবণ ॥
সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে লইয়া।
নির্লিপ্ত হইয়া করে এ সকল ক্রিয়া ॥ ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

ব্যাখ্যা। উৎক্রামন্তং (দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং) স্থিতং (তিষ্ঠন্তং) বা অপি ভুঞ্জানং (বিষয়ভোগং কুর্ব্বন্তং) বা গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [জীবং] বিমূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) ন অনুপশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তি) জ্ঞান-চক্ষুষঃ (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ) পশ্যন্তি। ১০

—:—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং।
যতন্তো ঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

ব্যাখ্যা। যতন্তঃ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ) যোগিনঃ (সমাহিতচিত্তাঃ)

ভাবার্থ—

দেহ হ'তে দেহান্তরে গমন সময়।
কিম্বা যবে জীব এই দেহপুরে রয়।
ইন্দ্রিয়াদি গুণ যুক্ত হইয়া অথবা।
কি ভাবে যে জীব করে বিষয়ের সেবা।
মূঢ়গণ এ রহস্য বুঝিবে কিরূপে।
তারা ভাবে জীবকেই কর্ত্তা ভোক্তা রূপে॥
পরন্তু ভাগ্য-প্রভাবে যে মহাত্মগণ।
জ্ঞান-বিকসিত-নেত্রে করে দরশন॥
তারা দেখে জীবাত্মাকে নির্লিপ্ত সতত।
মন ও ইন্দ্রিয়চয় বিষয়েতে রত॥
বিভোগ্য-বিষয়গ্রাম করিয়া আশ্রয়।
তাহারাই সুখ-দুঃখ-ভোগ-রত হয়॥
জীবাত্মা কখন নহে সুখ দুঃখাধীন।
বিষয় ব্যাপারে জীব সদা উদাসীন॥ ১০

চ এনং (আত্মানং) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং পশ্যন্তি যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ (অবিশুদ্ধচিত্তাঃ) অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) এনং ন পশ্যন্তি। ১১

—:—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তে ঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং ॥ ১২

ব্যাখ্যা। আদিত্যগতং (সূর্য্যাবস্থিতং) যৎ তেজঃ চন্দ্রমসি যৎ

ভাবার্থ—

এ নশ্বর দেহ মধ্যে আত্ম-দরশন।
করিতে সমর্থ হয় ভবে কয় জন ? ॥
অনেকে ত আত্মজ্ঞান লভিবার তরে।
শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশে অনুষ্ঠান করে ॥
যতমান তাহাদের মধ্যে ক'জনার।
ভাগ্যেতে উন্মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান দ্বার ? ॥
বিবিধ বাহ্য কারণে ইন্দ্রিয় পীড়নে।
পদে পদে পদভ্রষ্ট হয় নানা জনে ॥
অনেকে বা জ্ঞান ভ্রমে অজ্ঞান সেবায়।
পণ্ডশ্রম করি ভগ্ন-মনোরথ হয় ॥
এ সকল অন্তরায় সত্বেও যাহারা।
যোগ ভ্রষ্ট নাহি হয় কেবল তাহারা ॥
গুরু উপদেশে করি সত্য পথাশ্রয়।
বহু যত্নে জ্ঞানমার্গ দেখিবারে পায় ॥
তখন সৌভাগ্য বলে সাধক সুজন।
জ্ঞান-নেত্রে দেহে আত্মা করে দরশন ॥
অবিশুদ্ধ-চেতা বহু যতন করিলে।
আত্ম-দরশন তার ভাগ্যে নাহি মিলে ॥ ১১

অগ্নৌ চ যৎ অখিলং (সমস্তং) জগৎ ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তৎ তেজঃ মামকং (মদীয়ং) বিদ্ধি। ১২

—*—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। অহং চ ওজসা (বলেন) গাং (পৃথিবীং) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি ধারয়ামি রসাত্মকঃ (সর্ব্বরসানামাকরঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ (ব্রীহিযবাদ্যান্) পুষ্ণামি (সরসং করোমি সংবর্দ্ধয়ামি)। ১৩

—:—

ভাবার্থ—

রবি শশী হুতাশন করি তমোনাশ।
যে তেজে অখিল বিশ্ব করিছে প্রকাশ॥
সে তেজ আমারি তেজ আর কা'র নয়।
প্রকাশক-শক্তি অন্যে পাইবে কোথায়?॥ ১২
কা'র বলে বলবতী হয়ে বসুমতী।
ধরিছে সুমেরু গিরি বক্ষদেশ পাতি?॥
কার বলে এ অনন্ত সুনীল সাগর।
ধরিছে ধরণী ধনী যেন রে অম্বর?॥
কার বলে তরুরাজি-সহ বনস্থল।
হেলায় দুলায় ধরা, বসন-অঞ্চল॥
কার বলে তটিনীরে রাখিয়াছে ধরি।
ধরণী, নিতম্বে যেন মেখলা-লহরী॥
কার বলে ধরে ধরা প্রাণী অগণন।
সাগর-সৈকত মাঝে বালুকা যেমন?॥
আমারি অচিন্ত্য শক্তি বিশ্বে অধিষ্ঠিত।
তাই ধরা ধরে এত ক্ষমতা অদ্ভুত॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥ ১৪

ব্যাখ্যা। অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নিঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহং আশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ) [সন্] চতুর্ব্বিধং (ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং; যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে তদ্ভক্ষ্যং যথা অন্নব্যঞ্জনাদি, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে তদ্ভোজ্যং যথা পায়সাদি, যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদনেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে তল্লেহ্যং যথা দ্রবীভূতং গুড়াদি; যত্তু দন্তৈ র্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে তচ্চোষ্যং যথা ইক্ষুদণ্ডাদি) অন্নং (অদ্যতে ভক্ষ্যতে যৎ তৎ) পচামি (পাকং নয়ামি)। ১৪

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥১৫

ব্যাখ্যা। অহং সর্ব্বস্য হৃদি (বুদ্ধৌ) সন্নিবিষ্টঃ (সম্যগন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টঃ) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) স্মৃতিঃ জ্ঞানং অপোহনং (অপায়ং, অপগমনং, নাশং) চ [ভবতি] সর্ব্বৈ র্বেদৈঃ চ অহং এব বেদ্যঃ (জ্ঞেয়ঃ তত্তদ্দেবতারূপেণ) অহং এব বেদান্তকৃৎ (বেদান্তসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ, জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ) বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ অস্মীতি শেষঃ)। ১৫

রসাত্মক সোম রূপে সুধাময় করে।
আমি করি পরিপুষ্ট ওষধি নিকরে॥ ১৩
জঠর অনল হ'য়ে আমি পুনরায়।
চরাচর প্রাণিদেহ করি সমাশ্রয়॥
প্রাণাপান যোগে পাক করি সে সবার।
ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহ্য অন্ন অনিবার॥ ১৪
আমি অন্তর্যামিরূপে এ বিশ্ব সংসারে।
নিবাস করি নিখিল জীবের অন্তরে॥

আমিই তাদের প্রাণ আমিই চৈতন্য।
অথবা জীবাত্মা নহে আমা বিনা অন্য॥
মম আবির্ভাব হেতু চরাচর ঘটে।
জীবের পূর্ব্ব-বিষয়-স্মৃতি-শক্তি ঘটে॥
জ্ঞানরূপী আমি তাই মম সমাবেশ।
জীবের অন্তরে করে জ্ঞানের উন্মেষ॥
তাহে যদি সৎসঙ্গ করিয়া গ্রহণ।
গুরু উপদেশে জীব চলে অনুক্ষণ॥
স্মৃতি আদি জ্ঞান শক্তি ক্রমে ক্রমে তার।
বিবৃদ্ধ হইয়া ধরে নির্ম্মল আকার॥
কিন্তু যদি সাধু-সঙ্গ না করে গ্রহণ।
গুরু-উপদেশে নাহি করে বিচরণ॥
সে জ্ঞানের অবনতি অবশ্য হইবে।
সংসার-আসক্তি তারে শৃঙ্খলে বাঁধিবে॥
অবসন্ন হবে জীব, রিপু বশীভূত।
আমিই তাহার জ্ঞান-নাশ-মূলীভূত॥
দেবস্তুতি ব্যপদেশে বেদ সমুদয়।
যে পরম দেবতত্ত্ব করে বিনির্ণয়।
আমি সেই ইন্দ্র, চন্দ্র আমিই যথার্থ।
বেদের জ্ঞাতব্য সেই পরম পদার্থ॥
যদিও বেদান্ত আদি শাস্ত্রের প্রণেতা।
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বটে ব্যাসাদি মহাত্মা॥
প্রকৃত কারণ কিন্তু করিলে সন্ধান।
আমিই তাহার মূল হবে সপ্রমাণ॥
কর্ম্মকাণ্ড তথা এই জ্ঞানকাণ্ডময়।
ছন্দো-গীতি-পরিপূর্ণ বেদ-চতুষ্টয়।
আমারি নিশ্বাস বায়ু হইতে সঞ্জাত।
আমা ভিন্ন কোন্ জন বেদমর্ম্ম জ্ঞাত?॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতাণি কূটস্থো হক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। ক্ষরঃ (ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশশীলঃ) চ অক্ষরঃ (অবিনাশী) চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে (সংসারে) [প্রসিদ্ধৌ] সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্তং বিকারজাতং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি) ক্ষরঃ কূটস্থঃ (কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি বা কূটো যথার্থবস্ত্বাচ্ছাদনেনাযথার্থবস্তুপ্রকাশনং বঞ্চনং, মায়া, তেনাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়রূপেণ স্থিতঃ) অক্ষর উচ্যতে। ১৬

—*—

ভাবার্থ—

ক্ষুদ্র পরমাণু হ'তে সমুন্নত গিরি।
অথবা কীটাণু হতে নর সর্ব্বোপরি।
মিলি সবে সমভাবে তুলিয়া নিশান।
গাহিছে গগন ভেদি' যাঁর গুণ গান ॥
চরাচরে চারিধারে যে দিকে নেহারি।
ব্যক্ত যে বিশ্ব-বিধাতা সৃজন-চাতুরী ॥
বটে তারা ক্ষণস্থায়ী মায়াতে নির্ম্মিত।
মায়ার প্রভাবে সত্য-সম প্রতিভাত ॥
কিন্তু পার্থ! অপদার্থ নাস্তিক সমান।
কে বলিতে পারে তাহে নাহি ভগবান্? ॥
সুবিশাল এই বিশ্বে দ্বিবিধ প্রকারে।
তাবৎ পদার্থপুঞ্জে পুরুষ বিহরে ॥
এক ভাবে নদ নদী গিরি প্রস্রবণ।
মৃত্তিকা কানন আদি যত অচেতন।
ক্ষয়োদয়-ভাবান্তর-বিনাশ-বিশিষ্ট।
জড়-নিয়ামক রূপে আছেন প্রবিষ্ট ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। তু অন্যঃ (অত্যন্তঃ বিলক্ষণঃ আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং জড়ারাশিভ্যা' মুভয়ভাসক স্তৃতীয় শ্চেতনরাশিরিত্যর্থঃ) উত্তমঃ

পুরুষের এই রূপ ভাব ধরাধামে।
বিনাশ-প্রবণ, তাই উক্ত ক্ষর নামে॥
আর যে কূটস্থ-ভাব নাহি যার ক্ষয়।
নাহি যার নাশ, নষ্ট হলে হিমালয়।
এই যে অনিত্য মায়া-প্রপঞ্চ ইহার।
যিনি আবরণকারী, বিক্ষেপক আর।
জীবাত্ম-স্বরূপ-ভাব পুরুষের হয়।
তাহাই অক্ষর নামে বিদিত ধরায়॥
এক ভাবে কার্য্য রূপে তিনি নিরন্তর।
পরিণাম-ধর্ম্মশীল নাম তাঁর ক্ষর॥
অন্য ভাবে পুনঃ সেই পুরুষই হন্।
কূটস্থ অক্ষর রূপী সবার কারণ॥
এক ভাবে বিশ্ব-কার্য্যে হয়ে বিরাজিত।
দেন ক্রিয়াশীলতার পরিচয় কত॥
অন্য ভাবে হন্ শক্তি-আবরণকারী।
মায়া-বিক্ষেপক বিশ্ববীজ-নাম-ধারী॥
এক ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অণুতে অণুতে।
বিশ্ব-রচয়িতা গাঁথা পাইবে দেখিতে॥
তবে যত ক্ষয়শীল বস্তু-সম্মিলনে।
এই ভাব পুরুষের ব্যক্ত ক্ষর নামে॥
আর যে অপর ভাব, জড়াদি সহিত।
সম্বন্ধ-বিহীন, তাহা অক্ষর বিদিত॥ ১৬

(নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ উৎকৃষ্টঃ) পুরুষঃ পরমাত্মা (অন্নময়মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়েভ্যঃ পঞ্চভ্যোঃ হবিদ্যাকল্পিতাত্মভ্যঃ পরমঃ প্রকৃষ্টো হকল্পিতব্রহ্ম) ইতি উদাহৃতঃ (উক্তঃ) যঃ অব্যয়ঃ (সর্ব্ববিকারশূন্যঃ) ঈশ্বরঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তা নারায়ণঃ) লোকত্রয়ং (ভূর্ভুবঃ স্বরাখ্যং সর্ব্বং জগৎ) আবিশ্য (স্বকীয়য়া মায়াশক্ত্যাধিষ্ঠায়) বিভর্ত্তি (সত্তাস্ফূর্ত্তি-প্রদানেন ধারয়তি পোষয়তি চ)। ১৭

ভাবার্থ—

ক্ষরাক্ষর পুরুষের লক্ষণ-অতীত।
আছেন পুরুষোত্তম নামে অভিহিত।
উত্তম পুরুষ এক, শাশ্বত অব্যয়।
নির্ব্বিকার নিত্য মুক্ত শুদ্ধ-জ্ঞান-ময়॥
ক্ষরাক্ষর ভাবে আছে লিপ্ততা লক্ষণ।
উত্তম পুরুষে নাহি সে দোষ কখন॥
ক্ষরাক্ষর ভাব দ্বয়ে জড়াশ্রয় লন।
বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা হন্॥
দীপ্তি তাঁর সুপ্রতীত করে ক্ষরাক্ষরে।
তিনি মাত্র বিভাসিত করেন দু'য়েরে॥
অন্ন প্রাণ মন তথা বিজ্ঞানাদি যত।
পঞ্চ কোষময় আত্মা সম্বন্ধ অতীত।
সকলের শ্রেষ্ঠ তাই পরমাত্মা বলি।
উক্ত সদা করে তাঁরে বিবুধ-মণ্ডলী॥
অসম্ভব ক্ষরে হয় সৃজন পালন।
অসম্ভব অক্ষরেতে ধারণ রক্ষণ॥
তাই সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা হ'তে।
এই সমুদয় কার্য্য সম্ভবে জগতে॥
পরমাত্মা চরাচর ভূতের চেতন।
মায়াতে ত্রিলোক ধরি করেন পালন॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। যস্মাৎ অহং ক্ষরং (জড়জাতং) অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাৎ (কূটস্থাৎ) অপি উত্তমঃ (উৎকৃষ্টতমঃ ঊর্দ্ধতমো বা) চ অতঃ লোকে (কবিকাব্যাদৌ) বেদে চ পুরুষোত্তমঃ [ইতি] প্রথিতঃ (প্রখ্যাতঃ) অস্মি। ১৮

যোমামেবমসম্মূঢ়োজানাতি পুরুষোত্তমম্ *।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত!॥ ১৯

ব্যাখ্যা। হে ভারত! এবং অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিতঃ) [সন্] যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারেণ) মাং ভজতি। ১৯

—*—

অব্যয় যে হেতু তাঁর না আছে বিকার।
ঈশ্বর যে হেতু তিনি নিয়ন্তা সবার॥ ১৭
পুরুষের ক্রিয়াশীল ক্ষর পরিচিত।
আমি সে বিনাশধর্ম্মী ভাবের অতীত॥
কিম্বা যে অক্ষর রূপে সৃষ্টির ব্যাপারে।
কার্য্যকারী আছে মায়া আবরণ করে।
পুরুষ অক্ষর ভাব, তাহার অতীত।
তাইত পুরুষোত্তম নামে অভিহিত॥

* রূপং মহৎতে স্থিতমত্রবিশ্বং ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ। রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদাস্তেষন্তরাত্মাখ্য মতীব সূক্ষ্মম্॥ তস্মাচ্চসূক্ষ্মাদি বিশেষণানাম্ অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্। কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥ বিষ্ণুপুরাণম্। ১ম অংশ। ১৯ অঃ।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ!।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত!॥ ২০

ব্যাখ্যা হে অনঘ! (অপাপ!) ভারত! ইতি (অনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ) গুহ্যতমং (অতিরহস্যং অতিগোপনীয়ং) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তং এতৎ বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) বুদ্ধিমান্ (সম্যক্‌জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ (কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন সঃ) চ স্যাৎ। ২০

ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষো-
ত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষের এক ভাব আছে ক্ষর রূপে।
সন্নিবিষ্ট মায়াময় সংসার-পাদপে॥
অপর অক্ষর ভাব ঊর্দ্ধদেশ-স্থিত।
অসত্য সংসার-মূল-রূপে বিরাজিত॥
যিনি এ উভয় ভাব হ'তে বিলক্ষণ।
তিনিই পুরুষোত্তম অভিহিত হন্॥
কাব্যে মাত্র তাঁহাকে না বাখার্নে এ নামে।
বেদেতে ও এই নামে ডাকে ভগবানে॥ ১৮
ভাগ্য-বলে সদ্‌গুরু-উপদেশ মতে।
অনুষ্ঠান করি ক্রমে ভ্রমি সত্য পথে।
অসার-সংসার-মায়া দিয়া বিসর্জ্জন।
সুকঠিন মোহ পাশ করিয়া ছেদন।
যে জন জগতে হয় জানিতে সক্ষম।
ক্ষরাক্ষর শ্রেষ্ঠ আমি পুরুষ-উত্তম॥
সে জন সর্ব্বজ্ঞ সেই সকল প্রকারে।
হে ভারত! আমাকেই ভজে ভক্তি ভরে॥ ১৯

ভাবার্থ—

এই যে রহস্যপূর্ণ অত্যুদার পূত।
পুরুষোত্তমের তত্ত্ব শুনিলে অদ্ভুত॥
অতি গোপনীয় ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্র-সার।
মুক্তি-ফল-প্রদ সর্ব্ব জ্ঞানের আধার॥
তুমি হে অনঘ! মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম।
কহিলাম তত্ত্ব তাই অতি গুহ্যতম॥
যে জন সক্ষম হয় নিজ ভাগ্য বলে।
প্রণিধান করিতে এ তত্ত্ব মহীতলে॥
তাহারি জ্ঞান যথার্থ, সেই বুদ্ধিমান্।
কৃতকৃত্য নাহি পার্থ! তাহার সমান॥ ২০

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবং॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত!॥ ৩

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। হে ভারত! অভয়ং (ভয়াভাবঃ, একাকী সর্ব্বপরিগ্রহশূন্যঃ কথং জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যং) সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণস্য নির্ম্মলতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানো-পায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতসংবিভাগঃ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ) চ যজ্ঞঃ (বৈদিকস্মার্ত্তাদি পঞ্চবিধমহাযজ্ঞঃ) চ স্বাধ্যায়ঃ (ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ) তপঃ (শরীরাদিনিগ্রহঃ) আর্জ্জবং (অকৌটিল্যং)

ভাবার্থ—

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

পূর্ব্ব-জন্ম-কর্ম্মফলে জীব জন্মান্তরে।
বিভিন্ন প্রকৃতি-বশে আসক্ত সংসারে॥
সাত্ত্বিকী প্রকৃতি কেহ করে সমাশ্রয়।
রাজসী তামসী কিম্বা কেহ বশ হয়॥

অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনং) সত্যং (যথাদৃষ্টার্থভাষণং) অক্রোধঃ (তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) শান্তিঃ (অন্তঃকরণস্যোপশমঃ) অপৈশুনং (পরোক্ষে পরদোষাপ্রকাশনং) ভূতেষু দয়া (দুঃখিতেষ্বনুকম্পা) অলোলুপ্ত্বং (লোভাভাবঃ) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রী (লজ্জা) অচাপলং (ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং, অচঞ্চলত্বং) তেজঃ (প্রাগল্ভ্যং স্ত্রীবালকাদিভির্মূঢৈরনভিভবত্বং) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরশুচিত্বং) অদ্রোহঃ (পরজিঘাংসয়া শস্ত্রগ্রহণাদিরাহিত্যং) নাতিমানিতা (নাত্যর্থং মানাভিলাষিতা) দৈবীং (দেবযোগ্যাং, সাত্ত্বিকীং) সম্পদং (বাসনাসন্ততিং) অভিজাতস্য (আভিমুখ্যেন জাতস্য, অভিলক্ষ্য উৎপন্নস্য) ভবন্তি।১।২।৩

সাত্ত্বিকী প্রকৃতি হয় দৈবী অভিহিত।
রাজসী তামসী হয় আসুরী কথিত ॥
সাত্ত্বিকী প্রকৃতি জাত জীবের লক্ষণ।
বিশেষ নির্দ্দেশ করি কর আকর্ণন ॥
একাকী গহন বনে গিরির গুহায়।
জীবন-ধারণ-শঙ্কা-রাহিত্য "অভয়" ॥
অন্তরে ভগবদ্ভাব স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা।
"সত্ত্ব সংশুদ্ধি" অথবা চিত্ত-প্রসন্নতা ॥
আত্মজ্ঞান-সাধনায় একাগ্রে সংস্থিতি-।
নিষ্ঠা, অভিধান "জ্ঞান-যোগ-ব্যবস্থিতি" ॥
ভিক্ষা বা যদৃচ্ছালব্ধ অন্নাদি প্রদান।
প্রার্থী কিম্বা অতিথিরে, নাম তার "দান"
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ভিন্ন সময় অন্তরে।
স্ত্রীগমন নাহি করা "দম" বলে তারে ॥
বৈদিক ও স্মার্ত্ত যাগ যজ্ঞ নামে উক্ত।
ব্রহ্ম যজ্ঞ আদি হয় "স্বাধ্যায়" কথিত ॥

শরীরাদি সংক্রান্ত যে নিগ্রহানুষ্ঠান।
ত্রিবিধ উপায়ে হয় "তপ" অভিধান ॥
ভক্তিমান্ শ্রদ্ধাশীল শ্রোতার নিকটে।
যথার্থ সরল ব্যাখ্যা "আর্জ্জব" প্রকটে ॥
"অহিংসা" পর পীড়ন করা পরিহার।
যথা দৃষ্টি তথা উক্তি "সত্য" নাম তার ॥
"অক্রোধ" না হয় ক্রোধ হলে বিতাড়িত ;
সন্ন্যাস বোধক হয় "ত্যাগ" অভিহিত ॥
"শান্তি" তথা চিত্ত-উপরতি পথে চলা।
"অপৈশুন" পরদোষ পরোক্ষে না বলা ॥
দীনজন-দুঃখে কিম্বা কাতর ক্রন্দনে।
অনুকম্পা পরকাশ উক্ত "দয়া" নামে ॥
ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে উদাসীনভাব।
কথিত "অলোলুপত্ব" লোভের অভাব ॥
"মার্দ্দব" মৃদুতা কিম্বা ক্রূরতা-রাহিত্য।
"হ্রী" লজ্জা যাহাতে করে কুকর্ম্মে নিবৃত্ত ॥
প্রয়োজন বিনা নাহি বাক্য ব্যবহার।
কিম্বা পাণিপাদ, নাম "অচাপল" তার ॥
নারী বা বালক মূঢ় দ্বারা অভিভূত।
না হওয়া, হয় "তেজ" নামে অভিহিত ॥
পরিভব সংঘটনে ক্রোধের সঞ্চার।
যদি নাহি হয়, হয় "ক্ষমা" নাম তার ॥
দুঃখ-জাত অবসাদ পরিহরি দূরে।
চিত্ত প্রকতিস্থ করা "ধৃতি" নাম ধরে ॥
"শৌচ" বাহ্য-অভ্যন্তর নির্ম্মল করণ।
"অদ্রোহ" পরহনন-অস্ত্র-সংবরণ ॥
আপনাকে অতি পূজ্য জ্ঞানের রাহিত্য।
নম্রতা "নাতি-মানিতা" নামে হয় উক্ত ॥

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীং ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! দম্ভঃ (আত্মনো ধার্ম্মিকতাখ্যাপনং, তদেব ধর্ম্মধ্বজিত্বং) দর্পঃ (ধনজনাদিনিমিত্তকো গর্ব্ববিশেষঃ) অভিমানঃ (আত্মন্যত্যন্তপূজ্যত্বাতিশয়াধ্যারোপঃ) চ ক্রোধঃ পারুষ্যং (নৈষ্ঠুর্য্যং) অজ্ঞানং চ এব আসুরীং (অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ সম্পদাসুরী তাং) সম্পদম্ অভিজাতস্য [ভবন্তি]। ৪

উল্লিখিত ষড়্বিংশ গুণ সমুদয়।
দৈবী সম্পৎ নামে অভিহিত হয় ॥
হে ভারত! দেব-ভাবে অভিজাত যারা।
এ সকল গুণে স্বতঃ অধিকারী তারা ॥ ১।২।৩
আর যারা আসুরিক ভাবে অভিজাত।
অতঃপর তাহাদের শুন গুণ যত ॥
আপনি ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ করিতে প্রমাণ।
"দম্ভ" ভরে তুলে ধরে ধর্ম্মের নিশান ॥
লভিতে মহত্ত্ব, করি অপরের খর্ব্ব।
"দর্প" করে আপনার ধন জন গর্ব্ব ॥
এ জগতে নাহি পূজ্য আমার সমান।
এ ভাবে বিভোর চিত্ত করে "অভিমান" ॥
অপরের অপকার করিতে সাধিত।
"ক্রোধ" করে হৃদয়ের ভাব উত্তেজিত ॥
সমক্ষেতে চক্ষু লজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন।
"পারুষ্য" যোগায় আনি পরুষ বচন ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে।
বিবেক ক্ষমতা নাশ করে "অজ্ঞানেতে" ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ! ॥ ৫

ব্যাখ্যা। দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় (সংসারবন্ধনাৎ বিমুক্তয়ে কৈবল্যায়) আসুরী নিবন্ধায় (সংসারবন্ধনায়) মতা (সম্মতা কথিতা বা) হে পাণ্ডব ! মা শুচঃ (শোকং অনুতাপং মা কার্ষীঃ [ত্বং] দৈবী সম্পদং অভি (অভিলক্ষ্য, লক্ষীকৃত্য) জাতঃ অসি। ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ ! মে শৃণু ॥ ৬

ব্যাখ্যা। হে পার্থ ! অস্মিন্ লোকে (সংসারে) দৈব আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ (ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী) দৈবঃ বিস্তরশঃ (বিস্তরপ্রকারৈঃ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) আসুরং মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু। ৬

এই সব অধোগতি-সংপ্রাপক গুণ।
আসুরী সম্পদে যারা জনমে অর্জ্জুন ! ।
সেই সব পাপ-জন্মা হীন পুরুষেরে।
জগতে জনম মাত্র, সমাশ্রয় করে ॥ ৪
প্রথমে যে দৈব গুণ করেছি কীর্ত্তন।
সংসার-বন্ধনে তাহা মুক্তির সাধন ॥
আসুরী সম্পদ্ আর দম্ভ আদি যত।
সংসার-বন্ধনে মূল তাহারা কথিত ॥
পাণ্ডুকুল-রত্নাকর-বিমল-রতন ! ।
নাহি তাহে আছে তব চিন্তার কারণ ॥
তুমি যে দৈবী সম্পদ্ করিয়া আশ্রয়।
লয়েছ দুর্ল্লভ জন্ম বীর ধনঞ্জয় ! ॥ ৫

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

ব্যাখ্যা। আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তিং প্রবৃত্তিবিষয়ং ধর্ম্মং, চকারাৎ তৎপ্রতিপাদকং বিধিবাক্যং চ) নিবৃত্তিং চ (নিবৃত্তিবিষয়মধর্ম্মং, চকারাৎ তৎপ্রতিপাদকং নিষেধবাক্যং চ) ন বিদুঃ (জানন্তি) তেষু শৌচং (শুচিত্বং) ন, অপি চ আচারঃ ন, সত্যং ন বিদ্যতে। ৭

ভাবার্থ—

জগতে যে জীব স্রোত দেখ প্রবাহিত।
হয় দৈবী কিম্বাসুরী-প্রকৃতি-সম্ভূত॥
বলিয়াছি পূর্ব্বে দৈবী প্রকৃতির গুণ।
আসুরীপ্রকৃতি কথা শুন হে অর্জ্জুন! ॥ ৬
আসুর ভাবেতে জন্ম হয় যাহাদের।
ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি নাহি হয় তাহাদের॥
নির্ম্মল প্রকৃত জ্ঞান-আলোক বিহনে।
সাধুভাব উন্মেষিত হইবে কেমনে॥
অথবা নিবৃত্তি-পথ দর্শন ক্ষমতা॥
কেমনে বা তাহাদের জনমিবে তথা॥
যে পথেতে অমঙ্গল বহে স্রোতস্বতী।
সেই পথে তাহাদের অব্যাহত গতি॥
নিত্য নিত্য নব নব অবনতি-দ্বার।
উদ্ঘাটিত হয় পার্থ! সম্মুখে তাহার॥
শাস্ত্র-উক্ত শৌচ-ভাব প্রশাস্ত কেমন।
নাহি থাকে সে ভাবের কোন নিদর্শন॥
হয় ত কাঁপিছে দেহ ক্রোধে থর থর।
অথবা ভীষণ দন্তে দংশিছে অধর॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং ॥ ৮

ব্যাখ্যা। তে জগৎ অসত্যং (নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং) অপ্রতিষ্ঠং (নাস্তি ধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ) অনীশ্বরং (নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং) অপরস্পর-সম্ভূতং (অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরতো হ্যন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্ম্মিথুনাৎ সম্ভূতং অন্যৎ কিং (কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ) [কিন্তু] কামহেতুকং (স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ 'কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যর্থঃ)। ৮

বাহুতে নিবদ্ধ ভীম-বজ্র-সম মুষ্টি।
ঘূর্ণিত লোচন, যেন তীব্র-শর-দৃষ্টি ॥
অথবা হিংসায় চায় কুটিল নয়নে।
ব্যস্ত বা বিবিধ মতে স্বার্থ-অন্বেষণে ॥
সদাচার-ভ্রষ্ট সদা কদাচার রত।
স্তবস্তুতি-সন্ধ্যা-পূজা-বন্দনা-বিরত ॥
জানেনা সত্যের পথ সরল কেমন।
অসত্য পথেতে সদা করে বিচরণ ॥
ক্রূর কর্ম্ম প্রবঞ্চনা ছলনা চাতুরী।
দ্যূত ক্রীড়া তাহাদের নিত্য সহচরী ॥ ৭
অনন্ত সময় হতে পরম পবিত্র।
অভ্রান্ত যুক্তিতে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র।
জগতের সম্বন্ধে যে উক্তি সমুদয়।
প্রমাণ করিছে তাহা, নাস্তিক নিচয়।
অসুর-ভাব-প্রভাবে বিশ্বাস না করে।
অসত্য বলি ঘোষণা করে জগতেরে ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানো হল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতো হহিতাঃ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। নষ্টাত্মানঃ (নষ্টস্বভাবাঃ, বিভ্রষ্টপরলোকসাধনাঃ) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতয়ঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (উগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে হিংসাত্মকাঃ, ক্রূরকর্ম্মাণঃ) এতাং (প্রাগুক্তাং) দৃষ্টিং অবষ্টভ্য (অবলম্ব্য) অহিতাঃ (শত্রবঃ) [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় (বিনাশায়) প্রভবন্তি। ৯

—০ঃ—

বলে তারা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিম্বা পাপ পুণ্য।
ব্যবস্থা নিচয় মিথ্যা, সব হেতু-শূন্য ॥
সৃজন পালন-লয় যাঁহা হতে হয়।
সর্ব্বব্যাপি-রূপে যিনি ব্যাপ্ত বিশ্বময়।
"সেই আমি". "সেই আমি" স্বতঃ পরকাশ।
সত্তা যাঁর ব্যক্ত করে প্রত্যেক নিশ্বাস।
সাক্ষী যাঁর চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি দিবা নিশি।
এ হেন পরমেশ্বর তারা অবিশ্বাসী ॥
"দ্রষ্টা নিয়ামক কেহ নাহি এ জগতে।
নিরীশ্বর এ জগৎ," তাহাদের মতে ॥
স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সম্মিলন জন্য।
এ জীব-প্রবাহ নিত্য হয় সমুৎপন্ন ॥
না পারি করিতে বিশ্ব-মূলের সন্ধান।
কাম মাত্র মূল তার করে অনুমান ॥ ৮
এই মত মন্দ দৃষ্টি করি সমাশ্রয়।
সংকীর্ণ বুদ্ধির পথে সমানীত হয় ॥
বিবেক জনম মত হয় তিরোহিত।
আত্মাকে ভ্রমের কূপে করে নিমজ্জিত ॥
ক্রূর কর্ম্মে রত হয় সংকীর্ণতা জন্য।
হিংসা দ্বেষ আদি হয় নিত্য-ব্রত গণ্য ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে হশুচিব্রতাঃ॥ ১০

ব্যাখ্যা। দুষ্পূরং (পূরয়িতুমশক্যং) কামং (বাসনাং) আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাস্তৈরন্বিতাঃ যুক্তাঃ) অশুচিব্রতাঃ (অশুচীনি শ্মশানাদিবাসমৎস্যমাংসবামাগমাদ্যুপদিষ্টানি ব্রতানি যেষাং তে) [সন্তঃ] মোহাৎ (অবিবেকতঃ) অসদ্‌গ্রাহান্ (অশুভনিশ্চয়ান্, অনেন মন্ত্রেণ ইমাং দেবতামারাধ্য কামিনীনামাকর্ষণং করিষ্যামঃ, অনেন মন্ত্রেণ ইমাং দেবতামারাধ্য মহানিধিং সাধয়িষ্যামঃ ইত্যাদি দুরাগ্রহরূপান্) গৃহীত্বা (উপাদায়) প্রবর্ত্তন্তে। ১০

তাহাদের হ'তে আশা না আছে হিতের।
জগতের ক্ষয় হেতু জন্ম তাহাদের॥ ৯
আশু-সুখ-আশে সদা করিছে ভ্রমণ।
এক অবসানে করে অন্যে অন্বেষণ॥
সাগর লহরী প্রায় পরে পরে আসি।
নূতন সঙ্কল্প দেখা দেয় দিবানিশি॥
কামনার কশাঘাতে ছুটে পথে পথে।
তথাপি আশা-সাগর পারে কি পূরাতে ?॥
বলবতী বাসনাকে করিয়া আশ্রয়।
দম্ভ মান মদে নানা অনর্থ ঘটায়॥
শৌচাচার কি প্রকার স্বপনে না জানে।
অহঙ্কারে স্ফীত চিত্ত পূর্ণ অভিমানে॥
মোহ বশে অভিচার করিতে সাধন।
অশাস্ত্র বিহিত ব্রত করে আচরণ॥
শ্মশানে শব-সাধনা নিশি যোগে আর।
মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মিথুন মকার॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

ব্যাখ্যা। অপরিমেয়াং (যা ন পরিমাতুং শক্যতে সা অপরিমেয়া তামপরিমেয়াং) প্রলয়ান্তাং (প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তাং মরণান্তাং) চিন্তাং চ উপাস্থিতাঃ (আশ্রিতাঃ) কামোপভোগপরমাঃ (কাম্যন্তে ইতি কামাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তদুপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো যেষাং তে) এতাবৎ (দৃষ্টমেব সুখং নান্যদেতচ্ছরীরবিয়োগে ভোগ্যং সুখমস্তি) ইতি নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয়বন্তঃ) আশাপাশশতৈঃ (আশা এব পাশা ইব বন্ধন-হেতুত্বাৎ পাশাস্তেষাং শতৈঃ সমূহৈঃ) বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম-ক্রোধৌ পরময়নং পরঃ আশ্রয়ো যেষান্তে) কামভোগার্থং (কামভোগ-প্রয়োজনায়) অন্যায়েন (পরস্বাপহরণাদিনা) অর্থসঞ্চয়ান্ (ধনরাশীন্) ঈহন্তে (কর্ত্তুং চেষ্টন্তে)। ১১।১২

পরপীড়া পরধন পরনারী আশে।
করিছে সাধনা কত প্রবৃত্তির বশে॥ ১০
সর্ব্বস্ব বলিয়া তারা দেহকেই জানে।
দেহ হতে অতিরিক্ত আত্মা নাহি মানে॥
এ দেহ পতনে যবে পলাইবে প্রাণ।
সুখ দুঃখ ভোগ সব হবে অবসান।
এই তাহাদের যুক্তি, উক্তি আজীবন।
সুখের সম্ভোগ মাত্র পরম সাধন॥
চিন্তার সাগরে সদা থাকে ভাসমান।
কামিনী কাঞ্চন ভাবে সুখের নিদান॥
শত শত আশা পাশে নিবদ্ধ নিয়ত।
ক্রোধ তাহাদের সঙ্গী পরপীড়া ব্রত॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং॥ ১৩

ব্যাখ্যা। অদ্য ময়া ইদং লব্ধং ইমং মনোরথং (মনস্তুষ্টিকরং) প্রাপ্স্যে (প্রাপ্স্যামি) ইদং অস্তি পুনঃ অপি মে ইদং ধনং ভবিষ্যতি। ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪

ব্যাখ্যা। ময়া অসৌ শত্রুঃ হতঃ অপরান্ অপি হনিষ্যে চ অহং ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) অহং ভোগী (নিখিলভোগসম্পন্নঃ) অহং সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্যঃ, পুত্রভৃত্যাদিভিঃ সহায়ৈঃ সম্পন্নঃ) বলবান্ (তেজস্বী) সুখী (সর্ব্বথা নীরোগঃ)। ১৪

পুরুষার্থ তাহাদের কাম উপভোগ।
না মানে অন্যায় হলে অর্থের সংযোগ॥ ১১।১২
আজি এই বিত্ত মম হ'ল হস্তগত।
সিদ্ধ হবে শীঘ্র মম মনোরথ কত॥
সম্প্রতি ত শতপতি, কল্যই সহস্র।
অচিরে পাইব ধন কতই অজস্র॥
এই মত নব নব কল্পনা সাহায্যে।
পরবেশ করে কত সুখ-ময়-রাজ্যে॥ ১৩
আজি এই শত্রু পক্ষ করিলাম নাশ॥
কালি পুনঃ অন্য শত্রু করিব বিনাশ॥
এই মত দর্পান্বিত হয়ে গর্ব্বভরে।
আপনি ঈশ্বর জ্ঞান আপনাকে করে॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

ব্যাখ্যা। [অহং] আঢ্যঃ (ধনাদিসম্পন্নঃ) অভিজনবান্ (কুলীনঃ) অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি অহং যক্ষ্যে (যাগেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি) দাস্যামি মোদিষ্যে (মোদং হর্ষং লপ্স্যে, নর্ত্তক্যাদিভিঃ সহ ইতি) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অবিবেকভাবাপন্নাঃ)। ১৫

—*—

চারি দিকে হেরি হেয় ভোগোপকরণ।
ভাবে ভবে মম সম সুখী কোন্ জন ॥
বাসনা মাত্রতে পূরে মনোরথ মম।
এ জগতে সিদ্ধ কে বা আছে আমা সম ॥
দাস দাসী রক্ষকের কে করে প্রমাণ।
বলবান্ কোন্ জন আমার সমান ? ॥
বেষ্টিত সতত আমি আত্মীয় স্বজনে।
আমার সুখের সীমা নাহিক ভুবনে ॥ ১৪
কোন্ জন এ জগতে আমার সমান।
পরম কুলীন শ্রেষ্ঠ কিম্বা ধনবান্ ? ॥
এক মাত্র অদ্বিতীয় আমি অবনীতে।
আমার তুলনা আর নাহি মিলে দিতে ॥
যজ্ঞ করি ভূরি ভূরি দিব অর্থ দান।
প্রীত হয়ে কত জনে গাবে স্তুতি-গান ॥
বিবিধ ভোগ-বিলাস-সুখের সাধন।
লইয়া আনন্দ-নীরে দিব সন্তরণ ॥
এই রূপে অজ্ঞানতা-বশীভূত হয়ে।
প্রমত্ত অসুরগণ থাকে ভোগ লয়ে ॥ ১৫

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ বিবিধমনোরথেন বিক্ষিপ্ত-চিত্তাঃ) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ অজ্ঞানজালেন আবৃতাঃ) কামভোগেষু (বিষয়োপভোগেষু) প্রসক্তাঃ (নিরতাঃ) [সন্তঃ] অশুচৌ নরকে (অপবিত্রে বৈতরণ্যাদৌ) পতন্তি। ১৬

ভাবার্থ—

ভুলিয়া মোহিনী-মায়া-মধুর-আশ্বাসে।
সতত ব্যাকুলচিত্ত ভ্রমে সুখ আশে ॥
এই ত পরের বিত্ত করিল হরণ।
পরক্ষণে নরহত্যা করিল সাধন ॥
তখনি সৌন্দর্য্য-ভোগ-লালসার বশে।
হইবে নিরত কত সতী-সর্ব্বনাশে ॥
এই মত মধুলুব্ধ-মধুকর-প্রায়।
হইয়া বিক্ষিপ্ত-চিত্ত চারি দিকে ধায় ॥
কিন্তু সে পরম-সুখ-সাগর-বিহনে।
সংসারে সুখ-পিপাসা মিটিবে কেমনে ? ॥
মীন যথা বিনিবদ্ধ হয় সূত্রজালে।
তারাও তেমতি বদ্ধ হয় মোহ-জালে ॥
কাম-উপভোগ ভাবে পরম পদার্থ।
আসক্ত ইন্দ্রিয় যাহে হয় চরিতার্থ ॥
পরিণামে হতভাগ্য নিজ কর্ম্ম দোষে।
বাস করে অপবিত্র নিরয় নিবাসে ॥
পূরিত শোণিত অস্থি মল মূত্র আদি।
তাহাদের যোগ্য স্থান বৈতরনী নদী ॥ ১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকং ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মনৈবাত্মনি সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ) স্তব্ধাঃ (অপ্রণতাত্মনঃ অনম্রাঃ) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধননিমিত্তকো যো মানঃ মদশ্চ তাভ্যাং অন্বিতাঃ যুক্তাঃ) তে দম্ভেন (ধর্ম্মধ্বজিতয়া) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈঃ ন সাত্ত্বিকৈর্দীক্ষিতঃ)অবিধিপূর্ব্বকং (বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতং, শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিতং) যজন্তে (যাগং কুর্ব্বন্তি)। ১৭

—ঃ—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। [তে] অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) আত্মপরদেহেষু (স্বদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং

ভাবার্থ—

হৃদয়ের সুদীনতা কোথা পাবে তারা।
গর্ব্ব-ভরে-স্ফীত বক্ষে তৃণ ভাবে ধরা ॥
আপনি পরম বিজ্ঞ অতিশয় জ্ঞানী।
আপনার পরাক্রম বাখানে আপনি ॥
অতুল বৈভব মান করিতে প্রমাণ।
নাম মাত্র যাগ যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান ॥
দম্ভ ভরে অনুষ্ঠিত বিধি-বিরহিত।
শুভ-ফলপ্রদ নহে এ যজ্ঞ নিশ্চিত ॥ ১৭
অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ-ভরে।
জগতে মানব কত অপকার করে ॥
শ্রেয়ঃ অভিলাষী গুরু শাস্ত্র উপদেশে।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা অনাস্থা প্রকাশে ॥

বা আত্মদেহে জীবনাবিষ্টে ভগবল্লীলাবিগ্রহে বাসুদেবাদিসমাখ্যে মনুষ্যত্বাদি ভ্রমাৎ, তথা পরদেহেষু ভক্তদেহেষু প্রহ্লাদাদিসমাখ্যেষু সর্ব্বদাবির্ভূতং) মাং (ঈশ্বরং ভগবন্তং) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষং কুর্ব্বন্তঃ) অভ্যসূয়কাঃ (সাধূনাং গুণনিন্দকাঃ) [ভবন্তি]। ১৮

—*—

ধর্ম্মের রক্ষক যিনি অশান্তি নাশক।
দুষ্ট দময়িতা যিনি শিষ্টের পালক।
পুত্র সম প্রজাহিত সাধিতে তৎপর।
অবহেলি হেন রাজ-বিধি মূঢ় নর।
আপন স্বাধীন ইচ্ছা হয়ে বশীভূত।
দর্পভরে, ঘটাইছে কত অত্যাহিত॥
রাজ্যেতে যথেচ্ছাচার করিতে বারণ।
নৃপতি করেন দণ্ড-বিধি প্রণয়ন॥
এমন শুভনিদান রাজবিধানেরে।
বল-দর্প-ভরে যেবা পদাঘাত করে॥
সে দুর্ম্মতি মহাপাপী নৃপতি-দ্রোহীর।
জীবন ধারণ হয় কলঙ্ক মহীর॥
বল ভরে সদা করে দুর্ব্বল পীড়ন।
দর্প ভরে দেখে ধরা সরার মতন॥
কাম ভরে পরকীয়া কামিনীর আশে।
পশু সম কর্ম্ম কত করে অনায়াসে॥
কিন্তু ভোগে কামনার সাম্য কি সম্ভবে।
ঘৃতাহুতি যোগে কোথা হুতাশন নিবে?॥
ক্রোধে নর নিরন্তর হয়ে অন্ধ প্রায়।
ন্যায়ের প্রশস্ত পথ দেখিতে না পায়॥
হিতাহিত বিবেচনা চলি যায় দূরে।
সাধুর চরিত্রে কত দোষারোপ করে॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

ব্যাখ্যা। অহং দ্বিষতঃ (দ্বেষং কুর্ব্বতঃ) ক্রূরান্ (হিংসাপরান্) নরাধমান্ (অতিনিন্দিতান্) অশুভান্ (অশুভকর্ম্মকারিণঃ) তান্ আসুরীষু (ক্রূরস্বভাবব্যাঘ্রসর্পাদিষু) যোনিষু এব অজস্রং (নিরন্তরং) ক্ষিপামি (ভ্রাময়ামি)। ১৯

—*-

কি কহিব সমধিক দুরাত্ম-নিচয়।
করিতে আমাতে দ্বেষ সঙ্কুচিত নয়॥
স্বদেহে কি পরদেহে, সদা বিদ্যমান।
চিদংশ রূপেতে, যিনি নিত্য ভগবান্॥
বিশ্বময় বিভু যিনি অখিলের ধাতা।
অসুর-নিচয় করে তাঁর বিদ্রোহিতা॥
পাপী শাস্তি দিতে আর সাধু উদ্ধারিতে।
অবতার রূপ যবে ধরি অবনীতে॥
কিম্বা সাময়িক লীলা হলে অবসান।
দুর্ব্বৃত্ত অসুরে করে কত অপমান॥
কতই বিদ্রূপ করে তাচ্ছীল্য প্রকাশ।
ক্রোধ ভরে নিন্দা করে, করে উপহাস॥
মৎ-প্রবর্ত্তিত বিধি করিয়া লঙ্ঘন।
অন্যায় অধর্ম্ম পথে করে বিচরণ॥
প্রহ্লাদের মত কত সাধু ভক্তগণে।
পীড়িত লাঞ্ছিত করে বিবিধ বিধানে॥
নাস্তিক মহাপাতকী ধর্ম্মদ্রোহী তারা।
তাহাদের পাপ ভরে ভারাক্রান্তা ধরা॥ ১৮
এ হেন পাপ-পাদপে পরিণাম-কালে।
ভীষণ দুর্গতি রূপ বিষ-ফল ফলে॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততোযান্ত্যধমাং গতিং ॥ ২০

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! মূঢ়া জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিং আপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] মাং অপ্রাপ্য এব ততঃ (তস্মাৎ) অধমাং (নিকৃষ্টাং) গতিং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

ব্যাখ্যা। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং (সাধনং) নাশনমাত্মনঃ (যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব নশ্যতি আত্মা কস্মৈচিৎ

এ জীবন-অন্তে সেই বিদ্বেষ্টা হিংসকে।
আমিই নিক্ষেপ করি ভীষণ নরকে ॥
ভয়াল ভল্লুক ব্যাঘ্র সর্প সারমেয়।
শূকর-নিকর কিম্বা অতিশয় হেয়।
সংসারে আসুরী-যোনি যত অগণন।
কর্ম্ম ফলে করে তারা তাহাতে ভ্রমণ ॥ ১৯
তমোগুণে তাহাদের বিবেক বিজ্ঞান।
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাহি থাকে জ্ঞান ॥
সৎ পথে তাহাদের মতি নাহি থাকে।
চিত্ত কলুষিত হয় কুপ্রবৃত্তি পাকে ॥
ভগবৎ কৃপা লাভে হইয়া বঞ্চিত।
নিত্য করে নব নব পাতক সঞ্চিত ॥
বার বার জন্ম লয় আসুরী যোনিতে।
করে গতি হেয় হতে হেয়তর পথে ॥ ২০
এই রূপ অধস্তন যোনিতে জনন।
নামান্তরে হয় আত্মবিনাশ সাধন ॥

পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতীতি বা আত্মনঃ নাশনং নীচযোনিপ্রাপকং) তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিং॥ ২২

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ (নরকসাধনভূতৈঃ) বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (তপোযোগাদিকং) আচরতি ততঃ (তস্মাৎ) পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি)। ২২

এ ভীষণ নরকেতে প্রবেশ করিতে।
তিনটি প্রশস্ত দ্বার আছে কুরুপতে!॥
কাম ক্রোধ লোভ নাম ধরে হে তাহারা।
অনুগত জনে করে আত্মপথ-হারা॥
অতএব ইহাদের অধীন না হবে।
এই তিন প্রবৃত্তিকে যতনে ত্যজিবে॥ ২১
পরপীড়া, অত্যাচার, ছলনা, বঞ্চনা।
নরহত্যা, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্য, প্রতারণা।
দম্ভ, দর্প, মদ্য সেবা, মিথ্যা, ব্যভিচার।
আঁকিয়া আলেখ্য নানা, নরকের দ্বার।
সাজায়ে বিবিধ রঙ্গে, প্রবৃত্তি বসিয়া।
ডাকিছে মনুজ-গণে হাসিয়া হাসিয়া॥
এ বিষম প্রলোভন করি অতিক্রম।
নিবৃত্তি মার্গেতে যেতে যে জন সক্ষম॥
আত্মোন্নতি সাধিতে যে সমুদ্যত হয়।
বিবেক তাহার পথ দেখাইয়া দেয়॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। যঃ শাস্ত্রবিধিং (শাস্ত্রং বেদঃ তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যং বা শাস্ত্রানুশাসনং) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) কামচারতঃ (কামপ্রযুক্তঃ স্বেচ্ছাপরতন্ত্রঃ) [সন্] বর্ত্ততে (তিষ্ঠতি) স সিদ্ধিং (পুরুষার্থযোগ্যতাং বা তত্ত্বজ্ঞানং) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ন সুখং ন পরাং (প্রকৃষ্টাং) গতিং (স্বর্গং, মোক্ষং বা) [অবাপ্নোতি] ২৩

তখন সে করে সুখ-রাজ্যেতে প্রবেশ।
দেখে তথা দয়া, সত্য, সাধু-সঙ্গ-দেশ ॥
শৌচাচার, তপ, জপ, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি।
সদানন্দ পুর দেখি শেষে পায় মুক্তি ॥ ২২
কিন্তু যে শাস্ত্রের বিধি করিয়া লঙ্ঘন।
ইচ্ছামত কর্ম্ম যত করে আচরণ ॥
অথবা নিষেধ-বাক্য না করিয়া মান্য।
ব্যস্ত হয় সুখকর অনুষ্ঠান জন্য ॥
বেদ আদি শাস্ত্রে ভাবে কল্পনাই মাত্র।
অমূলক উপন্যাস, মিথ্যা, অপবিত্র ॥
ব্যয় বা আয়াসসাধ্য গুরু-শাস্ত্র-বিধি।
অকাতরে উল্লঙ্ঘন করে নিরবধি ॥
স্বেচ্ছাবশে অনায়াসে পারত্রিক হিত-।
কার্য্য-অনুষ্ঠানে হয় একান্ত বিরত ॥

শাস্ত্র। অষ্টাদশ প্রকার যথা :—(১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) জ্যোতিষ, (৬) ছন্দ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ, (৭—১০) চতুর্ব্বেদ, (১১) মীমাংসা, (১২) ন্যায়, (১৩) ধর্ম্মশাস্ত্র, (১৪) পুরাণ, (১৫) আয়ুর্ব্বেদ, (১৬) ধনুর্ব্বেদ (১৭) গন্ধর্ব্ব বেদ, (১৮) অর্থশাস্ত্র।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কিং কার্য্যং কিমকার্য্যমিতিবিষয়ে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাবধারণে বা) শাস্ত্রং তে প্রমাণং শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টং) জ্ঞাত্বা ইহ (কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং) কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি (যোগ্যো ভবসি)। ২৪

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুর-
সম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমে ক্ষণিক সুখ, দুঃখ পরিণামে।
তার অনুষ্ঠানে রত সুখকর-ভ্রমে ॥
কলুষ-কলাপ তার ক্রমে হয় ভারী।
সে জন না হয় কভু সিদ্ধি-অধিকারী ॥
ইহ কালে সুখ-মুখ দেখিতে না পায়।
পরকালে পরা গতি পাইবে কোথায় ? ॥ ২৩
যে বিধানে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করে।
তাহাই ত ধনঞ্জয়! শাস্ত্র নাম ধরে ॥
অতএব যে মানব পুরুষার্থ-লাভে।
ইচ্ছা-পরবশ পার্থ! হইয়াছে ভবে ॥
ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-আশায়।
যে জন তোমার মত আকুল-হৃদয় ॥
উচিত তাহার ভবে শাস্ত্রের প্রমাণ।
মানিয়া সতত কার্য্য করা অনুষ্ঠান ॥
পাপ কর্ম্ম অল্প-কষ্ট অল্পায়াস-সাধ্য।
নাম মাত্র, ক্ষণস্থায়ী আশু-সুখ-প্রদ ॥

কিন্তু তাহে ইহ কালে অশেষ দুর্গতি।
পরকালে হয় তায় নরকে বসতি ॥
নিন্দা সদা করে যার সাধু মহাজন।
উচিত না হয় হেন কর্ম্ম আচরণ ॥
শাস্ত্রে যার বিধি আছে তাই তব কার্য্য।
শাস্ত্রের নিষিদ্ধ যাহা তাহা তব ত্যাজ্য ॥
বেদ বিধি সমুদয় হয়ে অবগত।
হেন কর্ম্ম কর যাহা শাস্ত্রানুমোদিত ॥
শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কর্ম্ম কর পরিহার।
যত দিন চিত্তশুদ্ধি না হয় তোমার ॥ ২৪

ইনি ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ! যে তু শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য (শাস্ত্রোক্তব্যবস্থাং পরিত্যজ্য) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ) যজন্তে (উপাসন্তে) তেষাং নিষ্ঠা (স্থিতিঃ) কা, সত্ত্বং রজঃ আহো (অথবা) তমঃ।১

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন।

আবার সংশয় মম উপজিল মনে।
শুন দেব! নিবেদন করি শ্রীচরণে॥
এ জগতে আছে হেন কত শত জন।
প্রমাদ আলস্য বশে জানিতে অক্ষম।
কোন্ অনুষ্ঠান হয় শাস্ত্রানুমোদিত।
কিম্বা কোন্ কর্ম্ম হয় শাস্ত্র-বিগর্হিত॥
তাই তারা উল্লঙ্ঘন করে শাস্ত্র-বিধি।
শ্রদ্ধা সহ সেবে কিন্তু তোমা নিরবধি॥
বৃদ্ধগণ-আচরণ মানিয়া প্রমাণ।
শাস্ত্র-বিধি ভাবি তার করে অনুষ্ঠান॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। দেহিনাং সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা (ত্রিপ্রকারা) এব শ্রদ্ধা ভবতি সা স্বভাবজা (স্বভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা, জন্মান্তরকৃতো ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশুভাশুভসংস্কার ইদানীন্তনজন্মারম্ভকস্বভাবস্তস্মাজ্জাতা) তাং শৃণু। ২

শ্রদ্ধাশীল তাহাদের নিষ্ঠা এই মত।
সাত্ত্বিকী, রাজসী, কিম্বা তামসী কথিত ? ॥ ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

শাস্ত্র কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে সঞ্জাত।
যে শ্রদ্ধা জীবের তাহা মন্নিষ্ঠ নিয়ত॥
একই প্রকার তাহা জানিও এ ভবে।
ভেদ কিম্বা রূপান্তর তার না সম্ভবে॥
কিন্তু যারা অধিকার বিনা শাস্ত্র-জ্ঞানে।
কর্ম্মে রত মাত্র লোক-আচার-দর্শনে॥
তাদের কা'র বা শ্রদ্ধা হয় হে সাত্ত্বিক।
কা'র রাজসিক হয় কা'র তামসিক॥
এই যে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা জানিও নিশ্চিত।
মানবের পূর্ব্ব-জন্ম-সংস্কার-সম্ভূত॥
যেমন দিবসে করি কর্ম্ম আচরণ।
নিশাতে নিদ্রাতে তাহা হও বিস্মরণ॥
প্রভাত-সময়ে কিন্তু হলে জাগরিত।
পূর্ব্বদিন কার্য্য হয় স্মৃতি-পথাগত॥
সেই রূপ ইহ জন্মে শুভাশুভ আদি।
'যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নিরবধি।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত!।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩

ব্যাখ্যা। হে ভারত! সর্ব্বস্য (লোকস্য) সত্ত্বানুরূপা (অন্তঃকরণানুসারিণী) শ্রদ্ধা ভবতি অয়ং পুরুষঃ (সংসারী জীবঃ) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়তে ইত্যর্থঃ) যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ (যাদৃশশ্রদ্ধাসম্পন্নঃ) সঃ (পুরুষঃ) এব (তচ্ছ্রদ্ধানুরূপঃ) সঃ (জীবঃ অর্থাৎ যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্ত এব ভবতি যস্তু রজস উৎ-

---

মনুজ-নিকর করে জীবন যাপন।
মৃত্যুরূপ মহানিদ্রা করি সমাপন।
পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত।
কর্ম্মের সংস্কার তার থাকিবে নিশ্চিত॥
এই সংস্কারের বলে জীব বিচালিত।
ইহাই অদৃষ্ট নামে হয় অভিহিত॥
অথবা স্বভাব বলি ইহাকে বাখানে।
শুভাশুভ কর্ম্ম জীব করে যার গুণে॥
স্বভাবের অন্যথা না কোন কালে হয়।
কেবল বিবেক-জ্ঞান অন্যথা ঘটায়॥
বিবেকের বলে জীব শাস্ত্র বিধি মত।
শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে সদা হয় রত॥
রাজসী তামসী শ্রদ্ধা হৃদয় হইতে।
তখনি ত বিদূরিত হয় বিধিমতে॥
কেবল সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা রহিবে সদাই।
রূপান্তর, কিম্বা যার ভেদ ভাব নাই॥
পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত-কর্ম্ম-সংস্কার-জনিত।
ত্রিবিধ শ্রদ্ধার কথা শুন অবহিত॥ ২
সত্ত্ব-গুণ-কার্য্য শ্রদ্ধা শাস্ত্রে বটে গণ্য।
কিন্তু তাহা শুদ্ধাশুদ্ধ দুই ভাবাপন্ন॥

কর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা, শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাস্তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ইতি শ্রীধরঃ)। ৩

—ঃ—

যে সময় সত্ত্বগুণ অন্য গুণ-গণ-।
স্পর্শ বিনা কার্য্য করে বিশুদ্ধ তখন॥
যে অন্তর শাস্ত্র-জ্ঞান-বিবেকে নির্ম্মল।
কেবল বিশুদ্ধ-সত্ত্ব তাহাতে প্রবল॥
রজঃ কিম্বা তমোগুণ সে অন্তঃকরণে।
লভিবারে অধিকার পরাজয় মানে॥
কিন্তু যে বা শাস্ত্র জ্ঞান বিবেক-রহিত।
লোকাচার দরশনে কর্ম্ম-কাণ্ডে রত॥
অন্তর তাহার নহে মলিনতা-হীন।
তা তে সঞ্জাত সেই সত্ত্ব ও মলিন॥
সেই সত্ত্ব রজস্তমে হইয়া মিলিত।
কার্য্য করে পার্থ! তাই মলিন কথিত॥
এই যে মলিন সত্ত্ব, ইহা হতে যেই।
শ্রদ্ধার উদ্ভব হয় নানা বিধ সেই॥
এবম্বিধ পুরুষেতে রহে বিদ্যমান।
সত্ত্বাদি ত্রিবিধ শ্রদ্ধা প্রচুর প্রমাণ॥
যাদৃশ শ্রদ্ধা সম্পন্ন পুরুষ হইবে।
তদ্বিষয়ে নিষ্ঠা তার দেখিতে পাইবে॥
দেখিলে সে পুরুষের কার্য্য অনুষ্ঠিত।
সহজে হইবে তার নিষ্ঠা অনুমিত॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

ব্যাখ্যা। সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বপ্রকৃতিশালিনঃ) দেবান্ যজন্তে (পূজয়ন্তি) রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি [যজন্তে] অন্যে তামসা জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে। ৪

—:—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

ব্যাখ্যা। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ (কামশ্চ রাগশ্চ

ভাবার্থ—

শ্রদ্ধা সহ করে যদি দেবতা অর্চ্চন।
জানিও সাত্বিকীশ্রদ্ধা সম্পন্ন সে জন॥
পূর্ব্ব জন্ম অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম ফলে।
সংস্কার-চালিত জীব যন্ত্র যথা কলে॥
এ জনমে পারত্রিক শুভ কামনায়।
দেব-পূজা-যাগ-যজ্ঞ জপে রত হয়॥
সেই রূপ ইহ লোকে এ জনমে যে বা।
ধন জন হেতু করে যক্ষোরক্ষঃ সেবা॥
রাজসী নিষ্ঠা সম্পন্ন জানি ও সে জন।
পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত-কর্ম্মে হেন আচরণ॥
আর যে অভীষ্ট ফল পাইবার তরে।
ভূত প্রেত পিশাচাদি উপাসনা করে॥
তামসী নিষ্ঠা সম্পন্ন সে জন নিশ্চয়।
পূর্ব্বের সংস্কারে হেন কর্ম্মে লিপ্ত হয়॥ ৪

তৌ কামরাগৌ তৎকৃতং বলং কামরাগবলস্তেনান্বিতাঃ বিষয়ানুরক্তিবল-সম্পন্নাঃ) অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) যে জনাঃ শরীরস্থং (স্বদেহস্থং) ভূত-গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমুদায়ং) কর্ষয়ন্তঃ (কৃশং কুর্ব্বন্তঃ) অন্তঃশরীরস্থং (শরীরান্তঃস্থিতং বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসাক্ষীভূতং) মাং (ঈশ্বরং) চ এব [কর্ষয়ন্তঃ] অশাস্ত্রবিহিতং (বেদাদিবিরুদ্ধং) ঘোরং (অত্যুগ্রং) তপঃ তপ্যন্তে তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুরো নিশ্চয়ো যেষান্তে আসুরনিশ্চয়াস্তান্ অতি-ক্রূরনিশ্চয়ান্) বিদ্ধি (জানীহি) । ৫।৬

—ঃ—

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

ভাবার্থ—

রাজসিক-তামসিক-শ্রদ্ধাময় জন ।
সঙ্গ কিম্বা কার্য্য-গুণে হয়ত কখন ।
সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার পথে হইয়া চালিত ।
ক্রমোন্নতি অভিমুখে হয় প্রধাবিত ॥
কিন্তু যারা কর্ম্ম কিম্বা সংস্কারের দোষে ।
গর্ব্বিত সতত দম্ভ অহঙ্কার বশে ॥
কামনা ও অনুরাগে আসক্ত হইয়া ।
উন্মত্ত পাশব-বলে বিবেক ত্যজিয়া ॥
হইয়া দুরাশা-দাস কাম্য লাভ তরে ।
বেদ-বিরহিত উগ্র তপোযজ্ঞ করে ॥
দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি রূপে পরিণত ।
পঞ্চভূতে, কষ্ট দেয় উপবাসে কত ॥
তথা এ ভোগায়তন শরীর কর্ষণে ।
ভোক্তৃ-রূপে অবস্থিত আমা হেন জনে ।
কর্ষণ করিতে কভু কুণ্ঠিত না হয় ।
অসুর-স্বভাব তারা জানিও নিশ্চয় ॥ ৫।৬

ব্যাখ্যা। সর্ব্বস্য আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং [ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি] তেষাং ইমং (বক্ষ্যমাণং) ভেদং শৃণু। ৭

—ঃ—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

ব্যাখ্যা। আয়ুঃ (জীবনং) সত্ত্বং (উৎসাহঃ) বলং (শক্তিঃ) আরোগ্যং (রোগরাহিত্যং) সুখং (চিত্তপ্রসাদঃ) প্রীতিঃ (অভিরুচিঃ) [এতাসাং] বিবর্দ্ধনাঃ (বর্দ্ধকাঃ) রস্যাঃ (রসবন্তঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ) হৃদ্যা (দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ [ভবন্তি]। ৮

ভাবার্থ—

সত্ত্ব রজস্তমোভেদে আহার ও জীবের।
শ্রদ্ধার সদৃশ হয় তিন প্রকারের॥
সেই রূপ যজ্ঞ দান তপস্যা ও হয়।
ত্রিবিধ বিভক্ত, বলি, শুন ধনঞ্জয়! ॥ ৭
যে আহারে আয়ুষ্কাল হয় বিবর্দ্ধিত।
যে আহারে চিত্ত-স্থৈর্য্য হয় সম্পাদিত॥
যে আহারে বৃদ্ধি পায় শরীরের বল।
যে আহারে নীরোগিতা উপজে অচল॥
যে আহারে শেষে হয় অন্তরেতে তৃপ্তি।
যে আহারে অভিরুচি হয় ভক্ষ্য প্রতি॥
যে আহারে পাওয়া যায় সুমধুর রস।
যে আহারে স্নেহ ধরে, ঘৃতাদি গোরস॥
যে আহারে স্থায়ী হয়, দেহে মেদ রক্ত।
যে আহার হেরি হয় হৃদয় আসক্ত॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। [অতি] কটুঃ (নিম্বাদি) [অতি] অম্লঃ [অতি] লবণঃ [অতি] উষ্ণঃ [অতি] তীক্ষ্ণঃ (মরিচাদিঃ) [অতি] রুক্ষঃ (স্নেহশূন্যঃ) [অতি] বিদাহীন (সর্ষপাদিঃ সন্তাপকঃ) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখং তাৎকালিকহৃদয়সন্তাপাদি শোকঃ, পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যং, আময়ঃ রোগঃ, এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি) আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ [ভবন্তি]। ৯

—ঃ—

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥ ১০

ব্যাখ্যা। যাতযামং (যাতো হতিক্রান্তো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্যন্নাদেঃ তৎ, শৈত্যং প্রাপ্তং অর্দ্ধপক্কংবা) গতরসং (নিষ্পীড়িতসারং

পর্য্যুষিত নহে যাহা সুপবিত্র অতি।
সত্ত্বগুণশালী পায় সে আহারে প্রীতি ॥ ৮
যে আহার অতি তিক্ত অম্ল অতিশয়।
অতীব লবণ-যুক্ত অতি তপ্ত হয় ॥
মরিচাদিমত অতি তীক্ষ্ণ গুণ ধরে।
অতি রুক্ষ, স্নেহ মাত্র নাহি যে আহারে ॥
সর্ষপাদি যুক্ত যাহা দাহ করে অতি।
রজোগুণশালী পায় সে আহারে প্রীতি ॥
এমন আহারে করে দুঃখ বিবর্দ্ধন।
বিবিধ প্রকারে রোগ করে আনয়ন ॥
রোগ হতে হয় শোক, চিত্তের বিকার।
আশু-সুখ-কার্য্যে হয় উৎসাহ তাহার ॥ ৯
প্রহর-পূর্ব্বেতে যাহা হইয়াছে পক্ক।
অথবা সুসিদ্ধ নহে, মাত্র অর্দ্ধ পক্ক ॥

মথিতদুগ্ধাদি) পূতি (দুর্গন্ধং) পর্য্যুষিতং (দিনান্তরপক্কং) উচ্ছিষ্টং (অন্যভুক্তাবশিষ্টং) চ অমেধ্যং (অভক্ষ্যং অযজ্ঞার্হমশুচি মাংসাদি) অপি যৎ ভোজনং [তৎ] তামসপ্রিয়ং [ভবতি]। ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

ব্যাখ্যা। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈঃ) যষ্টব্যং (ভগবদারাধনাহেতুত্বেন অবশ্যং যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়ং) এব ইতি মনঃ সমাধায় (একাগ্রং কৃত্বা) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্র-বিহিতঃ) যঃ যজ্ঞ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) স সাত্ত্বিকঃ [যজ্ঞঃ ভবতি]। ১১

—*—

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২

যাহা হ'তে সার-অংশ বহির্গত হয়।
অতীব নীরস যাহা আহার সময় ॥
অতি পর্য্যুষিত যাহা মাদকাদি-স্পৃষ্ট।
গুরুজন ভিন্ন যাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট ॥
যজ্ঞ শাস্ত্র সিদ্ধ নহে অপবিত্র অতি।
তমোগুণ শালী পায় সে আহারে প্রীতি ॥ ১০
বিনা ফল-কামনায় কর্ত্তব্য বিধায়।
শাস্ত্র মতে যজ্ঞ যাহা অনুষ্ঠিত হয় ॥
তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সত্ত্ব-গুণবান্।
করেন নিষ্কাম হেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥ ১১
দারা সুত ধন জন মান ইহলোকে।
স্বর্গাদি সম্পদ্ নানা সুখ পরলোকে।

ব্যাখ্যা। ফলং অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্য) অপি তু দম্ভার্থং (স্বমহত্ত্বখ্যাপনার্থং) এব চ যৎ [যঃ] যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) [হে] ভরতশ্রেষ্ঠ! তং রাজসং যজ্ঞং বিদ্ধি। ১২

—*—

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

ব্যাখ্যা। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যং) অসৃষ্টান্নং (ব্রাহ্মণাদিভ্যো ঽসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং) মন্ত্রহীনং (মন্ত্রৈর্হীনং বিযুক্তং) অদক্ষিণং (যথোক্তদক্ষিণারহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধয়া বিরহিতং শূন্যং) যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) ১৩

-*-

করিয়া কামনা নর বিহিত বিধানে।
রত যেই ইষ্টদাতা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে॥
অপিচ জগতে নিজ মহিমা প্রচার।
প্রতিষ্ঠা যশের আশে অনুষ্ঠান যার॥
ধার্ম্মিক দাতাগ্রগণ্য বলিবে বলিয়া।
বহু আড়ম্বর-পূর্ণ হয় যেই ক্রিয়া।
অনুষ্ঠিত হে ভারত! অতি দম্ভ ভরে।
রাজসিক যজ্ঞ বলি জানিও তাহারে॥ ১২
শাস্ত্র-বিধি-বিপরীত-ভাবেতে সম্পন্ন।
দেবোদ্দেশে নিবেদিত নহে যাহে অন্ন॥
ব্রাহ্মণ অতিথিগণে নাহি করি দান।
আপনি খাইয়া যজ্ঞ করে পূর্ণ জ্ঞান॥
তন্ত্র বেদমন্ত্র আদি যাহাতে বর্জ্জিত।
যে যজ্ঞের সমাপনে দক্ষিণা রহিত॥
আন্তরিক শ্রদ্ধাহীন যেই যজ্ঞ হয়।
তামস বলিয়া তারে জ্ঞানিগণ কয়॥ ১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

ব্যাখ্যা। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ পিতৃমাত্রাচার্য্যাদয়ঃ প্রাজ্ঞাশ্চ পণ্ডিতাশ্চ তেষাং পূজনং) শৌচং (শরীর-শোধনং) আর্জ্জবং (অকৌটিল্যং) ব্রহ্মচর্য্যং (নিষিদ্ধমৈথুননিবৃত্তিঃ) অহিংসা (অশাস্ত্রীয়প্রাণিপীড়নাভাবঃ) চ শারীরং (কায়িকং) তপ. উচ্যতে। ১৪

ভাবার্থ—

অতঃপর শুন তপো-বিবরণ পার্থ!।
কায় বাক্ মনঃ ভেদে ত্রিবিধ এ তত্ত্ব ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব অগ্নি দেব অংশুমালী।
আমারি অংশসম্ভূত মহাশক্তিশালী ॥
আমারি (১) বৈষ্ণবী শক্তি সেই দুর্গা দেবী
প্রথমে গোলক ধামে আমি যাঁরে সেবি।
মধুকৈটভের ভয়ে ভীত ব্রহ্মা যাঁরে।
পূজন দ্বিতীয় বার করেন কাতরে ॥
ভীষণ-ত্রিপুর-ভয়ে যাঁরে ত্রিপুরারি।
পূজেন তৃতীয় বার কর যোড় করি ॥
হারায়ে ত্রৈলোক্য-শ্রী শাপে দুর্ব্বাসার।
শচীশ চতুর্থবার পূজা করে যাঁর ॥
মুনি ঋষি সিদ্ধগণ নিত্য সেবে যাঁরে।
সুরথ যাঁহার পূজা করে কল্পান্তরে ॥
পরমা (২) প্রকৃতিরূপা আদ্যাশক্তি যিনি।
যিনি বিশ্ব-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ॥

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ২ম অধ্যায় নন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।
(২) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭৫ অধ্যায়।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ সৃষ্ট যাঁহা হতে।
যে শক্তি ব্যতীত বিশ্ব পারেনা থাকিতে ॥
যে শক্তি আমিই দান করিয়াছি শিবে।
যিনি দয়া নিদ্রা ক্ষুধা তৃপ্তি আদি জীবে।
বৈকুণ্ঠেতে মহালক্ষ্মী গোলকে রাধিকা।
ক্ষীরোদ সাগরে যিনি লক্ষ্মী প্রাণাধিকা ॥
যিনি দক্ষরাজসুতা সতী নামে ধন্যা।
দুর্গতি-নাশিনী যিনি মেনকার কন্যা ॥
যিনি বীণাপাণি বাণী সর্ব্বাণী সাবিত্রী।
ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গায়ত্রী ॥
অগ্নিতে দাহিকা যিনি সূর্য্যে যিনি প্রভা।
জলে শীতলতা যিনি পূর্ণ-চন্দ্রে শোভা ॥
ধরণী ধারণা আর শস্য-প্রসবিনী।
দেবের দেবত্ব, তপঃ তপস্বীর যিনি ॥
গৃহীর গৃহ-দেবতা, মুক্তগণ-মুক্তি।
সংসারীর আশা যিনি, ভক্তগণ-ভক্তি ॥
নৃপতির রাজলক্ষ্মী, লাভ বণিকের।
বেদ-তত্ত্ব নৌকা যিনি ভব-সাগরের ॥
সাধুগণ-সদ্‌বুদ্ধি, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা-শক্তি।
দাতৃদান, ক্ষত্রাদিতে যিনি বিপ্রভক্তি ॥
পতি-ভক্তিরূপা যিনি সতীর হৃদয়ে।
দুর্গা নামে খ্যাতা যিনি দুর্গ বিনাশিয়ে ॥
"দুর্গ"শব্দে মহাবিঘ্ন, কুকর্ম্ম বুঝায়।
দুর্গ শব্দে যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় ॥
দুর্গ শব্দ দৈত্যবাচী, ভবের বন্ধন।
দুর্গ শব্দে অতি রোগ, নরক ভীষণ ॥
"দুর্গ শব্দে অভিহিত হয় দুঃখ শোক।
"আ" শব্দই এ সবার নাশার্থ বাচক ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

ব্যাখ্যা। অনুদ্বেগকরং (উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীতি) সত্যং প্রিয়-হিতং (মধুরং হিতকরং, পরিণামে সুখকরং বা) চ যৎবাক্যং স্বাধ্যায়া-

---

অথবা "দ"কারে জ্ঞেয় দৈত্যের বিনাশ।
"উ"কারেতে করে ধ্বংস মহাবিঘ্ননাশ॥
"রেফেতে" রোগ নাশক, "গ"কার পাপের।
আকারে শত্রুর নাশ, অপি চ ভয়ের॥
যাঁহার স্মরণ মাত্র সর্ব্ব বিঘ্ন যায়।
তিনিই দুর্গার নামে বিদিত ধরায়॥
এই রূপ নানা দেব-দেবীর পূজন।
শারীরিক তপস্যার প্রধান সাধন॥
এ হেন দেব-দেবীতে অবিশ্বাসী যারা।
তাদের সাধন বৃথা নাস্তিক তাহারা॥
দেব দেবী আরাধনা আবশ্যক যথা।
ভক্তি সহ দ্বিজ-সেবা-প্রয়োজন তথা॥
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বহু সুকৃতির ফলে।
জন্ম লাভ করে জীব ব্রাহ্মণের কুলে॥
এ হেন ভূদেব পূজা নহেত সামান্য।
কায়িক তপের ইহা অঙ্গ মধ্যে গণ্য॥
লভে জীব জন্ম যেই পিতা মাতা হ'তে।
প্রত্যক্ষ দেবতা তাঁরা এ মর জগতে॥
সেই মত যে আচার্য্য শুভ উপদেশে।
জ্ঞানালোকে অন্তরের অন্ধকার নাশে।
সে সব পরমারাধ্য গুরুর পূজন।
শারীরিক তপস্যার নিত্য প্রয়োজন॥

ভ্যসনং (স্বাধ্যায়ো বেদ স্তস্য অভ্যসনং সদাপাঠঃ বেদাভ্যাসঃ) চ এব বাঙ্ময়ং (বাক্‌প্রধানং) তপ উচ্যতে। ১৫

—:—

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

ব্যাখ্যা। মনঃপ্রসাদঃ (মনসঃ প্রশান্তিঃ স্বচ্ছতা বা) সৌম্যত্বং (সর্ব্বলোকহিতৈষিত্বং, অক্রূরতা বা) মৌনং (মুনিভাবঃ একাগ্রতয়াত্ম-চিন্তনং নিদিধ্যাসনাখ্যং বাক্‌সংযমহেতুর্ম্মনঃসংযমঃ) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযমঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (ভাবস্য হৃদয়স্য সংশুদ্ধিঃ কামক্রোধলোভাদিমলনিবৃত্তিঃ) ইতি এতৎ মানসং তপ উচ্যতে। ১৬

তত্ত্বদর্শি-প্রাজ্ঞ-পূজা শৌচ সরলতা।
নিষিদ্ধ-মৈথুন-ত্যাগ হিংসা-বিহীনতা ॥
এই যে সকল কর্ম্ম করিলাম ব্যক্ত।
এ সকলি শারীরিক তপ নামে উক্ত ॥ ১৪
যে বাক্যেতে অসত্যের প্রসঙ্গ না ধরে।
যে বাক্যেতে কাহাকেও উদ্বিগ্ন না করে ॥
যে বাক্যশ্রবণে শ্রোতা মনে পায় প্রীতি।
যে বাক্যেতে আছে হিত-উপদেশ-নীতি ॥
সেই মত সুসঙ্গত-বচন-বিন্যাস।
গুরু-সন্নিধানে তথা বেদাদি-অভ্যাস ॥
বাঙ্ময় তপঃ নামে অভিহিত হয়।
মানস তপের কথা শুন ধনঞ্জয়! ॥ ১৫
বিষয় ব্যাপারে করি আসক্তি বর্জ্জন।
চিত্তের প্রশান্ত ভাব করিবে সাধন ॥
সরল অন্তরে হবে লোক হিতে রত।
একান্ত অন্তরে বাক্ করিবে সংযত ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈঃ) যুক্তৈঃ (সমাহিতৈঃ) নরৈঃ পরয়া (প্রকৃষ্টয়া) শ্রদ্ধয়া তপ্তং (অনুষ্ঠিতং) তৎ ত্রিবিধং তপঃ [ধীরাঃ] সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) ১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥ ১৮

ব্যাখ্যা। সৎকারমানপূজার্থং (সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ইত্যেবমবিবেকিভিঃ ক্রিয়মাণা স্তুতিঃ, মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনধনদানাদিঃ তদর্থং) দম্ভেন (কেবলং ধর্ম্মধ্বজিত্বেনৈব ন

অনন্তর সংযমিত করিবে মনেরে।
বিশুদ্ধ হৃদয়-ভাক হইবে তৎপরে ॥
যথাবিধি অনুষ্ঠান করা এই মত।
মানসিক তপ নামে হয় অভিহিত ॥ ১৬
এই যে তপের কথা করিলাম ব্যক্ত।
সত্ত্ব রজস্তমো ভেদে ত্রিভাগে বিভক্ত ॥
বেদ ও শাস্ত্র বিধানে দেবতা ব্রাহ্মণে।
আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তি সনে।
ফলের আকাঙ্ক্ষা হতে হইয়া বিমুক্ত।
সমাহিত অন্তরেতে হয় যাহা তপ্ত।
কায়মন বচনের তপস্যা এমন।
সাত্ত্বিক বলিয়া ব্যাখ্যা করে শিষ্টগণ ॥ ১৭
খ্যাতি, প্রতিপত্তি আর সৎকার, মান,।
পূজাতরে হয় যেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥

স্বাস্তিক্যবুদ্ধ্যা) চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ (ইহলোকে) চলং (অত্যল্প-কালস্থায়িফলং) অধ্রুবং (অনিশ্চিতং) তৎ রাজসং প্রোক্তং। ১৮

—:—

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং॥ ১৯

ব্যাখ্যা। মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকাতিশয়কৃতেন) আত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতস্য) পীড়য়া (ক্লেশদানেন) পরস্যোৎসাদনার্থং (অন্যস্য বিনাশার্থ মভিচাররূপং) বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসং উদাহৃতং (কথিতং)।১৯

আড়ম্বরে দেব সেবা মন্দির-প্রতিষ্ঠা।
সমারোহে যজ্ঞ, আত্ম-প্রাধান্যের চেষ্টা॥
মূলেতে আস্তিক্য বুদ্ধি অতীব বিরল।
সমাজে প্রাধান্য লাভ উদ্দেশ্য কেবল॥
অনিশ্চিত যার ফল মাত্র ইহ লোকে॥
স্থায়িফল কিছু মাত্র নাহি পরলোকে॥
এমন নিয়ম শূন্য দম্ভে অনুষ্ঠিত।
তপস্যা, রাজস নামে হয় অভিহিত॥ ১৮
হয়ে দুরাকাঙ্ক্ষাধীন অবিবেক বশে।
দেহেন্দ্রিয় পীড়া দিয়া বহুল আয়াসে।
মারণ বশীকরণ কিম্বা উচ্চাটন-।
আদি অভিচার ক্রিয়া করিতে সাধন।
যে সকল ভ্রমপূর্ণ তপ অনুষ্ঠানে।
রত হয় নিজ ইষ্ট দেবতা-আহ্বানে॥
সে সকল অনুষ্ঠান অতীব নিন্দিত।
তামস তপস্যা নামে হয় অভিহিত॥ ১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥ ২০

ব্যাখ্যা। দাতব্যং (দানং কর্ত্তব্যং) ইতি [নিশ্চিত্য] দেশে (পুণ্যে তীর্থে কুরুক্ষেত্রাদৌ) কালে (গ্রহণাদৌ) চ পাত্রে (সৎপাত্রে) চ অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারাসমর্থায়) যৎ দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং (উক্তং)। ২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥ ২১

ব্যাখ্যা। যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারলাভায়) ফলং উদ্দিশ্য বা পুনঃ পরিক্লিষ্টং (কথমেতাবদ্ব্যয়িতমিতি চিত্তক্লেশযুক্তং) দীয়তে চ তৎ দানং রাজসং স্মৃতং। ২১

ভাবার্থ—

যে দান কর্ত্তব্য বোধে বিনা ফলাশায়।
উপকার-অসমর্থ জনে দত্ত হয়।
কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমে।
প্রভাস পুষ্কর আদি বারাণসী ধামে।
রাহু আসি যবে শশী রবি গ্রাস করে।
অথবা সংক্রান্তি দিনে শ্রীহরিবাসরে।
বেদ-বিদ্যা-পারদর্শী সাধু সদাচারী।
আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রাণ সুপাত্র বিচারি ॥
নিষ্কাম ভাবে যে দান হয় অনুষ্ঠিত।
তাহাই সাত্ত্বিক দান নামে অভিহিত ॥ ২০
প্রতিদান প্রত্যাশায় দত্ত যাহা হয়।
যে দান প্রদত্ত হয় ফলের আশায় ॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥ ২২

ব্যাখ্যা। অদেশকালে (অপবিত্রদেশকালে) অপাত্রেভ্যঃ (মূর্খ-তস্করাদিভ্যঃ) চ অসৎকৃতং (প্রিয়ভাষণপাদপ্রক্ষালনপূজাদিসৎকার-শূন্যং) অবজ্ঞাতং (তিরস্কারযুক্তং) যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসং উদাহৃতং (কথিতং)। ২২

—*—

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩

ব্যাখ্যা। ওঁ ("ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি" শ্রুতেঃ ওমিত্যেকং নাম।) তৎ ("তত্ত্বমসীতি" শ্রুতেঃ তদিতি দ্বিতীয়ং নাম) সৎ ("সদেব সৌম্যেতি" শ্রুতেঃ সদিতি তৃতীয়ং নাম) ইতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (কথিতঃ) তেন (নির্দ্দেশেন) ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা (পূর্ব্বকালে) বিহিতাঃ (নির্ম্মিতাঃ)। ২৩

—*—

যে দান করিলে আসে অনুতাপ পরে।
কেন করিলাম হেন দান অকাতরে।॥
হেন পরিক্লিষ্ট দান জানিও নিশ্চয় ॥
রাজসিক দান নামে অভিহিত হয় ॥ ২১
অপবিত্র দেশে তথা কাল অপবিত্রে।
তস্কর লম্পট নট মূর্খাদি অপাত্রে ॥
প্রিয় সম্ভাষণ পাদ-প্রক্ষালন আর।
পূজা অর্চ্চনাদি বিনা বিহিত সৎকার।
অবজ্ঞা সহিত যাহা অনুষ্ঠিত হয়।
তাহাকে তামস দান বুধগণ কয় ॥ ২২
বিষ্ণুর অনন্ত নাম আছে এ সংসারে।
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সবে থাকিতে না পারে ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪

ব্যখ্যা। তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য (উচ্চার্য্য) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবাদিনাং বেদজ্ঞানাং) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্তাঃ) যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে (প্রকৃষ্টেন বৈগুণ্যরাহিত্যেন বর্ত্তন্তে)। ২৪

পরন্তু ব্রহ্মবাচক পবিত্র ওঁকার।
ধ্যান উপযোগী নাম সাক্ষাৎ তাঁহার॥
সেই হেতু সাধুগণ করেন বিশেষ।
ওঁকার প্রথম নামে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ॥
তৎই দ্বিতীয় নাম ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক।
সৎ শব্দ তৎপরেই ব্রহ্মাববোধক॥
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃ-স্বরূপ বেদাদি করণ।
যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বরূপ ব্রহ্মনিয়োজন॥
এ তিন পবিত্র শব্দ এত বল ধরে।
স্মরণে কার্য্য-বৈগুণ্য সতত সংহারে॥
দূরে থাক্ সত্ত্ব রজঃ, তমোগুণ-শালী।
কার্য্য যদি করে ওঁ তৎ সৎ বলি॥
যজ্ঞ-তপো-দান তার সফল হইবে।
ক্রমে তার চিত্ত-গতি সৎ পথে যাবে॥ ২৩
অতএব ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ।
করিয়া সতত যত বেদবিদ্গণ।
শাস্ত্রবিধানোক্ত যজ্ঞ তপো দান ক্রিয়া।
অনুষ্ঠানে রত হন যতন করিয়া॥
শুদ্ধ চিত্তে ভক্তি যোগে ওঁকার স্মরণে।
মননে চিন্তনে কিম্বা মুখে উচ্চারণে।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫

ব্যাখ্যা। মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মোক্ষং মুক্তিং কাঙ্ক্ষন্তি ইচ্ছন্তি যে তে তৈঃ) তৎ ইতি [উচ্চার্য্য] ফলং অনভিসন্ধায় (অনুদ্দিশ্য) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে। ২৫

-*—

ভ্রম প্রমাদাদি-অঙ্গ-বৈগুণ্য-জনিত।
যাবতীয় কার্য্য-ত্রুটি নিবারে নিশ্চিত ॥
এই অনুষ্ঠান হয় সম্পূর্ণ সফল।
প্রসবে অশেষ বিধ শুভময় ফল ॥
অগ্রেতে প্রণব মাত্র করি উচ্চারণ।
সকলেই করে বটে কার্য্য আরম্ভণ ॥
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে একাল পর্য্যন্ত:।
এক মন্ত্র কার্য্যে বটে হয় উচ্চারিত ॥
পরন্তু ক্রিয়াকুশল শাস্ত্র-মর্ম্ম-বেত্তা।
প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত, তথা।
ভক্তিমান্ শ্রদ্ধাবান্ যজমান বিনা।
নাহি মন্ত্র-শুভ-ফল-প্রাপ্তি-সম্ভাবনা ॥
তাই পার্থ! যথাবিধি ওঁকারোচ্চারণে।
শ্রদ্ধাসহ কর্ম্ম করে বেদবিদ্‌গণে ॥ ২৪
ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ তথা ব্রহ্মপরায়ণ।
তৎ এই ব্রহ্ম নাম করি উচ্চারণ।
চিত্ত হতে বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্ম ফল।
করণীয় বোধে করে কর্ম্মই কেবল ॥
যজ্ঞ-তপো-দান-আদি অনুষ্ঠান-রাশি।
নিষ্কাম ভাবেতে করে মোক্ষ-অভিলাষী ॥ ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে॥ ২৬

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! সদ্ভাবে (বিদ্যমানত্বে অস্তিত্বে বা) সাধুভাবে (সাধুত্বে) চ সৎ ইতি এতৎ (শব্দঃ) প্রযুজ্যতে (প্রযোক্তব্যমিত্যর্থঃ সঙ্গচ্ছতে ইতি বা) তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি (মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ) সৎ শব্দঃ যুজ্যতে। ২৬

—:—

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

ব্যাখ্যা। যজ্ঞে তপসি দানে চ [যা] স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) [সা] সৎ ইতি চ উচ্যতে তদর্থীয়ং (তদেবার্থো বিষয়ো যস্য তদর্থং শুদ্ধ-

---

ভাবার্থ—

সৎ শব্দে বিদ্যমান থাকাকে বুঝায়।
সকল প্রমাণ সিদ্ধ সৎ তারে কয়॥
নাহি যার বিসংবাদ নাহিক খণ্ডন।
তাহাকেই সৎ বলি বলে বুধগণ॥
সেই হেতু শ্রুতি মতে পরমাত্ম-তত্ত্ব।
সৎ শব্দে সুবিহিত হয় অভিহিত॥
জগতের দ্রব্যজাত অসৎ সকলি।
পরব্রহ্ম বিনা আর সৎ কারে বলি॥
তাই যা' অলীক নহে, নহে যা' কল্পিত।
সৎ শব্দে সেই বস্তু জানিও নিশ্চিত॥
সাধুতার সমর্থন করিবার তরে।
সকলেই সৎ শব্দ ব্যবহার করে॥
সেই মত বিবাহাদি সংস্কার সময়।
সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয় ধনঞ্জয়!॥ ২৬

ব্রহ্মজ্ঞানং তদনুকূলং কর্ম্ম তদর্থীয়ং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং) এব কর্ম্ম চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে। ২৭

—:—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥২৮

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! অশ্রদ্ধয়া (অসাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা) যৎ হুতং (হবনং কৃতং) দত্তং (ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদত্তং) তপঃ তপ্তং (অনুষ্ঠিতং) [অন্যৎ] চ কৃতং [তৎ] অসৎ ইতি উচ্যতে তৎ প্রেত্য (লোকান্তরে) ন ইহ (অস্মিন্ লোকে) চ ন (ন ফলতি) ২৮

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়-
বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থ—

যজ্ঞ, তপঃ, দান কার্য্যে নিষ্ঠা সহকারে।
আদ্যোপান্ত অবস্থিতি, সৎ বলে তারে॥
সেইরূপ যজ্ঞ তপঃ দান সিদ্ধি জন্য।
অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হয় সৎ নামে গণ্য॥
ব্রহ্ম-জ্ঞান অনুকূল কার্য্য আদি যত।
কিম্বা ব্রহ্মার্পণবুদ্ধি সহ যাহা কৃত।
অর্চ্চন বন্দন আদি সাধনের তরে।
সৎ শব্দে সে সকলি বুঝায় কর্ম্মেরে॥ ২৭
সুপবিত্র হুতাশনে মন্ত্র উচ্চারণ।
করিয়া যতই হবি কর না অর্পণ॥
ব্রাহ্মণাদি সুপাত্রেতে গিয়া তীর্থ স্থান।
যথাকালে রাশি রাশি কর ধন দান॥

বেদ শাস্ত্র সুবিহিত বিধি সহকারে।
করনা যতই তপঃ আজীবন ধরে ॥
অথবা অতিথি সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
করনা যতই কার্য্য মন্দির-মার্জ্জন ॥
আন্তরিক শ্রদ্ধা যদি মূলে নাহি থাকে।
অসৎ নামে নির্দ্দেশ করে হে! তাহাকে ॥
ইহকালে সে কর্ম্মকে নিন্দে সাধু সবে।
পরকালে সে কর্ম্মে না সুফল প্রসবে ॥
অতএব চিত্ত শুদ্ধি লভিবার তরে।
শ্রদ্ধাসহ সত্বভাবে কর্ম্ম যে বা করে ॥
বৈগুণ্যের সম্ভাবনা বিরল তাহাতে।
যদি বা কোন বৈগুণ্য ঘটে কোন মতে।
সে বৈগুণ্য তিরোহিত হইবে তখনি।
"ওম্ তৎসৎ" নামে শুন কুরুমণি। ॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অৰ্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুং।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ! পৃথক্ কেশিনিসূদন! ॥ ১

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে হৃষীকেশ! (সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়ামক!) মহাবাহো! (মহাশক্তিশালিন্!) কেশিনিসূদন! (কেশি নাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দ্দৈত্যস্য বিনাশক!) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসশব্দস্য) ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (যাথার্থ্যং) পৃথক্ বেদিতুং (জ্ঞাতুং) ইচ্ছামি। ১

ভাবার্থ—

অর্জ্জুন কহিলেন।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ-তত্ত্ব জানিতে অধুনা।
হৃদয়ে হয়েছে মম উদয় বাসনা॥
বিজাতীয় অর্থ কি হে! ঘট পট মত।
সন্ন্যাসে ও ত্যাগে নাথ! হয় সুসঙ্গত? ॥
যদি তাই, কি প্রভেদ অর্থে তাহাদের।
জানিতে ইচ্ছুক অতি চিত অর্জ্জুনের॥
অথবা কুরু পাণ্ডব সম সজাতীয়।
অর্থাববোধক হয় এতদ্ উভয়॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) কাম্যানাং (স্বর্গ-পুত্রাদিকামনাযুক্তানাং) কর্ম্মণাং ন্যাসং (ত্যাগং) সন্ন্যাসং বিদুঃ (জানন্তি) বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতাঃ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বকর্ম্মণামাত্ম-সম্বন্ধিতয়াপ্রাপ্তস্য ফলস্য ত্যাগস্তং) ত্যাগং প্রাহুঃ (কথয়ন্তি)। ২

—:—

অবান্তর উপাধির ভেদ আছে যাহা।
বর্ণনা করুণা করি' কর কৃষ্ণ! তাহা॥
তুমি হৃষীকেশ! বুদ্ধি-বৃত্তি-নিয়ামক।
নহে কি এ সন্দেহের তুমি উত্থাপক? ॥
তুমি নাথ! মহাবাহো! কেশিনিসূদন!।
সন্দেহ-কেশি-অসুরে কর হে দমন॥ ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন।

এ সংসারে যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।
সকলের মূলে প্রায় ফল আশা রয়॥
ভাবী ফল লাভ বীজ যাহাতে নিহিত।
সেই কাম্য-কর্ম্ম-ত্যাগ সন্ন্যাস কথিত॥
ত্যাগেতে কর্ম্ম বিশেষ লক্ষ্য কভু নহে।
সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগ ত্যাগ তারে কহে॥
নিত্য নৈমিত্তিক কিম্বা মহৎ সামান্য।
কর্ম্ম মূলে আছে যত কামনা প্রচ্ছন্ন॥
আত্ম-পথে উন্নতির যাহা অন্তরায়।
তারি ত্যাগ, বিচক্ষণ ত্যাগ নামে কয়॥
সন্ন্যাস ও ত্যাগ-তত্ত্ব, ঘট পট মত।
বিভিন্ন জাতীয় নহে জানিও নিশ্চিত॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

ব্যাখ্যা। একে মনীষিণঃ (পণ্ডিতাঃ সাংখ্যবাদিনঃ) কর্ম্ম দোষবৎ বন্ধহেতুত্বাৎ দোষবৎ দুষ্টং) ইতি ত্যাজ্যং (ত্যাগার্হং) প্রাহুঃ চ অপরে [মনীষিণঃ] (মীমাংসকাঃ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ইতি [কথয়ন্তি] (কর্ম্মাধিকারিভিরন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষোৎপত্ত্যর্থং যজ্ঞদানতপঃ-কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি কথয়ন্তি)। ৩

—※—

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম!।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪

ব্যাখ্যা। হে ভরতসত্তম! তত্র ত্যাগে (ত্যাগসন্ন্যাসবিকল্পে)

আত্ম জ্ঞান-লাভ-ইচ্ছা বলবতী হলে।
কাম্য-ফল-প্রদায়ক যত কর্ম্ম দলে।
আপনা হইতে যবে অপসৃত হয়।
সন্ন্যাস বলিয়া তারে জেন ধনঞ্জয়!॥
সেই মত চিত্ত শুদ্ধি জ্ঞান পিপাসায়।
করণীয় ভাবি যবে কর্ম্মে রত হয়॥
শুভাশুভ কোন ফলে নাহি প্রায়োজন।
ত্যাগ নাম তাহারি ত দেয় বিচক্ষণ॥ ২
সাংখ্যবাদিগণ মতে শুন ধনঞ্জয়!।
কর্ম্ম মাত্র দোষাবহ, পরিত্যাজ্য হয়॥
মীমাংসকগণ মতে তপো-দান-যজ্ঞ।
নিত্য অনুষ্ঠেয়, নহে পরিহার-যোগ্য॥ ৩
এতৎ সম্বন্ধে কিন্তু মম অভিমত।
শুনহ ভরত-শ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রানুমোদিত॥
হে পুরুষশিরোমণি! ত্রিভাগে বিভক্ত।
পূর্ব্বেতে ত্যাগের কথা করিয়াছি ব্যক্ত॥

মে (মম বচনাৎ) নিশ্চয়ং (নিশ্চিতং অভিমতং) শৃণু (অবধারয়) হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ (সাত্ত্বিকাদিত্রিপ্রকারঃ) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ (শাস্ত্রেষু নির্দ্দিষ্টঃ)। ৪

——o——

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥ ৫

ব্যাখ্যা। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং (ত্যক্তব্যং) তৎ কার্য্যং (করণীয়ং কর্ত্তব্যং) এব যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ মনীষিণাং (বিবেকিনাং) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকরাণি) এব [ভবন্তি]। ৫

স্বর্গাদি-সংকল্প-ত্যাগ ফলের বিষয়ে।
মমতা-ত্যাগ এ কর্ম্ম আমার বলিয়ে॥
ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা জ্ঞান করি।
কর্ম্মেতে কর্ত্তৃত্ব-ত্যাগ অহং পরিহরি॥
কর্ম্ম-ফল মমতা ও কর্ত্তৃত্ব বর্জ্জন।
ত্যাগের যথার্থ অর্থ জানিও অর্জ্জুন॥। ৪
যজ্ঞ দান তপঃ আদি কর্ম্ম সমুদয়।
পরিত্যাগ কখনই সমুচিত নয়॥
বরঞ্চ কামনাশূন্য হয়ে বুদ্ধিমান্।
করিবেক তত্তাবৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
নিষ্কাম কর্ম্মের মত কে পারে জগতে।
মুমুক্ষু জনের চিত্ত-বিকার নাশিতে?॥
নিষ্কাম কর্ম্মের মত কে পারে জগতে।
মুমুক্ষু জনের চিত্ত বিশুদ্ধ করিতে?॥
নিষ্কাম কর্ম্মের মত কে এ সংসারে।
কঠিন হৃদয় ক্ষেত্র সুধাসিক্ত করে?॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥ ৬

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! এতানি (বন্ধহেতুভূতানি) অপি কর্ম্মাণি (যজ্ঞদানাদীনি) তু সঙ্গং (আসক্তিং) ত্যক্ত্বা ফলানি চ [ত্যক্ত্বা] কর্ত্তব্যানি (অনুষ্ঠেয়ানি) ইতি মে নিশ্চিতং (স্থিরং) উত্তমং মতং (অভিপ্রায়ঃ)। ৬

—*—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

ব্যাখ্যা। তু নিয়তস্য (নিত্যস্য, কেচিত্তু নিত্যনৈমিত্তিকাদেঃ)

জ্ঞান পথে বিবেকীর কিবা আছে বল।
নিষ্কাম করম বিনা পরম সম্বল ॥
হেন শুভ কার্য্য কভু নহে বর্জ্জনীয়।
নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে নিত্য করণীয় ॥ ১
হউক বন্ধন হেতু এ সকল ক্রিয়া।
ফলের কামনা তথা আসক্তি ত্যজিয়া।
করিবে সতত পার্থ! অনুষ্ঠান তার।
উত্তম এ অভিমত জানিও আমার ॥ ৬
(১) নিত্য-ক্রিয়া চিত্ত-শুদ্ধি করে সম্পাদন
যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনে শুদ্ধ করে মন ॥

(১) ক্রিয়া ত্রিবিধ যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যনৈমিত্তিক।
নিত্য—যাহা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, না করিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয় তাহা নিত্য কর্ম্ম যথা—সন্ধ্যাবন্দনা, পঞ্চযজ্ঞ, শিবপূজা প্রভৃতি।
নৈমিত্তিক—যাহা পুত্রজন্মাদি নিমিত্তকে প্রাপ্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাই নৈমিত্তিক যথা—পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার, পিতৃশ্রাদ্ধাদি, পাপ শান্তির জন্য দান ইত্যাদি।

কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) ন উপপদ্যতে (সম্ভবতি) মোহাৎ (অজ্ঞানাৎ, বিহিতে নিষিদ্ধত্বজ্ঞানমনর্থাহেতাবনর্থহেতুত্বজ্ঞানং ধর্ম্মে চাধর্ম্মত্বজ্ঞানং বিপর্য্যাসরূপো মোহঃ তস্মাৎ) তস্য (কর্ম্মণঃ) পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ)। ৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

ব্যাখ্যা। দুঃখং ইতি এব [মত্বা] যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ

সন্ধ্যা পূজা জপ আদি সিদ্ধির উপায়।
তাহা পরিহার করা ভ্রম অতিশয়॥
অদূর-দর্শিতা-দোষে যদি কোন নরে।
নির্ভর করিয়া নিজ বুদ্ধির উপরে।
শাস্ত্র-উক্ত পঞ্চ-যজ্ঞ সন্ধ্যা বন্দনাতে।
দোষ-দরশনে হয় বিরত তাহাতে॥
সে বিরতি কভু পার্থ! সমীচীন নয়।
সে ত্যাগ তামস ত্যাগ নামে উক্ত হয়

নিত্যনৈমিত্তিক—যাহা নিত্য কিন্তু নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয় যথা— পর্ব্ব-শ্রাদ্ধাদি।

কোন কামনা সহকারে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাই কাম্য যথা স্বর্গাদি শুভফল জনক জ্যোতিষ্টোমাদি। অনেক কর্ম্ম নিত্য ও কাম্য উভয় মিশ্রিত অর্থাৎ সে সকল কর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় এবং অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি ফল লব্ধ হইয়া থাকে যথা—দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি ব্রত ইত্যাদি নিত্য ও কাম্য।

এই সপ্তমশ্লোকোপলক্ষে শ্রীমম্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে যজ্ঞাদিতে পশ্বাদি হনন (উহার মূলে কোন হিংসা প্রবৃত্তি না থাকাতে এবং শাস্ত্রানুমোদিত অবশ্য কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়াতে) হিংসা মধ্যে পরিগণিত নহে। পরন্তু উহা দোষ বোধে পরিত্যাগ তামস ত্যাগ নামে উক্ত।

(শরীরায়াসভয়াৎ) ত্যজেৎ স রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং (সাত্ত্বিক ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং) ন লভেৎ এব। ৮

—:—

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন!।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যং (করণীয়ং) ইতি [মত্বা] এব যৎ নিয়তং (নিত্যং অবশ্যং) কর্ম্ম ক্রিয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ (কথিতঃ)। ৯

করিতে শাস্ত্র-বিহিত-কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
প্রত্যূষে উত্থান করি প্রাতঃকালে স্নান॥
শীতাতপ সহ্য করি ক্ষুৎ পিপাসাতে।
হয় কত কায় ক্লেশ আয়াস সহিতে॥
এ সকল অনুষ্ঠান ভাবি বিড়ম্বনা।
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বিরত যে জনা॥
তাহাদের ত্যাগ হয় রাজসিক গণ্য।
জ্ঞান প্রাপ্তি নাহি ঘটে সে ত্যাগের জন্য॥ ৮
শাস্ত্রমতে সুবিহিত বিধি অনুসারে।
যথারীতি কর্ম্ম করা উচিত সংসারে॥
কি ফল সে করমেতে লভিবে জনন।
নাহি তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন॥
কেবল কর্ত্তব্য এই বুদ্ধি সহকারে।
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর যত্ন করে॥
এ কর্ম্মের কর্ত্তা আমি এই অহঙ্কার।
আসক্তি বা কর্ম্মফল কর পরিহার॥
কর্ম্ম-ফল আর তার আসক্তি বর্জ্জন।
কয়াই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে বুধগণ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

ব্যাখ্যা। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞানহেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ সংযুক্তঃ, সত্ত্বগুণসম্পন্নো বা) মেধাবী (মেধয়াত্মজ্ঞান-

এবে এই প্রশ্ন স্বতঃ হইবে সম্ভব।
নিত্যকর্ম্ম কোন ফল করে না প্রসব॥
তবে তার ফল ত্যাগ অসম্ভব তথা।
বন্ধ্যানারী পুত্র-ত্যাগ অসম্ভব যথা॥
কিন্তু ধনঞ্জয়। তার শুন গূঢ় মর্ম্ম।
নিষ্ফল জগতে নাহি কোন রূপ কর্ম্ম॥
স্থূল বুদ্ধি মানবের অগোচর বলি।
নিত্য কর্ম্ম ফলহীন কেমনে বা বলি॥
বিহিত বিচার করি দেখ দেখি মনে।
ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় কর-সঞ্চালনে।
হয় কি না হয় তায় বায়ুসঞ্চালন।
আঘাতে কি নাহি করে শব্দ উৎপাদন॥
অথবা কি তাহে নাহি হয় প্রত্যাহত।
এ সকল প্রমাণে কি না হয় নিশ্চিত।
কর্ম্ম মাত্র ন্যূনাধিক কোন ফল ধরে।
নিষ্ফল কর্ম্মানুষ্ঠান নাহি এ সংসারে॥
সুমিষ্ট ফলের আশে যত্নে সহকারে।
রোপণ করে হে বটে মানব নিকরে॥
কিন্তু তাহা হতে কালে ছায়া ও সুগন্ধ।
আপনা হইতে সবে হয় যথা লব্ধ॥
ধর্ম্ম-সাধনের তরে সেই মত যত।
নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠিত॥

লক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ স্থিরবুদ্ধি র্বা) ছিন্নসংশয়ঃ (ছিন্নঃ নষ্টঃ অবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ঃ যস্য, আত্মস্বরূপাবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নান্যৎ কিঞ্চিৎ ইত্যেবং নিশ্চয়েন চ্ছিন্নসংশয়ঃ) ত্যাগী (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ ত্যক্ত্বা অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠায়ী) অকুশলং (অশোভনং কাম্যং নিষিদ্ধং বা) কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি (প্রতিকূলং মন্যতে) কুশলে (শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি) ন অনুষজ্জতে (প্রীতিং করোতি, অনুরক্তো ভবতি বা)। ১০

—:—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

ব্যাখ্যা। দেহভৃতা (দেহং বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তীতি দেহ-

তত্তাবৎ করমের স্বাভাবিক ফল।
স্বতঃ এব লব্ধ হয় মানব সকল ॥
আসক্তি সহিত সেই ফল পরিহার।
হে পার্থ। সাত্ত্বিক ত্যাগ আখ্যান তাহার ॥ ৯
অশোভন-কাম্য-কর্ম্মে নাহি দ্বেষ যার।
ক্লেশকর ভাবি নাহি করে পরিহার ॥
নিত্য কর্ম্ম আত্মজ্ঞান-দায়ক বিধায়।
কিম্বা সুশোভন কর্ম্মে প্রীতি নাহি পায় ॥
যে যোগীর আত্মানাত্ম-বিবেক-জনিত।
সত্ত্বগুণ-সমাবেশ হয়ে সমুদিত।
কর্ম্মে দ্বেষ কিম্বা রাগ দিয়া বিসর্জ্জন।
হৃদয়-সরসী সাম্য করেছে ধারণ ॥
সেই মত প্রজ্ঞাবান্ মেধাবী নিশ্চয়।
বিচ্ছিন্ন করি অবিদ্যা-জনিত সংশয়।
কর্ম্মই মুক্তির সেতু করি ধ্রুব জ্ঞান।
রাগদ্বেষ ত্যজি করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥ ১০

ভৃৎ তেন দেহধারিণা) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) কর্ম্মাণি ত্যক্তুং হি ন শক্যং তু যঃ কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)।১১

—::—

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২॥

ব্যাখ্যা। অত্যাগিনাং (সকামানাং) প্রেত্য (শরীরপাতানন্তরং) অনিষ্টং (নারকিত্বং) ইষ্টং (দেবত্বং) মিশ্রং (নরত্বং) চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ভবতি সন্ন্যাসিনাং (প্রকৃতত্যাগিনাং) তু ক্বচিৎ ন [ভবতি]। ১২

ভাবার্থ—

দেখ দেখি ধনঞ্জয়! বিচারিয়া মনে।
গাঁথা কিনা কর্ম্ম-গ্রন্থি জীবনের সনে॥
করমের অনুষ্ঠান বিনা অহরহ।
জীবের জীবন যাত্রা হয় কি নির্ব্বাহ? ॥
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম বিনা নয়।
তীর্থ পর্য্যটন কর্ম্ম বিনা নাহি হয়॥
কর্ম্ম বিনা ভিক্ষাটন না হয় সম্পন্ন।
যাগ যজ্ঞ তপ জপ নহে কর্ম্ম ভিন্ন॥
কর্ম্ম প্রয়োজন ধর্ম্ম করিতে অর্জ্জন।
অন্ন বস্ত্র সংগ্রহেতে কর্ম্ম প্রয়োজন॥
কর্ম্ম বিনা কাম্য লাভ করেছে কে কোথা?।
জীবনের প্রতি স্তরে কর্ম্ম আছে গাঁথা॥
পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম।
ভোগ ত্যাগ তত্ত্বাবতে অনুস্যূত কর্ম্ম॥

কর্ম্ম বিনা চিত্ত শুদ্ধি মুমুক্ষু না পান।
কর্ম্ম মাত্র এ জগতে মুক্তির সোপান॥
কর্ম্মই প্রসবে ভবে চতুর্ব্বর্গ ফল।
কর্ম্মই জীবের হয় জীবন-সম্বল॥
হেন কর্ম্ম নিঃশেষেতে করা পরিহার।
সাধারণ জনে নহে সম্ভব ব্যাপার॥
তবে যে অভ্যাস যোগে বশ করি মন।
করিয়াছে কর্ম্ম-ফল-আশা বিসর্জ্জন॥
সেই ত্যাগশীল সাধু সদা সম্মানিত।
সেই ত যথার্থ ত্যাগী নামে অভিহিত॥
ফল-ত্যাগফলে তার হবে চিত্ত-শুদ্ধি।
পরিণামে আত্ম জ্ঞানে উপজিবে সিদ্ধি॥
দেহাত্মায় সম্বন্ধই থাকে যত দিন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে দেহী তত দিন॥
কাল বশে মৃত্যু যবে সে সম্বন্ধ নাশে।
কর্ম্মোচিত ফলাফল ভোগ-কাল আসে॥
কেহ বা কর্ম্মের গুণে ইষ্ট ফল পায়।
দেবোপম দেহ ধরি ত্রিদিবেতে যায়॥
পাইয়া অনিষ্টফল কেহ কর্ম্ম দোষে।
দেহান্তে প্রবেশ করে নিরয় নিবাসে॥
কেহ ইষ্টানিষ্ট মিশ্র করমের ফলে।
ভূতলে জনম লয় মানবের কুলে॥
ত্রিবিধ করমফল দেহ-পাত পরে।
এই মত কর্ম্মফল-কামী ভোগ করে॥
পরন্তু প্রকৃত ত্যাগী সন্ন্যাসী যাহারা।
অনাসক্ত, নহে হেন ফল-ভাগী তারা॥
অতএব ফল আশা যে জন না রাখে।
ভবিষ্যৎ শঙ্কা তার কিছুই না থাকে॥ ১১—১২

পঞ্চেমানি মহাবাহো! করণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং ॥ ১৩

ব্যাখ্যা। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (নিষ্পত্যর্থং) কৃতান্তে (কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে• তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ অতস্তস্মিন্ আত্মজ্ঞানার্থে) সাংখ্যে (জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে

ভাবার্থ—

কর্ত্তা বলি মনে, যে বা ভাবে আপনারে।
কেমনে সে কর্ম্ম ত্যাগ বল দেখি করে ? ॥
আত্ম-দর্শী বিনা সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিহার।
অজ্ঞান জনের নহে সম্ভব ব্যাপার ॥
অজ্ঞ যারা পার্থ! তারা পাঁচটী কারণে।
অক্ষম হয় নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ॥
সেই যে পঞ্চ কারণে মানব নিকরে।
ডুবায়ে রেখেছে এই ভ্রম অন্ধকারে ॥
তত্ত্ব তার সবিশেষ হওয়া অবগত।
মানব মাত্রের হয় কর্ত্তব্য সতত ॥
যে শাস্ত্রে কর্ম্মের অন্ত হয় পরিব্যক্ত।
জ্ঞানোদয়ে কর্ম্ম নাশ হয় যাহে উক্ত ॥
জ্ঞাতব্য পদার্থ-সংখ্যা নিরূপিত যাহে।
তাহাই কৃতান্ত সাংখ্য বুধগণ কহে ॥
এখানে বেদান্ত বলি বুঝিও তাহারে।
সে শাস্ত্র ও মম বাক্য সমর্থন করে ॥
তাহাতেও এই তত্ত্ব আছে প্রকটিত।
তত্ত্বজ্ঞানালোক হলে অন্তরে উদিত ॥
কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হবে সম্পাদন।
সর্ব্ব কর্ম্ম বিনিষ্পত্তি হইবে তখন ॥

যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্ত স্তস্মিন্) প্রোক্তানি (কথিতানি) ইমানি (বক্ষ্যমাণানি) পঞ্চকারণানি মে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ (জানীহি)। ১৩

—:—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমং॥ ১৪॥

ব্যাখ্যা। অধিষ্ঠানং (ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখচেতনাভিব্যক্তেরাশ্রয়ো হধিষ্ঠানং শরীরং) তথা কর্ত্তা (অহঙ্কারঃ) পৃথগ্বিধং (নানা প্রকারং) করণং (শ্রোত্রাদিকং) চ বিবিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ পঞ্চধা দশধা বা প্রসিদ্ধাঃ) পৃথক্ চেষ্টা (প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ) অত্র পঞ্চমং দৈবং (চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহক মাদিত্যাদি সর্ব্বপ্রেরকো হন্তর্যামী বা) এব চ। ১৪

—:—

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫॥

তাহাতে ও এই পঞ্চ কারণ নিকরে।
নিষ্কামত্বে বিঘ্নকারী বিনির্দ্দেশ করে॥
সেই পঞ্চ কারণের জ্ঞাতব্য বিষয়।
বলিতেছি মন দিয়া শুন ধনঞ্জয়! ॥ ১৩
ইচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-চেতনা-ধৃতির।
অভিব্যক্তির আশ্রয় এই যে শরীর।
উপাধি লক্ষণ ভোক্তা কর্ত্তা যার নাম।
করণ, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাম।
প্রাণাপান বায়ুগণ নানাবিধক্রিয়া।
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবাদি লইয়া।
এই যে পঞ্চ কারণ বেদান্তে প্রকটে।
কর্ম্ম সিদ্ধি হেতুভূত ইহারাই বটে॥ ১৪

ব্যাখ্যা। নরঃ শরীর বাক্‌মনোভিঃ ন্যায্যং (ধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ং) বা বিপরীতং (অধর্ম্ম্যং অশাস্ত্রীয়ং) বা যৎ কর্ম্ম প্রারভতে (নির্বর্ত্তয়তি) এতে পঞ্চ তস্য (কর্ম্মণঃ) হেতবঃ (কারণানি) [ভবন্তি]। ১৫

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা। এবং সতি (অধিষ্ঠানাদৌ কার্য্যকারণে সতি) যঃ অকৃত-বুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ) তত্র (সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি) কেবলং আত্মানং তু কর্ত্তারং পশ্যতি স দুর্ম্মতিঃ (দুষ্টবুদ্ধিঃ) ন [সম্যক্] পশ্যতি। ১৬

ভাবার্থ—

কায় মনো বাক্য যোগে মানব নিচয়।
পাপ কিম্বা পুণ্য কর্ম্ম ন্যায় কি অন্যায় ॥
এ জগতে যাহা কিছু করে সম্পাদন।
অধিষ্ঠান আদি পঞ্চ তাহার কারণ ॥
তাহাদেরি দ্বারা হয় কার্য্যাদি সম্পন্ন।
সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ত্তা বলি তাহারাই গণ্য ॥ ১৫
এই জ্ঞান অন্তরেতে উদয় হইলে।
ভ্রম না হইবে আর আত্মা কর্ত্তা ব'লে ॥
আত্মা ত নিষ্ক্রিয় সদা স্বতঃ সপ্রকাশ।
আত্মা হ'তে হয় যত জড়ের বিকাশ ॥
আত্মাই আনন্দ-ঘন শুদ্ধ অবিক্রিয়।
উদাসীন সাক্ষি-রূপ নিত্য অদ্বিতীয় ॥
অবিদ্যা প্রভাবে কিন্তু ভ্রান্ত-মতি যারা।
আত্মার সকল কার্য্য মনে ভাবে তারা ॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবোবুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

ব্যাখ্যা। যস্য অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ (অহং কর্ত্তেত্যেবং লক্ষণো ভাবঃ ভাবনা প্রত্যয়ঃ) ন, যস্য বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণং) ন লিপ্যতে (কর্ম্মসু সজ্জতে) স ইমান্ লোকান্ (সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ হত্বা অপি ন হন্তি (হনন-

---

স্রোতের সচল জলে রবি-ছবি হেরি।
বালমতি ভাবে যথা গতি ও রবিরি ॥
সেই মত অধিষ্ঠান আদি করণেরে।
দেখিয়া যতেক কার্য্য সম্পাদন করে।
অবিদ্যা প্রভাবে ভ্রান্ত মানব নিচয়।
আত্মাতে আরোপে সেই কার্য্য সমুদয় ॥
উদাসীন সাক্ষিরূপ নিষ্ক্রিয় আত্মাকে।
কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাকার নাম দিয়া থাকে ॥
হইয়া ভ্রমেতে অন্ধ মূঢ়-মতি গণ।
নির্লিপ্তকে লিপ্ত বলি করে নিরূপণ ॥
প্রকৃত দর্শন শক্তি নাহি তাহাদের।
ভোগে ইষ্টানিষ্ট মিশ্র ফল করমের ॥ ১৬
আমি কর্ত্তা অভিমান, অহঙ্কার ভাব।
যাহার হৃদয়ে হয় একান্ত অভাব ॥
কর্ম্মেতে আসক্তি, ফলে অভিসন্ধি নাই।
কর্ম্মের প্রলেপ হীন অন্তর সদাই ॥
এ হেন নির্লিপ্ত ভাবে যে করে ভ্রমণ।
অসম্ভব তার পক্ষে পাপ আচরণ ॥
কার্য্যবশে যদিও সে প্রাণিহিংসা করে।
প্রত্যবায় ভাগী নাহি ভাবিও তাহারে ॥
অথবা সে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বন্ধনে।
নিবদ্ধ করিতে নারে নির্লিপ্ত সে জনে ॥

ক্রিয়াং ন করোতি) ন নিবধ্যতে (নাপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সম্বধ্যতে)। ১৭

—*—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা। জ্ঞানং (জ্ঞায়তে অনেনেতি বিষয়প্রকাশক্রিয়া) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) পরিজ্ঞাতা (উপাধিলক্ষণোঽবিদ্যা-কল্পিতঃ ভোক্তা, জ্ঞানা-

হিংসা বা স্বার্থ-সাধন-মূলীভূত যাহা।
বন্ধন অথবা পাপ হেতু-ভূত তাহা ॥ ১৭
জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা এই তিন মাত্র।
কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলি বিদিত সর্ব্বত্র ॥
মানবে যে কোন কর্ম্ম করে সম্পাদন।
তাহাতে প্রবৃত্তিহেতু এই তিন জন ॥
বস্তু-তত্ত্ব-প্রকাশক-ক্রিয়া হয় জ্ঞান।
জ্ঞান বিনা কার্য্যে রতি নাহি মতিমন্! ॥
জ্ঞানের যে কর্ম্ম তাহা জ্ঞেয় নাম ধরে।
কিম্বা জ্ঞেয় বলে যত জ্ঞাতব্য বস্তুরে ॥
অন্তঃকরণ উপাধি কল্পিত যে ভোক্তা।
জ্ঞানের আশ্রয়, তারে বলে পরিজ্ঞাতা ॥
ইহাদের কোনটির অভাব হইলে।
ক্রিয়া সম্পাদিত নাহি হয় কোন কালে ॥
জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা থাকিলে জ্ঞানের বিহনে।
প্রবৃত্তির সিদ্ধি পার্থ! ঘটিবে কেমনে? ॥
জ্ঞান জ্ঞাতা থাকে যদি জ্ঞেয় দেশ কাল।
বিনা, কার্য্য প্রবৃত্তিতে ঘটিবে জঞ্জাল ॥
সেই মত জ্ঞান জ্ঞেয় থাকে সন্নিহিত।
জ্ঞাতা থাকে মোহাচ্ছন্ন অথবা নিদ্রিত ॥

শ্রয়ঃ) [ইতি] ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুঃ) করণং (ক্রিয়তে অনেনেতি) কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ (সংগৃহ্যতে অস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ, কর্ম্মাশ্রয়ঃ)। ১৮

ঘটে তা'তে প্রবৃত্তির পথে অন্তরায়।
অতএব সাপেক্ষই এ তিন নিশ্চয়॥
এই তিন একত্রেতে হইলে মিলিত।
হিতাহিত বোধ শক্তি করে উৎপাদিত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মে নরে প্রবৃত্ত করিয়া।
তিনে সম্পাদন করে কর্ত্তৃরূপে ক্রিয়া॥
তেমতি করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তাকে আশ্রয়।
করিয়া সকল কর্ম্ম সংগৃহীত হয়॥
করণ ইন্দ্রিয় গ্রাম, ঈপ্সিতই কর্ম্ম।
ক্রিয়া সম্পাদক কর্ত্তা জেন পার্থ! মর্ম্ম॥
ইহাদের একটির মিলন বিহনে।
কর্ম্মের আশ্রয়-স্থান হইবে কেমনে॥
কর্ত্তা ও করণ থাকে কর্ম্মহীন হলে।
ভোগের সম্ভব নাহি হয় কোন কালে॥
যদি কর্ত্তা কর্ম্ম থাকে, না থাকে করণ।
কাহার সাহায্যে হয় ভোগ সম্পাদন?॥
সেই মত করমের আশ্রয় বিহনে।
তাহার স্বরূপ লব্ধ হইবে কেমনে॥
অতএব এ তিনের হলে সমবায়।
ভোক্তা নামে তখনি ত অভিহিত হয়॥
শ্রুতিতেও এই কথা করে সমর্থন।
ভোক্তা-আত্মা, ক্রিয়া-মন-ইন্দ্রিয়-মিলন॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা। গুণসংখ্যানে (গুণকার্য্যগণনে, গুণানাং প্রতিপাদকে কাপিলে সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিগুণ-ভেদেন) ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) এব প্রোচ্যতে (কথ্যতে) তানি অপি যথা-বৎ (যথাশাস্ত্রং) শৃণু। ১৯

—:—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা। যেন বিভক্তেষু (পরস্পরব্যাবৃত্তেষু দেহভেদেষু বিভিন্নেষু) সর্ব্বভূতেষু (উৎপত্তিবিনাশশীলেষু দৃশ্যবর্গেষু) অবিভক্তং (অধিষ্ঠান-

---

জ্ঞানাদি অনাত্ম-বস্তু কর্ত্তা ভোক্তা নামে।
অভিহিত ধনঞ্জয়! হয় ধরাধামে॥
অসম্ভব সে সবাতে আত্ম-সমাবেশ।
যিনি কর্ত্তা তিনি ভোক্তা জানিও বিশেষ॥
যে সব অনিত্য বস্তু কর্ত্তা ভোক্তা বলি।
বিনির্দ্দিষ্ট, তাহারাও অনাত্মা সকলি॥
আত্মা নহে কখনও কর্ত্তা বলি গণ্য।
অথবা নহেক আত্মা ভোক্তা প্রতিপন্ন॥
এই রূপে যে ভাবেতে করনা বিচার।
আত্মাতে নাহি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ব্যাপার॥ ১৮
কর্ত্তৃ কর্ম্ম-জ্ঞান সাংখ্য-শাস্ত্র-অনুসারে।
ত্রিভাগে বিভক্ত হয়ে আছে যে প্রকারে।
গুণ ভেদে, যথাযথ করিব বর্ণন।
মনঃ সমাধান করি করহ শ্রবণ॥ ১৯
গলিত-বস্তুবিহারী ক্ষুদ্র কীট হ'তে।
চন্দন-চর্চ্চিত-তনু সুন্দর নরেতে।

তয়া সর্ব্বত্রানুস্যূতং অভিন্নং) একং (অদ্বিতীয়ং) অব্যয়ং(উৎপত্তিবিনাশাদিসর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যং) ভাবং (পরমার্থসত্তারূপং) ঈক্ষতে (পশ্যতি) তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি। ২০

—*—

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা। পৃথক্ত্বেন (ভেদভাবেন) তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ (পৃথক্‌প্রকারান্ বিভিন্নরূপান্) নানাভাবান্ (ভিন্নানাত্মনঃ) বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১

ভেদ ভাব পরিহরি যে জ্ঞান প্রভাবে।
শিক্ষা দেয় সমদর্শী হইবারে সবে॥
যে জ্ঞানের উদয়েতে বুঝাইয়া দেয়।
সর্ব্বভূত একমাত্র সেই সর্ব্বময়,।
পরম আত্মার অংশ স্বরূপ জগতে।
তাঁহারি বিকাশ মাত্র আছে সর্ব্ব ভূতে॥
তাঁহারি প্রভায় প্রভা, তাঁরি প্রাণে প্রাণ।
তাঁহারি শক্তিতে সর্ব্ব ভূত শক্তিমান্॥
পরস্পর ভিন্ন ভাব জাগতিক ভূতে।
এক মাত্র পরমার্থ ভাব দর্শাইতে॥
যে জ্ঞানে সমর্থ হয় জানিও তাহাকে।
সাত্ত্বিক অদ্বৈত জ্ঞান সবে বলে থাকে॥ ২০
যে জ্ঞানে সাম্য-দর্শন সঞ্জাত না হয়।
যে জ্ঞানেতে হয় দ্বৈত-দর্শন উদয়।
বাহ্য বৈলক্ষণ্য হেরি যে জ্ঞান প্রভাবে।
ভিন্ন ভাব অনুভূত হয় জীবে জীবে॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥ ২২

ব্যাখ্যা। যৎ (জ্ঞানং) একস্মিন্ কার্য্যে (দেহে প্রতিমাদৌ বা) কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ) সক্তং (অভিনিবিষ্টং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তং) অহৈতুকং (নিরুপপত্তিকং, অযুক্তিকং) অতত্ত্বার্থবৎ (তত্ত্বালম্বনশূন্যং পরমার্থালম্বনশূন্যং) অল্পং (তুচ্ছং) তৎ তামসং উদাহৃতং (উক্তং)। ২২

যে জ্ঞানেতে ভেদ ভাব উপজাত হয়।
রাজসিক জ্ঞান তাহা জেন ধনঞ্জয়! ॥ ২১
যে জ্ঞানেতে দেহকেই আত্মা বলি মানে।
ভরণ পোষণ তার বিবিধ বিধানে।
সৌষ্ঠব সাধন করা জীবনের ব্রত।
ভাবিয়া তাহারই জন্য ব্যস্ত অবিরত॥
অথবা যে জ্ঞানে থাকে কোন প্রতিমাতে।
আত্ম-বোধ, পরিতৃপ্ত তার অর্চ্চনাতে॥
যে জ্ঞানে অপর দেহে অন্য প্রতিমাতে।
আত্মা অন্বেষণ কভু না দেয় করিতে॥
যে জ্ঞানেতে সর্ব্ব বিধ কর্ত্তব্য মিলন।
এক মাত্র বিষয়েই করে দরশন॥
হেন সীমাবদ্ধ জ্ঞান পূর্ণতা না পায়।
কারণ-বিহীন অতি নিন্দনীয় হয়॥
না আছে বিচার তার কার্য্য কি কারণ।
সুসঙ্গত মীমাংসা না করে প্রয়োজন॥
কেবল অন্ধ-বিশ্বাস-বশবর্ত্তী হয়ে।
নাহি পরমার্থ-তত্ত্ব মর্ম্ম বিচারিয়ে।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা। অফলপ্রেপ্সুনা (ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা) নিয়তং (নিত্যং) সঙ্গরহিতং (আসক্তিবর্জ্জিতং) অরাগদ্বেষতঃ (ন পুত্রাদিপ্রীত্যা শত্রুদ্বেষেণ বা) কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকং উচ্যতে। ২৩

—*—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। যৎ তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা (ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা) সাহঙ্কা-

---

পরিহরি সমীচীন উপায় প্রকৃষ্ট।
যথেচ্ছ-কল্পনা মাত্র, অতীব নিকৃষ্ট।
যে জ্ঞান, অতীব তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর।
তাহাই তামস নামে উক্ত কুরুবর! ॥
সাত্ত্বিক জ্ঞানেতে করে সমদরশন।
পরমাত্ম-তত্ত্ব তাহে হয় নিরূপণ ॥
রাজস পরম ফল নাহি পায় বটে।
সাধনার পরিপাকে পথ প্রাপ্তি ঘটে ॥
অধম তামস কিন্তু পরিপূর্ণ ভ্রমে।
তত্ত্ব-পথ-প্রাপ্তি নাহি ঘটে কোন ক্রমে ॥ ২২
নিত্য অনুষ্ঠেয় যাহা আসক্তি-রহিত।
অহঙ্কার-রূপ সঙ্গ সদা বিবর্জ্জিত ॥
অনুরাগ কিম্বা দ্বেষ নাহি যার মূলে।
অথবা আকাঙ্ক্ষা কোন নাহি যার ফলে ॥
হেন ভাবে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম-নিচয়।
তাহাই সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হয় ॥ ২৩

রেণ (গর্ব্বযুক্তেন) বা পুনঃ ক্রিয়তে বহুলায়াসং (অতিক্লেশযুক্তং, যৎ মহতায়াসেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে) তৎ (কর্ম্ম) রাজসং উদাহৃতং। ২৪

—*—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎতত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥

ব্যাখ্যা। অনুবন্ধং (ভাবিশুভাশুভং) ক্ষয়ং (বিত্তক্ষয়ং) হিংসাং (পরপীড়াং) পৌরুষং (স্বসামর্থ্যং) চ অনপেক্ষ্য (অপর্য্যালোচ্য) মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) তৎ তামসং উচ্যতে। ২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

ইহ লোকে কীর্ত্তি যশ মানের আশয়।
বহু ক্লেশে আয়াসে যা অনুষ্ঠিত হয়॥
কিম্বা দম্ভ অভিমান অহঙ্কার ভরে।
যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান মানবেতে করে॥
অথবা ফলের আশা আছে যার মূলে।
তাহাই রাজস কর্ম্ম বুধগণ বলে॥ ২৪
পরিণামে শুভাশুভ বিচার না করি।
দৈহিক সামর্থ্য অর্থ বল না বিচারি।
হবে কি না হবে তাহে প্রাণীর পীড়ন।
হবে কি না স্ববলে সে কর্ম্ম সম্পাদন॥
ইত্যাকার বিচারে না দিয়া অবসর।
অবিবেক বশে কর্ম্মে হয় অগ্রসর॥
মোহ বশে অনুষ্ঠিত এ হেন কর্ম্মেরে।
তামস নামেতে উক্ত শিষ্টগণ করে॥ ২৫

ব্যাখ্যা। মুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তফলাভিসন্ধিঃ) অনহংবাদী (কর্ত্তাহমিতি কথনশীলো ন ভবতি যঃ সঃ, স্বগুণশ্লাঘাবিহীনো বা) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৃতিঃ ধৈর্য্যং উৎসাহ উদ্যম স্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কার্য্যস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ) নির্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ) কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে। ২৬

—*—

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা। রাগী (পুত্রাদিপ্রীতিমান্, অনুরাগঃ অস্য অস্তীতি) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলার্থী) লুব্ধঃ (পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ) হিংসাত্মকঃ

ভাবার্থ—

এই মত গুণ ভেদে কর্ত্তার লক্ষণ।
বলিতেছি অতঃপর কর হে শ্রবণ ॥
নাহিক হৃদয়ে যার ফলের কামনা।
নিরন্তর তত্ত্বজ্ঞান করি আলোচনা।
চরম উন্নতি পথে করি আরোহণ।
আমি কর্ম্ম-কর্ত্তা নহি, বুঝেছে যে জন ॥
এ সংসারে যে মানব বুঝিয়াছে সার।
কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বে নাহি অধিকার তার ॥
কর্ত্তৃত্বের গুরুভার স্কন্ধ দেশ হতে।
সমর্থ যে জন হয় দূরে নিক্ষেপিতে ॥
বিঘ্ন হেতু কার্য্যে যার ধৈর্য্য নাহি টলে।
উৎসাহ সতত যার পুরোভাগে চলে ॥
কর্ম্ম সিদ্ধ হলে নহে হৃদয় প্রসন্ন।
অথবা কার্য্য হানিতে যে নহে বিষণ্ণ ॥
এ হেন অনহংবাদী নির্ম্মম যে জন।
সে জন সাত্ত্বিক কর্ত্তা জানিও অর্জ্জুন ॥ ॥ ২৬

(পরপীড়কস্বভাবঃ, হিংসাস্বভাবঃ) অশুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচবর্জ্জিতঃ) হর্ষশোকান্বিতঃ (ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ অনিষ্টপ্রাপ্তৌ শোকস্তাভ্যাং সংযুক্তঃ) কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২৭

—ঃ—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা। অযুক্তঃ (অসমাহিতঃ) প্রাকৃতঃ (বিবেকরহিতঃ, অত্যন্তা-সংস্কৃতবুদ্ধিঃ বালসমঃ প্রকৃতিপরবশো বালিশো বা) স্তব্ধঃ (দণ্ডবৎ ন নমতি, গুরুদেবতাদিষ্বপি অনম্রো বা) শঠঃ (বঞ্চকঃ) নৈষ্কৃতিকঃ (পরবৃত্তিচ্ছেদন-পরঃ) অলসঃ (অপ্রবৃত্তিশীলঃ, কর্ত্তব্যেষ্বপি অনুদ্যমশীলঃ) বিষাদী

ভাবার্থ—

অনুরাগ বশে কর্ম্ম করে যেই জন।
কর্ম্ম ফলাপেক্ষা করি সম্মুখে স্থাপন ॥
পরদ্রব্য লাভ তরে অভিলাষ যার।
কিম্বা পর-পীড়া-দান স্বভাব যাহার ॥
অন্তর বাহির যার অশুচি নিয়ত।
অপবিত্র কর্ম্ম কাণ্ডে সতত যে রত ॥
সিদ্ধ হলে কর্ম্ম যার হর্ষ নাহি ধরে।
অসিদ্ধ হইলে ভাসে বিষাদ সাগরে ॥
এই সব গুণান্বিত কর্ত্তা যেই জন।
রাজস কর্ত্তা তাহারে বলে জ্ঞানিগণ ॥ ২৭
প্রবল বিষয়াসক্তি-স্রোতে পড়ি যার।
ভাসিয়া গিয়াছে কর্ম্মে কর্ত্তব্য বিচার ॥
অথবা সুসঙ্গ, শাস্ত্র আলোচনা বিনা।
বালসমা মতি যার অতীব মলিনা ॥
দেবতা কি গুরু জনে সম্মান না করে।
না জানে সুজনে বলে নম্রতা কাহারে ॥

(সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাবঃ, শোকশীলঃ) দীর্ঘসূত্রী (প্রাপ্তং কর্ম্ম দীর্ঘেণ কালেন নির্ব্বর্ত্তয়তি, দিবসৈককর্ত্তব্যং বর্ষেণাপি যো ন করোতি সঃ) চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে। ২৮

—:—

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়! ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা। হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ, (বিবেকপূর্ব্বকনিশ্চয়রূপং জ্ঞানং বুদ্ধিঃ তস্যাঃ) ধৃতেঃ (বুদ্ধের্বৃত্তিবিশেষঃ, ধৃতিঃ বা আরব্ধায়া মোক্ষসাধনভূতায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ বিঘ্নোপনিপাতেঽপি ধারণসামর্থ্যং ধৈর্য্যং তস্যাঃ) চ গুণতঃ (সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ) এব ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্‌ত্বেন (বিবেকতো) অশেষেণ (সম্পূর্ণতঃ) [ময়া] প্রোচ্যমানং (কথ্যমানং কথিতং বা) শৃণু। ২৯

প্রবঞ্চনা শঠতায় পরিপক্ক বুদ্ধি।
বিনাশিয়া পরবৃত্তি করে স্বার্থসিদ্ধি ॥
বিরত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সাধন।
উত্তমশীলতা কভু না জানে কেমন ॥
অশুভ ঘটনা পরিণামে পাছে হয়।
এই ভয়ে সদা যার বিষন্ন হৃদয় ॥
অচিরে যে শুভ কর্ম্ম করা সুবিহিত।
দীর্ঘ কালে তাহা নাহি করে সম্পাদিত ॥
এ সব লক্ষণ যুক্ত কর্ত্তা যেই জন।
তামসিক কর্ত্তা তারে বলে বুধগণ ॥ ২৮
বুদ্ধিবৃত্তি এই মত গুণ অনুসারে।
বিভক্ত হইয়া আছে তিনটি প্রকারে ॥
বিশেষ বিচার তার করি ধনঞ্জয়! ।
হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব করি বিনির্ণয়।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! স্বাত্ত্বিকী ॥৩০

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! প্রবৃত্তিং (কর্ম্মমার্গং) চ নিবৃত্তিং (সন্ন্যাসমার্গং) চ কার্য্যাকার্য্যে (কার্য্যং প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণাং করণং, অকার্য্যং নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণাং অকরণং) ভয়াভয়ে (ভয়ং প্রবৃত্তিমার্গে গর্ব্ভবাসাদি দুঃখং অভয়ং নিবৃত্তিমার্গে তদভাবং) বন্ধং (প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃতং কর্ত্তৃত্বাভিমানং) মোক্ষং (নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃতমজ্ঞানকার্য্যাভাবং মুক্তিমিত্যর্থঃ) চ যা বুদ্ধিঃ বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। ৩০

———::———

বলিতেছি আমি সব সার বিবরণ।
অবহিতচিত্তে তুমি কর হে শ্রবণ ॥ ২৯
কর্ম্ম মার্গে বিচরণ করাই প্রবৃত্তি।
সন্ন্যাস পথে ভ্রমণ-করণ নিবৃত্তি ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা সুফল প্রসবে।
সেই কার্য্য কার্য্য নামে সুবিদিত ভবে ॥
লৌকিক সন্তোষ মাত্র করে সম্পাদিত।
অকল্যাণ হেতু, তাহা অকার্য্য কথিত ॥
অথবা প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম্ম হয় কার্য্য।
নিবৃত্তি মার্গেতে কর্ম্ম না করা অকার্য্য ॥
সংসারে ভ্রমের বশে মোহের ছলনে।
কার্য্য ভ্রমে মত্ত নর অকার্য্য করণে ॥
সুধা ভ্রমে করে পান বিষম গরল।
শান্তি ভ্রমে করে লাভ অশান্তি কেবল ॥
অবিরত জরা ব্যাধি আত্মীয় বিয়োগ।
বিত্তনাশ মনস্তাপ অপ্রিয় সংযোগ ॥
পদে পদে বিঘ্ন বাধা কণ্টকের ভয়ে।
পদক্ষেপ করে নরে সঙ্কুচিত হয়ে ॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩১

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! যয়া (বুদ্ধ্যা) ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ কার্য্যং চ অকার্য্যং চ অযথাবৎ (ন যথাবৎ, সর্ব্বতো নির্ণয়েন ন) এব প্রজানাতি সা রাজসী বুদ্ধিঃ। ৩১

—:—

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী ॥ ৩২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! তমসা (তমোগুণেন) আবৃতা (আচ্ছন্না) যা

সে ভয় প্রকৃত ভয় নহে কদাচন।
দেহান্তে সে ভয় শান্তি হয় সংঘটন ॥
কিন্তু যে ভীষণ ভয়, জন্ম জন্ম ধরে।
গর্ভ বাস নামে জীব নিত্য ভোগ করে ॥
চরমের অমঙ্গল-জনিত যে ভয়।
তাহাই প্রকৃত ভয় জেন ধনঞ্জয়! ॥
প্রবৃত্তি মার্গেতে ভয় এই দুঃখ ভাব।
নিবৃত্তিতে অভয় এ দুঃখের অভাব ॥
প্রবৃত্তিতে অভিমান ঘটায় বন্ধন।
নিবৃত্তিতে আত্মজ্ঞানে তাহার মোচন ॥
এই সব বিচারিয়া সুপথ দেখায়।
যে বুদ্ধি, সাত্বিকী তাহা অভিহিত হয় ॥ ৩০
করিবারে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় সংসারে।
যে বুদ্ধি সমর্থ নহে সম্যক্ প্রকারে ॥
যে বুদ্ধি, বিহীন হয়ে সুনির্ম্মল জ্ঞান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারণে হয় সন্দিহান ॥

অধর্ম্মং (প্রতিষিদ্ধং) ধর্ম্মং (বিহিতং) ইতি মন্যতে সর্ব্বার্থান্ (সর্ব্বানেব জ্ঞেয় পদার্থান্ বা সর্ব্বপ্রয়োজনানি) বিপরীতান্ (বিপর্য্যস্তান্) চ [মন্যতে] সা বুদ্ধিঃ তামসী। ৩২

—*—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী॥ ৩৩

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! যোগেন (সমাধিনা) অব্যভিচারিণ্যা (স্থির-ভূতয়া) যয়া ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ তেষাং ক্রিয়া শ্চেষ্টাস্তাঃ) ধারয়তে (উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তেঃ নিরুণদ্ধি) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

—*—

সেই মত কার্য্যাকার্য্য করিতে বিচার।
যথোচিত নাহি থাকে ক্ষমতা যাহার॥
সাধু মীমাংসার পথে আনিতে না পারি।
যে বুদ্ধি করে মানবে হীন-পথচারী॥
হেন অনিশ্চয় রূপে বিচার যে করে।
তাহাই ত রাজসিক বুদ্ধি নাম ধরে॥ ৩১
যে বুদ্ধিতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে।
প্রতিষিদ্ধ, সুবিহিত যাহার বিচারে॥
তমোগুণে সমাচ্ছন্ন হইয়া যাহাতে।
বস্তুর স্বরূপ তত্ত্ব না দেয় জানিতে॥
অনর্থের মূলীভূত সংসার ব্যাপারে।
বিপরীত অর্থ যাহে প্রতিপন্ন করে॥
সকল বুদ্ধির মধ্যে হেয় অতিশয়।
তাহাই তামস বুদ্ধি জেন ধনঞ্জয়!॥ ৩২
যে বুদ্ধিতে মনপ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।
ধ'রে রাখে, উন্মার্গেতে যাইতে না দিয়া॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন!।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী॥ ৩৪

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গেন (কর্ত্তৃত্বাদ্যভিনিবেশেন) ফলাকাঙ্ক্ষী [সন্] যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্মশ্চ কামশ্চার্থশ্চ তে তান্) ধারয়তে (নিত্যং কর্ত্তব্যতয়াবধারয়তি) হে পার্থ! সা ধৃতিঃ রাজসী। ৩৪

সতত শাস্ত্র-বিরোধী পথেতে ভ্রমণ।
করিতে নিপুণ প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মন॥
যে বৃত্তিতে তাহাদের প্রবৃত্তি বিষম।
শাস্ত্রমতে করে রোধ কূর্ম্ম-অঙ্গ-সম॥
চিত্ত একাগ্রতা হেতু বীত-ব্যভিচার।
যে ধৃতি হে পার্থ! নাম সাত্ত্বিকী তাহার॥ ৩৩
যে ধৃতি যোগেতে সদা প্রদর্শিত হয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন প্রাপ্তির উপায়॥
মোক্ষ ফল লাভ করা যে ধৃতি অতীত।
অহংবাদি ধৃতি সেই রাজসী কথিত॥
ধর্ম্ম পথে ইহ লোকে হয় বটে জয়।
পরলোকে স্বর্গ-প্রাপ্তি-ফল-ভোগ হয়॥
কিন্তু সে ধর্ম্মের সহ জ্ঞান লাভ বিনা।
মোক্ষ ধন লাভে নাহি থাকে সম্ভাবনা॥
ঐহিক সুখের অর্থ প্রশস্ত উপায়।
পরমার্থ সুখ তাহে নাহি কেনা যায়॥
কাম ভোগে ক্ষণমাত্র সুখ হয় বটে।
কিন্তু সে পরম সুখ তাহাতে না ঘটে॥
অতএব যে ধৃতিতে মানব নিকরে।
কর্ত্তৃত্বের অভিমানে অভিমানী করে॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫

ব্যাখ্যা। দুর্মেধাঃ (বিবেকরহিতাঃ) [জনা] যয়া স্বপ্নং (অত্র নিদ্রাং) ভয়ং শোকং বিষাদং মদং এব চ ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যজতি) সা ধৃতিঃ তামসী মতা। ৩৫

—:—

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ!।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা। হে ভরতর্ষভ! ইদানীং তু ত্রিবিধং সুখং মে (মৎ-সকাশাৎ) শৃণু যত্র (সুখে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ পরিশীলনাৎ, আবৃত্ত্যাঃ) রমতে (রতিং প্রাপ্নোতি) দুঃখান্তং (সংসারদুঃখাবসানং) চ নিগচ্ছতি (নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি) যৎ তৎ অগ্রে (জ্ঞানবৈরাগ্য-

ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সোপান।
তাহাই রাজসী ধৃতি ধরে অভিধান ॥ ৩৪
বিবেক-বিহীন জন যে ধৃতি প্রভাবে।
নিদ্রা ভয় শোক মদ বিষাদাদি সবে ॥
ত্যাগ ত দূরের কথা, ক্রমেতে অধিক।
অনুলিপ্ত হয়, সেই ধৃতি তামসিক ॥ ৩৫
এক্ষণে ভরতোত্তম! করহে শ্রবণ।
ত্রিবিধ সুখের কথা করিব বর্ণন ॥
বহুদিন ধরি করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
ক্রমে ক্রমে হলে তাহে চিত্ত-সমাধান ॥
বাসনা নিবৃত্তি আদি, অভ্যাসের বলে।
সাত্ত্বিক সুখ সঞ্জাত হয় পার্থ! কালে ॥

ধ্যানসমাধ্যারম্ভকালে) বিষং ইব (অতিদুঃখকরং) পরিণামে (জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকে) অমৃতোপমং (প্রীত্যতিশয়াস্পদং) আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজং (আত্মবিষয়বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যাৎ জাতং) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং। ৩৬।৩৭

সে সুখের সম সুখ জগতে মিলেনা।
না আছে ত্রিদিব ধামে তাহার তুলনা॥
সে সুখসাগরে মগ্ন হলে ভাগ্যবান্।
ত্রিতাপ হইতে পায় চির-পরিত্রাণ॥ ৩৬
সে সুখ প্রাপ্তির পথ সঙ্কুল কণ্টকে।
কঠোর সাধনা বিনা না পায় তাহাকে॥
কিন্তু তার পরিণাম অতি সুখময়।
নাহি তার অন্ত, তারে পূর্ণানন্দ কয়॥
একবার সে সুখের অধিকারী হলে।
সাধকের চ্যুতি নাহি হয় কোন কালে॥
কেবল আনন্দ ফুল ফুটে সে কাননে।
বিভোর সাধক-অলি সদা তার ঘ্রাণে॥
পশিলে সে মধুগন্ধ নাসিকা রন্ধ্রেতে।
মানে কি কণ্টকাঘাত অলি তথা যেতে?॥
প্রথমে স্বীকার করি সামান্য আয়াস।
করে যদি নরে তথা যাইতে প্রয়াস॥
কণ্টকিনী লতা সম বাধা ভয়ঙ্কর।
উপেখিয়া পদ মাত্র হয় অগ্রসর॥
আপনি হৃদয়ে বল দেখা দেয় পরে।
কঠিন কণ্টক-লতা কোমলতা ধরে॥
তখন জ্ঞানের আলো সুপথ দেখায়।
নিত্য সুখ উদ্যানেতে তারে লয়ে যায়॥ ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগঃ তস্মাৎ) যৎ তৎ অগ্রে (ভোগকালে) অমৃতোপমং পরিণামে (পরিপাকাবস্থায়াং) বিষং ইব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং (কথিতং)। ৩৮

ভাবার্থ—

ইন্দ্রিয়ের সহ যুক্ত হইলে বিষয়।
যে সুখের সমুদ্ভব হয় ধনঞ্জয়! ॥
যে সুখ প্রাপ্তির পথ সমতল অতি।
প্রথমে মনোজ্ঞ অতি যাহার মূরতি ॥
আপাত মধুর যত সুখোপকরণ।
আত্মীয় স্বজন মান কামিনী কাঞ্চন ॥
করে যাহে আশু মনস্তুষ্টির বিধান।
ক্ষণেক সে সুখ ঘটে করে প্রীতি দান ॥
কিন্তু যবে কামানল-ইন্ধন-বিষয়।
আহুতিপ্রদানে হোতা অসমর্থ হয় ॥
তখন সে কামানল নিজ মূর্ত্তি ধ'রে।
ভীষণ তাপেতে দগ্ধ করে হে হোতারে ॥
পিপাসায় মরে, করে দে জল দে জল।
পীযূষ প্রয়াসে শেষে পায় হলাহল ॥
লোকনিন্দা তিরস্কার রহে সহচর।
নিদারুণ অনুতাপে তাপিত অন্তর ॥
পরকালে পাপোচিত নরক ভীষণ।
সার করে অভাগার করুণ রোদন ॥
এই রূপে দেখাইয়া ক্ষণে সুখ-মুখ।
পরিণামে বিষ হয় রাজসিক সুখ ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতং॥ ৩৯

ব্যাখ্যা। যৎ সুখং অগ্রে (আরম্ভে) চ অনুবন্ধে (অবসানে) চ আত্মনঃ মোহনং (মোহকরং) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা চালস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ তেভ্যঃ উত্তিষ্ঠতীতি) তৎ তামসং উদাহৃতং(উক্তং)। ৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ। ৪০

ব্যাখ্যা। পৃথিব্যাং দিবি (স্বর্গে) বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিসম্ভবৈঃ) এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং (হীনং) স্যাৎ। ৪০

ভাবার্থ—

আরম্ভে কি অবসানে করে বিমোহিত।
আত্মঅধঃপাত-বীজ যাহাতে নিহিত॥
নিদ্রালস্য ভ্রমে হয় যে সুখ উদয়।
দেহ মন ক্রিয়া যাহে অবসন্ন হয়॥
আলস্যের পরতন্ত্র, মোহে অবিরত।
অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি করে প্রমাণিত॥
অতীব নিকৃষ্ট আত্ম-উন্নতি বিমুখ।
তাহাকেই লোকে বলে তামসিক সুখ॥ ৩৯
চেতন কি অচেতন যে ভাবে এ ভবে।
যে কোন প্রকারে যত পদার্থ সম্ভবে॥
সকলি সে গুণময়-প্রকৃতি-সম্ভূত।
তাহারি বিকার মাত্র, নহে বহির্ভূত॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ তেষাং; সমাসকরণং দ্বিজত্বেন বেদাধ্যয়নাদিতুল্যধর্ম্মত্ব-

---

প্রভেদ কেবল মাত্র গুণের বৈষম্য।
এতৎ ব্যতীত নাহি অন্য তারতম্য॥
কেবল পার্থিব বস্তু নহে গুণ-যুত।
দেবলোক-অধিবাসী দেবতারা যত।
তাহারাও কখনই গুণাতীত নয়।
দেবতার কলেবর গুণের আশ্রয়॥
তবে তার এই মাত্র প্রভেদ অর্জ্জুন!।
প্রচুর প্রমাণে তাহে আছে সত্ত্বগুণ॥ ৪০
এক্ষণে সংশয় এই পারে উপজিতে।
গুণের অধীন যদি সকলি জগতে॥
কিরূপে জীবের তবে মোক্ষ লাভ হয়।
উত্তর তাহার এই শুন ধনঞ্জয়!॥
বর্ণাশ্রম-সমুচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সহযোগে, পরিতুষ্ট হন ভগবান্॥
তাহাতে অসঙ্গ রূপ অস্ত্র লাভ ঘটে।
গুণাত্মক এ সংসার-বৃক্ষ যাহে কাটে॥
ওহে পরন্তপ! এই ভুবন ভিতরে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নাম ধ'রে॥
চারি বর্ণ করে বাস, কত কাল হ'তে।
কে তাহার বিনির্ণয় করিবে জগতে॥
তাদের স্বভাব-সিদ্ধ কর্ম্ম কুরুপতে!।
তেমতি বিহিত আছে অনাদি হইতে॥

কথনার্থং) শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি (শমাদীনি) স্বভাবপ্রভবৈঃ (প্রকৃতি-সম্ভূতৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) প্রবিভক্তানি। ৪১

—*—

পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ-কর্ম্ম সেই মত।
বিভক্ত হইয়া আছে ধর্ম্ম অনুগত॥
সেই ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকে করিলে আশ্রয়।
কালে লাভ করিবে সে সদ্গতি নিশ্চয়॥
এক্ষণে হইবে এই প্রশ্ন উত্থাপন।
কে করিল কর্ম্ম বর্ণভেদ সংস্থাপন? ॥
উত্তর তাহার শুন, স্বভাব-প্রভব।
গুণ দ্বারা কর্ম্ম-ভেদ হয় সমুদ্ভব॥
এই যে স্বভাব হয় ঈশ্বর-প্রকৃতি।
ইহারি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নামে খ্যাতি॥
স্বভাব সম্ভূত হয় গুণ সমুদয়।
গুণদ্বারা কর্ম্ম ভেদ সংঘটিত হয়॥
সত্ত্বগুণাধিক্যে ঘটে প্রশান্তের ভাব।
তাহাই ত ব্রহ্মণের বর্ণের স্বভাব॥
সত্ত্ব অল্প হলে রজোগুণের প্রাধান্য।
ঐশ্বর্য্য ক্ষত্রিয়-ভাব হয় সমুৎপন্ন॥
সত্ত্বগুণ কিছু মাত্র যদি নাহি রয়।
রজোগুণাধিক্য ঘটে, তম অল্প হয়॥
ঈহা বা চেষ্টার ভাব দেয় দরশন।
তাহাতে বৈশ্য-স্বভাব হয় সংঘটন॥
অল্প রজোগুণ সহ হইলে মিলিত।
তমোগুণাধিক্য, পার্থ! জানিও নিশ্চিত।
মূঢ় ভাব তাহা হ'তে সমুদিত হয়।
শূদ্রের স্বভাব যাহা বিদিত ধরায়॥

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪২

অথবা অপর ভাবে, পূর্ব্ব-জন্ম-জাত।
সংস্কারের পরবশ প্রাণিগণ যত।
হয়ে তার অভিমুখী তার অনুরূপ।
সংস্কারে, স্বভাব প্রাপ্ত হয় নানা রূপ॥
এই যে স্বভাব, কিম্বা প্রকৃতি-সঞ্জাত।
সত্ত্ব-রজ-স্তমোদ্বারা, ব্রাহ্মণাদি যত।
বর্ণ চতুষ্টয়মধ্যে, কর্ম্ম অনুসারে।
শমাদি বিভক্ত আছে বিবিধ প্রকারে॥
যদি বল এ বিভাগ শাস্ত্রেই বিহিত।
প্রকৃতিজ গুণে ইহা নহে সম্ভাবিত॥
তদুত্তরে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট।
বর্ণগত কর্ম্ম যাহা শাস্ত্রেতে নির্দ্দিষ্ট।
সে সকলি সত্ত্ব আদি গুণ লক্ষ্য করি।
নিরূপিত হইয়াছে দেখহ বিচারি॥
দেখাইতে পারিবে না এমন বিধান।
শাস্ত্র যথা করিয়াছে গুণ অপমান॥
শাস্ত্রের বিহিত, প্রতি কর্ম্মের বিভাগে।
সত্ত্বাদি গুণ অপেক্ষা রহে পুরোভাগে॥
অতএব শাস্ত্রে কর্ম্ম বিভাগ যা হয়।
গুণানুসারে বিভাগ ভিন্ন কিছু নয়॥
ব্রহ্মাণের গুণ যদি ক্ষত্রিয়তে ধরে।
ব্রাহ্মণ বলিয়া সে ও গণ্য হতে পারে॥
অথবা ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্র-গুণ লয়।
শাস্ত্র মতে ক্ষত্র সেও জানিও নিশ্চয়॥ ৪১

ব্যাখ্যা। শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবং জ্ঞানং বিজ্ঞানং আস্তিক্যং (অস্তিভাবঃ শ্রদ্দধানতা পরমার্থেষু সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা) এব চ স্বভাবজং ব্রহ্ম কর্ম্ম। ৪২

—*—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং॥ ৪৩

ব্যাখ্যা। শৌর্য্যং (শূরস্য ভাবঃ পরাক্রমঃ ইত্যর্থঃ) তেজঃ (প্রাগল্‌ভ্যং) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) দাক্ষ্যং (কার্য্যকৌশলং) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং দানং ঈশ্বরভাবঃ (ঈশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং, নিয়মনসামর্থ্যং) চ স্বভাবজং ক্ষত্র কর্ম্ম। ৪৩

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥ ৪৪

ব্যাখ্যা। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়লক্ষণং, বৃদ্ধৌ

ভাবার্থ—

শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা সরলতা।
তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞান আর আস্তিকতা॥
ব্রহ্মণ জাতির এই কর্ম্ম সমুদয়।
সত্ত্বাধিক্যে স্বভাবতঃ করে হে আশ্রায়॥ ৪২
শৌর্য্য তেজঃ ধৈর্য্য তথা কার্য্য-কুশলতা।
রণে সুস্থিরতা, দানে বিমুক্ত-হস্ততা॥
সমভাবে প্রজা সবে শাসন পালন।
ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ এ সব লক্ষণ॥ ৪৩
কৃষিকর্ম্ম গোপালন্ আর ব্যবসায়।
ইহারাই স্বভাবতঃ বৈশ্য-কর্ম্ম হয়॥

ধনপ্রয়োগঃ কুসাদমপাত্রান্তর্গতং) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম শূদ্রস্য অপি পরিচর্য্যাত্মকং (দ্বিজশুশ্রূষারূপং) কর্ম্ম স্বভাবজং । ৪৪

—*—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।

স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ৪৫

ব্যাখ্যা। নরঃ স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ (তৎপরঃ, নিরতঃ) সংসিদ্ধিং (জ্ঞানযোগ্যতাং) লভতে স্বকর্ম্মনিরতঃ [সন্] যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (প্রাপ্নোতি) তৎ শৃণু ।৪৫

—:—

যতঃ প্রবৃত্তিভূ'তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

ব্যাখ্যা। যতঃ (অন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাৎ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) প্রবৃত্তিঃ (উৎপত্তিশ্চেষ্টা বা) যেন ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং)

দ্বিজাতির পরিচর্য্যা অনুজ্ঞা পালন।
স্বভাবেই শূদ্র কর্ম্ম করে নিরূপণ॥ ৪৪
নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম্ম-কাণ্ড যত।
তাহাতে থাকিলে পরে নিয়ত নিরত॥
বিহিত প্রণালী মতে তদনুসরণ।
করিলে জ্ঞানেতে নিষ্ঠা লভে নরগণ॥
স্বকর্ম্ম নিরত হলে সিদ্ধি যথা ঘটে।
শুন তার বিবরণ আমার নিকটে॥ ৪৫
যাঁহা হ'তে মানবের চেষ্টা আদি যত।
প্রবৃত্তি-নিচয় হয় নিয়ত উদ্ভূত॥
যাঁহার অমোঘ শক্তি এই চরাচরে।
অনুস্যূত আছে সর্ব্ব দেহের অন্তরে॥

মানবঃ স্বকর্ম্মণা (স্ববর্ণাশ্রমবিহিতেন কর্ম্মণা) তম্ অভ্যর্চ্চ্য (তোষয়িত্বা আরাধ্য) সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে)। ৪৬

—:—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ৪৭

ব্যাখ্যা। বিগুণঃ (গুণরহিতঃ অসম্যগনুষ্ঠিতঃ নিকৃষ্টো বা) [অপি] স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যগনুষ্ঠিতাৎ) পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ)

সর্ব্ব জীব অন্তর্যামী সেই সর্ব্বেশ্বর-।
আরাধনা নিজ কর্ম্মে করে যদি নর ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্রের।
(১) আশ্রম উচিত কার্য্য বিহিত শাস্ত্রের।
স্বকর্ম্ম বলিয়া যাহা অভিহিত হয়।
শ্রদ্ধা সহ লয় যদি তাহার আশ্রয় ॥
দেহেন্দ্রিয় শুদ্ধ হ'বে, যাবে মলিনতা।
চিত্ত শুদ্ধি হ'লে, হ'বে জ্ঞানের যোগ্যতা ॥
চরমেতে সিদ্ধি লাভ তাহা হতে হয়।
ঈশ্বর সন্তুষ্ট তাহে হবেন নিশ্চয় ॥ ৪৬
গুণহীন হয় যদি স্বধর্ম্ম কাহার।
অথবা বৈগুণ্য ঘটে অনুষ্ঠানে তার ॥
তথাপি উচিত তার করা অনুষ্ঠান।
স্ববর্ণের ধর্ম্ম যাহা শাস্ত্রের বিধান ॥
হ'তে পারে বর্ণান্তর-ধর্ম্ম স্বাচরিত।
হ'তে পারে যথোচিত ভাবে অনুষ্ঠিত ॥

(১) আশ্রম ৪টী। গৌতম-মতে গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, মৌন বা ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ।

বশিষ্ঠ-মতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক।

স্বভাবনিয়তং (স্বভাবেন নিয়তং উক্তং নিয়মেন বিহিতং স্বভাবজং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং (পাপং) ন আপ্নোতি (লভতে)। ৪৭

—*—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

হয় হ'ক্ পরধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
দোষাদি বৈগুণ্য শূন্য হ'ক্ নিরন্তর ॥
তা হতে স্বধর্ম্ম যদি হয় কিছু হীন।
তথাপি তাহাই তার পূজ্য চিরদিন ॥
জনমিয়া ক্ষত্রবর্ণে কুরুরাজ কুলে।
জলাঞ্জলি দিয়া শৌর্য্যে যুদ্ধে অচাপলে ॥
আত্মীয় স্বজন শোকে হইয়া বিহ্বল।
তুমিই না ইতি পূর্ব্বে হইলে বিকল ? ॥
ক্ষমা গুণে হলে কত সদয়-হৃদয়।
ব্রাহ্মণের ভিক্ষা বৃত্তি করিলে আশ্রয় ॥
এখন ত বুঝিয়াছ ভ্রম সে ধারণা।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ক্ষত্রে কখন সাজে না ॥
হইবে মঙ্গল তব ক্ষত্রিয়ের কাজে।
তোমা হ'তে এই তত্ত্ব ভাল মতে বুঝে।
প্রকৃতিই দিয়াছেন জনম তোমার।
ক্ষত্র কুলে, না করিও অবমান তাঁর ॥
ক্ষত্র কর্ম্ম ক্ষত্র ধর্ম্ম ক্ষত্র ভাব চয়।
জনমের সহ তোমা করেছে আশ্রয় ॥
ক্ষত্রোচিত কর্ম্ম তুমি আশ্রয় করিলে।
পাপ ভাগী হবে হেন কোন্ শাস্ত্রে বলে ? ॥
করিলে স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
দূরে যাবে পাপ তব, হইবে কল্যাণ ॥ ৪৭

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! সদোষং অপি সহজং (স্বভাববিহিতং, সহজন্মনৈবোৎপন্নং বা) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ হি সর্ব্বারম্ভাঃ (আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি) ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ (সংসৃষ্টাঃ)। ৪৮

—:—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র (পুত্রদারাদিষু) অসক্তবুদ্ধিঃ (অসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সঃ) জিতাত্মা (বশীকৃতান্তঃকরণঃ, নিরহঙ্কারো বা) বিগতস্পৃহঃ (বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্মাৎ সঃ) [জ্ঞানী] সন্ন্যাসেন (সর্ব্ব-

---

ভাবার্থ—

জন্মের সহিত হয় কর্ম্মের উদয়।
কর্ম্ম ত কখন পার্থ! গুণ ছাড়া নয় ॥
ত্রিগুণ বিশিষ্ট কর্ম্ম পদে পদে তার।
অনুষ্ঠান মাত্র আছে দোষ অধিকার ॥
সত্ত্ব রজ স্তমোগুণ তারতম্য মতে।
আবদ্ধ করিয়া রাখে কর্ম্মকে জগতে ॥
ধূমে সমাচ্ছন্ন থাকে অনল যেমতি।
দোষে সমাচ্ছন্ন থাকে কর্ম্ম ও তেমতি ॥
ধূম ত্যজি কার্য্য যথা অনল-সেবন।
সেই রূপ আত্ম-শ্রেয়ঃ-অভিলাষী জন।
ভগবানে সমর্পণ-বুদ্ধি-সহকারে।
কর্ম্ম হতে নিস্কাশিত করিয়া দোষেরে ॥
চিত্ত শুদ্ধি করি পরে আত্ম-দরশন-।
আশে যেন করে কর্ম্ম-গুণাংশ গ্রহণ ॥ ৪৮
করি ধন, জন, মান, মমতা বর্জ্জন।
বশীভূত করেছে যে আপনার মন ॥

কর্ম্মপরিত্যাগরূপেণ) পরমাং (প্রকৃষ্টাং) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধির্নিষ্পত্তিস্তাং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিং বা) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। ৪৯

—:—

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ [সন্] যথা (যেন প্রকারেণ) ব্রহ্ম আপ্নোতি (লভতে) তথা (তৎ প্রকারং) সমাসেন (সংক্ষেপেণ) এব মে (মৎ সকাশাৎ) নিবোধ জ্ঞানস্য যা পরা (শ্রেষ্ঠা) নিষ্ঠা (সমাপ্তিঃ) [তামপি শৃণু]। ৫০

—*—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১

বিষয়ে দেখিয়া দোষ হৃদয় হইতে।
সমর্থ যে বাসনাকে বিদায় করিতে॥
চিত্ত যার শুদ্ধ জ্ঞান-নিষ্ঠার প্রভাবে।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার তাহারি সম্ভবে॥
সেই জন যোগারূঢ় ধ্যান-পরায়ণ।
সেই সে পরমা সিদ্ধি করে উপার্জ্জন॥ ৪৯
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার রূপ অতঃপর।
এই যে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করি নর।
যে রূপে পরম ধন ব্রহ্ম লাভ করে।
সংক্ষেপে তাহার কথা বলিব তোমারে॥
হয়ে অবহিত চিত্ত করহ শ্রবণ।
পরমা জ্ঞান-নিষ্ঠা ও করিব কীর্ত্তন॥ ৫০

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তোব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

ব্যাখ্যা। বিশুদ্ধয়া (মায়ারহিতয়া, সংশয়রহিতয়া সাত্ত্বিক্যা বা) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (অন্বিতঃ) ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ) আত্মানং (শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতং) নিয়ম্য (নিশ্চলাং কৃত্বা) চ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (পরিত্যজ্য) বিবিক্তসেবী (শুচিদেশাবস্থায়ী বিজনদেশাবস্থায়ী বা) লঘ্বাশী (পরিমিতভোজী) যতবাক্কায়মানসঃ (যতানি সংযতানি বাক্‌কায়মানসানি

ভাবার্থ—

পরিহরি-মায়া প্রতিকূল-আকর্ষণ।
সংশয়-রহিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে জন॥
যে জন সত্ত্ব-প্রধান-ধৈর্য্যাবলম্বনে।
সমর্থ শরীরেন্দ্রিয়-গণ-নিয়মনে॥
কেবল দেহ ধারণ প্রয়োজন ভিন্ন।
নাহি যার বিষয়েতে প্রয়োজন অন্য
নাহিক আকাঙ্ক্ষা কিম্বা ঘৃণা নাহি যার।
বিজন প্রদেশ বাসে বাসনা যাহার॥
সুমেধ্য হিত-জনক মিতাহারে রত।
কায় মনো বাক্য যার সতত সংযত॥
বিষয়-বিরত করি ইন্দ্রিয় নিকরে।
যে, আত্ম-স্বরূপ-চিন্তা-রূপ ধ্যান ধরে॥
তেমনি আত্ম স্বরূপ বিষয়ে চিত্তের।
একাগ্রতা সম্পাদন স্বরূপ, যোগের।
নিষ্ঠাতে সতত রত মানস যাহার।
ধ্যোন যোগ পরায়ণ অভিধান তার॥

যেন সঃ সংযতবাক্যদেহচিত্তঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) ধ্যানযোগপরঃ (ধ্যান-যোগনিষ্ঠঃ) বৈরাগ্যং (বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং) সমুপাশ্রিতঃ (সম্যক্ আশ্রিতঃ) [সন্] অহঙ্কারং (মম ইত্যাদ্যভিমানং) বলং (দুরাগ্রহং অসদাগ্রহং) দর্পং (হর্ষজং মদং) কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য (পরিত্যজ্য) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) শান্তঃ (চিত্তবিক্ষেপরহিতঃ) [জ্ঞাননিষ্ঠঃ] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মত্বায়, ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় বা) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)। ৫১—৫৩

মন্ত্র জপ তীর্থ-যাত্রা ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান।
কদাচ না হয় ধ্যান যোগের সমান॥
বিষয়ে বিতৃষ্ণা রূপ বৈরাগ্য আশ্রয়।
যার চির-জীবনের মহাব্রত হয়॥
যে জন না করে কভু অহঙ্কার সেবা।
ঘৃণিত অসৎ বলে বলী নহে যে বা॥
হর্ষ মদ-ভরে মত্ত নহে যার মন।
কমনীয় কামনাকে যে করে বর্জ্জন॥
যে হৃদয়ে নাহি আছে ক্রোধ অধিকার।
কোন রূপ পরিগ্রহে স্পৃহা নাহি যার॥
দূরে থাক দারা সুত স্বজনের কথা।
স্বদেহে জীবনে যার নাহিক মমতা।
দ্বন্দ্ব অহঙ্কার কিম্বা মমত্ব অভাবে।
চিত্ত যার অবস্থিত অবিক্ষিপ্ত ভাবে॥
এ হেন সংযত চিত্ত মহাত্মা যে হয়।
জ্ঞান-নিষ্ঠা পরিপাকে সে জন নিশ্চয়॥
আমি ব্রহ্ম এই বুদ্ধি করি উপার্জ্জন।
তাঁহাতে অচল ভাবে অবস্থিত হন্॥ ৫১-৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ৫৪

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) ন চ শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (সমদর্শনঃ) [সন্] পরাং (উৎকৃষ্টাং) মদ্ভক্তিং লভতে। ৫৪

—:—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥ ৫৫

ব্যাখ্যা। [অহং] যাবান্ (সর্ব্বব্যাপী) যঃ (সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতঃ) চ অস্মি [তৎ] ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) মাং

ভাবঅর্থ—

সুখদুঃখে ভেদাভেদ নাহি থাকে তার।
নাহি তার থাকে লাভ অলাভ বিচার ॥
অভেদ জ্ঞান সম্পন্ন সে প্রশান্ত চিতে।
পারেনা দারুণ শোকে সন্তাপ আনিতে ॥
সমুজ্জ্বল আত্মজ্ঞান-হীরক-প্রভায়।
হয়েছে অন্তর তার চির জ্যোতির্ম্ময় ॥
সংসারের কমনীয় কাচের মতন।
কামনার কান্তি দেখি মজে না সে মন ॥
প্রতি জীবে সম ভাবে রহে দৃষ্টি তার।
সেই সে পরমাভক্তি পায় হে আমার ॥ ৫৪
এই ভক্তি সমুদিত হইলে তৎপরে।
আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে সে পারে ॥
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী অনাদি অচ্যুত।
আমি যে সচ্চিদানন্দ পুরুষ শাশ্বত ॥

অভিজানাতি ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে (লভতে, পরমানন্দরূপো ভবতীতি)। ৫৫

—ঃ—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬

ব্যাখ্যা। সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি) কুর্ব্বাণঃ (অনুতিষ্ঠন্) অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ) [সন্] মৎ প্রসাদাৎ শাশ্বতং (নিত্যং) অব্যয়ং (ক্ষয়রহিতং) পদং (বৈষ্ণবং ধাম) অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ৫৬

—ঃ—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

ব্যাখ্যা। চেতসা (বিবেকবুদ্ধ্যা) সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরঃ (অহং বাসুদেবঃ পরঃ প্রধানং যস্যাসৌ) [সন্]

স্বরূপতঃ অবগত হইয়া তখন।
ব্রহ্ম লাভে অধিকারী হয় সেই জন ॥ ৫৫
নিত্ত নৈমত্তিক আদি কর্ম্ম আজীবন।
করুক্ সে অনুষ্ঠান, যদি সমর্পণ।
ভক্তি ভরে সে আমারে করে সমুদয়।
একান্ত অন্তরে লয় আমার আশ্রয়।
আমার প্রসাদে তার হইবে নিশ্চিত।
সে নিত্য-অব্যয়-পদ করতল গত ॥ ৫৬
যখন যে কোন কর্ম্ম কর অনুষ্ঠান।
তত্ত্ব ।বতে থকে যেন এই মত জ্ঞান।
সে কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব কিছু নাহিক তোমার।
আসক্তি না থাকে কিম্বা ফলাফলে তার ॥

বুদ্ধিযোগং (সমাহিতবুদ্ধিরূপং যোগং) উপাশ্রিত্য (অনন্যশরণতয়া স্বীকৃত্য) সততং মচ্চিত্তঃ (ময়ি ভগবতি বাসুদেবে সমাহিতচিত্তঃ) ভব। ৫৭

—*—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

ব্যাখ্যা। ত্বং মচ্চিত্তঃ [সন্] মৎপ্রসাদাৎ (মদনুগ্রহাৎ) সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বাণি সাংসারিক দুঃখানি) তরিষ্যসি (অতিক্রমিষ্যসি) অথ চেৎ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি [তর্হি] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশং প্রাপ্স্যসি)। ৫৮

এক মাত্র কর্ত্তা ভোক্তা জানি বাসুদেবে।
তাঁহাকে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিবে ॥
তখন বিবেক বুদ্ধি করিয়া আশ্রয়।
ভগবদ্‌গত চিত্ত হবে ধনঞ্জয়! ॥ ৫৭
সরল অন্তরে লয়ে আমার শরণ।
তখন আমাতে কর চিত্ত সমর্পণ ॥
আমার প্রসাদে তব জানিও নিশ্চয়।
সংসার দুঃখ সাগরে না রহিবে ভয় ॥
দারিদ্র্যের খরতর স্রোত আকর্ষণ।
বরষার বারি সম বিপদ বর্ষণ ॥
শোকের মরম ভেদী গভীর হুঙ্কারে।
জরাব্যাধি বিভীষণ গাঢ় অন্ধকারে ॥
করুক্ দুর্গম যত সংসার পাথার।
আমাকে যদ্যপি তুমি কর কর্ণধার ॥
দুস্তর সংসারে পার করিব নিশ্চয়।
আমাগত চিত্ত হলে নাহি কোন ভয় ॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯

ব্যাখ্যা। অহংকারং আশ্রিত্য ন যোৎস্যে (যুদ্ধং করিষ্যামি) ইতি যৎ মন্যসে (চিন্তয়সি) তে ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়ঃ) মিথ্যা এব [যস্মাৎ] প্রকৃতিঃ [রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী] ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি (যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যতি)। ৫৯

—*—

কিন্তু যদি অহঙ্কারে মোহের বিপাকে।
পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী ভাবি আপনাকে ॥
মম উপদেশে নাহি কর কর্ণপাত।
অচিরে অবশ্য তব হইবে নিপাত ॥
সীমাবদ্ধ বুদ্ধি লয়ে সাজে কি তোমার।
সমদর্শী পণ্ডিতের কর্ত্তব্য বিচার ? ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া তুমি অজ্ঞানতা বশে।
সমুদ্যত ব্রাহ্মণের উচিত সন্ন্যাসে ॥
অনুচিত সঙ্কল্প সে কর পরিহার।
আমা বিনা নাহি বিশ্বে শান্তি দাতা আর ॥
মম উপদেশে তাই করহ নির্ভর।
নিশ্চিন্ত মনেতে কার্য্যে হও অগ্রসর ॥ ৫৮
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে করিছ ভাবনা।
হিংসা ভয়ে সমাগত যুদ্ধ করিবে না ॥
আপনার তত্ত্বজ্ঞান পাণ্ডিত্য লইয়া।
আপন গন্তব্য পথ লবে বিচারিয়া ॥
অহো! এ কি বিড়ম্বনা! ভ্রান্তি চমৎকার।
প্রকৃতিস্থ হয়ে পার্থ! ভাব একবার ॥
এ সংসারে কোথা তব আছে স্বাধীনতা।
ব্রহ্মাণ্ডের কোথা তব আছে স্বতন্ত্রতা ? ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয়! স্বভাবজেন (পূর্ব্বসংস্কারজেন) স্বেন (স্বকীয়েন) কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ [ত্বং] মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি অবশঃ (পরবশঃ) অপি তৎ করিষ্যসি। ৬০

জনম ক্ষত্রিয় কুলে লয়েছ যখন
প্রকৃতিজ রজোগুণে জানিও তখন।
তোমাকে যুদ্ধাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।
কার সাধ্য সে নিয়মে বল বাধা দিবে? ॥
তাই এ মিথ্যা সঙ্কল্প পরিহার কর।
মৎ প্রদর্শিত পথে হও অগ্রসর ॥ ৫৯
নিবদ্ধ যে কর্ম্ম পাশে তুমি ধনঞ্জয়!।
সে কর্ম্ম-বন্ধন তব স্বভাবজ হয় ॥
এই কর্ম্ম-অধীনতা জন্ম-কাল হতে।
বেঁধেছে তোমারে, তুমি জে'ন ভাল মতে ॥
যত দিন এ দেহের পতন না হবে।
কর্ম্মের অধীন জে'ন সমভাবে রবে ॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম ফলে ক্ষত্র বর্ণ তব।
ক্ষত্র কর্ম্ম পরিহার তব অসম্ভব ॥
মোহ বশে সে নিয়মে করি ব্যভিচার।
বর্ণোচিত কর্ম্ম যদি কর পরিহার ॥
বাসনা তোমার নাহি হবে ফলবতী।
নিযুক্ত তোমাকে তাহে করিবে প্রকৃতি ॥
আমারি ব্যবস্থা ক্রমে আমারি মায়ায়।
অবশ হইয়া তুমি রত হবে তায় ॥ ৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী) মায়য়া (অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা) যন্ত্রারূঢ়ানি (দেহযন্ত্রস্থাপিতানি) সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (পরিচালয়ন্) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি। ৬১

—:—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥ ৬২

ব্যাখ্যা। হে ভারত! ত্বং এব সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বাত্মনা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ) শরণং গচ্ছ তৎপ্রসাদাৎ পরাং (পরমাং) শান্তিং শাশ্বতং স্থানং (পরমেশ্বরং) প্রাপ্স্যসি। ৬২.

—:—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

ব্যাখ্যা। ইতি তে (তুভ্যং) গুহ্যাৎ (গোপ্যাৎ) গুহ্যতরং জ্ঞানং

ভাবঅর্থ—

সূত্রধার যে প্রকার যন্ত্রে অবস্থিত।
পুত্তলিকা, সূত্র যোগে করে বিচালিত ॥
দেহ যন্ত্রে স্থিত জীব-পুত্তলিকা তথা।
মায়া সূত্রে বাঁধি সেই ঈশ্বর সর্ব্বথা।
বিচালিত করি এই জগৎ সংসারে।
বসতি করেন তার হৃদয় কন্দরে॥ ৬১
মম উপদেশ পার্থ! কর হে গ্রহণ।
সেই যে ঈশ্বর তাঁর লও হে শরণ ॥
কায়-মনো-বাক্যে তাঁর কর হে আশ্রয়।
পরা শান্তি পায় জীব তাঁহারি কৃপায় ॥

ময়া আখ্যাতং এতৎ অশেষেণ (নিঃশেষতঃ, সম্যক্‌প্রকারেণ) বিমৃষ্য (আলোচ্য) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু। ৬৩

—:—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং॥ ৬৪

ব্যাখ্যা। সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বেভ্যো ঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং) মে

তুমিও সে অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রসাদে।
চরমে পাইবে স্থান সে পরম পদে॥ ৬২
গীতার উপসংহারে বক্তব্য এখন।
করি নাই আমি বীজ অপাত্রে বপন॥
নীরস প্রস্তর হতে রস অভিলাষ।
করি নাই মরু হ'তে জলের প্রয়াস॥
তত্ত্ব কথা গ্রহণের যোগ্য পাত্র তুমি।
গীতাবীজ বপনের উপযুক্ত ভূমি॥
গুহ্য হতে গুহ্যতর এই জ্ঞান উক্ত।
তাইত তোমার কাছে করিলাম ব্যক্ত॥
আদ্যোপান্ত আলোচনা করি সযতনে।
কর তাহা অনুষ্ঠান যাহা লয় মনে॥ ৬৩
পরিস্ফুট করিতে যে তত্ত্ব মতিমান্‌।।
হইল এ সমুদয় গীতা অবসান॥
হয় ত তাহার সার করা সমুদ্ধার।
হবেনা তোমার পক্ষে সহজ ব্যাপার॥
গুহ্য হ'তে গুহ্যতম তত্ত্ব উপদেশ।
পুনরপি শুন তাহা কহি সবিশেষ॥
এক কথা নানা ভাবে করিলে শ্রবণ।
হৃদয়-ফলকে পড়ে সুদৃঢ় অঙ্কন॥

পরমং (প্রকৃষ্টং) বচঃ ভূয়ঃ (পুনরপি) শৃণু [ত্বং] মে দৃঢ়ং (অত্যন্তং) ইষ্টঃ (প্রিয়ঃ) অসি ইতি ততঃ তে হিতং (শ্রেয়ঃ) বক্ষ্যামি। ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

ব্যাখ্যা। মন্মনা (ময়ি বাসুদেবে মনো যস্য সঃ মচ্চিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (প্রেম্ণা ময্যনুরক্তঃ) মদ্‌যাজী (মাং যষ্টুং পূজয়িতুং শীলং যস্য সঃ) ভব মাং নমস্কুরু মাং এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) [ইতি] তে সত্যং প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি) [ত্বং] মে প্রিয়ঃ অসি। ৬৫

বিশেষতঃ তুমি অতি প্রেমের ভাজন।
অভিন্ন-হৃদয় সখা সুহৃৎ স্বজন॥
তব ইষ্টানিষ্টে আছে সম্বন্ধ আমার।
জিজ্ঞাসিত নাহি হ'য়ে তাই বার বার।
স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে এ পরম তত্ত্ব।
বর্ণিতে বিশদ রূপে হ'য়েছি প্রবৃত্ত॥ ৬৪

হে অর্জ্জুন! চিত্ত তব যেন অবিচ্ছেদে।
আকৃষ্ট হইয়া মগ্ন থাকে মম পদে॥
পরব্রহ্মরূপী মোর মনন চিন্তনে।
নিবিষ্ট থাকিও তুমি আপনার মনে॥
সর্ব্ববিধ প্রলোভনে হইয়া অসক্ত।
একান্ত ভক্তিতে হও আমাতে আসক্ত॥
অনন্য মনেতে পূজা করিবে আমার।
আন্তরিক শ্রদ্ধা ভরে ক'র নমস্কার॥
এই মত অনুষ্ঠান করিলে, আমায়।
পারিবে করিতে লাভ নাহিক সংশয়॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

ব্যাখ্যা। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তান্, ধর্ম্ম-শব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে নৈষ্কর্ম্মস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি শ্রীশঙ্করঃ, শ্রুতিস্মৃত্যাচারসিদ্ধ্যা ইতি শ্রীহনুমান্ কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রম-ধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ ইতি শ্রীমধুসূদনঃ, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চ ধর্ম্মানগ্নিহোত্রাদীন্ সুখদুঃখা-দীংশ্চ ইতি শ্রীনীলকণ্ঠঃ) পরিত্যজ্য একং মাং (ঈশমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্ব-ধর্ম্মাণামধিষ্ঠাতারং) শরণং ব্রজ (গচ্ছ) অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সর্ব্ব-ধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো বন্ধুবধাদিনিমিত্তেভ্যঃ সংসারহেতুভ্যঃ) মোক্ষ-য়িষ্যামি (প্রায়শ্চিত্তং বিনৈব মুক্তং করিষ্যামি) [ত্বং] মা শুচঃ (শোকং মা কার্ষীঃ)। ৬৬

—*—

প্রিয়পাত্র তুমি মম নহে প্রতারণা।
নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম এ নহে বঞ্চনা॥ ৬৫
কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যে তথা।
নাহি তব প্রয়োজন বিচারে সর্ব্বথা॥
গুরু-ব্রহ্ম-জ্ঞাতি-হত্যা ভীষণ পাতকে।
প্রত্যবায়ভাগী নাহি করিবে তোমাকে॥
প্রায়শ্চিত্তে নাহি তব রবে প্রয়োজন।
শেষ উপদেশ মম কর হে শ্রবণ॥
বর্ণাশ্রম-গত কিম্বা দেহেন্দ্রিয়-গত।
অগ্নিহোত্র, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম যত॥
কর্ত্তৃত্বের অভিমান, মমতা, আসক্তি।
সর্ব্বভাবে পরিহরি কর মোরে ভক্তি॥
বেদরূপে আমি বটে করিয়াছি বিধি।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কার্য্য নিরবধি॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

ব্যাখ্যা। অতপস্কায় (ধর্ম্মানুষ্ঠানরহিতায়) ইদং ন বাচ্যং অভক্তায় (ভগবদ্ভক্তিশূন্যায়) কদাচ, ন [বাচ্যং] অশুশ্রূষবে (গুরুসেবারহিতায়) চ ন [বাচ্যং] মাং যঃ অভ্যসূয়তি (মনুষ্যমসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং মত্বা আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেনেশ্বরত্বমসহমানো দ্বেষ্টি) [তস্মৈ] চ ন [বাচ্যং]। ৬৭

সেই আমি নিজরূপ করিয়া গ্রহণ।
নিত্য কর্ম্ম হতে তোমা করি নিবারণ ॥
এত দিন কর্ম্ম-মিশ্রা-ভক্তিতে তোমার।
সামান্য ভক্তের মত ছিল অধিকার ॥
এখন অনন্য-ভক্ত হইয়াছ তুমি।
একান্ত কৃপার পাত্র অনুগ্রহ-ভূমি ॥
সম্প্রতি তোমার প্রতি আদেশ আমার।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম পার্থ! তুমি করি পরিহার ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-অধিষ্ঠাতা আমারে ভাবিয়া।
একান্তে শরণ লও নিশ্চিন্ত হইয়া ॥
কিছু মাত্র দ্বিধা ভাব না ভাবি কখন।
আমারে সকল ভার করহে অর্পণ ॥
আমি তোমা সর্ব্ব পাপে করিব উদ্ধার।
শোকের কারণ কোন নাহিক তোমার ॥ ৬৬
যে জন ধর্ম্মানুষ্ঠান হতে বিরহিত।
যে জন ভগবদ্ভক্তি হইতে বঞ্চিত ॥
যে জন গুরুর সেবা শুশ্রূষা না জানে।
যে জন আমারে দ্বেষ করে নর জ্ঞানে ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

ব্যাখ্যা। যঃ পরমং গুহ্যং (রহস্যার্থত্বাৎ সর্ব্বত্র প্রকাশয়িতুমনর্হং) ইদং (গীতাশাস্ত্ররূপং) মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি (উপদেক্ষ্যতি) [সঃ] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ [সন্] মাং এব এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি)। ৬৮

—০—

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯

ব্যাখ্যা। মনুষ্যেষু তস্মাৎ (মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যঃ) কশ্চিৎ মে প্রিয়তরঃ ভুবি ন ভবিতা চ। ৬৯

—:—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

ব্যাখ্যা। যঃ আবয়োঃ (কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ) ইমং ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং) সংবাদং (সংবাদরূপং গ্রন্থং) অধ্যেষ্যতে (পঠিষ্যতি) চ তেন অহং জ্ঞান-

এ হেন পবিত্র-গীতা-সুগভীর-তত্ত্ব।
কদাচ তাহার কাছে না করিবে ব্যক্ত॥ ৬৭
অতি গোপনীয় গীতা করিয়া যতন।
যে আমার ভক্ত কাছে করিবে কীর্ত্তন॥
সে আমাতে পরা ভক্তি লভি ধনঞ্জয়।
পাইবে আমাকে হয়ে বিগত-সংশয়॥ ৬৮
ভক্ত কাছে গীতা শাস্ত্র যে করে বর্ণন।
নরলোকে তদপেক্ষা নাহি কোন জন।
প্রিয়কারী পার্থ! মম, কিম্বা ভবিষ্যতে।
তাহা হতে প্রিয় মম না হবে জগতে। ৬৯

যজ্ঞেন (সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানাত্মকেন যজ্ঞেন) ইষ্টঃ (পূজিতঃ) স্যাং (ভবেয়ং) ইতি মে মতিঃ (নিশ্চয়ঃ)। ৭০

—o—

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাং ॥৭১

ব্যাখ্যা। শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাসম্পন্নঃ) অনসূয়ঃ (অসূয়ারহিতঃ) চ যো

ভাবার্থ—

গীতারূপ সুপবিত্র ধর্ম্মানুমোদিত।
আমাদের এ সংবাদ করিবে নিশ্চিত।
মানব সমাজে নিত্য কল্যাণ বিধান।
করে যেন বিশ্ববাসী সদা গীতা গান ॥
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, গীতা যে করে পঠন।
গীতা-আলোচনা-রত থাকিবে যে জন ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্মময়ী গীতা আলোচনা ফলে।
পরিণামে তাহাদের শুভ ফল ফলে ॥
না বুঝিয়া গীতা-অর্থ করে গীতা জপ।
জ্ঞান-যজ্ঞার্চ্চিত তাহে ভাবি পরন্তপ ! ॥
সে অর্চ্চনা বলে আমি সন্নিধানে তার।
বিকায়ে সুলভ পণে থাকি অনিবার ॥
জ্ঞানহীন শুক সম তার মুখ হ'তে
সুপবিত্র গীতাতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে।
কৃপাবশ হ'য়ে করি অন্তরে তাহার।
ভগবৎ-প্রকাশিকা বুদ্ধির সঞ্চার ॥
পাপীর সুলভ আমি দীনের অধীন।
সাক্ষ্য তার অজামিল দিবে চিরদিন ॥ ৭০

নরঃ শৃণুয়াৎ অপি সঃ অপি মুক্তঃ [সন্] পুণ্যকর্ম্মণাং (অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মবতাং, ভক্তিমতাং বা) শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। ৭১

—:—

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়?॥ ৭২

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ (ব্যাসঙ্গরহিতেন নিশ্চলেন) চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (কিং) হে ধনঞ্জয়! তে অজ্ঞান-সম্মোহঃ (অজ্ঞাননিমিত্তকঃ বিপর্য্যয়ঃ মোহঃ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ। ৭২

—*—

ভাবার্থ—

কোন রূপ অবিশ্বাস না করি পোষণ।
অসূয়া কি হিংসা ভাব করিয়া বর্জ্জন॥
শ্রবণ যে করে এই গীতা ধর্ম্মময়ী।
সে ও সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইবে নিশ্চয়ই॥
অগ্নিহোত্র পুণ্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠাতৃগণ।
প্রাণান্তে যে পুণ্যলোকে করে হে গমন॥
গীতা শ্রবণের ফলে সে জন নিশ্চয়।
পরিণামে সেইরূপ শুভ লোক পায়॥ ৭১
পরিশেষে পার্থ! এই বক্তব্য আমার।
পেয়েছে কি গীতা স্থান অন্তরে তোমার?॥
শুনেছ কি আদ্যোপান্ত একনিষ্ঠ মনে?।
সমর্থ কি হইয়াছ মর্ম্মাবধারণে?॥
অমানুষ কর্ম্ম নানা করিয়া অর্জ্জুন!।
যদিও বিপুল কীর্ত্তি করেছ অর্জ্জন॥
অজ্ঞানের সম্ভাবনা বিরল তোমাতে।
তথাপি জিজ্ঞাসা আমি করি মহামতে!॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। হে অচ্যুত! মোহঃ নষ্টঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতিঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানং) লব্ধা [অহং] স্থিতঃ (ত্বচ্ছাসনে ঽবস্থিতঃ) অস্মি গতসন্দেহঃ (মুক্তসংশয়ঃ) [সন্] তব বচনং (আজ্ঞাং) করিষ্যে (পালয়িষ্যামি)। ৭৩

—:—

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪

ব্যাখ্যা। সঞ্জয় উবাচ। অহং ইতি (ইত্থং) বাসুদেবস্য মহাত্মনঃ পার্থস্য চ ইমং যথোক্তং লোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকরং) অদ্ভুতং (অত্যন্ত-বিস্ময়করং) সংবাদং অশ্রৌষং (শ্রুতবান্)। ৭৪

গীতা উপদেশ শুনি অজ্ঞান-জনিত।
শোক মোহ হয়ে'ছে কি তব বিদূরিত? ॥ ৭২

অর্জ্জুন কহিলেন।

হইল অচ্যুত! আজি প্রসাদে তোমার।
বিগত অজ্ঞানজাত মোহ-অন্ধকার॥
আত্মজ্ঞান-বিষয়িণী স্মৃতি লভিয়াছি।
তোমার শাসনাধীনে থাকিতে শিখেছি॥
হয়েছে বিগত যত সংশয় নিকর।
করিব এখন যাহা অনুমতি কর॥ ৭৩

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫

ব্যাখ্যা। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (যোগিনামীশ্বরাৎ) কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ ॥ ৭৫

রাজন্ ! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬

ব্যাখ্যা। হে রাজন্ ! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবারং স্মৃত্বা) মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিতো ভবামি) চ। ৭৬

ভাবার্থ—

সঞ্জয় কহিলেন।

হে রাজন্ ! গুরুরূপী বাসুদেব আর।
উপযুক্ত শিষ্যরূপী পার্থ মহাত্মার।
অদ্ভুত লোমাঞ্চকর এই বিবরণ।
করিলাম যথাশ্রুত সব সংকীর্ত্তন ॥ ৭৪
এই যে পরমগুহ্য যোগ, কুরুপতে ! ।
যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ হ'তে।
ব্যাসের প্রসাদে পে'য়ে পবিত্র শ্রবণ।
সাক্ষাৎ সকলি আমি করেছি শ্রবণ ॥ ৭৫
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ স্মরিয়া স্মরিয়া।
মুহুর্মুহুঃ আনন্দেতে বিমোহিছে হিয়া ॥
হে রাজন্ ! পুণ্যময় কি বিস্ময়-কর।
সে সংবাদ ! রোমাঞ্চিত করে কলেবর ॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭

ব্যাখ্যা। হে রাজন্! হরেঃ তৎ অতি অদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ, পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (হৃষ্টো ভবামি) চ। ৭৭

—:—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ব্যাখ্যা। যত্র যোগেশ্বরঃ (সর্ব্বযোগাণামীশ্বরঃ) কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্ধরঃ (গাণ্ডীবধন্বা) পার্থঃ তত্র শ্রীঃ (রাজ্যলক্ষ্মীঃ) বিজয়ঃ ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্যবিবৃদ্ধিঃ) ধ্রুবা (অব্যভিচারিণী) নীতিঃ (ন্যায়ঃ) [ইতি] মম মতিঃ। ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষ-
যোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তঃ।

ভাবার্থ—

মরি মরি যত স্মরি হই অভিভূত।
রাজন্! বিস্ময়-রসে, সে অতি অদ্ভুত।
বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ, সে রূপ স্মরিয়া।
পুনঃ পুনঃ মহানন্দে নৃত্য করে হিয়া ॥ ৭৭

ভাবার্থ—

আপনি সে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যথায়।
যথায় গাণ্ডীবধন্বা বীর ধনঞ্জয়॥
তথায় সাম্রাজ্য লক্ষ্মী বিজয় উন্নতি।
ন্যায় ও আমার মতে করেন বসতি॥ ৭৮

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়।

সমাপ্ত।

সুগীতা যেন তত্ত্বেন গীতা গতিবিধায়িনী।
তং নমামি জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনং॥

ওঁ তৎ সৎ।

গীতা মাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরং।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণোজানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যো ঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪

ভাবার্থ—

ঋষি কহিলেন।

বল সূত! যথাযথ গীতার মাহাত্ম্য।
নারায়ণ-ক্ষেত্রে যাহা ব্যাসমুনি-উক্ত॥ ১

সূত কহিলেন।

সুধালে যে পুণ্য কথা গোপনীয় অতি।
গীতার মাহাত্ম্য বলে কাহার শকতি॥ ২
সম্যক্ ইহার ফল কৃষ্ণ অবগত।
কথঞ্চিৎ অবগত আছে কুন্তীসুত॥
জানে কিছু যাজ্ঞবল্ক্য, মিথিলা নিবাসী।
কিছু জানে শুকদেব ব্যাস মহাঋষি॥ ৩
অন্য জনে কর্ণে শুনে আংশিক বাখানে।
আমি বলি, যা শুনেছি ব্যাসের বদনে॥ ৪

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রং মহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯

ভাবার্থ—

বেদোপনিষদ আদি শাস্ত্র সমুদয়।
পয়স্বিনী গাভী নামে অভিহিত হয়॥
সে গাভীর এক মাত্র সুবিজ্ঞ দোহক।
নিখিল-মরম-বেত্তা গোপাল-বালক॥
বৎস রূপে তার মাত্র অনুমিত হয়।
তত্ত্বকথা-জিজ্ঞাসক ভক্ত ধনঞ্জয়॥
সুধাময় গীতা তায় পীযূষ ক্ষরিছে।
পান করি সুধীগণ ক্ষুধা নিবারিছে॥ ৫
ত্রিভুবন-জন-গণ-কল্যাণ-প্রয়াসে।
অর্জ্জুনের রথে বসি সারথির বেশে॥
প্রথমে এ গীতা যিনি করেছেন দান।
পরমাত্ম-রূপী সেই কৃষ্ণকে প্রণাম॥ ৬
সংসার সাগর সুখে চাহে যে তরিতে।
গীতা তরণীতে যেন উঠে সে ত্বরিতে॥ ৭
করি সদা যোগাভ্যাস অথবা শ্রবণ।
গীতা জ্ঞান লাভ নাহি করেছে যে জন॥

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তি-তত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু॥ ১১
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩

সে যদি মুক্তির তরে করে অভিলাষ।
বালকেও তারে দেখি করে উপহাস॥ ৮
গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ।
দিবানিশি করে বসি যেই নরগণ॥
তাহাদের নর বলি করিও না জ্ঞান।
নিশ্চয় জানিও তারা দেবতা সমান॥ ৯
অর্জ্জুনে প্রবোধ দিতে অতীব উৎকৃষ্ট।
গীতা জ্ঞান কথা যাহা বলেছেন কৃষ্ণ॥
সে পরম গীতাজ্ঞানে সগুণ নির্গুণ।
বিশেষ বর্ণিত আছে ভক্তি-তত্ত্বগুণ॥ ১০
যতনে সাধক যদি প্রেম-ভক্তি-যুক্ত।
মুক্তিপ্রদ অষ্টাদশ সোপানে বিভক্ত।
পূত গীতা আরোহণী করে সমাশ্রয়।
ক্রমে তার চিত্তশুদ্ধি হইবে নিশ্চয়॥ ১১
সাধু যদি করে গীতা সরোবরে স্নান।
মোহ মলিনতা হতে পায় পরিত্রাণ॥
শ্রদ্ধা হীন জনে কিন্তু বৃথা শ্রম সার।
বারণের স্নান যথা করা অনিবার॥ ১২

তস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তদ্গৃহাশ্রমম্॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপোযশঃ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥ ১৮
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯

পঠন পাঠন যে বা না জানে গীতার।
বিফল মানব জন্ম করম তাহার॥ ১৩
যে জন গীতার তত্ত্ব অবগত নয়
অধম তাহার সম কে আছে ধরায়?॥
ধিক তার কুলশীল গৃহস্থ আশ্রম।
ধিক্ তার দেহ ভার চরিত্র উত্তম॥
ধিক্ তার ধন মান বিজ্ঞান বিভব।
ধিক্ তার অদৃষ্টও মান পূজা সব॥
ধিক্ তার জ্ঞান দাতা মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা।
ধিক্ তার তপস্যা ও ব্রত যশোনিষ্ঠা॥
গীতাশাস্ত্রে মতিহীন যেই নরাধম।
বিফল তাহার সব ধরম করম॥ ১৪—১৭
গীতার্থ যে না পড়েছে তারে শত ধিক্।
অধম তাহার হতে না আছে অধিক॥

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০
শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থ-ব্রতাদিভিঃ ॥ ২২

সর্ব্বজ্ঞান-প্রদায়িনী গীতাতে না গীত।
যে জ্ঞান, জানিও তাহা অসুর-সম্মত ॥ ১৮
বেদান্ত গর্হিত তাহা বেদ-বহির্ভূত।
মিথ্যা তাহা অকর্ম্মণ্য ধর্ম্ম-বিরহিত ॥
সেই হেতু ধর্ম্মময়ী গীতা সনাতনী।
সবার গরিষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ॥
পরম বিশুদ্ধা গীতা সর্ব্বশাস্ত্র সার।
নাহিক তুলনা দিতে পবিত্র গীতার ॥ ১৯
বিষ্ণুপর্ব্বে কিম্বা হরিবাসরে যে জন।
সর্ব্ব শাস্ত্রসার গীতা করে অধ্যয়ন ॥
গমনে উপবেশনে জাগ্রতে স্বপনে।
পীড়িত তাহারে নাহি করে অরিগণে ॥ ২০
বিষ্ণুমূর্ত্তিশিলা দেব কি শিব-মন্দিরে।
তীর্থ স্থানে কিম্বা পূত নদ নদী তীরে ॥
যতনে যে থাকে সদা গীতা পাঠ-রত।
ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন থাকিবে নিয়ত ॥ ২১
যে আনন্দ প্রাপ্ত হন দেবকী-নন্দন।
শুনিয়া ভক্তের মুখে গীতা অধ্যয়ন ॥
তীর্থ পর্য্যটন যজ্ঞ বেদপাঠ ব্রতে।
দানে সে আনন্দ দান না পারে করিতে ॥ ২২

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরং।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

ভাবার্থ—

ভক্তি যোগে গীতা পাঠ করিলে, সে জন।
বেদাদি পুরাণ পাঠ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৩
যোগস্থলে সিদ্ধপীঠে কম্বা যজ্ঞ-স্থানে।
বৈষ্ণব সম্মুখে তথা গীতা অধ্যয়নে ॥
সৎসভা শিলাময়-দেবতা-সম্মুখে।
গীতা পাঠে পরাসিদ্ধি লাভ করে লোকে ॥ ২৪
প্রতিদিন গীতা পাঠ করিলে শ্রবণ।
সদক্ষিণ অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৫
শ্রবণ কীর্ত্তন যেবা করে গীতা অর্থ।
অথবা শুনায় পরে, পায় পরমার্থ ॥ ২৬
সমাদরে শুদ্ধ গীতাপুস্তক যে দেয়।
বিধিমতে তার ভার্য্যা অতি প্রিয়া হয় ॥
আরোগ্য সৌভাগ্য লভে, হয় যশোযোগ।
দয়িতার প্রিয় হয়ে করে সুখ ভোগ ॥ ২৭।২৮

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯
তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতি র্নরকো ন চ ॥ ৩০
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪

ভাবার্থ—

যে আলয়ে গীতার্চ্চনা, তথা নাহি র'য়।
অভিচার-বরশাপজাত দুঃখ-চয় ॥
ত্রিতাপ-জনিত পীড়া কিম্বা শাপ ব্যাধি।
দুর্গতি নরক পাপে গীতা মহৌষধি ॥ ২৯।৩০
নাহি হয় বিস্ফোটক দেহে কোন দিনে।
লভে শুদ্ধা-ভক্তি দাস্য শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥ ৩১
হউক প্রারব্ধ-ভোগী গীতাভ্যাসী জন।
সর্ব্বজীবে সখ্যভাব লভে অনুক্ষণ ॥
কর্ম্মেতে কখন তিনি নাহি হন লিপ্ত।
ইহলোকে তিনি সুখী তিনি জীবন্মুক্ত ॥
মহাপাপী হন কিম্বা অতি পাপকারী।
পাপ না পরশে যথা পদ্ম-পত্র-বারি ॥ ৩২।৩৩

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জ্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদাজাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪০

ভাবার্থ—

অনাচারজাত আর অকথ্য কথন।
অভক্ষ্যভক্ষণ তথা অস্পৃশ্যস্পর্শন।
জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত নিত্য-ইন্দ্রিয়জনিত।
গীতাপাঠ মাত্র নষ্ট পাপরাশি যত॥ ৩৪।৩৫
সর্ব্বত্র আহার কিম্বা দান প্রতিগ্রহে।
গীতা অধ্যয়ন-কারী কভু লিপ্ত নহে॥ ৩৬
ধনভরা বসুন্ধরা অবিধি বিহিত।
প্রতিগ্রহ করিয়া যে পাতকে পতিত॥
সে যদি যতনে গীতা পড়ে একবার।
নির্ম্মল স্ফটিক যথা পাপ কোথা তার?॥ ৩৭
গীতা পাঠে মন যার অবিরত রত।
সাগ্নিক জাপক যোগী সেই ত পণ্ডিত।
ক্রিয়াবান্ ধনবান্ যাজ্ঞিক যাজক।
জ্ঞানী রূপবান্ সর্ব্ববেদার্থ-দর্শক॥ ৩৮।৩৯

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকঃ কৃষ্ণো নারদধ্রুবপার্শ্বদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদং।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরু ॥ ৪৫

ভাবার্থ—

নিত্য নিত্য গীতাগ্রন্থ পাঠ হয় যথা।
প্রয়াগাদি সর্ব্বতীর্থ সমাসীন তথা। ৪০
অনুক্ষণ দেব ঋষি আর যোগিগণ।
রক্ষিরূপে দেহে রহে হ'লেও মরণ ॥ ৪১
নিরন্তর সুপবিত্রা মধুময়া গীতা।
যথাযথ যেই স্থানে হয় আলোচিতা ॥
গোপাল বালক কৃষ্ণ হবেন তথায়।
পার্ষদ নারদ ধ্রুব সহিত সহায় ॥ ৪২
যে স্থানে হবে গীতার পঠন পাঠন।
অথবা হইবে যথা গীতাবিচারণ।
ভগবান্ কৃষ্ণ আসি সহ রাধিকার।
সুখেতে করেন তথা সতত বিহার ॥ ৪৩

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ কহিলেন।

গীতাই হৃদয় পার্থ! গীতা মম সার।
গীতা মম উগ্রজ্ঞান অব্যয় আবার ॥ ৪৪

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহং।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহং ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদং ॥ ৫১

ভাবার্থ—

গীতা মম শ্রেষ্ঠ স্থান গীতা গোপনীয়।
গীতাই পরম পদ, গুরু, পূজনীয় ॥ ৪৫
গীতাই পরম গৃহ গীতাই আশ্রয়।
গীতাজ্ঞান যোগে আমি পালি লোকত্রয় ॥ ৪৬
গীতা মম ব্রহ্মরূপা পরাবিদ্যা হয়।
অনির্ব্বাচ্যা অর্দ্ধমাত্রা গীতাই নিশ্চয় ॥ ৪৭
গীতা গোপনীয় নাম শুন ধনঞ্জয় ?।
যে নাম কীর্ত্তন মাত্র পাপ রাশি ক্ষয় ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা ব্রহ্মাবলী পতিরতা সীতা।
ত্রিসন্ধ্যা ভবঘ্নী নন্দা অর্দ্ধমাত্রাচিতা ॥
বেদত্রয়ী পরানন্দা ভ্রান্তিবিনাশিনী।
তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী মুক্তি প্রদায়িনী ॥
ব্রহ্মবিদ্যা তথা সত্যা সাবিত্রী বলিয়া।
নিত্য জপে যে মানব নিশ্চল হইয়া ॥

পাঠে হসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬

জ্ঞান সিদ্ধি নিত্য নিত্য লভে ইহলোকে।
আমার পরম পদ পায় পরলোকে ॥ ৪৯-৫১
সম্পূর্ণ পাঠেতে যদি সামর্থ্য না থাকে।
অর্দ্ধপাঠে গোদানজ পুণ্য লভে লোকে ॥ ৫২
ত্রিভাগ যে মহাভাগ পাঠ করে নিত্য।
সোম যাগ-ফলভাক্ হইবে সে সত্য ॥
ষড়ংশ যে জন জপ করে ভক্তি ভরে।
গঙ্গাস্নান-ফল-লাভ করে সেই নরে ॥ ৫৩
নিত্য যে বা ভক্তি ভরে পড়ে দ্বি অধ্যায়।
কল্পক্ষয় ইন্দ্রলোকে থাকে সে নিশ্চয় ॥ ৫৪
ভক্তিভরে একাধ্যায় পড়ে যদি লোকে ॥
গণ হয়ে চিরকাল থাকে রুদ্র লোকে ॥ ৫৫
পূর্ণ, অধ্যায়ের অর্দ্ধ, চতুর্থ অংশ বা।
নিত্য নিত্য ভক্তি যোগে পাঠ করে যে বা ॥
শত মন্বন্তর বর্ষ-কাল সূর্য্য লোকে।
নিশ্চয় করিবে বাস সেই জন সুখে ॥ ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতস্তথা ॥ ৫৭
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রযাতি পরমং পদং ॥ ৫৮
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১

ভাবার্থ—

গীতা শ্লোক দশ সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়।
তিন দুই এক কিম্বা অর্দ্ধেক নিশ্চয় ॥
যে জন করিবে পাঠ নিত্য নিয়মিত।
চন্দ্রলোকে থাকিবে সে বরষ অযুত ॥ ৫৭
কোন অধ্যায়ের যদি এক মাত্র শ্লোক।
গীতার্থের পদমাত্র স্মরি ইহ লোক।
পরিত্যাগ করে কেহ, সে জন নিশ্চয়।
বিষ্ণুর পরম পদ অন্তে প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৮
আমরণ গীতাপাঠ শ্রবণ করিলে।
মহাপাতকী ও মোক্ষ পায় অবহেলে ॥ ৫৯
গীতাগ্রন্থ-সমন্বিত করে প্রাণত্যাগ।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহ থাকে মহাভাগ ॥ ৬০
একাধ্যায় গীতাযুক্ত হইলে মরণ।
আবার সে নরযোনি করিবে গ্রহণ ॥
পরে গীতা পাঠে রত হয়ে পুনরায়।
এ ভব-বন্ধন হ'তে মুক্তি পদ পায় ॥ ৬১

গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তোম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ। ৬২
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬৩
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৪
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৫
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৬
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবঃ॥ ৬৭

ভাবার্থ—

অন্তিম সময়ে গীতা করি উচ্চারণ।
মরিলে পরম গতি পায় সেই জন॥ ৬২
গীতাতে যে সব কর্ম্ম শ্রেয়ঃ বলি উক্ত।
নির্দোষ হইয়া তাহা পাইবে পূর্ণত্ব॥ ৬৩
পিতৃগণ-শ্রাদ্ধে যেই শ্রদ্ধা সহকারে।
সুপবিত্র গীতাগ্রন্থ অধ্যয়ন করে॥
পিতৃগণ তার প্রতি হয়ে তুষ্ট-মন।
নিরয় হইতে স্বর্গে করেন গমন॥ ৬৪
পিতৃলোকে গিয়া তাঁরা তৃপ্ত নিরন্তর।
পুত্র আশীর্ব্বাদে সদা থাকেন তৎপর॥ ৬৫॥
গীতার পুস্তক দান চামর সহিত।
করিলে সার্থক দিন, ঘটে নানা হিত॥ ৬৬
ব্রাহ্মণে সুবর্ণ সহ পুস্তক গীতার।
দিলে ভবে নাহি হবে পুনর্জ্জন্ম তার॥ ৬৭

শত-পুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৮
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্প-মিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৯
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৭০
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত!।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণাম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭১
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭২

ভাবার্থ—

শত গীতাগ্রন্থ দান করে যেই জন।
আবৃত্তি না হয়, যায় ব্রহ্মার সদন॥ ৬৮
বিষ্ণু লোকে বিষ্ণু সহ গীতাদান-ফলে।
পুলকে থাকিবে লোকে সপ্ত কল্পকালে॥ ৬৯
সমগ্র গীতার্থ শুনি দান করে গীতা।
তুষ্ট তারে ভগবান্ ইষ্ট-ফল-দাতা॥ ৭০
দেহ ধরি হে ভারত! এই চরাচরে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ভিতরে॥
অমৃতরূপিণী গীতা না পঠে যে জন।
অথবা যে নাহি করে কর্ণেতে শ্রবণ॥
সে জন অমৃত ত্যজি করতল গত।
বিষম গরল পানে হয় অনুরত॥ ৭১
ভীষণ সংসার দুঃখে যে জন পীড়িত।
সে যদি যতনে পান করে গীতামৃত॥

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭৩
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৪
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ৭৫
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৭৬
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥ ৭৭
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ॥ ৭৮

ভগবানে ভক্তি তার উপজিবে তবে।
ঘুচিবে সংসার ব্যাধি, সুখী হবে ভবে॥ ৭২
গীতাশ্রয়ে জনকাদি রাজঋষিগণ।
হইয়া নিষ্পাপ, ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন। ৭৩
গীতাতে, সমগ্র জ্ঞানে, উচ্চারকে তথা।
না আছে বিশেষ, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী গীতা॥ ৭৪
যে জন গর্ব্বিত হয়ে অভিমান ভরে।
পবিত্র গীতার প্রতি নিন্দাবাদ করে॥
নিশ্চয় বসতি তার হইবে নিরয়।
যতদিন ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় না হয়॥ ৭৫
যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারে গীতার্থ না মানে।
কুম্ভীপাকে পচিবে সে কল্প পরিমাণে॥ ৭৬
সমীপে গীতাব্যাখ্যা যে শ্রবণ না করে।
শূকর যোনিতে জন্মে বহু জন্ম ধ'রে॥ ৭৭

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৯
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা ।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১

সূত উবাচ ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৮২

ভাবার্থ—

চুরি করি যে বা আনে গীতার পুস্তক ।
নিষ্ফল পঠন তার সব নিরর্থক ॥ ৭৮
গীতার্থ শ্রবণে যদি পরমার্থ প্রতি ।
শ্রোতার নাহিক হয় আন্তরিক প্রীতি ॥
সে শ্রবণে তার কোন নাহি হয় ফল ।
উন্মাদের শ্রম যথা সকলি বিফল ॥ ৭৯
শুনি গীতা, পরমাত্ম-প্রীতির কারণ ।
করিবে স্থবর্ণ ভোজ্য পট্ট নিবেদন ॥ ৮০
বস্ত্রাদি উপকরণে দ্রব্যাদি সম্ভারে ।
করিবে গীতাবাচকে পূজা ভক্তি ভরে ॥
বাচক হইলে প্রীত জানিও সর্ব্বথা ।
শ্রীকৃষ্ণ হবেন প্রীত নাহিক অন্যথা ॥ ৮১

সূত কহিলেন ।

ভগবান্ কৃষ্ণ-মুখ হ'তে বিনির্গত ।
পুরাতন এই পূত গীতার মাহাত্ম্য ॥
গীতাপাঠ অন্তে যিনি করেন পঠন ।
যথোক্ত গীতার ফল তিনি প্রাপ্ত হন ॥ ৮২

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতা পাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৪
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহং ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়ে তন্ত্রসারে
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

ওঁ তৎ সৎ।

ভাবার্থ—

গীতান্তে মাহাত্ম্য নাহি পড়িলে গীতার।
বৃথা হয় পাঠ ফল শ্রম মাত্র সার ॥ ৮৩
মাহাত্ম্য সহিত গীতা পড়িলে শুনিলে।
শ্রদ্ধাসহ, পরকালে পরাগতি মিলে ॥ ৮৪
অর্থ সহ গীতা শুনি মাহাত্ম্য যে শুনে।
সুখাবহ পুণ্যফল পায় সে ভুবনে ॥ ৮৫
ইতি গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সংস্কৃত-ব্যাখ্যা ও মাহাত্ম্য সহ বঙ্গানুবাদ।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

শ্রীকালীধন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও অনূদিত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীকালিদাস মিত্র,
১৫৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সন ১৩২০ শাল।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

Printed by K. D. Mitter & Co., at the Herald Printing Works,
153, Amherst St., Calcutta.

সূচী।

কর্ম্মযোগ।

ভক্তিযোগ।

জ্ঞানযোগ।

উৎসর্গ।

স্বর্গীয় পিতা ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে।

পিতৃদেব!

তেরটি বরষ আজি গেল পায় পায়।
দেখিনাই শান্তিময়ী মূরতি ধরায়॥
হৃদি পটে চিরতরে অতীতের স্মৃতি।
আঁকিয়া রেখেছে কিন্তু প্রশান্ত মুরতি॥
যে দিন পতন তব হ'ল চিরতরে।
জীবনের যবনিকা জাহ্নবীর তীরে॥
সেই দিন হ'তে সদা ভাবিতেছি চিতে।
আর কি পাইব তাত! তোমারে তুষিতে।
উদরান্ন তরে আছি বনবাসী হয়ে।
শ্রদ্ধা নাহি তাহে শ্রাদ্ধ করিব কি দিয়ে॥
গীতার মাহাত্ম্য কিন্তু শুনি অভাগার।
হতাশ হৃদয়ে হ'ল আশার সঞ্চার॥
তাই আসিয়াছি, "গীতা-অনুবাদ" করে।
উদ্দেশে এ গ্রন্থ দেব! দিতে তব করে॥
লও পিতঃ! গীতা মম ভক্তির তর্পণ।
তৃপ্ত হও, এই বর মাগে কালীধন॥

নিবেদন।

গীতা শ্রীভগবানের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত উপদেশ-মধু। গীতা ভবার্ণবের ধ্রুবতারা, সংসার-মরুভূমির সুশীতল জল, নিগম-পাদপের গলিত সুমিষ্ট ফল। গীতা গৃহীর গৃহদেবতা, মুমুক্ষুর মুক্তি। গীতা সাকার সাধকের বিষ্ণু-বিগ্রহ, নিরাকার-সাধকের অব্যক্ত ব্রহ্ম। গীতা পাপীর আশ্বাসবাণী ; গীতার পরিচয় গীতাই দিয়াছেন দিতেছেন ও দিবেন।

নিত্য-সত্য-সনাতনী গীতা যাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহাদের কিসের অভাব ? যাঁহারা ইহ সংসারকে ছায়াবাজি মনে করেন অধ্যাত্ম জগৎকে লইয়াই যাঁহাদের আলোচনা সেই আর্য্যসন্তানগণ যদি অধঃপতিত, তবে উন্নত কে ? কবে গীতা আমাদের গৃহে গৃহে প্রত্যেক নরনারীর সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিবে ? সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ কেবল বঙ্গভাষায় সামান্য অভিজ্ঞ নরনারী ও যাহাতে গীতার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মানব জন্ম সফল করিতে পারেন তজ্জন্যই আমার এই উদ্যম। গদ্য অপেক্ষা পদ্য সাধারণের সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে বিবেচনায় বঙ্গানুবাদ পদ্যে করা হইল ; জানিনা ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম। তবে গীতার প্রচার যতই প্রসারিত হয় ততই মঙ্গল, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, বলদেব, বিশ্বনাথ, হনুমান, রামানুজ, নীলকণ্ঠ, মধুসূদন, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণের ভাষ্য ও টীকাদি এবং গীতার্থ-সারদীপিকা অবলম্বনে এই গীতার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ লিখিত হইল। আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে স্কটিশচর্চ্চ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমার সহায়তা করায় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পূজ্যপাদ মাতুল শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে

আমাকে গীতানুবাদে প্রবৃত্তি দেওয়ায় এবং পাণ্ডুলিপি খানি দেখিয়া দেওয়ায় তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য বহুদিন হইল আমার গীতা-ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অর্থ ও সময়াভাবে এতদিন ইহা সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে যদিও ভগবৎ-কৃপায় ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সমাধা হইল, কিন্তু সময়াভাবে দেখিয়া দিতে না পারায় অনেক ভ্রম অসংশোধিত অবস্থায় রহিল; সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ নিজগুণে তৎসমুদায় সংশোধন করিয়া লইবেন ইতি।

সাউথ্-গরিয়া গ্রাম
ও পোষ্ট আফিস্
জেলা ২৪ পরগণা
২৫শে পৌষ, ১৩২০ সাল।

বিনীত—
শ্রীকালীধন শর্ম্মণঃ।

গ্রন্থ-সূচনা।

ঋষিবর পরাশর যাঁর জন্মদাতা।
মাতা যাঁর সত্যবতী, ধীবরের সুতা ॥
জন্ম যাঁর যমুনার দ্বীপ মধ্যস্থলে।
বর্ণ কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বলে ॥
বিহিত বিভাগ করি বেদ সমুদায়।
বেদব্যাস বলি যিনি বিদিত ধরায় ॥
বিপুল ভরতকুল-বৃত্তান্ত-বিস্তার-।
বিবৃত-মহাভারত বিরচিত তাঁর ॥
ইতিহাস রূপে কত হিত শাস্ত্র কথা।
প্রতি পদে মরি মরি রহিয়াছে গাঁথা ॥
যা আছে ভারতে তাহা আছে এ ভারতে।
যা নাই ভারতে তাহা নাহি ভূভারতে ॥
আর্য্য বা অনার্য্য জাতি যে হয় সে হয়।
ব্যাস রচনায় কে বা বিমোহিত নয় ? ॥
কুটিল কালের চক্র-বিবর্ত্তন-বলে।
কত ধর্ম্ম কত শাস্ত্র গেল রসাতলে ॥
যত দিন রবে কিন্তু সুমেরু-শিখর।
যত দিন রবি শশী জীবে দিবে কর ॥
যত দিন বিন্দু বারি বারিধিতে র'বে।
যত দিন সমষ্টিতে ব্যষ্টি না মিশিবে ॥
যত দিন রবে ভবে বিদ্যার সৌরভ।
সম ভাবে রবে মহাভারত-গৌরব ॥
এ হেন জগৎ-পূজ্য শাস্ত্র-রত্নাকরে।
অনন্ত জ্ঞানের জ্যোতিঃ "গীতা" নাম ধ'রে।
আছে এক মণি সর্ব্ব-তত্ত্ব-নিকেতন।
কেশবের গলে যথা কৌস্তভ রতন ॥

এক-দেশ-দর্শিতার নাহি আছে লেশ।
সর্ব্ববাদি-সুসম্মত পূজ্য সর্ব্বদেশ ॥
বক্তা তার সারাৎসার গুরু ভগবান্।
শ্রোতা তার শিষ্যরূপী পার্থ জ্ঞানবান্ ॥
পাপময়-কলিযুগ-প্রবর্ত্তন-কালে।
পুণ্যভূমি-কুরুক্ষেত্র-সমরের স্থলে।
যোগবলে মহীতলে ব্যাস মহাঋষি।
দিলেন এ গীতামৃত জীবে ভালবাসি ॥
গীতা যথা গীত হয় সে ত তীর্থ-স্থান।
পড়ে কিম্বা শুনে তারা অমর সমান ॥
গীতা-কথা মুখে বলি ত্যজে দেহ-ভার।
নাহি হবে এই ভবে পুনর্জ্জন্ম তার ॥
শান্তিময়ী গীতা-কথা লয়ে আলোচনা।
করে যত জীব, তত মঙ্গল সূচনা ॥
তাই গীতা-অনুবাদে উদ্যম আমারি।
পাপ মুখে গীতা নাম ল'ব বার বার ॥
যতক্ষণ থাকি গীতা আলোচনা-রত।
অন্ততঃ সে কাল টুকু বিষয়ে বিরত ॥
জানি আমি আমার এ অনুবাদ করা।
বামনের সাধ যথা হাতে বিধু ধরা ॥
কি জানি তথাপি মন বারণ না মানে।
ছাড়ে কি পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে হুতাশনে ? ॥
বাসুদেবে ব্যাসদেবে, ভূদেব-নিকরে।
নতি করি গীতা ধরি হৃদয়ে সাদরে।
এ মম প্রথম ভেলা অকূল তুফানে।
দিলাম হবে যা আছে ইচ্ছাময়-মনে ॥

—*—